GIFT

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ইসলামী বিধানে নারী ও বর্তমান বিশ্বে নারী : একটি তুলনামূলক আলোচনা

এম.ফিল. গবেষক

আবদুল করিম

রেজিস্ট্রেশন নম্বর - ০৪

শিক্ষাবর্ষ ১৯৯৮-১৯৯৯

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library
449922

449922

তত্ত্বাবধায়ক

প্রফেসর আ.ন.ম. আবদুল মান্নান খান

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

প্রত্যয়ন পত্র

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী, এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, অত্র 'ইসলামী বিধানে নারী ও বর্তমান বিশ্বে নারী : একটি তুলনামূলক আলোচনা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি গবেষক জনাব আবদুল করিম কর্তৃক আমার তত্ত্বাবধানে সু-সম্পন্ন হয়েছে।

ইতোমধ্যে এটি আংশিক অথবা পূর্ণাঙ্গভাবে কোথাও প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য গৃহীত হয়নি।

০৭.০৬.২০০৯

(প্রফেসর আ.ন.ম. আবদুল মান্নান খান)
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

443922

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **'ইসলামী বিধানে নারী ও বর্তমান বিশ্বে নারী : একটি তুলনামূলক আলোচনা'** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজ হস্তে সম্পন্ন করেছি।

এটি আংশিক অথবা পূর্ণাঙ্গভাবে কোথাও প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য গৃহীত হয়নি।

09.03.2002

(আবদুল করিম)
রেজিস্ট্রেশন নম্বর - ০৪
শিক্ষাবর্ষ ১৯৯৮-১৯৯৯
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

449922

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ভূমিকা ১–৪

প্রথম অধ্যায় : ইসলামী বিধানে নারী ৫–২৭

প্রথম পরিচ্ছেদ : পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর স্বভাব, প্রকৃতি ও সৃষ্টিতত্ত্ব

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ সম্পর্ক

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : মৌলিক অধিকারে যৌক্তিক সমতা

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : নর-নারী উভয়ে সভ্যতার নির্মাতা

দ্বিতীয় অধ্যায় : ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা ২৮–৮০

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইসলামের দৃষ্টিতে মায়ের অধিকার ও মর্যাদা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামের দৃষ্টিতে কন্যার অধিকার ও মর্যাদা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামের দৃষ্টিতে বোনের অধিকার ও মর্যাদা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ইসলামের দৃষ্টিতে স্ত্রীর অধিকার ও মর্যাদা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : অন্যান্য পর্যায়ে নারীর অধিকার ও মর্যাদা

ক. নারীর আধ্যাত্মিক মর্যাদা

খ. নারীর বুদ্ধিবৃত্তিক মর্যাদা

গ. নারীর রাজনৈতিক অধিকার

ঘ. নারীর শিক্ষালাভের অধিকার

ঙ. নারীর চাকুরী করার অধিকার

চ. ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার

ছ. ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার

জ. ইসলামে স্ত্রী হিসেবে নারীর মোহরানার অধিকার

ঝ. ইসলামে নারীর ভরণ-পোষণ পাবার অধিকার

ঞ. পরিবার গঠনে নারীর অধিকার

ট. ইসলামে নারীর পরামর্শ, মতামত ও স্বীকৃতির গুরুত্ব

ঠ. সাক্ষী ও বিচারক হিসেবে নারী

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় : অন্যান্য ধর্মে নারীর অবস্থান ৮১–৯৫

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইহুদী ধর্মে নারীর অবস্থান

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : খ্রিস্ট ধর্মে নারীর অবস্থান

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : হিন্দু ধর্মে নারীর অবস্থান

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বৌদ্ধ ধর্মে নারীর অবস্থান

চতুর্থ অধ্যায় : প্রাচীন সভ্যতা ও জাহেলী যুগে নারী ৯৬–১০৬

প্রথম পরিচ্ছেদ : গ্রীস সভ্যতায় নারী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : রোম সভ্যতায় নারী

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ভারতীয় সভ্যতায় নারী

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আরব সভ্যতায় নারী

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ব্রিটিশ সভ্যতায় নারী

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : পারস্য সভ্যতায় নারী

সপ্তম পরিচ্ছেদ : চীন সভ্যতায় নারী

পঞ্চম অধ্যায় : বর্তমান বিশ্বে নারীর অধিকার ও নারী আন্দোলন ১০৭–১৩৮

প্রথম পরিচ্ছেদ : পাশ্চাত্যে নারীর অবস্থান

ক. পাশ্চাত্যে তরুণ-তরুণীদের পারিপার্শ্বিক অবস্থান

খ. বিদ্যালয়ে যৌনচর্চা

গ. সামাজিক অশ্লীলতা

ঘ. পারিবারিক রীতিনীতি

ঙ. মিডিয়ার কুফল

চ. তালাক ও বিচ্ছেদ

ছ. হত্যা ও আত্মহত্যা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইংল্যান্ডে নারীর অবস্থান

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ফ্রান্সে নারীর অবস্থান

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : জাপানে নারীর অবস্থান

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : নারী আন্দোলন যুগে যুগে

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় : নারীর আইনী অধিকার ও নারী নির্যাতন প্রতিকারের উপায় ১৩৯–১৯৮

প্রথম পরিচ্ছেদ : নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশের সংবিধানে প্রদত্ত নারীর সাংবিধানিক অধিকার

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে প্রচলিত পারিবারিক আইনে নারীর আইনী অধিকার

ক. বাংলাদেশে প্রচলিত মুসলিম পারিবারিক আইন

১. বিবাহ

২. দেন মোহর

৩. ভরণ পোষণ

৪. উত্তরাধিকার

৫. তালাক

খ. বাংলাদেশে প্রচলিত হিন্দু পারিবারিক আইন

গ. বাংলাদেশে প্রচলিত খ্রিস্টান পারিবারিক আইন

ঘ. বাংলাদেশে প্রচলিত নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আইন

ঙ. বিভিন্ন দেশের মুসলিম পারিবারিক আইনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

সপ্তম অধ্যায় : নারীর অবস্থান : সমকালীন বিশ্বব্যবস্থা ও ইসলাম ১৯৯–২১৫

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইসলাম ও সমকালীন বিশ্বে নারীর তুলনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলাম ও হিন্দু আইনে নারীর তুলনা

উপসংহার ২১৬–২১৭

গ্রন্থপঞ্জি ২১৮–২২১

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

"বিশ্ব প্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, দরূদ ও সালাম আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর উপর, তাঁর স্বজনদের উপর, তাঁর নিষ্কলুষ ও কল্যাণময় সহচরগণের উপর এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাদের অনুসরণ করতে থাকবেন তাদের উপর।" মানব জাতি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রিয় সৃষ্টি। নারী ও পুরুষ অভিন্ন মানব সমাজের দুটি অপরিহার্য অঙ্গ। নর-নারী মিলেই মানব সমাজ পরিপূর্ণ হয়। পুরুষ মানবতার মাত্র একাংশের প্রতিনিধি। অপর অংশের প্রতিনিধিত্ব করে নারী। নারী সমাজকে বাদ দিয়ে মানব সমাজ কল্পনাই করা যায় না। আল্লাহ তা'য়ালা রহমত ও দানের ব্যাপারে যেমন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি, তেমনি তাঁর বিধানে নারী-পুরুষের অধিকার ও মর্যাদার মধ্যেও কোন তারতম্য রাখেননি। মানব জাতির হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'য়ালার মনোনীত জীবন বিধান হলো ইসলাম। ইসলাম একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের বিধান নারী পুরুষ সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। ইসলামী বিধান নারী-পুরুষ সকলের অধিকার ও মর্যাদা সমানভাবে নিশ্চিত করেছে। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারী জাতি তাদের অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত ছিল। ইসলামের আগমণের মাধ্যমে নারী তার হারানো অধিকার ও মর্যাদা ফিরে পায়। ইসলাম চৌদ্দশত বছর পূর্বে নারীকে যে সকল অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে তা মহান আল্লাহর দেওয়া বৈধ অধিকার, বিনা আন্দোলনে এবং বিভিন্ন অঙ্গণে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে। ধর্মীয় অধিকার, সামাজিক অধিকার, পারিবারিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার, আইনগত অধিকারসহ সকল বিষয়ে ইসলাম নারীকে ন্যায্য অধিকার দিয়েছে। শুধু তাই নয় ইসলামের স্বর্ণযুগে নারীরা তাদের প্রতিভা বিকাশের পূর্ণ সুযোগ পেয়েছিল। ইসলাম সে যুগে নারী জাতিকে তার যথাযোগ্য অধিকার দিয়েছে, কেবল সে যুগে নয় আজ থেকে দুইশত বছর পূর্বেও আধুনিক বিশ্বের প্রবক্তা তথাকথিত পাশ্চাত্য সভ্য জাতিগুলো চিন্তা-ভাবনা করছিল নারীরা আদৌ মনুষ্যজাতি কি-না, তাদের আদৌ আত্মা আছে কি-না। ইসলামের আবির্ভাবে নারী পেয়েছে ধর্ম-কর্মে, শিক্ষা-দীক্ষায়, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে পুরুষের ন্যায় ন্যায্য অধিকার। নারী জাতির অধিকার, মর্যাদা, চাহিদা ও স্বাধীনতার বিবরণ দিয়ে পবিত্র কুরআনের পূর্ণ একটি সূরা (আন নিসা) তার জ্বলন্ত উদাহরণ। ইসলামের দেওয়া নারীর এ সকল অধিকার থেকে যদি কোন নারী বঞ্চিত থাকে তবে তারজন্য সংশ্লিষ্ট মুসলিম সমাজ দায়ী, ইসলাম নয়।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম নারী জাতিকে শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কারণে ক্ষেত্রবিশেষ ছাড়া পুরুষের সমান অধিকার দিয়েছে। ইসলামের বিধানে আল্লাহর দেওয়া এত ব্যাপক অধিকার ও স্বাধীনতা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্যভুক্ত নারী মুক্তিবাদীরা সন্তুষ্ট নন। বর্তমান বিশ্বে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় অসংখ্য আইন-কানুন থাকলেও নারী আন্দোলন, অধিকার আদায় ও অধিকার দেয়ার নামে কথিত সভ্য নারী সমাজ নারীকে অশ্লীল, অনৈতিক, মেকি সভ্যতার দিকে ধাবিত করেছে। বিশ্বব্যাপী নারী সমাজের পরিবর্তনের জন্য আজ নারী অধিকারের শ্লোগান উঠেছে। নারী স্বাধীনতার নামে পাশ্চাত্য সমাজ নারী জাতিকে ভোগ লালসার সামগ্রীতে পরিণত করেছে।. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পারিবারিক ও সামাজিক অস্থিরতা নারী অধিকারের মুখোশ উন্মোচন করেছে। তাদের ভাষায় ইসলামী বিধানসহ সকল ধর্মীয় আইন-কানুন নারী স্বাধীনতার অন্তরায়। আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের দৈন্যতা মিডিয়ার বদৌলতে পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে স্পষ্ট। অথচ ইসলামী বিধানে নারীর অধিকার নজীর বিহীনভাবে স্বীকৃত। মানুষ হিসেবে নারী চিন্তায় ও কর্মে ভোগ করবে যুক্তিপূর্ণ স্বাধীনতা। বর্তমান বিশ্বে পাশ্চাত্য সমাজ নারী অধিকারের জিগির তুলে নারী সমাজকে ঘরছাড়া করে অশ্লীলতার দিকে ধাবিত করেছে। নারীর সতীত্ব বিলীন হওয়ার পথে। পারিবারিক বন্ধন এতটুকু নাজুক যে যৌবনকালে বিয়ের প্রয়োজন হচ্ছে না। মুসলিম সমাজেও আজ তার ঢেউ এসে লেগেছে। শত শত বছরের ইসলামী বিধানকে আধুনিকতার নামে সেকেলে মনে করছে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক না হওয়ায় পাশ্চাত্যের প্রপাগাণ্ডায় মুসলিম সমাজের একটি অংশ জঘণ্য অশ্লীলতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। তাদের ধারণা ইসলাম তাদেরকে ঠকিয়েছে। পর্দার নামে তাদেরকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে। ইসলামী শিক্ষার অভাবে আজ তারা পথভ্রষ্ট হচ্ছে। মূলতঃ তাদের এ ধারণা বর্তমান মুসলিম সমাজের ইসলাম বিমুখ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার কাঠামো থেকে তৈরী হয়েছে। কেননা ইসলাম নারীর যে অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রে তা অহরহ লঙ্ঘিত হচ্ছে। মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামী বিধান কায়েম থাকলে মুসলিম নারীরা পাশ্চাত্যের আধুনিকতার দিকে ঝুকে পড়ত না। সমতার দাবী তুলে পাশ্চাত্য নারীরা আজ প্রতারিত হচ্ছে। ইসলামী বিধান নারীকে কি কি অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে নারী জাতিকে তা উপলব্ধি করানোর জন্য এ গবেষণা কর্ম। **'ইসলামী বিধানে নারী ও বর্তমান বিশ্বে নারী : একটি তুলনামূলক আলোচনা'** শীর্ষক এ গবেষণাকর্ম থেকে যদি বর্তমান বিশ্বের ধর্ম-বর্ণ, দলমত নির্বিশেষে সকল মানব বিশেষ করে নারী সমাজ সামান্যতম উপকৃত হন এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নূন্যতম জ্ঞান অর্জন করতে পারেন তাহলে নিজেকে সার্থক মনে করব। আল্লাহ সকলকে তার দ্বীন বুঝার ও আমল করার তাওফিক দিন। আমীন।

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য গবেষণাকর্মে ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়াও ৭টি অধ্যায় রয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়কে বিষয়ভিত্তিক অনুচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব ও পরবর্তী সভ্যতা ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মে নারীর অধিকার, মর্যাদা ও অবস্থান আলাদা আলাদা অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এ গবেষণাকর্মে ইসলামী বিধানে নারীর অধিকার ও মর্যাদা এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বও প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আধুনিক ও বর্তমান বিশ্বে ইসলাম বিমুখ নারী আন্দোলনের অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে। এ গবেষণাকর্মে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে ইসলামী বিধানে নারীর অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে। কুরআনের ক্ষেত্রে আয়াত সমূহ উল্লেখ করে পাঠোদ্ধারের সুবিধার্থে আয়াত সমূহের অর্থ দেয়া হয়েছে। হাদীসের ক্ষেত্রে সিহাহ সিত্তার হাদীস সমূহকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে সিহাহ সিত্তাহ ছাড়াও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের হাদীস নেয়া হয়েছে। কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় হাদীসের এবারত সমূহ পরিহার করে অনুবাদ দেয়া হয়েছে। আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত রেখে কুরআনের আয়াত ও হাদীস সমূহ পেশ করা হয়েছে। এ গবেষণাকর্মে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে তারমধ্যে অন্যতম হচ্ছে, কুরআন ও হাদীসের আলোকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক বিজ্ঞ আলেমের সাথে মতপার্থক্যও থাকতে পারে। মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সঠিকতা যাচাই ও পর্যালোচনা করে প্রমাণাদির ভিত্তিতে সঠিক তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। কুরআন হাদীস ছাড়াও যে সমস্ত গ্রন্থ-সাময়িকী-পত্র-পত্রিকার তথ্য-উপাত্ত নেয়া হয়েছে, কুরআন হাদীসের ন্যায় তথ্যসূত্রে সেগুলোর বিবরণ দেয়া হয়েছে। আলোচনার ক্ষেত্রে শিরোনামের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছে এবং বিষয়বস্তুকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। সহজে বিষয়বস্তু বোধগম্য হওয়ার জন্য গবেষণাকর্মের শুরুতে সূচিপত্র দেয়া হয়েছে।

এ গবেষণাকর্ম আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় স্যার প্রফেসর আ.ন.ম. আবদুল মান্নান খান (সাবেক চেয়ারম্যান, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)-এর নিরলস কঠোর তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হওয়ায় আমি চির কৃতজ্ঞ। এ ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ আবুবকর সিদ্দীক ও প্রফেসর ড. এ.বি.এম. ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর আমার শ্রদ্ধাভাজন স্যার প্রফেসর ড. মুহাম্মদ রশিদ এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ও প্রফেসর ড. এ.এফ.এম. আমীনুল হক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. নাছির উদ্দিন মিঝি স্যার বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা

Dhaka University Institutional Repository

করায় আমি তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞ। আমার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী, সহধর্মিণী ফারজানা সুলতানা ও বন্ধুবর মোঃ এলাম উদ্দীন (প্রভাষক, দর্শন বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর) এবং মোঃ রবিউল ইসলাম (সহকারী পরিচালক, গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা)-এর কাছে আমি কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে চিরঋণী থাকব, যাঁদের সর্বাত্মক সহযোগিতা, পরামর্শ ও আন্তরিকতায় আমি আমার গবেষণাকর্ম সকল বাঁধা-বিপত্তি পেরিয়ে নির্ধারিত সময়ে সু-সম্পন্ন করতে আল্লাহর রহমতে সক্ষম হয়েছি। মহান আল্লাহর দরবারে তাদের এই নিঃস্বার্থ সহযোগিতার পূর্ণ প্রতিদান কামনা করছি। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি আমার গবেষণা কর্মের প্রথম তত্ত্বাবধায়ক মরহুম ড. মোঃ নুরুল হক স্যারকে এবং আমার নানা মরহুম মাস্টার আবদুর রহিমকে। আল্লাহ তাঁদেরকে জান্নাতবাসী করুন।

— আমীন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ইসলামী বিধানে নারী

প্রথম পরিচ্ছেদ : পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী

মানব জাতি আল্লাহ তা'য়ালার প্রিয় সৃষ্টি। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে মানুষকে দেওয়া হয়েছে প্রতিনিধির দায়িত্ব। প্রথম মানব ও মানবী হযরত আদম আ. ও হাওয়ার সন্তান-সন্ততিই হচ্ছে আজকের এই মানব সমাজ। মানব সমাজের অর্ধেক নর আর বাকী অর্ধেক নারী। নারী সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে।

মানুষের মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم
مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

'নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি, জলে ও স্থলে তাদেরকে চলাচলের বাহন দান করেছি, তাদেরকে উত্তমভাবে জীবন-যাপনের সকল উপকরণ দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃজন করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।'[১]

আল্লাহ তা'য়ালা আরও বর্ণনা করেন :

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

'আমি মানুষকে সর্বোত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি।'[২]

এ সম্মান ছিল আদম আ. ও তার সকল সন্তান তথা সকল নারী পুরুষের জন্য। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র ঘোষণা করেন :

---

১ আল-কুরআন, সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত-৭০।

২ আল-কুরআন, সূরা আত্ব-তীন, আয়াত-৪।

Dhaka University Institutional Repository

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ

وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً

'হে মানব সমাজ! তোমরা নিজেদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত নর-নারী।'[৩]

মহান আল্লাহ নর-নারীকে একে অপরের সম্পূরক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে পৃথিবীতে মর্যাদার আসনে আসীন করেছেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেন :

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿١﴾ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴿٢﴾ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰٓ ﴿٣﴾ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا ﴿٤﴾

'শপথ রজনীর, যখন সে আচ্ছাদন করে। শপথ দিবসের, যখন সে উদ্ভাসিত হয়। শপথ তার, যিনি নর-নারীকে সৃজন করেছেন। অবশ্যই তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকৃতির।'[৪]

অন্ধকার যুগে নারী জাতিকে অকেজো, অকল্যাণকর, অসভ্য, বিপদাপদের হেতু, আত্মাহীন, অমঙ্গলজনক ও উন্নতি উৎকর্ষ সাধনে প্রতিবন্ধক মনে করত এমনকি সভ্যতা নির্মাণের সংগ্রাম এবং উন্নতি সাধনের সকল প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখত, ঐ সংকটময় মুহূর্তে আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত রাসূল সা. কন্যা সন্তানকে কল্যাণের প্রতীক হিসেবে ঘোষণা করেন। কারণ নর ও নারী সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা কোন তারতম্য করেন নি। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেন :

لِّلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَٰثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿٤٩﴾
أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَٰثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

'আকাশ ও জমিনের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। তিনি যা চান তা'ই সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা তিনি কন্যা সন্তান দান করেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। আর যাকে ইচ্ছা পুত্র-কন্যা উভয় প্রকার সন্তান দান করেন। আবার যাকে ইচ্ছা সন্তানহীনা করে দেন। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান।'[৫]

---

৩ আল-কুরআন, সূরা আন নিসা, আয়াত-১ (অংশবিশেষ)।

৪ আল কুরআন, সূরা আল লাইল, আয়াত-১-৪।

৫ আল কুরআন, সূরা আশ শুরা, আয়াত ৪৯-৫০।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম নারী জাতিকে লাঞ্ছনা ও অবমাননা থেকে দ্রুত উদ্ধার করে তার অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে। বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন :

'রাসূলের সা. যুগে আমরা আমাদের স্ত্রীদের সাথে কথা বলতে এবং প্রাণ খুলে মেলামেশা করতেও ভয় পেতাম। এইভেবে যে, না জানি আমাদের সম্পর্কে কোন আয়াত নাজিল হয়ে যায়। রাসূল সা.-এর প্রস্থানের পর আবার তাদের সাথে প্রাণ খুলে মিশতে শুরু করলাম।'[৬]

ইসলাম নারী সমাজকে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধার করে মুক্তির মুক্তির পথে নিয়ে এসেছে। ইসলামপূর্ব দুনিয়ায় কন্যা সন্তানকে হত্যা করা হতো এবং নারীদেরকে অভিশপ্ত মনে করা হতো। ইসলাম নারীদেরকে পুরুষদের মতো মান-মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছে। সে অধিকার কেউ হরণ করতে পারে না, হরণ করার অধিকার কারো নেই।

যে ব্যক্তিই নারীর অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে, মহান আল্লাহর কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেন :

وَإِذَا ٱلْمَوْءُۥدَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَىِّ ذَنۢبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾

'আর যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে : কোন অপরাধে তাদের হত্যা করা হয়েছিল।'[৭]

রাসূল সা. এই উপেক্ষিত-বঞ্চিত নারী সমাজের অবস্থার উন্নয়ন ও সঠিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা প্রসঙ্গে বিদায় হজ্বের ভাষণে বলিষ্ঠ ভাষায় ঘোষণা করেন :

'আল্লাহ্ তা'আলা মায়েদের সঙ্গে নাফরমানী, তাদের অধিকার আদায় না করা, চারদিক থেকে ধন-সম্পদ লুণ্ঠন ও সঞ্চিত করা এবং মেয়ে সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করাকে তোমাদের জন্য চিরতরে হারাম করে দিয়েছেন।'[৮]

রাসূল সা. আরো বলেছেন, 'যে লোকের কন্যা সন্তান হবে, সে যদি তাকে জীবন্ত প্রোথিত না করে বা তার প্রতি কোনরূপ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যমূলক আচরণ না দেখায় ও নিজের পুত্র-সন্তানকে তার উপর অগ্রাধিকার না দেয়, তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন।

---

৬ সহীহ বুখারী, কিতাবুন-নিকাহ, অনুচ্ছেদ আল অযাতু বিন্নিসা।

৭ আল কুরআন, সূরা আত তাকভীর, আয়াত ৮-৯।

৮ সহীহ মুসলীম (বিদায় হজ্বের ভাষণ)।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল সা. আরো বলেছেন, 'যে লোক তিন তিনটি কন্যা সন্তানের লালন-পালন করবে ও তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করবে, তার জন্যে জান্নাত রয়েছে।' বস্তুতঃ এ হচ্ছে নারীর প্রতি অতি উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ ঘোষণা। এই প্রসঙ্গেরই একটি লম্বা হাদীসের শেষ ভাগে রাসূল সা. ঘোষণা করেন :

'দুটি পথ এমন রয়েছে, যেখান থেকে পৃথিবীতে খুব শীঘ্র ও দ্রুতগতিতে আযাব নাজিল হয় : একটি জুলুম ও সীমালঙ্ঘন এবং দ্বিতীয়টি পিতা-মাতার নাফরমানী ও তাদের সাথে সম্পর্ক ছেদ করা।'

রাসূল সা.এর উপরোক্ত বাণী সমূহ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। উপরোক্ত বর্ণনায় অতি উচ্চ ও নিগূঢ় তত্ত্বের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। বস্তুত জুলুম ও সীমালঙ্ঘন এমনিতেই দীর্ঘদিন চলতে পারে না। কিন্তু তা যদি হয় নিজেরই ঔরষজাত সন্তানের ওপর কিংবা যদি হয় নিজেরই জন্মদাতা মা-বাবার ওপর, তাহলে মজলুমের বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাসের পূর্বেই জালিমের আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে যেতে পারে। তৎকালীন সময়ে নারীকে সর্বপ্রকার পাপের উৎস-পাপ ও গুনাহ্‌র প্রতিমূর্তি মনে করা হতো, সে সময়ই এমন এক মহান ব্যক্তি এসব বাণী উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, যিনি চরিত্র মাধুর্য ও পবিত্রতায় অতুলনীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন, যিনি দুনিয়ায় তাক্‌ওয়া ও খোদাভীতির সর্বোচ্চ আসনে আসীন ছিলেন। যাঁর আগমনই হয়েছিল দুনিয়াকে পাপ ও নির্লজ্জতার পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে।

নারীর প্রতি ঘৃণা পোষণ, নারী বর্জন এবং পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা ও সুগন্ধী এড়িয়ে যাওয়া খোদা-ভীতির প্রমাণ বা লক্ষণ নয়। আল্লাহ্‌র প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস, তাঁর সাথে সম্পর্কের দৃঢ়তা ও মজবুতি, আল্লাহ ভীতি ও আনুগত্যই হল তাক্‌ওয়া। এ তাক্‌ওয়াই মমিনদের কাম্য। নারীর সাথে বৈধ সম্পর্ক রাখা বা নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও শ্রদ্ধাবোধ তাক্‌ওয়া বিরোধী কাজ নয়। এসব করেও আল্লাহর নেক ও প্রিয় বান্দা হওয়া সম্ভব। ইসলামের এ শিক্ষা ছিল অত্যন্ত বলিষ্ঠ। ফলে সর্ব প্রকারের জুলুম-নিপীড়নের অক্টোপাশ অচিরেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। এই শিক্ষার উপর সেই সমাজের লোকদের ছিল সুদৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয়। আর এইরূপ বিশ্বাস ও প্রত্যয় যাদের থাকে, তারাই কোন সময় সুবিচার, ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের সীমালঙ্ঘন করতে পারে না।

ইসলামের আগমনের পূর্বে গোটা দুনিয়া নারী জাতিকে একটি অকল্যাণকর তথা সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিবন্ধক মনে করতো। তাদেরকে অধঃপতনের এমন এক অন্ধকার গুহায় নিক্ষেপ করেছিল যেখান থেকে তাদের উন্নতি ও ক্রমবিকাশের আশা করা ছিল বাতুলতা। অন্ধকার যুগের এ আচরণের বিরুদ্ধে ইসলাম উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে যে, নারী ও পুরুষ একে অপরের উপর নির্ভরশীল। কারণ পুরুষকে সৃষ্টি করার যেমন একটা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে তেমনি নারীকে সৃষ্টি করার একটা লক্ষ্য ও

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দেশ্য আছে। মানুষের এ দুটি শ্রেণী নিয়ে আল্লাহ তায়ালা অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণ করেছেন। ইসলাম নারী জাতিকে লাঞ্ছনা ও অমর্যাদাকর অবস্থান থেকে এত দ্রুততার সাথে উঠিয়ে এনে অধিকার ও মর্যাদা দান করেছে যে, যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

ইসলাম এই নির্যাতিত শ্রেণীকে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে যে নির্দেশনা ও শিক্ষা দিয়েছেন, আজ পর্যন্ত নারী অধিকারের কোন দাবীদার তার চেয়ে ন্যায়ানুগ ও বাস্তব শিক্ষা পেশ করতে সক্ষম হয়নি। ইসলাম আমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, হকদারকে হক না দেয়া, সব রকম পন্থায় সম্পদ সংগ্রহ করা এবং মেয়ে সন্তানদের জ্যান্ত কবর দেওয়া।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। রাসূল সা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তির কন্যা সন্তান আছে, আর সে তাকে জ্যান্ত কবরস্থ করেনি কিংবা তার সাথে লাঞ্ছনাকর আচরণ করেনি এবং পুত্র সন্তানকে তার চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়নি আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।'[৯]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান লালন পালন করেছে, তাদেরকে উত্তম আচরণ শিখিয়েছে, বিয়ে দিয়েছে এবং তাদের সাথে সদয় আচরণ করেছে সে জান্নাত লাভ করবে।

হযরত আয়েশা রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন,

'আল্লাহ যদি কাউকে কন্যা সন্তানের মাধ্যমে কোন রকম পরীক্ষায় ফেলে থাকেন আর সে যদি তাদের প্রতি সদয় আচরণ করে তাহলে ঐসব কন্যা সন্তান তার জন্য দোযখের আগুন থেকে বাঁচার কারণ হবে।'[১০]

নবী করীম সা. গভীর দরদ ভরা কণ্ঠে বলেছেন, 'আমি কি তোমাকে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সাদকার কথা বলবো না? তোমার যে কন্যাকে (বিধবা হওয়ার কিংবা তালাক দেয়ার কারণে) তোমার কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তুমি ছাড়া তার দায়িত্ব গ্রহণকারী বা উপার্জনকারী আর কেউ নেই।'[১১]

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দুটি কন্যা সন্তানকে প্রতিপালন করে বড় করলো সে এবং আমি এভাবে জান্নাতে প্রবেশ করবো। রাসূল সা. তাঁর মধ্যমা ও শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করে একথা বলেন। তিনি আরো বললেন, এমন দুটি পথ আছে যা দিয়ে দুনিয়াতেই অতি দ্রুত আযাব আসে। তাহলো, জুলুম ও সীমালঙ্ঘন এবং অবাধ্যতা।'[১২]

---

৯ সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, অনুচ্ছেদ : ফী ফাতলে মান আলা ইয়াতামা, মুসতাদরিক হাকিম, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭৭।

১০ সহীহ বুখারী, কিতাবুল আদব, অনুচ্ছেদ – রাহমাতুল ওয়ালাদ ওয়া তাকাবিলুস ওয়া মুয়ানাকাতুহু।

১১ সুনানে ইবনে মাজাহ, আবওয়াবুল আদব, অনুচ্ছেদ – বাবু বিররুল ওয়ালেদ ওয়াল ইহসান ইলাল বানাত।

১২ ইমাম হাকিম, আল মুসতাদরাক হাকিম, ৪র্থ খণ্ড, লাহোর, ১৯৩২। পৃ. ১৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

অন্ধকার যুগে নারী জাতিকে যখন সকল প্রকার অপরাধের উৎস মনে করা হতো, তখন বিশ্ব-জাহানের মহা মানব রাসূল সা.-এর উপর পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যার আগমনে অশ্লীলতা ও পাপ পঙ্কিলতা ভরা বিশ্বে আমূল পরিবর্তনের জন্য তিনি ঘোষণা করেন :

'দুনিয়ার বস্তু গুলোর মধ্যে আমি ভালবাসি নারী এবং সুগন্ধীকে; আর আমার চক্ষু শীতলকারী হলো নামায।'[১৩]

নারীর সাথে বৈধ সু-সম্পর্ক বজায় রাখা এবং ভালবাসা ও প্রেম-প্রীতির আচরণ করার পাশাপাশি আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়া যায়। বরং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের এটিও একটি পন্থা।

একদা রাসূল সা.-এর স্ত্রীগণ উটের পিঠে সফর করছিলেন। রাসূল সা. উষ্ট্রচালককে বললেন, 'কাঁচগুলোকে একটু দেখে-শুনে যত্নের সাথে নিয়ে যাও।'[১৪]

হযরত ফাতেমা রা. সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

আমার মেয়ে আমারই রক্ত-মাংস। যা তার সন্দেহ, সংশয় ও অশান্তির কারণ হয় তা আমারও সন্দেহ, সংশয় ও অশান্তির কারণ হয়। আর যা তাকে কষ্ট দেয় তা আমাকেও কষ্ট দেয়।'[১৫]

হযরত আয়েশা রা.-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, 'নবী সা. কাকে সবচেয়ে বেশী ভাল বাসতেন? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, ফাতেমাকে।'[১৬]

কুরআন এবং হাদীসের এসব শিক্ষা মানুষের চিন্তা ও কর্মে এমন একটি বিপ্লব এনেছিল যে, যারা এক সময় একটি নিষ্পাপ শিশুকে জীবন্ত কবর দিতে দ্বিধা করতো না এবং এই নিষ্ঠুর আচরণ করতে গিয়ে যাদের ললাটে এক বিন্দু ঘাম পর্যন্ত দেখা দিতো না তারাই ঐসব শিশুর প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণকে নিজেদের জীবনের পুঁজি মনে করতে লাগলো। আপন শিশু সন্তান যাদের কোলে নিরাপত্তা পেতো না তারাই অন্যের সন্তানের রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক হয়ে গেল। আর যারা নারীর সাথে স্নেহ-ভালবাসার আচরণ করতে জানতো না তারাই নিজেদের জীবন সন্ধ্যায় এই নির্যাতিত মানব শ্রেণীর ভবিষ্যত চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতো।

ওহুদের যুদ্ধের সময় হযরত জাবের রা.-এর পিতা তাকে বললেন, 'বেটা, হয়তো এই যুদ্ধে আমাকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে। জীবনের এই শেষ মুহূর্তে আমি তোমাকে আমার কন্যাদের ব্যাপারে কল্যাণকামীতার অছিয়ত করছি।'[১৭]

---

১৩ সুনানে নাসায়ী, কিতাবু ইসরাতিন নিসা, অনুচ্ছেদ – হুববুন নিসা।
১৪ সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল, বাবু রাহমাতুহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়ান্নিসা।
১৫ সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল, বাবু মিন ফাযায়েলে ফাতেমা।
১৬ সুনানে তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকিব, মা জাআ ফি ফাদলে ফাতেমা।
১৭ ইমাম হাকিম, আল মুসতাদরাক হাকিম, ৪র্থ খণ্ড, লাহোর, ১৯৩২। পৃ. ২০৩।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর স্বভাব, প্রকৃতি ও সৃষ্টিতত্ত্ব

বৈচিত্র্যময় এ মানব সামাজে নর-নারীর যোগ্যতা ও প্রতিভার পার্থক্য বিদ্যমান। এমনকি একই মা-বাপের সন্তানদের মধ্যেও এ পার্থক্য অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীরভাবে বিদ্যমান। মানব সমাজের শৃঙ্খলা ও পূর্ণাঙ্গতার জন্য এমন তিন্নতা অপরিহার্য। যোগ্যতা ও দক্ষতার দিক থেকে সকল মানুষ সমান হলে সমাজের বহু জরুরী কাজ হয়ে থাকত অসম্পন্ন। ফলে অনেকাংশে মানুষের জীবন হয়ে যেত অচল। সবাই মালিক হয়ে গেলে শ্রমিকের অভাবে মিল কারখানা বন্ধ হয়ে যেত। সবাই কাঠ মিস্ত্রি হয়ে গেলে রাজমিস্ত্রির অভাবে ইট-কনক্রিটের উঁচু-উঁচু দালান নির্মাণ সম্ভব ছিল না। সবাই রাজা হয়ে গেলে প্রজা ছাড়া রাজ্য অচল। আবার সবাই প্রজা হয়ে গেলে রাজ্যই বা কে চালাবে? তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় এই বৈচিত্র্য ও পার্থক্য অনিবার্য, যা স্রষ্টার সৃষ্টি কুশলতার অবিচ্ছেদ্য অংশ; স্বাভাবিক ও জন্মগতভাবে এ ভিন্নতার সৃষ্টি।

মানব সন্তান ছেলে না মেয়ে হবে, এ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে যা পেয়েছেন তা হলো : নিকেষের ফলে উদ্ভূত জায়গোট থেকে জীবনের সূত্রপাত। পুরুষের শুক্রানু ও নারীর ডিম্বানু মিলিত হয়ে জায়গোট সৃষ্টি হয়। যে প্রক্রিয়ায় নর-নারীর মিলনকালে শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণ হয় তা হলো ক্রোমজোম জনিত ঘটনা। সকল জীবে লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য এক বিশেষ ধরণের ক্রোমজোম থাকে, তাকে লিঙ্গ ক্রোমজোম বলে। ছেলে হবে না মেয়ে হবে, এটা পিতা-মাতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না।[১৮] তা সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ঘোষণা করেন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ۝٦ ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ ۝٧ فِىٓ أَىِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۝٨

'হে মানুষ! কে তোমাকে ধোকায় ফেলেছে, তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, সঠিক সমতায় তোমাকে সুগঠিত করেছেন এবং তোমাকে দিয়েছেন রূপ-আকৃতি নিজের ইচ্ছানুসারে।'[১৯]

আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে আরও বর্ণনা করেন :

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّى وَضَعْتُهَآ أُنثَىٰ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ

তারপর যখন শিশুটি তার ওখানে জন্ম নিল, সে বলল : 'হে আমার প্রভু! আমার এখানে তো মেয়ে সন্তান জন্ম নিয়েছে' অথচ আল্লাহ এ ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত যে, তুমি ছেলে না মেয়ে সন্তান প্রসব করবে।[২০]

---

১৮ মরিস বুকাইলি (ড.), বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, রূপান্তর – আখতার উল আলম, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ৭ম সংস্করণ, ঢাকা ১৯৯৬, পৃ. ২৭০-২৭১।

১৯ আল্ কুরআন, সূরা আল ইনফিতার, আয়াত ৬-৮।

২০ আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩৬ (অংশবিশেষ)।

Dhaka University Institutional Repository

মানবদেহে ২৩ জোড়া ক্রোমজোম থাকে। তন্মধ্যে এক জোড়া হল লিঙ্গ ক্রোমজোম। বাকি ২২ জোড়াকে অটোসাম ক্রোমজোম বলে। এই এক জোড়া ক্রোমজোমের মধ্যে একটির নাম 'X' এবং অপরটির নাম 'Y'। নারী ও পুরুষের ক্রোমজোম সংখ্যা সমান। মিয়োসিস বিভাজনে পুরুষের শুক্রানুর X ও Y পৃথক হয়ে যায়। পক্ষান্তরে নারীর ডিম্বাণু কেবল X ক্রোমজোম বিশিষ্ট হয়ে যায়। যৌন সম্ভোগের সময় পুরুষের শুক্রাণুর X ক্রোমজোম যদি স্ত্রী লোকের ডিম্বাণুর X ক্রোমজোমের পথে মিলিত হয়ে জায়গোট হয় তখন কন্যা সন্তান জন্ম নেবে। অপর দিকে পুরুষের Y ক্রোমজোম যুক্ত শুক্রাণু যদি স্ত্রী লোকের ডিম্বাণুর X ক্রোমজোমের পথে মিলিত হয়, তখন পুত্র সন্তান জন্ম নেবে। সুতরাং সন্তান ছেলে না মেয়ে হবে, তা নির্ভর করে পুরুষের শুক্রাণুতে X বা Y ক্রোমজোম হওয়ার উপর। এ ক্ষেত্রে মহিলার ডিম্বাণুর কোন ভূমিকা নেই।[২১]

নর-নারীর সৃষ্টিগত পার্থক্য আধুনিক দার্শনিকদের কাছে স্বীকৃত। শরীরতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, নারীর তুলনায় পুরুষের শারীরিক অবস্থান অনেকগুণ বেশী শক্তিশালী। উনবিংশ শতাব্দীর 'এনসাইক্লোপিডিয়া' প্রণেতা ড. দ্যা ফরিনি নারী শব্দের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, 'নারী পুরুষের যৌনাঙ্গের গঠন ও আকৃতির পার্থক্যটাই যদিও সর্বপ্রধান কিন্তু পার্থক্য কেবল এই একটি ক্ষেত্রেই নয়। নারীর মাথা হতে পা পর্যন্ত অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন, এমনকি নারী-পুরুষের যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাহ্যত একান্তই অনুরূপ বলে মনে হয়, সেগুলোও প্রকৃতপক্ষে সামঞ্জস্যহীন।[২২]

নারী পুরুষের যে বৈষম্য বিরাজমান, তা মৌলিক ও বুনিয়াদী। নারীদের দৈহিক অবয়বই সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তাদের জীব কোষ থেকে এক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য নির্গত হয়, যাকে গর্ভধারণ উপযোগী করে সৃজন করা হয়েছে।

প্রফেসর 'দোফারিনী' বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, পুরুষের গড় উচ্চতার চেয়ে নারীর গড় উচ্চতা ১২ সো.মি. কম। এ পার্থক্য কোন নির্দিষ্ট দেশ বা জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং নিগ্রো জাতিতে যেমন, সভ্য জাতি সমূহেও ঠিক একইভাবে বিদ্যমান। নারী-পুরুষের বয়সের গড় অনুপাতে যেমন তফাৎ দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি উভয়ের দৈহিক ওজনের পার্থক্যও লক্ষ্য করার মত। পুরুষের গড় ওজন ৪৭ কেজি। পক্ষান্তরে নারীর গড় ওজনে কোন মতেই ৪২.৫ কেজির বেশী

---

২১ মুহাম্মদ তাহের হোসেন, ইসলামে নারী, হৃদ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০০, ঢাকা, পৃ. ৩৭-৩৮।

২২ ফরীদ ওয়াজদী আফেন্দি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নারী, হিজাজ প্রেস, ঢাকা, ১৯৫৯। পৃ. ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

হতে পারে না। অর্থাৎ নারী দেহের ওজন কোন স্বাভাবিক পুরুষের চেয়ে প্রায় ৫ কেজি কম। নরদেহের মাংস পেশীর ঘনত্ব ও শক্তি নারী দেহের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সবল। প্রফেসর দোফারিনী তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, 'নারীর শরীরের মাংসপেশী ঘনত্ব ও শক্তির দিক দিয়ে এতই দুর্বল যে এগুলোর স্বাভাবিক শক্তি তিন ভাগ করলে ২ ভাগই পুরুষের অংশে পড়বে। মাংসপেশীর দ্রুত সঞ্চালন ও সংকোচনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা বিরাজ করছে।'[২৩]

নর-নারীর হৃদপিণ্ড মানব প্রাণের মূল কেন্দ্র। নর-নারীর এ হৃদপিণ্ড কিন্তু সমান নয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ তথ্য মতে, পুরুষের হৃদপিণ্ডের তুলনায় নারীর হৃদপিণ্ড ৬০ ড্রাম ছোট এবং অপেক্ষাকৃত হালকা। নারীর শিরা-উপশিরাও নরের থেকে স্বতন্ত্র। নারীর শিরার স্পন্দন থেকে নরের শিরার স্পন্দন দ্রুততর।'[২৪]

শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্রুততা ও শক্তির ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নিঃশ্বাসের মাধ্যমে যে কার্বনিক এসিড বের হয়, তা দেহের ভেতরকার তাপের প্রভাবে গরম হয়ে যায়। নিঃশ্বাসের সময় নর প্রতি ঘন্টায় ১১ ড্রাম কার্বন জ্বালিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে নারী প্রতি ঘন্টায় ৬ ড্রাম মাত্র। এতে প্রমাণিত হয় যে, নারীর শক্তিজাত তাপ পুরুষের অর্ধেকের চেয়ে সামান্য বেশী।

'মানুষের বোধশক্তির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মগজ (Brain)। মগজের স্বল্পতার ও প্রাচুর্যতার উপর বোধশক্তির প্রখরতা নির্ভর করে। মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞান প্রমাণ করে দিয়েছে যে, নরের মগজের গড় ওজন ৪৯.১০ আউন্স। আর নারীর মগজের গড় ওজন মাত্র ৪৪ আউন্স; প্রায় ১ ড্রাম কম। ২৭৮ জন পুরুষের মগজ ওজন করে দেখা গেছে বৃহত্তম মগজের ওজন ৬৫ আউন্স এবং ক্ষুদ্রতম মগজের ওজন ৩৫ আউন্স। অপরদিকে ২৯১ জন নারীর মগজ ওজন করা হলে সবচেয়ে ভারীটির ওজন হয় ৫৪ আউন্স এবং সবচেয়ে হালকাটির ওজন হয় ৩১ আউন্স। এমন তারতম্য নারী-পুরুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক পার্থক্যের জ্বাজ্জল্য প্রমাণ বহন করছে। তা'ছাড়া নারীর মগজের প্যাঁচ ও বক্রতা তুলনামূলকভাবে কম এবং আবরণগুলোর ব্যবস্থাপনাও অসম্পূর্ণ। এমনিভাবে নর-নারীর মগজের স্নায়ুমণিতে বিরাট ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। স্নায়ু শক্তি হল বোধশক্তির মূল কেন্দ্র। কাজেই এ পার্থক্য কোন ভাবেই ছোট করে দেখার নয়। এসব কারণে নর-নারীর মধ্যে সৃষ্টিগত পার্থক্য অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এভাবে

---

২৩ ফরীদ ওয়াজদী আফেন্দি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নারী, হিজাজ প্রেস, ঢাকা, ১৯৫৯। পৃ. ৪৮।

২৪ মাওলানা আব্দুর রহীম, নারী, খায়রুন প্রকাশনী, ষষ্ঠ সংস্করণ, ঢাকা-২০০০, পৃ. ১৪-১৫।

Dhaka University Institutional Repository

নারী স্বভাবগত ও মানসিকভাবে পুরুষ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ দার্শনিক ড. প্রোডন তার 'ইবতিকারুন্নেজাম' গ্রন্থে লিখেছেন – 'পুরুষের তুলনায় নারীর স্মৃতিশক্তি ঠিক তেমনই দুর্বল; যেমন তার বোধশক্তি পুরুষের চেয়ে দুর্বল প্রমাণিত হয়।' নারীর চারিত্রিক শক্তি পুরুষের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এজন্য দেখা যায় যে, কোন বস্তুর সৌন্দর্য-অসৌন্দর্য নিরূপণে সাধারণতঃ নর-নারীর মতামত এক রকম হয় না। অতএব ইহা সুস্পষ্ট যে নর-নারীর অসমতা কোন অস্থায়ী বা আনুষঙ্গিক বিষয় নয় – নারীর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য এর মূল ভিত্তি। যে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উপর মানুষের বুদ্ধিগত ও মানসিক বিকাশ নির্ভরশীল, তাতে বিরাট পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। ড. নিকোলাস ও ড. বেইলী প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, নারীর পঞ্চ ইন্দ্রিয় পুরুষের তুলনায় খুবই দুর্বল। নারীর ঘ্রাণ শক্তির মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্ব হতে লেবুর আতরের ঘ্রাণ অনুভব করা অসম্ভব। পক্ষান্তরে পুরুষের ঘ্রাণশক্তি এতই সবল যে, সে সহজেই এমন পরিমাণ ঘ্রাণ অনুভব করতে পারে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে, নারী হালকা ব্রসিক এসিডের গন্ধ দুই লাখ ভাগের এক ভাগ অনুপাতে এবং পুরুষ এক লাখ ভাগের এক ভাগ অনুপাতে অনুভব করতে পারে। ইহা নারীর দুর্বলতার প্রকৃষ্টতম প্রমাণ।'[২৫]

নারীর তুলনায় পুরুষের আস্বাদন ক্ষমতা এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ও অনেক বেশী শক্তিশালী। এ ব্যাপারে এনসাইক্লোপিডিয়ায় দেখানো হয়েছে, এর এমন পরিমাণ যে খাদ্যের ভাল-মন্দ বিচারক, স্বর পরীক্ষক এবং পিয়ানোর সুরের সমালোচক, সকলেই পুরুষ। আজ পর্যন্ত কোন নারী এসব বিষয়ে নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ পারদর্শিতা প্রমাণ করতে পারেনি।

স্পর্শেন্দ্রিয় সম্পর্কে ড. লম্বরোজার ও সের্জি প্রমুখ দার্শনিকগণের সর্বসম্মত ও সুচিন্তিত অভিমত হলো, পুরুষের তুলনায় নারীর মধ্যে স্পর্শেন্দ্রিয় শক্তি নিতান্তই দুর্বল। ড. লম্বরোজারের ভাষায় – 'গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবের অবর্ণনীয় কষ্টের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভাবিয়া দেখুন, দুনিয়ায় নারী কেমন বিপদাপদ ও কষ্ট সহিয়া লইতে পারে! তাহার অনুভূতি শক্তি পুরুষের মত ততটা প্রবল হইলে সে কি করিয়া এতসব কষ্টকাঠিন্য বরদাস্ত করিতে পারিত!'[২৬]

'নারী ও পুরুষ কেবল দৈহিক কাঠামো, দেহ অস্থির গঠন এবং শিরা উপশিরা ও স্নায়ুতন্ত্রীর গঠনের দিক দিয়েই ভিন্ন নয় বরং এ বিচারেও ভিন্ন যে, তারা একই পরিমাণ বায়ু ও খাদ্য গ্রহণ করে

---

২৫ ফরীদ ওয়াজদী আফেন্দি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নারী, হিজাজ প্রেস, ঢাকা, ১৯৫৯। পৃ. ৪৯।

২৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

না। তাদের রোগ-ব্যাধিও হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তাদের চিন্তা ও নৈতিক পছন্দ-অপছন্দের মধ্যেও পার্থক্য আছে।'[২৭]

নারীর অনুভূতি উচ্ছ্বাসপ্রবণ। যে কোন ঘটনা অতি সহজেই তাদের মনে দাগ কাটে। তারা মনের দিক থেকে নরের তুলনায় খুবই দুর্বল। তাদের যৌন ক্ষুধা নিবারণ পদ্ধতিও নর থেকে আলাদা। তারা যৌন সুখ অনেক দেরিতে ভোগ করে। পক্ষান্তরে নরেরা সহজেই যৌন স্বাদ লাভ করে।

প্রকৃতপক্ষে নারীর শারীরিক গঠন শিশুর শারীরিক গঠনের প্রায় অনুরূপ। এজন্য দেখা যায়, শিশুর ন্যায় নারীর অনুভূতিও সকল ক্ষেত্রে অতি শীঘ্রই প্রভাবিত হয়ে পড়ে। শিশু দুঃখ-কষ্ট ঘটলে তৎক্ষণাৎ কাঁদতে শুরু করে। আবার আনন্দের কিছু দেখলে আত্মহারা হয়ে লাফাতে আরম্ভ করে। নারীর অবস্থাও অনেকটা তাই। একই ধরনের অনুভূতি সূচক ব্যাপারে পুরুষের তুলনায় নারী অধিকতর প্রভাবিত হয়। কেননা এসব অনুভূতি সূচক বিষয়াদি নারীর হৃদয়পটে এতটাই প্রভাব বিস্তার করে যে, জ্ঞান-বুদ্ধির সাথে এসবের আর কোন সম্পর্কই থাকে না। এ কারণে নারীদের মধ্যে ধীরতা-স্থিরতায় বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং এজন্যই যে কোন কঠিন ও দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে নারী কখনো স্থির থাকতে পারে না।

এভাবে নারী পুরুষের চেয়ে বহু গুণে দুর্বল। মনস্তত্ত্ববিদরা বলেছেন, 'নারীর মস্তিষ্কভাগের শিরা উপশিরা ও কোষের পর্দা যথেষ্ট পরিমাণে কম এবং আবরণ সমূহ অপরিণত ও অপূর্ণাঙ্গ। প্রখ্যাত বুদ্ধিমান ও আহমকের ব্রেইন ওজন করে দেখা গেছে যে, প্রথম জনের মগজের ওজন যেখানে ৬০ আউন্স, দ্বিতীয় জনের মগজের ওজন সেক্ষেত্রে মাত্র ২৩ আউন্স।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই বলেছেন – 'বিধাতাকে দোষারূপ করি না, তিনি নর-নারীকে যথেষ্ট ভিন্ন করে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আফসোস! সভ্যতা সে ভেদ আর অবশিষ্ট রাখেনি। এখন মেয়ে সেজেছে পুরুষ আর পুরুষ সেজেছে মেয়ে। ফলে বিদায় নিয়েছে ঘরের শান্তি।'[২৮]

বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মনস্তত্ত্ববিদ 'হ্যাভলক এলিস' (Havelock Ellis)[২৯] তার 'নারী ও পুরুষ' নামক গ্রন্থে লিখেছেন :

'নারী অন্যের সমবেদনা লাভের জন্য তড় পায়। তার মধ্যে স্বাধীনতা ও আত্মনির্ভরশীলতার অনুভূতি ততটা নেই, যতটা পুরুষের মধ্যে আছে।'[৩০]

---

২৭ সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, ইসলামী সমাজে নারী, অনুবাদক – মোহাম্মদ মুজাম্মেল হক, আধুনিক প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ঢাকা-১৯৯৭, পৃ. ৩৯।

২৮ ফরীদ ওয়াজদী আফেন্দি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নারী, হিজাজ প্রেস, ঢাকা, ১৯৫৯। পৃ. ৫০।

২৯ জন্ম ১৮৫৯, মৃত্যু ১৯৩৯; ইংরেজ মনস্তত্ত্ববিদ ও গ্রন্থকার। তিনি চিকিৎসকরূপে যোগ্যতা অর্জন করেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। তার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ Study in the phychology of Sex (২য় খণ্ড) ১৯৬৩ সনে সম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

৩০ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

'এ দাবীর সমর্থনে এলিস মুষ্টিমেয় কিছু নারীর উদাহরণ পেশ করেন যারা বড় বড় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাদের মধ্যে এমন একজন নারীও নেই যিনি তাঁর জীবনের সর্বাধিক কৃতিত্বপূর্ণ কাজটি পুরুষের সহযোগিতা ছাড়া করতে পেরেছেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মাদাম কুরী তার স্বামী কুরীর সাথে, কাব্যের ক্ষেত্রে মিসেস ব্রাউনিং তার স্বামী ব্রাউনিংয়ের সাথে এবং উপন্যাসের ক্ষেত্রে জর্জ ইলিয়ট মিস্টার লিউসের সাথে যে কৃতিত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন তা পুরুষের সহযোগিতা ও সহমর্মিতার কারণেই সম্ভবপর হয়েছে।'[৩১]

নারীদের গর্ভধারণের জন্য তাদের ভেতরের জরায়ুর অবস্থান বিদ্যমান। নরেরা গর্ভধারণ করেনা বিধায় তাদের সে জরায়ু থাকে না। তাছাড়া সন্তানকে দুগ্ধ পান করানোর জন্য নারীদের স্তন নরের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বড় এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দুগ্ধে পরিপূর্ণ থাকে। নরের তেমনটি হয় না।

মেয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক (Adult) হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার শারীরিক কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। তার দৈহিক কাঠামো তখন ছেলেদের মতই হয়। মেয়ে সাবালক (Adult) হওয়া থেকে হরমোনের প্রভাবজনিত কারণে তার দৈহিক পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। তার যৌনাঙ্গ থেকে প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট সময়ে রক্তস্রাব হয়, তখন তাকে হায়েজ বলে। মেয়েরা সাধারণতঃ ৯–১২ বছর বয়সে সাবালক হয়। তখন প্রতি ২৮ দিন পর তাদের নিয়মিত রক্তস্রাব হয়। এ রক্তস্রাব ৩–১০ দিন স্থায়ী হয়। মেয়েদের মাসিক রক্তস্রাব হলে তারা পুরুষের সঙ্গমে গর্ভধারণে সক্ষম বলে ধরে নিতে হবে।

নারীর সন্তান প্রসবের পর তার রেহেম তথা জরায়ু থেকে যে রক্তস্রাব হয়, তাকে নেফাস বলে। যা সর্বোচ্চ ৪০ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়।[৩২]

নারীর স্বভাব-প্রকৃতি, ক্ষমতা ও যোগ্যতার বৈপরিত্যের বৈচিত্র্যময় যে বিষদ আলোচনা উপরে বর্ণিত হলো, ইসলামী শরিয়াত (যার মূর উৎস আল কুরআন) তাকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে স্বীকৃতি দিয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে নর-নারীর এ পার্থক্য চিন্তা ও কর্মশক্তি উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। ইসলামের শেষ নবী (যার উপর পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল) মুহাম্মাদ সা. নারীদের সম্পর্কে বলেছেন :

'নারীরা বিচার বুদ্ধি ও দ্বীন পালনের দিক থেকে অসম্পূর্ণ।'[৩৩]

এখানে 'আকল' শব্দ দ্বারা নারীর চিন্তাশক্তি এবং 'দ্বীন' শব্দ দ্বারা নারীর দৈহিক শক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রে সে পুরুষের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও অপরিপূর্ণ। এ কারণে ইসলামী আইন বেত্তাগণ বলেন – 'যোগ্যতার দিক থেকে নর নারী অপেক্ষা উত্তম।'[৩৪]

---

৩১ সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, ইসলামী সমাজে নারী, অনুবাদক : মোহাম্মদ মুজাম্মেল হক, আধুনিক প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ঢাকা-১৯৯৭। পৃ. ৪৩।

৩২ মুহাম্মদ তাহের হোসেন, ইসলামে নারী, হৃদ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০০, ঢাকা, পৃ. ৪৯।

৩৩ বুখারী, কিতুবুল হায়েয, অনুচ্ছেদ – তারকুল হায়েযিস সাওমা।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ সম্পর্ক

নানান দৃষ্টিকোণ থেকে নারী-পুরুষের সম্পর্ক বৈচিত্র্যপূর্ণ। নারী-পুরুষ সম্পর্কের বিষয়ে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

'মানুষের জন্য নারী, সন্তান, সোনা-রূপার স্তূপ, উন্নত ঘোড়া, গবাদি পশু ও কৃষিক্ষেত্রের প্রতি আসক্তিকে খুবই সুসজ্জিত ও সুশোভিত করা হয়েছে কিন্তু এগুলো দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামগ্রী মাত্র। প্রকৃত পক্ষে উত্তম আবাস তো রয়েছে আল্লাহর কাছে।'[৩৫]

নারীর মর্যাদা ও পুরুষের সাথে নারীর সম্পর্ক ঐশ্বরিকভাবে স্বীকৃত। নারী-পুরুষের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এর অন্যতম প্রমাণ।

সামাজিক জীব হিসেবে নারী-পুরুষ একই পরিবার অথবা একই সমাজে বাস করে। তাদের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক পিতৃ ও মাতৃতান্ত্রিক সম্পর্ক। সমাজের নারীরা হয়ত কোন পুরুষের মা অথবা বোন নয়ত স্ত্রী অথবা কন্যা। মহান আল্লাহ নারী-পুরুষের এসব সম্পর্ককে অন্য যে কোন সমাজ ব্যবস্থা, জীবন বিধান ও ধর্মের চেয়ে বেশী মর্যাদা ও প্রাধান্য দিয়েছে।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেন :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا
وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

'এবং তিনি আল্লাহ তা'য়ালা যিনি পানি হতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদের মধ্যে বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে দিয়েছেন।'[৩৬]

---

৩৪ আল্লামা শাওকানী, ফাতহুল কাদির, সিন্ধু সেন্ট জনস কলেজ, আগ্রা, হিন্দ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৬।

৩৫ আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৪।

৩৬ আল কুরআন, আল ফুরকান, আয়াত ৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ
لِتَعَارَفُوٓاْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

'হে মানব জাতি! আমি তোমাদিগকে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক হইতে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তোমাদেরকে জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার। তোমাদের মধ্যে যে অধিক পরহেজগার সে-ই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদার অধিকারী। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।'[৩৭]

ঔরসজাত, বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক প্রকৃতপক্ষে মানবীয় তামাদ্দুনের প্রাথমিক ও প্রাকৃতিক ভিত্তিমূল। উক্ত তামাদ্দুনিক প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে এমন অবস্থার উপরে যাতে সন্তান-সন্ততির পরিচিতি পিতা-মাতার হয় এবং তাদের বংশ নিরাপদ হয়।[৩৮]

নিকাহ বা বিয়ে একটি সামাজিক বন্ধন। আল কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। সৃষ্টির সেরা মাখলুকাত মানুষের বংশ বিস্তারের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা আদম আ.-কে সৃষ্টি করার পর তার সঙ্গীরূপে হাওয়া আ.-কে সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে বিবাহের ব্যবস্থা করেন। সেখান থেকে বিয়ের সূত্রপাত ঘটে।

বিয়ের গুরুত্ব বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা অবৈধ পন্থায় যৌন সম্পর্ক স্থাপনকে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। একমাত্র বিয়েই হচ্ছে ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক স্থাপনের বৈধ উপায়। এ ছাড়া আর যত উপায় ও পন্থাই রয়েছে, ইসলামের দৃষ্টিতে তা সম্পূর্ণ হারাম।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বর্ণনা করেন :

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ
إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

'তারা আল্লাহ ছাড়া কাউকে উপাস্য ডাকে না, আল্লাহ্‌র হারাম করে দেয়া প্রাণী হত্যা করে না, তবে আইন-সম্মত হত্যার কথা ভিন্ন, আর যারা ব্যভিচার করে না, এসব যেই করে সে তার গুনাহের শাস্তি ভোগ করবে।'[৩৯]

আল্লাহ তা'য়ালা ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেন :

---

৩৭ আল কুরআন, সূরা আল হুজরাত, আয়াত ১৩।

৩৮ সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, পর্দা ও ইসলাম, অনুবাদক : আব্বাস আলী খান, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা। প্রথম সংস্করণ ১৯৯২। পৃষ্ঠা ১৭৫–১৭৬।

৩৯ আল কুরআন, সূরা আল ফুরকান, আয়াত ৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَٰحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا۟ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٣٧﴾

'যারা বড় বড় গুনাহ্ এবং লজ্জাহীনতার কাজ থেকে বিরত থাকে এবং ক্রোধ উৎপত্তি হলে ক্ষমা করে।'[৪০]

আল্লাহ তা'য়ালা আরও বর্ণনা করেন :

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, তবে নিজেদের স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত বাঁদীদের ছাড়া এদের কাছে হেফাজত না করলে তারা তিরস্কৃত হবে না।'[৪১]

পারিবারিক দায়িত্ব পালন মানুষের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। দান-খয়রাত করা কুরআনের দৃষ্টিতে খুবই সওয়াবের কাজ। কিন্তু পরিবারবর্গের জন্যে অর্থব্যয়, সর্বাধিক সওয়াব পাওয়ার অধিকারী। কিয়ামতের দিন বান্দার আমলনামায় ঐ দান উত্তোলন করা হবে যা সে তার পরিবারের জন্য ব্যয় করেছে। বস্তুত আল্লাহ্র প্রতি উপেক্ষা যেমন ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ ঠিক তেমনি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ হচ্ছে পারিবারিক দায়িত্ব পালনে অনীহা। স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্ক রক্ষা করাও সুস্থ্য-সবল মানুষের অতিবড় দায়িত্ব। বিশেষজ্ঞদের ঘোষিত মত হচ্ছে, বিবাহিত জীবন অবলম্বন না করে কেবল ইবাদত-বন্দেগীর কাজে লিপ্ত হওয়া কোনক্রমেই কল্যাণকর ও মঙ্গলের নয়। নারী জাতির প্রতি ঘৃণা পোষণ ও তাদের সম্পূর্ণ বর্জন করে চলার প্রবণতা মানব সভ্যতার পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, সে যদি বিয়ে না করে তাহলে তা মানব সমাজের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর কাজ। যুব সমাজের মধ্যে যারা সম্পর্ক রক্ষায় সক্ষম, তারা যেন অবশ্যই বিয়ে করে। কেননা এটা (বিয়েটা) দৃষ্টিকে নত রাখে, যৌন অঙ্গের পবিত্রতা রক্ষা করে।

ব্যভিচার ও যৌনাচারের উৎসকে ধ্বংস করার জন্য বিয়ের মাধ্যমে বৈধ পন্থাকে আল্লাহ তা'য়ালা সহজসাধ্য করেছে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে গুনাহর কাজে জড়িয়ে পড়া থেকে রক্ষা করতে বিবাহ সম্পাদনে উৎসাহিত করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ের উদ্দেশ্যে এই নয় যে, বাড়িতে একজন রক্ষিতা থাকবে বরং ইসলামী বিধান বিয়েকে উন্নত ও নৈতিক চরিত্র এবং পবিত্রতা সংরক্ষণের উপায় বলে বিশেষ ঢং-এ

৪০ আল কুরআন, সূরা আশ শুরা, আয়াত ৩৭।

৪১ আল কুরআন, সুরা আল মুমিনুন, আয়াত ৫-৬।

Dhaka University Institutional Repository

অলঙ্কৃত করেছে। অবাধ যৌন সম্ভোগ প্রবাহিত পানির স্রোতের ন্যায়, যার সামনে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। এ কারণে জুয়ার যে তীরে কোন কিছু লাভ করা যায় না এবং প্রতিযোগিতায় যার কোন মূল্য নেই তাকে আস-সাফীহ্ বা বেকার তীর বলে। ইসলামী শরীয়ত ব্যভিচার নিষিদ্ধ এবং বিবাহ বৈধ করার মাধ্যমে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায়। প্রথমটি হলো, ব্যক্তি যেন তার যৌন চাহিদা পূরণের জন্য লাগামহীন ও স্বেচ্ছাচারী না হয়, বরং সীমারেখা মেনে চলে। দ্বিতীয়টি হলো, সতীত্ব ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য এই বাধ্য-বাধকতা যেন উপকারী ও কার্যকরী হয়। বিবাহের মাধ্যমে ব্যক্তি হারাম পথসমূহ থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। এমন সব হাতিয়ারে সুসজ্জিত হয়ে যায় যার সাহায্যে যৌন উন্মাদনামূলক সব রকম অবাঞ্ছিত আক্রমণকে ব্যর্থ করে দিতে পারে।

'কারো কাছে যদি কোন নারী পছন্দনীয় বলে মনে হয় এবং তাতে তার মন প্রভাবিত হয় তাহলে তার উচিত নিজের স্ত্রীর কাছে যাওয়া এবং তার সাথে মিলিত হওয়া। এভাবে তার মনের কামনা-বাসনা তৃপ্ত ও প্রশমিত হবে।

একজন ঈমানদার কি উদ্দেশ্যে বিয়ে করে এবং দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে কোন মহান কল্যাণ সে অর্জন করতে চায়? আর কুমার জীবনের এমন কি বিপদ আছে প্রতি মুহূর্তে যার আশঙ্কায় আশঙ্কিত থাকতে হয়। পুরুষদের বাধ্য করা হয়েছে কেবল সেসব স্ত্রীলোকদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে, যাদেরকে তাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে স্ত্রী লোকদেরও যৌন আবেদন পূরণের জন্যে কেবলমাত্র তাদের স্বামীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য করা হয়েছে। ব্যভিচার অবৈধ ঘোষণা করে তার কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে অসংখ্য তত্ত্ব পরিবেশন করা হয়েছে।

প্রথমত : 'নিয়ম-শৃঙ্খলা বিবর্জিত স্বাধীন ও অবাধ যৌন সম্পর্ক চালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে আল্লাহর সে-সব নেক বান্দাহ্র নীতি ও চরিত্র, যাদের উপর আল্লাহ্র রহমত সব সময়ই বর্ষিত হতে থাকে বস্তুতঃ এসব লোকই মানবতার কিস্তিকে আবেগ-উচ্ছ্বাস ও কামনা-লালসার উত্তাল তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুক থেকে উদ্ধার করে সুস্থ্য জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির বেলাভূমিতে পৌছাতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁদের একান্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলেই মানুষের মধ্যে সুস্থ্য বিবেক-বুদ্ধিকে সতেজ ও সক্রিয় করে তোলা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের ফলে দুনিয়ার আবেগ-বিহ্বল লোকগুলোকে সেরা বুদ্ধিমানে রূপান্তর করা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের চরিত্র ও নৈতিকতা ছিল সম্পূর্ণ ও সর্বতোভাবে কলঙ্কমুক্ত। তাঁদের উন্নত ও পবিত্র নৈতিকতার কোন তুলনাই জগতে পাওয়া যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ত : যে জাতিই যৌন উচ্ছৃঙ্খলতায় নিমজ্জিত হয়েছে, সে জাতিই মর্মান্তিকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। সে জাতি নিতান্ত অন্ধের মতই ধ্বংসের মহা গহ্বরে তলিয়ে গেছে। তারা পাশব বৃত্তির অন্ধ অনুসারী। তাদের চোখ থাকতেও নেই সে চোখে এতটুকু দৃষ্টিশক্তি। তাই তাদের পতন ঘটেছে অনিবার্যভাবে। এটাই ইতিহাসের সিদ্ধান্ত আর ইতিহাসের সিদ্ধান্তের কখনও ব্যতিক্রম দেখা দেয় না।

তৃতীয়ত : এই বিধানের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা চায়, মানুষ হৃদয়াবেগের অন্ধ দাসত্ব পরিহার করে একান্তভাবে আল্লাহ্‌র অনুগত হয়ে থাকুক, তাহলেই তাদের পক্ষে আল্লাহ্‌র রহমত লাভ করা সম্ভব হবে। তারা এমন জীবন লাভ করতে পারবে, যা পরম শান্তি, স্বস্তি ও নিরুদ্বেগে ভরপুর। কিন্তু প্রবৃত্তির দাসানুদাসেরা চায়, সারা দুনিয়ার মানুষ তাদেরই মত লালসার দাস হয়ে থাকুক।

চতুর্থত : এই যে, যৌন সম্পর্ক স্থাপনকে আল্লাহ্ তা'য়ালা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে দেন নি। তিনি শুধু এর উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছেন। তাই বৈধ পন্থায় যৌন তৃপ্তির পথও উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এসব পথও যদি রুদ্ধ থাকত তাহলে লালসার প্রবল সয়লাব-স্রোতে মনুষ্যত্বের সমস্ত মহান মূল্যবোধ একেবারে ভেসে যেত। কেননা মানুষ স্বভাবতই দুর্বল প্রকৃতির। হৃদয়াবেগ ও স্বাভাবিক দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নিষেধাজ্ঞার মধ্যে বৈধ্যতার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

পঞ্চম ও সর্বশেষ তত্ত্ব : আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করা, তাকওয়া ও পরহেজগারী অবলম্বন করা এবং পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতার নীতি অনুসরণ করা মানব প্রকৃতির সাথে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। এ হচ্ছে মানব প্রকৃতির অভ্যন্তর থেকে উত্থিত এক স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদ, তাই সতীত্ব, নৈতিকতা ও পবিত্রতার ধারণার সাথে মানব প্রকৃতির কোন বৈরিতা বা দ্বন্দ্ব নেই; তা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে প্রকৃতির তাগিদকে সাদর সম্বর্ধনা জানায়। তদনুযায়ী আমল করার ফলে এমন এক আলোকবর্তিকা তার করায়ত্ত হয়, যার সাহায্যে মানুষের চরম সাফল্যের পথে এগিয়ে চলা সম্ভব।

বস্তুত ইসলাম যৌন সম্পর্ক পর্যায়ে একটা সুস্পষ্ট ধারণা উপস্থাপন করেছে। সেই ধারণার ভিত্তিতে ইসলাম ব্যক্তির প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-সংস্কারের কাজও সু-সম্পন্ন করেছে। কেননা ইসলাম উপস্থাপিত সে ধারণার সাফল্য এ দুটি কাজের উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি

যে আদর্শ ও মতবাদ নারীকে শুধু নারী হওয়ার কারণেই নিচু ও লাঞ্ছনার যোগ্য মনে করে, মানবতার আসন থেকে দূরে নিক্ষেপ করে এবং পুরুষকে শুধু পুরুষ হওয়ার কারণে উচ্চতার আসনে সমাসীন করে, ইসলাম একে ভ্রান্ত মতবাদ মনে করে। আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন, মর্যাদা, লাঞ্ছনা, মহত্ব ও নিচুতার মাপকাঠি আল্লাহভীতি, চরিত্র ও নৈতিকতা। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেন :

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

'নারী বা পুরুষ যেই হোক না কেন, যে ভাল কাজ করল সে যদি ঈমানদার হয় তা'হলে আমি তাকে একটি পবিত্র জীবন-যাপন করার সুযোগ দেব এবং তাদের উত্তম আমল সমূহের প্রতিফল দান করব।'[৪২]

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা আরও ঘোষণা করেন :

فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّى لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ
أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ ۖ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ وَأُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ
وَأُوذُوا۟ فِى سَبِيلِى وَقَٰتَلُوا۟ وَقُتِلُوا۟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ
وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ
ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

'তাদের রব এই মর্মে তাদের দোয়া কবুল করলেন যে, নারী হোক বা পুরুষ হোক আমি তোমাদের কোন আমলকারীর আমল নষ্ট করবো না। তোমরা পরস্পর এক, যারা আমার জন্য হিজরত করছে, যাদেরকে বাড়ি-ঘর থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে, আমার পথে চলার কারণে যাদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে, যারা লড়াই করেছে ও নিহত হয়েছে তাদের সব অপরাধ আমি ক্ষমা করে দেব এবং এমন জান্নাতে তাদের প্রবেশ করাবো, যার নিম্নদেশ দিয়ে নহর ধারা বয়ে যাচ্ছে। এটা আল্লাহর নিকট থেকে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার। আর আল্লাহর কাছেই উত্তম পুরস্কার রয়েছে।'[৪৩]

---

৪২ আল কুরআন, সূরা আন-নাহল, আয়াত-৯৭।

৪৩ আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

নারী পুরুষ যেই হোক না কেন, তার উত্তম স্বভাব ও সৎ কর্মের মাধ্যমে সে সফলতা অর্জন করবে। মহান আল্লাহ তাকে প্রশ্ন করবেন না তুমি পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে নারী বা পুরুষের শ্রেণীভুক্ত ছিলে কিনা? আর নারী বা পুরুষ যেই হোক না কেন, সে তার আমলনামাকে কলুষ ও কালিমাযুক্ত করলে সে ব্যর্থতা লাভ করবে। এখানে নারী পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হবে না।

পবিত্র কুরআনে মহানবী সা.-এর পবিত্রতমা স্ত্রীগণের অনেকগুলো গুণাবলী আবশ্যকীয় করে দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহর ভাষায় :

عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥٓ أَزْوَٰجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَٰتٍ
مُّؤْمِنَٰتٍ قَٰنِتَٰتٍ تَٰٓئِبَٰتٍ عَٰبِدَٰتٍ سَٰٓئِحَٰتٍ ثَيِّبَٰتٍ وَأَبْكَارًا ﴿٥﴾

'(নবী) যদি তোমাদের সকলকে তালাক দিয়ে দেন, তা'হলে তার প্রভু শীঘ্রই তোমাদের স্থলে এমন সব স্ত্রী দান করবেন, যারা হবে তোমাদের চেয়েও উত্তম তথা মুমিন, মুসলমান, অনুগত, তওবাকারিণী, এবাদতকারী, রোজাদার, বিধবা অথবা কুমারী (উভয় ধরনের হতে পারে)।'[৪৪]

একইভাবে মুমিন পুরুষদের গুণাবলী সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বর্ণনা করেন :

ٱلتَّٰٓئِبُونَ ٱلْعَٰبِدُونَ ٱلْحَٰمِدُونَ ٱلسَّٰٓئِحُونَ ٱلرَّٰكِعُونَ ٱلسَّٰجِدُونَ
ٱلْءَامِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَٰفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ۗ
وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾

'তারা বার বার আল্লাহর প্রতি ফিরে আসে, তাঁর এবাদত করে, তাঁর প্রশংসা করে, তাঁর উদ্দেশ্যেই পৃথিবীতে বিচরণ করে, রুকু ও সিজদা করে, ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করে এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমা মেনে চলে। (হে নবী) এসব মুমিনদের সুসংবাদ দান করুন।'[৪৫] এছাড়াও মুমিন নর-নারী সম্পর্কে মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেন :

إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْقَٰنِتِينَ وَٱلْقَٰنِتَٰتِ
وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلْخَٰشِعِينَ
وَٱلْخَٰشِعَٰتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّآئِمِينَ وَٱلصَّآئِمَٰتِ
وَٱلْحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ
أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

---

৪৪ আল কুরআন, সূরা আত্ তাহরীম, আয়াত-৫।

৪৫ আল কুরআন, সূরা আত তাওবা, আয়াত-১১২।

Dhaka University Institutional Repository

নিশ্চয় মুসলিম নারী ও পুরুষ, মুমিন নারী ও পুরুষ, প্রার্থনাকারী ও প্রার্থনাকারিণী, সত্যবাদী ও সত্যবাদিনী, ধৈর্যধারী ও ধৈর্যধারিণী, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী, সাদকা প্রদানকারী ও সাদকা প্রদানকারিণী, রোজাদার পুরুষ ও রোজাদার স্ত্রী, সচ্চরিত্র পুরুষ ও সতী নারী এবং আল্লাহকে স্মরণকারী পুরুষ ও স্ত্রী – নিশ্চিতভাবে এদের সকলের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহা-পুরস্কার নিহিত রয়েছে।'[৪৬]

ইসলামী বিধান সফলতা লাভের উদ্দেশ্যে নারী-পুরুষের জন্য একই মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে। এ মানে উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়া কোন পুরুষ যেমন মঞ্জিলে পৌঁছাতে পারবে না, তেমনি কোন নারীর পক্ষেও মঞ্জিলে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : মৌলিক অধিকারে যৌক্তিক সমতা

ইসলাম শুধু নারী পুরুষের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে ক্ষান্ত হয়নি বরং নারী-পুরুষের মৌলিক অধিকারের যৌক্তিক সমতা দান করেছে। ইসলামী বিধান এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ। তা প্রতিষ্ঠিত হলে নারীর পক্ষে অভিযোগ তোলার একবিন্দু কারণ থাকবে না পুরুষের। আর তাহলে পুরুষ কোনরূপ অবিচার বা নিপীড়ন চালাবার সুযোগ পাবে না। নারীর দুঃখ-দুর্দশা বা অপমান-লাঞ্ছনার সামান্য অবকাশ থাকবে। বস্তুত, ইসলামী আদর্শের সমাজই হচ্ছে মানুষের সকল প্রকার অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্র। সেখানে কোন হাত জুলুম-অবিচারের জন্য উপরে উঠলে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ ও প্রতিহত করা হয়।

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেন :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

'কিসাসের মধ্যে তোমাদের জীবন রহিত রয়েছে। হে বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা! সম্ভাবত তোমরা খোদাভীতি অর্জন করতে পারবে।'[৪৭]

হত্যাকারী নারী-পুরুষ যেই হোক, তার অপরাধের জন্য তার প্রাণ বধ করা হবে। এক্ষেত্রে সে নারীকে হত্যা করেছে না পুরুষকে হত্যা করেছে তা ধর্তব্য নয়। কারণ পুরুষের প্রাণ যেমন নিষিদ্ধ ও সম্মানিত তেমনি নারীর প্রাণও নিষিদ্ধ ও সম্মানিত। এজন্য নবী করীম সা. ইয়ামেনবাসীদের জন্য লিখিত চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন, 'কোন পুরুষ যদি কোন নারীকে হত্যা করে তাহলে তাকেও হত্যা করা হবে।'

---

৪৬ আল কুরআন, সূরা আল আহযাব, আয়াত–৩৫।

৪৭ আল কুরআন, সূরা আল বাকারা, আয়াত ১৭৯ (অংশবিশেষ)।

Dhaka University Institutional Repository

বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী এবং অন্যান্য হাদীস-গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, 'এক ইহুদী একটি মেয়েকে মাথা চূর্ণ করে হত্যা করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ঠিক একই ভাবে তার থেকে কিসাস'[৪৮] নিয়েছিলেন।

ইসলামী বিধানে কিসাসের ব্যাপারে 'নারী এবং পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। নারীর চোখ, কান এবং যে কোন অঙ্গের জখমের পরিবর্তে পুরুষের (যদি অপরাধী হয়) নিকট থেকে অনুরূপ বদলা নেয়া হবে। আর যদি কোন পুরুষ নারীকে হত্যা করে তাহলে তাকেও হত্যা করা হবে।'[৪৯]

এভাবে ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়কেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকার অনুমতি প্রদান করেছে এবং তাদের পারিশ্রমিকের ফলকে বৈধ অধিকার বলে স্বীকার করেছে। তার এ কাজে কেউ-ই আইনগতভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এমনকি স্বামীও স্ত্রীর সম্পদে কর্তৃত্ব খাটানোর অধিকারী নয়। তেমনি স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর নিজের মর্জি খাটানোর কোন আইনগত বৈধতা নেই। পুরুষের জন্য তাদের উপার্জনের ন্যায্য অংশ নির্দিষ্ট রয়েছে। আর মেয়েদের জন্যও তাদের উপার্জনের ন্যায্য অংশ নির্দিষ্ট রয়েছে। আল্লাহর কাছেই তোমরা তার নিয়ামতের জন্য প্রার্থনা কর।[৫০]

ইসলাম স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের জন্য যৌক্তিক অধিকার বিধিবদ্ধ ও সুবিন্যাস্ত করেছেন এবং পুরুষকে পরিবারের প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত করলেও তাকে স্বেচ্ছাচারী হবার অনুমতি দেয়নি। এ সম্পর্কে মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেন :

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

'নারীদের তেমনি ন্যায় সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছু মর্যাদা আছে। আর আল্লাহতায়ালা মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[৫১]

প্রাচীন ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থায় নারী পুরুষের সামাজিক আইনের ক্ষেত্রে বৈষম্য ছিল। সর্ব যুগের পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা ছিল বঞ্চিত ও নিগৃহীত। কিন্তু ইসলাম নারী পুরুষকে আইনের ক্ষেত্রে যৌক্তিক সমতা দান করেছে। ইসলাম নারী পুরুষকে আন্‌নাস তথা মানব জাতি হিসেবে অভিহিত করেছে। কুরআনের ভাষায় রাব্বিন্নাস, মালিকিন্নাস, ইলাহিন্নাস অর্থা মানব জাতির রব, মানব জাতির

---

৪৮ হত্যা অথবা অঙ্গ হানির ইসলামী আইন ভিত্তিক প্রতিশোধ।

৪৯ সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুদ দিয়াত, বাবু আফুউন নিসা মিনাদদাম।

৫০ সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, ইসলামী সমাজে নারী, অনুবাদক : মোহাম্মদ মুজাম্মেল হক, আধুনিক প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ঢাকা-১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৬৭।

৫১ আল কুরআন, সূরা আল বাকারা, আয়াত ২২৮ (অংশবিশেষ)।

Dhaka University Institutional Repository

অধিপতি এবং মানব জাতির হুকুমদাতা, কোথাও রাব্বির রিজাল, মালিকির রিজাল, ইলাহির রিজাল তথা পুরুষের প্রভু, পুরুষের অধিপতি, পুরুষের হুকুমদাতা বলা হয়নি। বরং কুরআনের বাণী ইনসান অর্থাৎ নারী-পুরুষ তথা গোটা মানবকুলের জন্য। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বর্ণনা করেন :

إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾
لِّيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَٰتِ وَيَتُوبَ
ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٣﴾

'আমি আসমান-যমিন ও পাহাড়ের সামনে আমানত (কুরআন) পেশ করলাম। কিন্তু তারা সবাই তা বহন করতে অপারগতা জানিয়ে অস্বীকার করলো এবং ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু মানুষ তা বহন করলো, সে বড় জালেম ও অজ্ঞ। এটা এ জন্যে যেন আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে শাস্তি দেন। আর তিনি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর তওবা কবুল করেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও দয়াময়।'[৫২]

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা আরও বর্ণনা করেন :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ
ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ঈমানদার নারী পুরুষের ব্যাপারে কোন ফয়সালা দিলে সে ব্যাপারে তাদের আর কোন এখতিয়ার থাকা ঠিক নয়। যে আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হবে সে স্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।'[৫৩]

এক কথায় কুরআন নারী-পুরুষের জন্য একই জীবনবিধান তথা পথ চলার নির্দেশিকা দান করেছে। কারো জন্য স্বতন্ত্র কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। নারী পুরুষ একই আদর্শের অনুসারী এবং একই পথের পথিক। তারা কোন শ্রেণী বৈষম্যে বিভক্ত নয়। তারা জীবন যুদ্ধে একই রণাঙ্গণের সৈনিক। তাদের কর্মক্ষেত্রেও লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে এক ও অভিন্ন।

---

৫২ আল কুরআন, সূরা আল আহযাব, আয়াত ৭২-৭৩।

৫৩ প্রাগুক্ত : ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : নর-নারী উভয়ে সভ্যতার নির্মাতা

জীবনের সংগ্রাম সাধনায় এবং সভ্যতা-সংস্কৃতি বিনির্মাণে নারী-পুরুষ উভয়ই চিরদিন পরস্পরের সহযোগী ও পরিপূরক। জীবনের দূর্বিসহ কষ্ট ও কঠিন বোঝা তারা একত্রে বহন করেছে। উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টা ও সাধনার ফলেই সাধিত হয়েছে সমাজ সভ্যতার বিকাশ ও উন্নতি। দুনিয়ার কোন জাতি বা আন্দোলন কখনও নারী-পুরুষ কাউকেই উপেক্ষা করতে পারে না। সত্যের উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠায় নারী-পুরুষের যৌথ প্রচেষ্টার শত কাহিনী বিশ্ব ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ঠিক তেমনি বাতিলের উন্নতি, প্রচার ও প্রসার, শক্তি সঞ্চয় ও বিজয়ের ক্ষেত্রে তারা ছিল সদা সর্বদা সমানভাবে অংশীদার। মুনাফিকদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বর্ণনা করেন :

ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ بَعْضُهُم مِّنۢ بَعْضٍ ۘ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا۟ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۚ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ
هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٦٧﴾

'মুনাফিক পুরুষ ও নারী একে অপরের দোসর। তারা সকলে মন্দ কাজের আদেশ করে ও ভাল কাজের নিষেধ করে। আর আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করা থেকে হাত গুটিয়ে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে এবং আল্লাহ্ও ভুলে গেছেন তাদের। প্রকৃতপক্ষে মুনাফিকরাই সীমালঙ্ঘনকারী।'[৫৪]

পক্ষান্তরে ঈমানদারদের সম্পর্কে একই সূরায় মহান রাব্বুল আলামীন বর্ণনা করেন :

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ
وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

'মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু। তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দকাজ হতে নিষেধ করে, তারা নামাজ কায়েম করে, তারা যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে চলে। আল্লাহ এদের অবশ্যই রহমত দান করবেন। নিশ্চয়ই তিনি মহা পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়।'[৫৫]

সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাধিত সকল বিপ্লব নারী-পুরুষের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার ফল। সুতরাং একজনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে, অন্য জনের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হবে – এটা কখনও যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না।

---

৫৪ আল কুরআন, সূরা আত তাওবা, আয়াত-৬৭।

৫৫ প্রাগুক্ত : ৭১।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইসলামের দৃষ্টিতে মায়ের অধিকার ও মর্যাদা

পৃথিবীতে মানুষের কাছে মায়ের মত আপনজন আর কেউ নেই। তাই পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা তার ইবাদতের পরেই পিতা-মতার প্রতি সম্মানজনক আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেন :

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا(٢٣) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا(٢٤)

'তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তাদের মধ্যে একজন বা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না, তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলো। মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবলম্বন করো এবং বলো : হে প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করুন, যেভাবে শৈশবে তারা আমার প্রতিপালন করেছিল।'[৫৬]

আল্লাহ তা'য়ালা আরও বর্ণনা করেন :

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا—

'(হে নবী!) আপনি বলুন, 'এস, আমি তোমাদের শোনাবো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উপর কি বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। তা এই যে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না এবং মাতাপিতার সাথে উত্তম ব্যবহার কর।'[৫৭]

আল্লাহ তা'য়ালা আরও বর্ণনা করেন :

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (٣٦)

'এবং তোমরা সবাই আল্লাহর দাসত্ব কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না এবং মাতাপিতার সাথে উত্তম ব্যবহার কর।'[৫৮]

---

৫৬ আল কুরআন, সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত ২৩-২৪।

৫৭ আল কুরআন, সূরা আনআম, আয়াত ১৫১ (অংশবিশেষ)।

৫৮ আল কুরআন, সূরা আন নিসা, আয়াত ৩৬ (অংশবিশেষ)।

Dhaka University Institutional Repository

এ পবিত্র কুরআনের আয়াত সমূহ আল্লাহ্ তা'য়ালা মাতা-পিতার আনুগত্য, তাঁদের সাথে সুন্দর ব্যবহার এবং তাদের সেবা-যত্ন করার নির্দেশ করেছেন এবং তিনি এসব কিছুকেই নিজ এবাদতের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। আল্লামা ফখরুদ্দীন রাজী বলেন, 'মাতা-পিতার আনুগত্য এবং আল্লাহর এবাদতের দিকে এই তীব্র তাগিদের আসল কারণ হচ্ছে, মানব সৃষ্টির আসল কর্তা হচ্ছেন আল্লাহ্ এবং তাঁর সৃষ্টির বাহ্যিক মাধ্যম হচ্ছে পিতা-মাতা। এজন্যে আল্লাহ্ তা'য়ালা সর্ব প্রথম তাকেই সম্মান দান এবং তাঁরই ইবাদত করার হুকুম দিয়েছেন এবং এর পরই মাতা-পিতার প্রতি সম্মান দেখাতে বলেছেন। এতে করে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, পিতা-মাতার আনুগত্য করা বস্তুত আল্লাহর ইবাদতেরই সামিল।'[৫৯]

যেমন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বর্ণনা করেন,

ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير (١٤)

আমরা মানুষকে নিজ মাতা-পিতার অধিকার জেনে রাখার জন্য নিজেই তাগিদ করেছি। মা কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে সন্তান পেটে ধারণ করেছে এবং দুই বছর তার দুধ চাড়াতে লেগেছে (এজন্য আমরা তাকে উপদেশ দিয়েছি যে) আমার শোকর আদায় কর এবং নিজ পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আমারই দিকে তোমাদের ফিরে আসতে হবে।'[৬০]

উপরের বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ মানুষকে মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে আল্লাহর শোকর আদায়ের সাথে বরাবর গুরুত্ব দিয়ে বর্ণনা করেছেন। এভাবে মাতা-পিতার সেবাও ইবাদতের মর্যাদা পেয়েছে। বিশেষজ্ঞরা একটি বিশেষ দিক নির্দেশ করে বলেছেন মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হচ্ছে আনুগত্যের খোদায়ী পদ্ধতি, এর মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে মাতা-পিতার সেবার দায়িত্ব পালিত হয়। আল্লাহ্ তাঁর উপাসনা ছাড়া অন্য কারো উপাসনাকে নিষিদ্ধ করেছেন কিন্তু সেবার অনুমতি দিয়েছেন। সেবা হচ্ছে উপাসনার পরবর্তী স্থান। এ থেকে দেখা যায় যে, সেবা কেবল বৈধই নয় বরং কোন কোন ক্ষেত্রে জরুরীও। যেমন : মাতা-পিতার সেবা করা ওয়াজিব বা জরুরী।

মোটকথা সেবাপরায়ণতা এমন এক গুণ, যা সন্তানের মনে মাতা-পিতার আনুগত্যের আবেগ সৃষ্টি করে। এই অনুভূতিতে উদ্বেলিত হয়ে সন্তান মাতা-পিতাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। এভাবে মাতাপিতার খেদমতের মাধ্যমেও সন্তান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। মাতাপিতার প্রতি সন্তানের

---

৫৯ আল খাওলী (মিশরী), নারী : ইসলামের দৃষ্টিতে, সিদ্দাবাদ প্রকাশনী, ২য় খণ্ড, (১৯৮৮, ঢাকা), পৃ. ১৭৫।

৬০ আল কুরআন, সূরা লোকমান, আয়াত ১৪।

Dhaka University Institutional Repository

সেবা পরায়ণতা শ্রদ্ধা ও সম্মান এবং গভীর আন্তরিকতার প্রভাব আল্লাহ স্বাভাবিকভাবেই সকল মানুষের মনে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বিধি। সন্তান ও মাতা-পিতার মধ্যেকার এই সম্পর্ক আধ্যাত্মিকতার উপর ভিত্তিশীল। সেই আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে মাতা-পিতা সন্তানের লালন পালন করেন এবং সেই একই আধ্যাত্মিক অনুভূতির তাগিদে সন্তানও পিতা-মাতার সেবা ও সম্মান করে থাকে। এই আধ্যাত্মিক অনুভূতি আল্লাহই মানুষের মনে সৃষ্টি করেছেন। এই জন্যে আদিকাল থেকেই মাতা-পিতার সেবা ও সম্মান করা সমগ্র মানবতার কাছে অন্যতম স্বাভাবিক মূল্যবোধ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সভ্য-অসভ্য সব জাতির বেশীর ভাগ মানুষই এই একটি বিষয়ে একই অনুভূতি পোষণ করে। এতে জানা যায় যে, এই অনুভূতিটি মানব প্রকৃতিতেই মিশে আছে। মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা ও সহানুভূতির গোড়ায় পানি সেচ করেন মা। মা-ই তাঁর স্বাভাবিক মমতাগুণে বাধ্য হয়ে গর্ভধারণ, প্রসব, দুধ খাওয়ানো এবং তাকে লালন-পালন করে একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করার জন্য যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট ও ত্যাগ তিতীক্ষা স্বীকার করেন। অবুঝ অবস্থায় একটি শিশুকে বুদ্ধিমান ও সক্ষম মানুষে পরিণত করার পেছনে মায়ের যে সাধনা, পরিশ্রম, ধৈর্য, দুঃখ-কষ্ট এবং ক্লেশ রয়েছে, তার এই দীর্ঘ সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ স্বীকৃতি ও মর্যাদা দিয়েছে পবিত্র আল কুরআন।

যেমন : আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেন :

ووصينا الانسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا

'তার মা তাকে বহু কষ্টে পেটে ধারণ করেছে, বহু কষ্টে প্রসব করেছে এবং গর্ভধারণ থেকে স্তন ত্যাগ পর্যন্ত ৩০ মাস অতিবাহিত করেছে।'[৬১]

'জনৈক প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তরে রাসুলুল্লাহ সা.-এর উপদেশটি প্রণিধানযোগ্য। প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞেস করলেন, দৈনন্দিন জীবনে আমার সর্বোত্তম ব্যবহার পাবার অধিকারী কে? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তোমার জননী। আবার জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কে? আবারো উত্তর হলো, তোমার জননী। আবার জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কে? আবারো উত্তর হলো, তোমার জননী। আবার জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কে? এবার রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তোমার পিতা।'[৬২]

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, ইসলাম পিতার চেয়ে মাকে তিনগুণ বেশী মর্যাদা দান করেছে। রাসূলুল্লাহ সা. আরো বলেন, আল্লাহ দয়া করে বান্দার গোনাহ্ সমূহ ইচ্ছারূপ মাফ করে দেন, কিন্তু মা-বাবার নাফারমানির পাপ কখনো মাফ করেন না। বরং বেয়াদব সন্তানের পাপের ফল তাদের

---

৬১ আল কুরআন, সূরা আহকাফ, আয়াত ১৫ (অংবিশেষ)।

৬২ সহীহ বুখারী, কিতাবুল আদব, ১০/১০৪।

Dhaka University Institutional Repository

জীবদ্দশায়ই দেখিয়ে দেন। জনৈক সাহাবী যিনি তার স্ত্রীকে নিজ মায়ের উপর কিছুটা প্রাধান্য দিয়েছিলেন যার ফলশ্রুতিতে মৃত্যুর সময় কালিমা পাঠ করতে তিনি অপরাগ হচ্ছিলেন – এ সম্পর্কে একটি হাদিস উল্লেখযোগ্য।

'আবদুল্লাহ ইবন আবী আউফা র. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে অবস্থান করছিলাম, এমন সময় জনৈক আগন্তুক এসে বললেন, মৃত্যু পথযাত্রী এক যুবক খুবই কষ্ট করে শ্বাস গ্রহণ করছে, তাকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়তে বলা হলে সে কালিমা পড়তে পারছে না।

রাসূল সা. জিজ্ঞেস করলেন : সে সালাত আদায় করতো কি? লোকটি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, সে সালাত আদায় করতো। এরপর রাসূলুল্লাহ সা. উঠে রওয়ানা করলেন, আমরাও তাঁর সাথে গেলাম। রাসূলুল্লাহ সা. যুবকের কাছে প্রবেশ করে, তাকে কালিমা পাঠ করতে বললেন। যুবকটি বললেন : আমি উচ্চারণ করতে অপারগ। রাসূলুল্লাহ সা. উপস্থিত সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, এ রকম হবার কোন উল্লেখযোগ্য কারণ রয়েছে কি?

জনৈক ব্যক্তি বললেন : সে তার মায়ের অবাধ্য ছিল।

রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তার মা কি জীবিত আছেন? সবাই বললেন, হ্যাঁ, তিনি জীবিত আছেন। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন তাঁকে ডেকে আনো। এরপর মহিলা উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ সা. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ যুবকটি আপনার ছেলে? মহিলা বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সা. মহিলাকে বললেন, যদি এখানে আগুনের কুণ্ডলীর ব্যবস্থা করা হয়, আর আপনাকে বলা হয়, আপনি তার জন্য সুপারিশ করলে আমরা তাকে মুক্তি দেবো, নতুবা তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারবো – তাহলে কি আপনি তার জন্য সুপারিশ করবেন? মহিলা বললেন : অবস্থা এমন হলে আমি তার জন্য সুপারিশ করবো। তখন রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তাহলে আপনি আল্লাহ এবং আমাকে সাক্ষী রেখে বলুন : 'আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট।'

তখন মহিলা বললেন, হে আল্লাহ! আমি আপনাকে এবং আপনার রাসূল সা.-কে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি আমার ছেলের প্রতি সন্তুষ্ট তখন রাসূল সা. বললেন, এই ছেলে বল : 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।' তখন সে যুবক কালিমা বলতে সমর্থ হলো। সে সময় রাসূলুল্লাহ সা. আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা করে বললেন যে, আল্লাহ্ আমার মাধ্যমে তাকে আগুন থেকে বাঁচালেন।'[৬৩]

এভাবে ইসলাম নারী জাতিকে মা হিসেবে পুরুষের চেয়েও অধিক সম্মান দিয়েছে।

---

৬৩ ইমাম মুনাযির, আত তারগীবু ওয়াত তারহীব, কায়রো, ১৩২২ হিজরী। ৩/৩৩১–৩৩২।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামের দৃষ্টিতে কন্যার অধিকার ও মর্যাদা

ইসলাম সম্পর্কে যার সামান্যতম ধারণা রয়েছে, সে কখনো অস্বীকার করতে পারবে না যে, কন্যা সন্তানকে জাহেলী যুগে জীবন্ত মাটিচাপা দিয়ে সমাহিত করা হতো। একথা শুধু ইতিহাসেই নয়, বরং পবিত্র কুরআনেও স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। যেমন :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ(٥٨)يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ(٥٩)

'তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হলে, তার মুখ বিষাদে কালো হয়ে যায় এবং অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। তাকে শুনানো সংবাদের গ্লানি হেতু, সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। সে ভাবতে থকে, হীনতা ও অপমান সহ্য করে তাকে বাঁচতে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! তাদের সিদ্ধান্ত অতীত নিকৃষ্ট।'[৬৪]

ইসলাম নারীকে অপয়া, অশুভ মনে করা ও মেয়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত হওয়ার মানসিকতাকে প্রতিহত করেছে। এই মানসিকতা শুধু যে তৎকালীন আরব বিশ্বে ছিল, তা নয়। বরং আজও পাশ্চাত্যসহ সারা বিশ্বে আমরা এমন মানসিকতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছি। ইসলাম আরব্য পরিবেশে নারী নির্যাতনের শুধু সমালোচনাই করেনি বরং তাদের অপরাধবোধের ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করেছে, সাথে-সাথে অপরাধীদের জন্য অঙ্গীকার করেছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেন :

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ(٨)بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ(٩)

'যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন আপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?'[৬৫]

পবিত্র কুরআন কন্যা শিশুর প্রতি চরম বর্বরতার জাহেলী অপরাধমালা প্রকাশ করতে থাকে। নিষ্পাপ মেয়েশিশুটি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেনি, বরং সকল সৃষ্টির স্রষ্টা আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সৃজন করেছেন, তার অবয়ব কাঠামো দিয়েছেন। নারী-পুরুষের বৈচিত্র্য না হলে মানব সমাজ টিকে থাকতে পারতো না, আর মানবতার বিকাশ সাধনও হতো না।

রাসূল সা. এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তির কন্যা সন্তান রয়েছে যাকে পুঁতে ফেলা হয়নি, তাচ্ছিল্যভাব প্রদর্শন করা হয়নি এবং পুত্র সন্তানকে কন্যা সন্তানের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়নি, আল্লাহ তা'য়ালা সে ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।'[৬৬]

---

৬৪ আল কুরআন, সূরা আন নাহল, আয়াত ৫৮-৫৯।

৬৫ আল কুরআন, সূরা আত তাকবীর, আয়াত ৮-৯।

৬৬ ইমাম হাকিম, আল মুসতাদরাক হাকিম, লাহোর, ১৯৩২। পৃ. ১৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল সা. আরো বলেন, 'যে ব্যক্তির তিনটি মেয়ে রয়েছে এবং জীবনে তাদের সুখে-দুঃখে ধৈর্য ধারণ করেছে, আল্লাহ তা'য়ালা তাদের কারণে তাঁর করুণায় সে ব্যক্তিকে জান্নাত দান করবেন। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন : দু'জন হলে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সা. বললেন : দু'জন হলেও। আবার প্রশ্ন হলো, একজন হলে? উত্তর হলো : একজন কন্যা সন্তান হলেও।'[৬৭]

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেন :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ (١٥١)

'দারিদ্র্যতার কারণে তোমাদের সন্তানকে হত্যা করো না। আমিই তোমাদের এবং সন্তানদেরকে রিজিক দান করি।'[৬৮]

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

যারা নিজেদের সন্তানকে নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতাবশত হত্যা করেছে, তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।[৬৯]

পবিত্র কুরআনের সূরা আলে-ইমরানে কন্যাদের ব্যাপক মর্যাদা দান করা হয়েছে। ইমরানের স্ত্রী হান্না বৃদ্ধাবস্থায় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন, 'হে আমার রব, আপনি আমাকে একজন সন্তান দান করুন, আমি তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতের জন্য উৎসর্গ করব। তার প্রার্থনা কবুল করা হলো। কিন্তু তিনি প্রসব করলেন একটি কন্যা সন্তান। তখন তিনি ইতস্তত করতে লাগলেন এবং বললেন, এটা কি হলো, এখন আমি কি করি?' (কন্যা সন্তানকে মসজিদের খেদমতে পাঠানো বেমানান মনে করে তিনি পুত্র সন্তান কামনা করেছিলেন) আল্লাহ তা'য়ালা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন :

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى (٣٦)

'পুত্র সন্তানও অনেক ক্ষেত্রে কন্যা সন্তানের সমতুল্য হয় না।'[৭০]

সুতরাং বোঝা যায় যে, পবিত্র স্বভাব সম্পন্ন আল্লাহভক্ত কন্যারা আল্লাহর নিকট ছেলেদের চেয়ে উত্তম।

---

৬৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬।

৬৮ আল কুরআন, সূরা আল আন আম, আয়াত ১৫১ (অংশবিশেষ)।

৬৯ প্রাগুক্ত, আয়াত ১৪০ (অংশবিশেষ)।

৭০ আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩৬ (অংশবিশেষ)।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত কন্যা সন্তানের নাম রাখা হয় মারইয়াম। তার ইবাদতে খুশি হয়ে আল্লাহ তাকে জান্নাতী খাবার দান করেন। সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেন :

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا (٣٧)

'যখনই যাকারিয়া উত্তম প্রকোষ্ঠে তার নিকট আসতেন, তখন তার নিকট পানাহারের সামগ্রী সমূহ পেতেন।'[৭১]

হযরত যাকারিয়া আ. ছিলেন হযরত মারইয়ামের খালু। যখন হযরত মারইয়াম আ. একটু বড় হলেন তখন ওয়াদা অনুযায়ী বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদে তাঁর জন্য একটি হুজরা করে দেয়া হল। হযরত মারইয়াম আ. দিনে ঐ হুজরায় বসে বসে ইবাদত করতেন আর রাতের বেলা হযরত যাকারিয়া আ.-এর বাসায় চলে যেতেন। একদিন হযরত যাকারিয়া আ. ভুলক্রমে মাইয়াম আ.-এর হুজরার দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। হযরত মারইয়াম আ. তিন দিন সে ঘরে বন্দি হয়ে রইলেন। চতুর্থ দিন হঠাৎ হযরত যাকারিয়া আ.-এর স্মরণ হল যে, তিনি হযরত মারইয়ামকে হুজরার ভেতর বন্ধ করে এসেছেন। তিনি অনুতপ্ত হলেন যে, তিনি একটি নির্দোষ বালিকাকে ক্ষুধা-পিপাসায় মরবার জন্যই বুঝি বন্ধ করে রেখে গেছেন। হয়তো সে মরেই গেছে। এত বড় ভুল তাঁর কেমন করে হলো – ভেবে তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। তিনি তাড়াতাড়ি গিয়ে সে ঘরের তালা খুলে দেখলেন, সেখানে বিভিন্ন ধরনের খানা যথেষ্ট পরিমাণে মওজুদ রয়েছে এবং হযরত মারইয়াম আ. নামায পড়ছেন। তাঁর নামায শেষ হলে হযরত যাকারিয়া আ. তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে মারইয়াম, এসব খাদ্যদ্রব্য ও ফলমূল এ তালাবন্ধ ঘরের ভিতর কোথা থেকে আসল এবং কে এনে দিয়েছে? হযরত মারইয়াম আ. তদুত্তরে বললেন, আল্লাহ তা'য়ালাই তাঁর ফেরেশতা মারফত এসব পাঠিয়েছেন।'

পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরানের উক্ত আয়াত ও সংশ্লিষ্ট ঘটনার দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, নারী কিংবা পুরুষ যেই আমল দ্বারা আল্লাহকে খুশী করতে পারবেন দুনিয়া এবং আখেরাতে আল্লাহ তাদেরকে পুরস্কৃত করার ব্যাপারে কোন পক্ষপাতিত্ব করবেন না।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেন :

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী সম্মানিত, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহকে ভয় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছু অবগত আছেন।'[৭২]

---

৭১ প্রাগুক্ত, আয়াত ৩৭ (অংশ বিশেষ)।

৭২ আল কুরআন, সূরা আল হুজুরাত, আয়াত ১৩ (অংশবিশেষ)।

Dhaka University Institutional Repository

মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ বিন ওবাই যুবতী মেয়েদের মাধ্যমে দেহ ব্যবসা করিয়ে অর্থ উপার্জন করত। মুয়াদা নাম্নী তাদের একজন এ পাপাচার ত্যাগ করে ইসলাম কবুল করলে বিন ওবাই তার উপর অমানবিক নির্যাতন শুরু করে। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সা.এর গোচরীভূত হলে তিনি পদক্ষেপ নেন। এহেন ঘৃণ্য আচরণ বন্ধের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনের আয়ত অবতীর্ণ করেন।

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (٣٣)

'তোমরা পার্থিব ধন-সম্পদ অন্বেষায় তোমাদের যুবতী মেয়েদের পাপাচার বাধ্য করো না।'[৭৩]

আজকের আধুনিক প্রেস ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় সুন্দরী ও আকর্ষণীয় রমনীদের বিভিন্ন পণ্যের বিজ্ঞাপনে মডেল হিসেবে ব্যবহার করে অর্থ উপার্জনকেও উপরোক্ত আয়াত কঠোরভাবে নিষেধ করছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামের দৃষ্টিতে বোনের অধিকার ও মর্যাদা

ইসলাম নারীকে বোন হিসেবে মর্যাদা দান করেছেন। এ সম্পর্কে রাসূল সা. বলেন :

'যে ব্যক্তি আমরণ দু' বা তিন কন্যা অথবা দু' বা তিন বোন প্রতিপালন করলো, আমি এবং সে অত্যন্ত কাছাকাছি থাকবো এবং মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুলদ্বয় ইঙ্গিত করে দেখালেন।'[৭৪]

ইসলাম সর্বপ্রথম ভাইদের সাথে বোনদেরকেও মাতা-পিতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার দান করেছে। এর পূর্বে কোন ধর্ম বা সমাজ ব্যবস্থা সহোদরাদের এমন মর্যাদা দান করেনি।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেন :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (١١)

'আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার সমান।'[৭৫]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ইসলামের দৃষ্টিতে স্ত্রীর অধিকার ও মর্যাদা :

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হলো এক অতীব প্রয়োজনীয় সম্পর্ক। বিবাহের মাধ্যমে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে নিছক নারী-পুরুষের সমমিলনের নামই নয় বরং আসলে এটা নারী-পুরুষের আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার নাম যার বন্ধনে থেকে তারা নিজেদের আধ্যাত্মিক ও মানসিক

---

৭৩ আল কুরআন, সূরা আন নূর, আয়াত ৩৩ (অংশবিশেষ)।

৭৪ আহমাদ ইবন হাম্বল, মুসনাদ আহমাদ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত। পৃ. ১৪৭ (হযরত আনাস র. হইতে বর্ণিত)।

৭৫ আল কুরআন, সূরা আন নিসা, আয়াত ১১ (অংশবিশেষ)।

Dhaka University Institutional Repository

কামনা-বাসনা পূর্ণতা অর্জন করে। তারা একে অন্যের সান্নিধ্যে শান্তি কামনা করে। তারা শুধুমাত্র দৈহিক সম্পর্ক দ্বারাই নয়, প্রেম-প্রীতি, দয়া-মায়া দ্বারাও পরস্পরের প্রতি সংযুক্ত। একে অন্যের প্রতি যত্ন, বিবেচনা, সম্মান ও স্নেহ এসব দিয়েই তাদের সম্পর্ক স্থাপিত। পবিত্র কুরআনের শিক্ষায় এসব বাস্তবতার সত্যতা প্রস্ফুটিত হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেন :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون(٢١)

'আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের স্ত্রীদেরকে, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া দৃষ্টি করে দিয়েছে। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।'[৭৬]

ইসলাম নারীকে জীবনসঙ্গী নির্বাচন ও যার সাথে সে সারা জীবন অতিবাহিত করবে তাকে যাচাই করার অধিকার দিয়েছে। তার অপছন্দের পাত্রকে বিয়ে করার জন্য, তাকে বাধ্য করা ইসলাম সমর্থন করে না। পবিত্র কুরআনের বাহক নারী মুক্তির অগ্রদূত রাসূল সা. বলেছেন,

'পূর্বে বিবাহিতা মেয়ে পরবর্তী বিয়েতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অভিভাবকের চেয়ে নিজে অগ্রাধিকারিণী। প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ের সম্মতি ছাড়া তাকে বিয়ে দেয়া যাবে না। আর কুমারী মেয়ের কাছ থেকেও সম্মতি চাইতে হবে, নীরবতাই সম্মতির লক্ষণ।'[৭৭]

আর পুরুষের কর্তৃত্বের অধিকার আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাকৃতিকভাবেই দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করেন :

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم

'পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল, কারণ আল্লাহ একের উপর অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং এটা এজন্য যে, পুরুষ তাদের ধন-সম্পদ তাদের জন্য ব্যয় করে।'[৭৮]

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে আরও বর্ণনা করেন :

والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات

'তিনিই আল্লাহ্ যিনি তোমাদের জন্যে সম-অস্তিত্ব স্ত্রীদের বানিয়েছেন এবং তিনিই ওসব স্ত্রীদের কাছ থেকে তোমাদের পুত্র ও পৌত্রাদি দান করেছেন এবং ভাল ভাল দ্রব্যাদি তোমাদের খেতে দিয়েছেন।'[৭৯]

---

৭৬ আল কুরআন, সূরা আর রুম, আয়াত ২১।

৭৭ সহীহ মুসলিম, কিতাবুন নিকাহ।

৭৮ আল কুরআন, সূরা আন নিসা, আয়াত ৩৪ (অংশবিশেষ)।

৭৯ আল কুরআন, সূরা আন নাহল, আয়াত ৭২।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম পুরুষকে পরিবার প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত করলেও তাকে স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী হবার অনুমতি দেয়নি। পুরুষদের নেতৃত্ব সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বর্ণনা করেন :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(٢٢٨)

'তালাক প্রাপ্তাগণ তিনিবার মাসিক ঋতুস্রাব হওয়া পর্যন্ত নিজেদেরকে বিরত রাখবে। আর আল্লাহ তাদের গর্ভাশয়ে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাকে গোপন করা তাদের জন্য বৈধ নয়, তাদের কখনো এমনটি করা উচিত নয়, যদি তারা আল্লাহও পরকালে বিশ্বাসী হয়, তাদের স্বামীরা পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনে প্রস্তুত হয়, তাহলে তারা এই অবকাশ কালের মধ্যে তাদেরকে নিজের স্ত্রী হিসেবে ফিরিয়ে নেবার অধিকারী হবে। স্ত্রীদের উপর তোমাদের যেমন ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও দায় দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি তাদেরও তোমাদের উপর অধিকার ও দায়-দায়িত্ব রয়েছে। তবে তাদের উপর পুরুষের কিছু অগ্রাধিকার রয়েছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।'[৮০]

যারা কুরআনের ত্রুটি সন্ধানে নিয়োজিত কুরআনের এ আয়াতকে তারা নারী মর্যাদার পরিপন্থী বলে মনে করেন। এ ব্যাপারে ফাতেমা হীরেন নামক জার্মানী মুসলিম মহিলার বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :

'আমি মনে করি, একজন নারী হিসেবে আমার সুখী হওয়ার সব কিছুই এই একটি বাক্যে নিহিত। আমি যেসব অধিকারের জন্য লালায়িত – শিক্ষার অধিকার, নিজ সম্পত্তির অধিকার, বাড়ির কর্তৃত্ব পরিচালনার অধিকার, এমনকি প্রয়োজনের তাগিদে চাকুরি করার অধিকার – এ কয়েকটি শুধু উল্লেখ করলাম, এই বাক্যে আমাকে এসব অধিকারই দিচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা আমাকে আমার স্বামীর উপর নির্ভর করার অধিকার দিয়েছে – তা আমার জীবন-ধারণ বিষয়েই হোক, অথবা পরিবারের কল্যাণে গ্রহণযোগ্য যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেই হোক। পরিবারের দেখাশোনার, স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করার ও স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহারের সর্বোত্তম সমাধান দেওয়ার বিষয়টির দায়িত্ব স্বামীর উপরই বর্তায়। এটা কি নারীর স্বভাবসিদ্ধ নয় যে তিনি এমন একজন শক্তিধর, সুবিচারক, জ্ঞানী ও বিবেচক স্বামী চান, যিনি এসব সিদ্ধান্ত নিতে পারেন? আমার মতে, এটাই হচ্ছে ইসলামের দৃষ্টিতে আদর্শ পারিবারিক জীবন। এ ধরনের পরিবেশে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যৌনতৃপ্তি ও বিবাহ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে পূর্ণতা লাভ করেন। আর এসব বিষয়ের মধ্যে শিশুসন্তানদের লালন-পালনই প্রাধান্য পায়।'[৮১]

---

৮০ আল কুরআন, সূরা আল বাকারা, আয়াত ২২৭।

৮১ ১৯৭৬ সনের ৩-১২ এপ্রিল লন্ডনে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী কনফারেন্সে 'ইসলামে পারিবারিক জীবন' শীর্ষক মুসলিম মহিয়সী ফাতেমা হীরনের প্রদত্ত ভাষণের একাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্ত্রীদের সম্পদের নিরাপত্তা সম্পর্কে বলেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا(١٩)

'হে ঈমানদারগণ! বলপূর্বক নারীদের ভূ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আর তোমরা যে মোহরানা তাদের কে দিয়েছ তার কিছু অংশ তাদেরকে কষ্ট দিয়ে আত্মসাৎ করাও তোমাদের জন্য বৈধ নয়, তবে তারা যদি কোন সুস্পষ্ট চরিত্রহীনতার কাজে লিপ্ত হয়। আর তাদের সাথে সৎভাবে জীবন-যাপন কর। আর যদি তারা তোমাদের মনপুত না হয় তবে তোমরা কোন এক বস্তুকে অপছন্দ কর। অথচ হতে পারে আল্লাহ তা'য়ালা তার মধ্যে কোন বড় উপকার নিহিত রেখেছেন।'[৮২]

সঠিক ও চাক্ষুস প্রমাণাদি ছাড়া কোন স্ত্রীলোকের চরিত্র সম্পর্কে অপবাদ দিতে আল্লাহ তা'য়ালা কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন এবং মিথ্যা অপবাদ দানকারীকে ৮০টি বেত্রাঘাত মারার নির্দেশ নিয়েছেন।

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ(٤)

'আর যারা কোন সতী রমণীকে অপবাদ দেয় তৎপর প্রত্যক্ষদর্শী চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে তবে এরূপ লোককে ৮০টি বেত্রাঘাত মার এবং তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করো না। তারা নিজেরাই ফাসিক।'[৮৩]

মহিলাদের উপর পুরুষের কর্তৃত্বের দুটি বাস্তবতা রয়েছে :

এক. মহান আল্লাহ মহিলাদেরকে এমন কতকগুলো বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যে বৈশিষ্ট্যের জন্য পারিবারিক জীবনে পুরুষের তত্ত্বাবধানে থাকা তাদের জন্য নিরাপদ।

দুই. যেহেতু পুরুষরা মহিলাদের মোহর দিয়ে বিয়ে করে এবং বিয়ের পর তাদের জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করে থাকে, এ জন্য পুরুষের তত্ত্বাবধানে থাকা তাদের জন্য ন্যায়সঙ্গত ও কল্যাণকর।

এখানে একথা বলা হয়নি যে, পুরুষরা মহিলাদের চেয়ে বেশী সম্মানিত ও মর্যাদাবান।

আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেন :

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ(١٣)

---

৮২ আল কুরআন, সূরা আন নিসা, আয়াত ১৯।

৮৩ আল কুরআন, সূরা আন নূর, আয়াত ৪।

Dhaka University Institutional Repository

হে মানব সকল, নিঃশ্চয় আমি তোমাদেরকে একজন নর ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে গোত্র ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেছি এজন্য যে, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিত, যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে অবগত আছেন।'[৮৪]

পুরুষ তত্ত্বধায়ক তার পরিবারের, আর নারী তত্ত্বধায়ক তার ঘরের ও তার সন্তানদের। আল্লাহ পুরুষের কর্তৃত্ব সংরক্ষণের ব্যাপারে দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন :

এক. জন্মগতভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত স্বভাব অর্থাৎ এমন প্রাকৃতিক যোগ্যতা যার দায়িত্ব বহন করার জন্য পুরুষকে আল্লাহ শক্তি প্রদান করেছেন।

দুই. নিজ সম্পদ ব্যয় করার কারণে এটা এমন এক অর্থনৈতিক দায়িত্ব যা একজন পুরুষ নিজ পরিবার-পরিজন এবং অন্যান্য মহিলা তথা মা, বোন, স্ত্রী, কন্যা ও অন্যান্য নিকট আত্মীয় যাদের দায়িত্ব তার উপর বর্তায়, তাদের সবার ব্যয়ভার বহন করে।

অন্যদিকে দরিদ্র স্বামী আর ধনী স্ত্রী হলেও পরিবারের কর্তৃত্ব ক্ষমতা পুরুষেরই থাকবে। কেননা কর্তৃত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত প্রাকৃতিক যোগ্যতা যা শুধু একজন পুরুষের মাঝেই বিদ্যমান। তাছাড়া স্বামী দরিদ্র আর স্ত্রী ধনী হলেও ইসলাম স্বামীর উপরই সাংসারিক ব্যয়ভারের দায়িত্ব অর্পণ করেছে। এমন পরিস্থিতিতেও ইসলাম সন্তানের, স্বামীর ও নিজের ব্যয়ভার স্ত্রীর উপর অর্পণ করে নি।'[৮৫]

বিয়ের সময় নারীদের জন্য উপযুক্ত মোহরানা ধার্য করা এবং স্ত্রীর দেহ স্পর্শ করার পূর্বেই তা পরিশোধ করার ব্যাপারে কুরআনে কড়া নির্দেশ রয়েছে। যদি তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করা সম্ভব না হয় তাহলে অন্তত একথা বলতে হবে যে, ইনশাআল্লাহ সময় সুযোগমত আমি তোমার মোহরানা পরিশোধ করে দেবো। এভাবে স্ত্রীর সম্মতিক্রমে তার সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে যখন মতবিরোধ দেখা দেয়, তখন ইসলাম উভয়কে পরস্পরের আচার ব্যবহারের প্রতি সর্বোচ্চ সহনশীলতা অবলম্বনের উপদেশ দেয়, বিশেষতঃ একজন অন্যজনের যা কিছু অপছন্দ করে, তার প্রতি ধৈর্য্যধারণ করার উপদেশ দেয়। কেননা মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি, মেজাজ-মর্জি ও স্বভাব-চরিত্র সমান করে সৃষ্টি করা হয়নি। তাই মানুষ যা পছন্দ করে না, তা দেখেও না দেখার ভান করা ছাড়া উপায় থাকে না। অনেক সময় মানুষ যা অপছন্দ করে, তাতেও আল্লাহ বিপুল কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। যেমন : আল্লাহর বাণী :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

---

৮৪ আল কুরআন, সূরা আল হুজুরাত, আয়াত ১৩।

৮৫ মোঃ সাইয়েদ আল সাফাত, মুসলিম নারী প্রসঙ্গ, ভাষান্তর : মাহমুদুল হাসান ইউসুফ, কাতার চ্যারিটি, ২য় সংস্করণ (অক্টোবর, ২০০৫, ঢাকা)। পৃ. ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

'কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশঙ্কা করে, তবে তারা আপোষ নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের উভয়ের কোন পাপ হবে না, আর মীমাংসা করে নেয়াই শ্রেয়।'[৮৬]

স্ত্রী পুণ্যবর্তী হলেও কখনও কখনও সে অবাধ্য হতে পারে। তখন স্ত্রীকে সংশোধন করার পথও আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন :

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (٣٤)

'সাধ্বী স্ত্রীরা অনুগতা হয় এবং আল্লাহ যা সংরক্ষণযোগ্য করে দিয়েছেন, সে লোক চক্ষুর অন্তরালেও তার সংরক্ষণ করে। স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর, তাদেরকে বুঝাও, শয়নগৃহে তাদের থেকে আলাদা থাকো এবং তাদেরকে শাসন কর। যদি তাতে তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তবে আর তাদের বিরুদ্ধে কোন পন্থা অনুসন্ধান করো না। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ আল্লাহ বড় ও শ্রেষ্ঠ।'[৮৭]

কিন্তু এরপরও দেখা যায় যে, একে অপরকে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না, পরস্পরের মতবিরোধ কেউ সহিষ্ণুতা দিয়ে জয় করতে পারছে না এবং উভয়ের মতবিরোধ এমন চরম আকার ধারণ করে যে, শত্রুতা ও বিচ্ছেদের আশঙ্কা প্রবল হয়ে দেখা দেয়, তখন কুরআন এই মতবিরোধ মিটিয়ে দেয়ার দায়িত্ব অর্পণ করে উভয়ের আত্মীয়-স্বজনের ওপর। স্বামী তার আত্মীয়দের থেকে একজনকে এবং স্ত্রী তার আত্মীয়দের থেকে একজনকে প্রতিনিধি নিয়োগ করবে এবং উভয়ে পারিবারিক আদালত বা সালিশী আদালত হিসাবে কাজ করবে। তারা মতবিরোধের কারণগুলো খতিয়ে দেখবে এবং তা মিটিয়ে ফেলে সমঝোতা ও আপোষ করার যথাসাধ্য চেষ্টা চালাবে। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে যদি মতবিরোধ নিরসন ও আগের মত হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ফিরে আসুক, এটা কামনা করে, তাহলে উভয় সালিশ তাদের কাজে অবশ্যই সফল হবে। এ কথাই আল কুরআনে এভাবে বলা হয়েছে :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

'তোমরা যদি স্বামী-স্ত্রীর মতবিরোধ শত্রুতায় পরিণত হবার আশঙ্কা কর, তাহলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পক্ষ থেকে একজন করে সালিশী পাঠাও। তারা দু'জনে পরিস্থিতির সংশোধন চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে আপোষ করিয়ে দেবেন। আল্লাহ সব কিছু জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ।'[৮৮]

---

৮৬ আল কুরআন, সূরা আন নিসা, আয়াত ১২৮ (অংশবিশেষ)।
৮৭ প্রগুক্ত, আয়াত ৩৪ (অংশবিশেষ)।
৮৮ আল কুরআন, সূরা আন নিসা, আয়াত ৩৫ (অংশবিশেষ)।

Dhaka University Institutional Repository

এই শালিশীও যদি ব্যর্থ হয় এবং উভয়ে নিজ নিজ মতের উপর জিদ ধরে, তাহলে কুরআন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটি মাত্র তালাক প্রয়োগের অনুমতি দেয়, তাও এই শর্তে যে, স্ত্রী স্বামীর গৃহে থেকেই তিন মাসের কাছাকাছি মেয়াদী ইদ্দত পালন করবে, কেবল স্বামী স্ত্রীর স্বাভাবিক দাম্পত্য আচরণ স্থগিত থাকবে। স্বামীর গৃহে ইদ্দত পালনের এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য উভয়ের মধ্যে আগের মত সু-সম্পর্ক ফিরিয়ে আনার সুযোগ দেয়া ছাড়া কিছু নয়। উভয়ের উত্তেজনা যখন প্রশমিত হবে এবং নিজেদের ও সন্তানদের জীবন তাদের বিচ্ছেদের অনিবার্য পরিণতি তারা দেখতে পাবে, তখন হয়তো উভয়ে জিদ ও হটকারিতা ত্যাগ এবং বিতর্ক ও ঝগড়া পরিহার করে দাম্পত্য জীবনের সাবেক সুখ-শান্তি ও ভালোবাসাকে ফিরিয়ে আনতে রাজী হবে। এ পরিস্থিতিতে ইসলাম একটা অনিবার্য ব্যবস্থা হিসেবে তালাকের অনুমতি দিলেও তালাককে যে সে অত্যন্ত অবাঞ্ছিত ও গর্হিত জিনিস মনে করে। যদি স্বামী তালাক দিতে চায় অথবা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই তালাকের ব্যাপারে একমত হয়, তা হলে এই নিয়ম মাফিকই চলবে। তবে যদি স্ত্রী স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তালাক চায়, তবে সে আদালতে তার বিষয়টি নিতে পারে ও তালাকপ্রাপ্তা হতে পারে।

তালাকের শর্ত সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেন :

ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَـٰنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن
تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ تِلْكَ حُدُودُ
ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ

'তালাক দু'বার, তারপর সোজাসুজি স্ত্রীকে রেখে দিবে অথবা ভালোভাবে বিদায় করে দেবে। আর তাদেরকে যা কিছু দিয়েছ বিদায় করার সময় তা থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়, তবে এটা স্বতন্ত্র, স্বামী-স্ত্রী যদি আল্লাহ নির্ধারিত সীমারেখা রক্ষা করে বলতে পারে না বলে আশংকা করে, তাহলে এহনে অবস্থায় যদি আশঙ্কা হয় যে, তারা (স্বামী-স্ত্রী) আল্লাহর সীমা মান্য করতে পারবে না, স্ত্রী মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত হতে চায়, তাতে স্বামী-স্ত্রীর কারো অপরাধ নেই। এগুলো আল্লাহ নির্ধারিত সীমারেখা, এগুলো অতিক্রম করো না। মূলতঃ যারাই আল্লাহর সীমারেখা অতিক্রম করবে তারাই জালেম।'[৮৯]

---

৮৯ আল কুরআন, সূরা আল বাকারা, আয়াত ২২৯।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বিধান অসুখী দম্পতিকে জোর করে একসাথে থাকার জন্য বাধ্য করে না। তবে এ পদ্ধতিসমূহ তাদের সহায়তা দান করে, যাতে তারা পরস্পরের প্রতি সহমর্মী হতে পারে। যদি কোনমতেই তাদের পুনর্মিলন সম্ভব না হয়, সে ক্ষেত্রে এই আইন তাদের প্রত্যেকের পুনর্বিবাহের পথে কোন অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব বা বাধার সৃষ্টি করে না।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেন :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (١٣٠)

'কিন্তু স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পর থেকে আলাদা হয়েই যায়, তাহলে আল্লাহ তার বিপুল ক্ষমতার সাহায্যে প্রত্যেককে অন্যের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্তি করে দেবেন। আল্লাহ ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি মহাজ্ঞানী।'[৯০]

এমনও হতে পারে যে, তালাক প্রদানের পর, স্ত্রীর বিচ্ছেদে স্বামী লজ্জিত হয়ে তাকে ফিরিয়ে নিতে চাইবে। অন্যদিকে কোন মহিলা তার স্বামীকে ঘৃণা করে এবং তার আচরণ ঠিক হবার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলে, 'খুলা' (মুক্তিপণ) পদ্ধতির মাধ্যমে স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছেদ গ্রহণ করার অধিকার সেই মহিলার রয়েছে। লক্ষণীয় যে, 'ইংলান্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশসমূহে বিবাহ আইনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। তারা এখন আল কুরআনের পদ্ধতিকেই হয়ত অজান্তেই অনুসরণ করছে, অনেক ক্ষেত্রে; যেমন : তালাকের পূর্বে উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ, তালাক পদ্ধতিতে গোপনীয়তা অবলম্বন এবং বিবাহ চূড়ান্তরূপে ভেঙ্গে গেলে তালাকের বিষয়টি তরান্বিত করা ইত্যাদির রীতিনীতি।'[৯১]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : অন্যান্য পর্যায়ে নারীর অধিকার ও মর্যাদা

ইসলামী বিধান নারী জাতিকে অবহেলা ও লাঞ্ছনার গহ্বর থেকে উদ্ধার করে সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন করেছে। পৃথিবীর সকল ধর্ম ও মতবাদ নারী জাতিকে সেবা ও উপভোগের সামগ্রীরূপে ব্যবহার ছাড়া আর কিছুই দিতে পারেনি। ইসলামই প্রথম নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। পবিত্র কুরআনের সূরা নিসা তথা নারী নামে একটি সূরা এবং সূরা মরিয়ম নামে অপর একটি সূরার অবস্থান তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

---

৯০ আল কুরআন, সূরা আন নিসা, আয়াত ১৩০।

৯১ ইসলামের দৃষ্টিতে নারী, বাংলাদেশ ইনসটিটিউট অব ইসলামিক থট, ঢাকা ১৯৯৬, পৃ. ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

ক. নারীর আধ্যাত্মিক মর্যাদা :

ইসলাম নারীর আধ্যাত্মিক মর্যাদা ও জান্নাত লাভের সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেন :

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا(٣٥)

'নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও নারী, হুকুমের অনুগত, সত্যবাদী, ধৈর্য্যধারণকারী, আল্লাহর সামনে বিনত, সাদকা দানকারী, রোজা পালনকারী, নিজেদের লজ্জাস্থান হেফাজতকারী ও বেশী বেশী স্মরণকারী – আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।'[৯২]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা আরও বর্ণনা করেন :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(٩٧)

'পুরুষ কিংবা নারী, যে ব্যক্তি সৎ কর্ম করেন এবং বিশ্বাসী হন, তাঁর জন্য আমরা দান করি সৎ জীবন এবং তার জন্য রয়েছে তাঁর কর্মের উত্তম পুরস্কার।'[৯৩]

ইসলামের পাঁচটি রোকন – ঈমান, সালাত, সিয়াম, যাকাত ও হজ্জ-পালন নারীর জন্য যেমন পুরুষের জন্যেও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁদের পুরস্কারে কোন তারতম্য করা হবে না। এখানে উল্লেখ করা যায়, ইসলামের আবির্ভাব ও তৎপরবর্তীকালে মহিলা সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হযরত খাদিজা র., হযরত আয়েশা র. ও হযরত ফাতেমা র. এবং তৎপরবর্তীকালে ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক ছিলেন একজন নারী, যার নাম ছিল রাবিয়া বসরী র.।

---

৯২ আল কুরআন, সূরা আল আহযাব, আয়াত ৩৫।

৯৩ আল কুরআন, সূরা আন নাহল, আয়াত ৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

খ. নারীর বুদ্ধিবৃত্তিক মর্যাদা :

প্রশ্নাতীতভাবে ইসলাম ধর্মীয় মর্যাদায় নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠিত করেছে। এখন দেখা যাক বুদ্ধিবৃত্তি, জ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা অতুলনীয়। জ্ঞান অন্বেষণ করা পুরুষ ও নারী প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত। মুসলমানদের জন্য জ্ঞানকে ধর্মীয় ও জাগতিক – এই দু'ভাগে ভাগ করা হয়নি। নারী হোন, পুরুষ হোন, তাঁকে সাধ্যানুসারে জ্ঞানার্জন করতে হবে, তবে তাঁকে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আল্লাহতায়ালার বাণী স্মরণ রাখতে হবে। যেমন আল্লাহর বাণী :

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (٢٨)

'জ্ঞানীরাই সত্যিকারভাবে আল্লাহতায়ালাকে ভয় করেন।'[৯৪]

ইসলাম পুরুষ ও নারীর জ্ঞানার্জনের ক্ষমতা উপলব্ধি ও শিক্ষাদানের স্বীকৃতি দিয়েছে। জ্ঞান আহরণের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হওয়া। ইসলামের দৃষ্টিতে পুরুষ বা নারী যিনি সৃষ্টি সম্বন্ধে যত বেশী চিন্তাভাবনা করেন, মহান সৃষ্টিকর্তা ও পালনকারী আল্লাহতায়ালা সম্বন্ধে তিনি তত বেশী সচেতন। ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম সবিখ্যাত নারী হচ্ছেন নবীজী-পত্নী হযরত আয়েশা র.। তিনি প্রধানত যে কারণে স্মরণীয় তা হচ্ছে তাঁর মেধা ও বিশিষ্ট স্মৃতিশক্তি। এসব গুণের জন্য তিনি হাদিসের অন্যতম নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে সমাদৃত। এক হাজারের বেশী হাদিস তিনি বর্ণনা করেছেন। তাঁকে হাদিসের অন্যতম প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে সমাদৃত করা হয়।

সাধারণভাবে প্রারম্ভিক মধ্যযুগে মুসলিম বিশ্বে নারীর শিক্ষালাভের উপর বাধা-নিষেধ ছিল না। বরং তাঁর ধর্ম তাঁকে উৎসাহ দিত। এর ফলে, ধর্মীয় মনীষী, লেখক, কবি, চিকিৎসক, শিক্ষক হিসেবে অনেক নারী প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এরূপ একজন নারী হলেন হজরত আলী র. বংশের নাফিসা। তিনি হাদিসের এত বড় পণ্ডিত ছিলেন যে আলফসতাত শিক্ষা কেন্দ্রে হাজির হয়েছিলেন সে সময়ের যশঃশীর্ষের ইমাম আল্-শাফি। আর একজন নারী হলেন শেইখা শুদা – যিনি বাগদাদের প্রধান মসজিদে বিশাল শ্রোতামণ্ডলীর সম্মুখে সাহিত্য, অলংকারশাস্ত্র ও কবিতা সম্বন্ধে প্রকাশ্যে ভাষণ দান করতেন। তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম সারির একজন মনীষী।[৯৫]

---

৯৪ আল কুরআন, সূরা আল ফাতর, আয়াত ২৮ (অংশবিশেষ)।

৯৫ আহমাদ শালাবী, হিস্টরী অব মুসলিম এডুকেশন, লন্ডন, ১৮৮৫। পৃ. ১৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম সমাজে শিক্ষক, লেখক ও কবি হিসাবে শ্রদ্ধাভাজন সুশিক্ষিতা নারীর আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে। যে কোন ক্ষেত্রে শিক্ষালাভের জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সাধনের জন্য এবং সমাজ কল্যাণে নারীর শিক্ষালব্ধ জ্ঞান ও পেশাগত প্রশিক্ষণকে কাজে লাগাতে সবাই উৎসাহ দিতেন।[৯৬]

গঠ. নারীর রাজনৈতিক অধিকার :

ইসলাম নারীদের রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করেছে। রাসূল সা. নারীদের হাতে হাত না রেখেই অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তারা কখনো আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, সন্তান হত্যা করবে না, কারো নামে মিথ্যা অপবাদ রটাবে না এবং রাসূল সা.এর কোন ন্যায়সঙ্গত আদেশ লঙ্ঘন করবে না । এ অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয় মক্কা বিজয়ের দিনে। পরপর পুরুষদের কাছ থেকেও একই অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়। সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় নারীর অধিকার ও কর্তব্য সমান গুরুত্বপূর্ণ। সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ ব্যক্তি জীবনের মত রাজনৈতিক জীবনেরও অংশ। রাসূল সা..বায়াত গ্রহণে নারীদেরও শামিল করেছিলেন। যার পরিবর্তিত রূপ আজকের ভোটাধিকার। শুরাভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নারীর শীর্ষপদ আরোহণ ইসলামে সমাদৃত যা আজকের পার্লামেন্ট ব্যবস্থার উদাহরণস্বরূপ সাবার রানী বিলকিস, যার ঘটনা কোরআনে সূরা আন নমলে বর্ণিত আছে।

কোন কোন সাহাবীর স্ত্রী রাসূল সা. পরিচালিত যুদ্ধ বিগ্রহে আহতদের শুশ্রুষা ও পিপাসার্তদের পানি পান করানোর জন্য পুরুষদের সাথে রণাঙ্গণে চলে যেতেন। তারা আহতদের চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রুষার জন্য নির্ধারিত শিবিরে থাকতেন এবং কোন মুসলমান যুদ্ধে আহত হলে রাসূল সা. তাকে ঐ শিবিরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিতেন। এ তথ্যটি নারীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার প্রমাণ বহন করে। এটা নারীর রণাঙ্গণে সেবাসুশ্রুষা ও পানি খাওয়ানো এমনকি প্রয়োজনে যুদ্ধেও লিপ্ত হওয়ার বৈধতা প্রমাণ করে। এ সব ব্যাপারে নারীর এখনো জড়িত হওয়ার অবকাশ রয়েছে। হযরত উম্মে আতিয়্যাহ র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : 'আমি রাসূল সা.-এর সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমি পুরুষদের বাহনের পিছনে থাকতাম এবং তাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করতাম। আর রোগী ও আহতদের সেবা-শুশ্রুষা করতাম।'[৯৭]

---

৯৬ ইসলামের দৃষ্টিতে নারী, বাংলাদেশ ইনসটিটিউট অব ইসলামিক থট, ঢাকা ১৯৯৬, পৃ. ১৯-২০।

৯৭ সহীহ মুসলিম, জিহাদ ও ভ্রমণ অধ্যায়, যুদ্ধজয়ী মহিলাদের জন্য অংশ নির্ধারণের জন্য বর্ণনা অনুচ্ছেদ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের প্রচার ও প্রসারের সূচনাকালে মুসলিম নারীর অবদান ও ত্যাগ তিতীক্ষা অসাধারণ ও বিপুল। হযরত উমরের বোন ও হযরত আবু বকরের মেয়ে আসমা প্রমুখের দৃষ্টান্তও ক্ষেত্র সবিশেষে উল্লেখের দাবী রাখে। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সমাজের সংস্কার ও সংশোধনে নারীর বিপুল প্রভাব রয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে যথাসাধ্য অবদান রাখা তাদের কর্তব্য। এ কর্তব্য এখনো বহাল রয়েছে। তবে এ যুগে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বলতে যা বোঝা যায়, তাতে অংশগ্রহণের বৈধতা এ দ্বারা প্রমাণিত হয় না। রাসূলের সা. জীবদ্দশায় নারীরা পুরুষদের থেকে আলাদাভাবে রাসূলের সা. ঈদের খুতবা ও ওয়াজ শুনতে সমবেত হতো।

ইতিহাসের এক বিখ্যাত যুদ্ধ-উষ্ট্রযুদ্ধে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং উটের পিঠে বসে পর্দার অন্তরাল থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। একবার এক ঘটনায় হযরত জায়েদ র.-এ কন্যা হযরত আসমা র. নেত্রী হিসেবে রাসূল সা.-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন : 'আমার পশ্চাতে মুসলিম মহিলাদের যে দল রয়েছে, আমি তাদেরই প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত হয়েছি, তাঁদের সকলেই আমার কথা বলেছেন এবং আমি যে মত পোষণ করি, তাঁরাও সেই মতই পোষণ করেছে।'

দ্বীন-ইসলামের নীতি ও আদর্শের দৃষ্টিতে বিবেচনা করা হলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, মহিলাদের স্বতন্ত্র সংগঠন-সংস্থা গড়ে তোলা কিছুমাত্র অন্যায় নয়। নারীরা পুরুষের থেকে আলাদাভাবে জামা'য়াতের সাথে নামায পড়তে পারে। উম্মে আরাক্বা নাম্মী মহিলা সাহাবীকে রাসূল সা. নিজেই নির্দেশ দিয়েছিলেন ঘরের লোকদের নিয়ে একত্রে নামায পড়তে ও তাতে ইমামতি করতে। নবী করীম সা.-এর পরে মহিলা সাহাবীগণ এই রীতিকে চালু রেখেছিলেন। তাঁরা ফরজ ও নফল সর্বপ্রকার নামাযই জামা'য়াতের সাথে পড়েছেন এবং তাতে তাঁরাই ইমামতি করেছেন।

রীতা হানফীয়া নাম্মী তাবেয়ী মহিলা বর্ণনা করেছেন : 'হযরত আয়েশা র. আমাদের মহিলাদের ইমামতি করেছিলেন ফরয নামাযে। অবশ্য তিনি মহিলাদের মধ্যেই দাঁড়িয়েছিলেন।'

'মুস্তাদরাকে-হাকেম' হাদীস গ্রন্থে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে : 'হযরত আয়েশা র. নামাযের আযান দিতেন, ইকামত বলতেন, মহিলাদের ইমামতি করতেন এবং তিনি তাদের মাঝখানে দাঁড়াতেন।'

হযরত আয়েশা র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মুমিন মেয়েরা রাসূল সা.-এর সাথে পশমী চাদর মুড়ি দিয়ে ফজরের সালাতে অংশগ্রহণ করতো। সালাত শেষে তারা যখন ঘরে ফিরতো, তখন অন্ধকারের কারণে তাদেরকে কেউ চিনতে পারতো না।[৯৮]

---

[৯৮] সহীহ বুখারী, নামায অধ্যায়, ফজরের সময় অনুচ্ছেদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত, মেয়েদের আলাদা জামা'য়াতে নামায পড়া ও তাতে একজন মহিলার ইমামতি করা সম্পূর্ণ জায়েয। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস র. এই মত প্রকাশ করেছেন।[৯৯]

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, ইসলাম যদি নারীদেরকে রাজনৈতিক অধিকার দিয়ে থাকে তা'হলে ইসলামই সমাজে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা এত নগণ্য কেন? উত্তরে আমি বলব :

ইসলাম যদিও নারীর সকল হৃতঅধিকার তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে, এবং যদিও তার আইনগত ও অর্থনৈতিক যোগ্যতা পুরুষের সমান নির্ধারণ করেছে, নারীর নিজের, তার পরিবারের ও গোটা সমাজের জন্য এটাই অধিকতর কল্যাণকর যে, সে পুরোপুরিভাবে কেবল পরিবারের কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করবে। এজন্য ইসলাম তাকে সকল অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে এবং তার ভরণপোষণের ভার তার স্বামীর ওপর অর্পন করেছে। অথচ সে ক্রয় বিক্রয় এবং অর্থোপার্জনের যাবতীয় কাজের যোগ্য। ইসলাম নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব বিয়ের পর যেমন স্বামীর ওপর ন্যস্ত করেছে, তেমনি তার বিয়ের আগ পর্যন্ত ন্যস্ত করেছে তার পিতার ওপর। এটা করেছে এই উদ্দেশ্যে যে, সে তার মায়ের তদারকীতে যাবতীয় ঘরোয়া কাজে প্রশিক্ষণ লাভ করতে পারে। অন্য কথায় বলা যায়, পিতামাতার তদারকীতে পিতৃগৃহে অবস্থানকালে সে যেন একটি নারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বসে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এ সময় মা তাকে প্রশিক্ষণ দেয়, আর পিতা তার ভরণপোষণ চালায়। এরূপ প্রাজ্ঞ ও কল্যাণময় পন্থায় ইসলাম নারীর মর্যাদা রক্ষা ও সমুন্নত করে, এবং তার একটি অধিকারও ক্ষুণ্ন করে না। অনুরূপভাবে, পরিবারের সুখশান্তিও সে এভাবে সংরক্ষণ করে। ইসলাম নারীকে বাড়ীর বাইরে ভিন্ন কোন কাজে যেমন ব্যবসা, বাণিজ্য, রাজনীতি ইত্যাদিতে নিয়োজিত হতে বাধ্য করে না।

এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি, ইতিহাসের কোন যুগেই মুসলিম নারীর রাজনৈতিক তৎপরতায় লিপ্ত না হওয়ার রহস্যটা কী। অথচ তাকে এত অধিকার দেয়া হয়েছে যে, সে ইচ্ছা করলে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারতো। কিন্তু সে বুঝেছে যে, জীবনে তার প্রথম কর্তব্য হলো উপযুক্ত মা ও গৃহিনী হওয়া। মুসলিম নারীর এই অবস্থান সুইজারল্যান্ডের নারীর সাথে তুলনীয়। সুইস নারীর সকল অধিকারই বহাল রয়েছে এবং রাজনৈতিক অধিকারসহ সকল অধিকারে সে পুরুষের সমান। তথাপি সে তো প্রয়োগ করে না এবং করতে চায়ও না। কেননা সে রাজনীতির ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ময়দানে যাওয়ার চেয়ে পরিবার ও ঘরোয়া জীবন নিয়ে পড়ে থাকতেই বেশি পছন্দ করে।

---

[৯৯] মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, নারী, খায়রুন প্রকাশনী, ষষ্ঠ সংস্করণ, নভেম্বর ২০০০, পৃ. ৭৭-৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল সা. স্ত্রীদের সামাজিক ব্যাপারে কিছু নির্দেশ দেয়ার পর পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বর্ণনা করেন ·

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ (٣٤)

'তোমাদের ঘরে আল্লাহর যে সব আয়াত ও হিকমতের কথা শেখানো হয় তা স্মরণ রাখ।' [১০০]

অর্থাৎ একটু চিন্তা করে দেখো, তোমাদের ঘরে রাত দিন যে সব জ্ঞান ও হিকমতের চর্চা হয় তার দাবী কি এবং আল্লাহর প্রতি ইমান ও আখিরাতের জবাবদিহির বিশ্বাস কি ধরনের জীবন দাবী করে?

ঘ. নারীর শিক্ষা লাভের অধিকার :

পুরুষের পাশাপাশি নারীর ওপরও জ্ঞানার্জন করা ফরজ। এমনকি চীন দেশে গিয়ে হলেও। অর্থাৎ উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রা করা ইসলাম উৎসাহিত করে। তবে মেয়েদের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা কর্তব্য। জ্ঞানের কোন শাখাতেই ইসলাম মেয়েদের নিরুৎসাহিত করে না। ইসলামে যা ফরজ তা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য ফরজ যেমন : আবশ্যক ধর্মীয় জ্ঞান। যা নিষিদ্ধ তা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য নিষিদ্ধ যেমন : জ্যোতির্বিদ্যা, বিজ্ঞান, কলা ও বাণিজ্যসহ সকল বিষয়ে জ্ঞানার্জনের সুযোগ উভয়ের জন্য সমান। তবে কিছু বিষয়ে মেয়েরা উৎসাহ বোধ করে ন যেমন : শিশু পরিচর্যা, গার্হস্থ বিজ্ঞান, নার্সিং প্রভৃতি। এক্ষেত্রে ইসলাম তাদের পছন্দকে প্রাধান্য দেয়। এগুলো তাদের জন্য উপযোগীও বটে।[১০১]

মুসলিম সমাজে সাম্প্রতিককালেও কিছু কিছু নারীরা সাধারণভাবে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। অথচ ইসলাম শিক্ষার জন্য উৎসাহিত করে এবং নারী ও পুরুষ উভয়কে শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

এই মুহূর্তে একজনের দৃষ্টান্তই উল্লেখ করতে চাই। ইনি হচ্ছেন প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ, তোহফাতুল ফুকাহা' নামক গ্রন্থের প্রণেতা অভিজ্ঞ ফকীহ ছিলেন। তাঁর পিতার সুযোগ্য শিষ্য, বিশ্ববিশ্রুত ফিকাহগ্রন্থ 'আল বাদায়ে ওয়াস্-সানায়ে' এর রচয়িতা আল্লামা আলাউদ্দীন আল কাসানীর সাথে তাঁর মেয়ের বিয়ে হয়। (কাসানীর ইন্তিকাল হয় ৫৮৭ হিজরীতে) তাঁর রচিত এই বিশালাকায় গ্রন্থ আসলে তাঁর ওস্তাদ ও শ্বশুর আল্লামা সামারকান্দীর তোহফারই সম্প্রসারিত ও বিস্তারিত রূপ। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, 'তিনি তাঁর পুস্তকের ব্যাখ্যা করলেন এবং তাঁর কন্যাকে বিয়ে করলেন।' ফাতিমা এতই অভিজ্ঞ ফকীহ ছিলেন যে, তাঁর স্বামী ভুল করলে তিনি তা শুধরে দিতেন। তাঁর পিতার কাছে ফতোয়া চাওয়া হলে পিতা যে ফতোয়া দিতেন, তাতে পিতা ও কন্যা উভয়ের মতামত থাকতো। অতঃপর বাদায়ের লেখকের সাথে বিয়ে হলে ফতোয়ায় তিনজনের রায় থাকতো : পিতা, কন্যার ও জামাতার।

---

[১০০] আল কুরআন, সূরা আল আহযাব, আয়াত ৩৪ (অংশবিশেষ)।

[১০১] ইসলাম ও নারীর সামাজিক অধিকার, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১৯ জুলাই ২০০৫, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

এ কথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, সাম্প্রতিক যুগে মুসলিম নারীদের নিরক্ষরতা মুসলিম জাতির অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ। মূর্খ মায়ের সন্তানদের মূর্খ হওয়াই স্বাভাবিক। তাই মেয়েদের জন্য শিক্ষার সুযোগ উন্মুক্ত করা এবং শিক্ষিত মা ও শিক্ষিতা স্ত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আমাদের জাতীয় পুনর্জাগরণে খুবই সহায়ক।

'তবে পুরুষ ও মেয়েদের জন্য একই পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করা মারাত্মক ভুল। কেননা শিক্ষা জীবনের পরবর্তী জীবনে একজন পুরুষের যা প্রয়োজন, নারীর তার প্রয়োজনে নেই। নারী জন্মগতভাবে স্ত্রী ও মা হওয়ার যোগ্য। তাই তার পরবর্তী জীবনে যা যা উপকারী, সেটাই তার শেখা কর্তব্য। দেশে দেশে আজ নারীদের উপযোগী অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান আরো হওয়া দরকার। বিশেষভাবে পরিবার পরিচালনা সংক্রান্ত বিদ্যা মেয়েদের পাঠ্যসূচীতে বেশি পরিমাণ থাকা উচিত। যাতে তাদের ভবিষ্যত জীবনে সফলতা অর্জন করা সহজ হয়।'[১০২]

ঙ. নারীর চাকুরী করার অধিকার :

ইসলামের মূলনীতির পরিপন্থী নয় এমন সকল চাকুরি মেয়েরা করতে পারে এবং কর্মস্থলে পুরুষের মতো হারেই মজুরি লাভের অধিকার রাখে। নারী বলে কম পারিশ্রমিক প্রদান করা ইসলামে জুলুম হিসেবে পরিগণিত। কিছু চাকুরি মেয়েদের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী যেমন : শিক্ষকতা, চিকিৎসা প্রভৃতি। যোগ্যতাসম্পন্ন এবং সুযোগপ্রাপ্ত মেয়েদের চাকুরি বা অন্য পেশায় আত্মনিয়োগ করা শুধু জায়েজ নয় এবং কর্তব্য হিসেবে বিবেচ্য।[১০৩]

ইসলাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নারীর জন্য যে জিনিসটি নিষিদ্ধ করছে তা হচ্ছে রাষ্ট্র প্রধানের পদ গ্রহণ এবং এরূপ ঝুকিপূর্ণ দায়িত্ব যে সব পদে রয়েছে তাও। কিন্তু এছাড়া অন্য যত চাকুরি আছে, সেগুলোর জন্য যোগ্যতায়ও তার কমতি নেই এবং ইসলামেও নিষিদ্ধ নয়। তবে ইসলামের মৌল নীতিমালা ও নৈতিকতার সাথে তার সামঞ্জস্য সঙ্গতি থাকতে হবে। যেমন মা ও স্ত্রী হিসেবে তার পারিবারিক দায়িত্ব পালনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, চাকুরিটা কোন ক্রমেই এমন হতে পারবে না।

হযরত আয়েশা র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাদের মধ্যে দীর্ঘ হাতের অধিকারিণী ছিলেন যয়নব বিনতে জাহাশ র.। কারণ তিনি নিজ হাতে কাজ করে উপার্জন করতেন এবং দান করতেন।[১০৪]

---

১০২ মুস্তাফা আস্ সিবায়ী (ড.), ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ১০৯।

১০৩ ইসলাম ও নারীর সামাজিক অধিকার, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১৯ জুলাই ২০০৫, ঢাকা।

১০৪ সহীহ মুসলিম, সাহাবাদের মর্যাদাবলী অধ্যায়, উম্মুল মুমিনীন যয়নব র.-এর মর্যাদা অনুচ্ছেদ, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া চাকুরিরত মহিলা তার পুরুষ সহকর্মীদের সাথে মেলামেশা এবং শরীরের নিষিদ্ধ স্থানগুলো তাদের সামনে প্রকাশ করতে পারবে না। একই কক্ষে এক বা একাধিক পুরুষের সাথে কাজ করতে পারবে না। কেননা ভিন্ন পুরুষের সাথে নিভৃত সাক্ষাত ইসলামী শরীয়তে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। একই কক্ষে কাজ করলে সেই নিষিদ্ধ নিভৃত সাক্ষাত অনিবার্য হয়ে ওঠে।

সামাজিক দিক দিয়ে দেখলে এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্রীয় চাকুরিতে নারীদের নিয়োগ স্বভাবতই পুরুষদের বেকারত্ব বাড়ায়। আমরা চাক্ষুস দেখতে পাচ্ছি যে, একদিকে বিভিন্ন চাকুরিতে নারীদের ভিড় লেগে আছে, অপরদিকে উচ্চশিক্ষিত যুবকেরা বেকারত্বের অভিশাপ মাথায় নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং দিবারাত চায়ের স্টলে আড্ডা দিয়ে চলেছে। পুরুষদের বেকার রেখে মহিলাদের চাকুরী দেয়ার কোন যুক্তি ও উপকারিতা থাকতে পারে না। দক্ষ পুরুষের যদি এত অভাব থাকত যে, খালি পদগুলো পুরুষ দিয়ে পূরণ করাই সম্ভব নয়, তাহলে ঐ সব পদ মহিলাদের দ্বারা পূরণ করা যুক্তিযুক্ত হতো। নারীকে তার স্বাভাবিক কর্মস্থল ঘর থেকে দূর করে দিয়ে রাস্তায়, কিংবা চায়ের দোকানের আড্ডায় পাঠানো সমাজকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়া এবং জাতিকে নৈরাজ্য ও সংকটের কবলে নিক্ষেপ করার শামিল। লক্ষ্য করা গেছে যে, কোন কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রায় পুরোপুরি মহিলা কর্মচারীদের দখলে। আপনি সেই সব প্রতিষ্ঠানে অফিসের সময় শেষে দরজার কাছে দাঁড়ালে মহিলা কর্মচারীদের দলে দলে বেরুবার দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত না হয়ে পারবেন না। সাথে এ বিষয়টিও যোগ করা ভুল হবে না যে, একই কক্ষে একত্রে কর্মরত পুরুষ কর্মচারী ও মহিলা কর্মচারীর মধ্যে সময়ে সময়ে হৃদয়ঘটিত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এমনকি পুরুষটির বিবাহিত ও একাধিক সন্তানের জনক হওয়াতেও তা বাধাগ্রস্ত হয় না। এ ধরনের ঘটনার নজীর পত্রপত্রিকায় ভুরি ভুরি রয়েছে। এই শেষোক্ত বিষয়টি মিলিয়ে যদি চিন্তা ভাবনা করা যায়, তাহলে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, অফিস আদালতে মহিলাদের চাকুরির সংখ্যা বাড়ানোর পেছনে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ ও তাদের চোখে প্রগতিবাদী সেজে তাদেরকে খুশি করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। আসলে এটা অতিমাত্রায় সরলতা ও পাশ্চাত্যমুখী মানসিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। একটি জাতির উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক সম্মান ও মর্যাদা লাভ কোনভাবেই অফিস আদালতের চাকুরি থেকে পুরুষদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে তদস্থলে নারীদেরকে নিয়োগ করার ওপর নির্ভরশীল নয়। ওটা নির্ভর করে শুধু ঐ জাতির বুদ্ধি ও মেধার ভিন্নতার, কর্মক্ষমতা ও কর্মমুখিতা, উচ্চাভিলাস এবং শক্তিমত্তার ওপর। দেশের সকল অফিস আদালতে মহিলাদেরকে চাকুরি দিলেই এই সব জিনিস অর্জিত হয়ে যাবে না।

Dhaka University Institutional Repository

কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান এমন আছে, যা মহিলাদের দ্বারা খুবই উপকৃত হতে পারে, যেমন হাসপাতাল, শিশুবিদ্যালয়, মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এমন সামাজিক কর্মকাণ্ড, নারীরাই অধিকতর সাফল্য লাভ করতে পারে। এ কারণে আমরা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল মহলকে অনুরোধ করবো, মেয়েদের চাকুরির সুযোগ পাইকারিভাবে উন্মুক্ত করবেন না, বরং যে সব কাজে হয় নারীরা ছাড়া কেউ সফলই হয় না, অথবা পুরুষদের তুলনায় নারীরা অধিকতর সফল হয়, সেই সব কাজে উন্মুক্ত করুন। এটা একটা বিশাল কর্মক্ষেত্র, যেখানে মহিলাদের আল্লাহপ্রদত্ত প্রতিভা যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্যকে আমরা ব্যাপকভাবে কাজে লাগাতে পারি।[১০৫]

একজন বেকার পুরুষ এর কাছে পিতা-মাতা তাদের কন্যাকে বিয়ে দেবেন না। কিন্তু একজন চাকুরিজীবী যুবক একজন বেকার মেয়েকে বিয়ে করতে সদা প্রস্তুত থাকে। তাই পুরুষের বেকারত্ব অবিবাহিত নারীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়ে দিচ্ছে।

চ. ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার :

ইসলাম নারীদেরকে স্বাধীন মালিকানার অধিকার প্রদান করেছে। ইসলামী আইন অনুযায়ী টাকা-পয়সা, এমনকি জমি জমাসহ অন্যান্য সম্পত্তির উপর নারীদের অধিকার পুরোপুরি স্বীকৃত। এ অধিকার তার বিবাহোত্তর বা অবিবাহিতা অবস্থায়, উভয়ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

সে তার সকল সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধক বা ইজারা দেয়ার পূর্ণ অধিকার ভোগ করবে। কুরআনের কোথাও নেই যে, সে নারী হওয়ার কারণে পুরুষ অপেক্ষা নগণ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।[১০৬]

'ইসলামী শরীয়াহ মতে নারী বিয়ের আগে বা পরে যে কোন পরিমাণ সম্পদ অর্জন করতে পারেন। তবে তা হতে হবে হালাল পন্থায়। তিনি তার সম্পদ কারো পরামর্শ ছাড়া ইচ্ছামতো বিক্রি করতে, ভাড়া দিতে, ঋণ দিতে, দান করতে পারেন। তবে সম্পদ ধ্বংস করার অধিকার ইসলাম কাউকে দেয় না। উত্তরাধিকার সূত্রে নারী একটি নির্ধারিত অংশের সম্পদের মালিক হয়, কোন প্রকার আর্থিক দায়দায়িত্ব ছাড়াই।'[১০৭]

---

১০৫ মুসতাফা আস সিবায়ী (ড.), ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী, (বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, ঢাকা), পৃ. ১১০-১১১।

১০৬ মুহাম্মদ তাহের হোসেন, ইসলামে নারী, হৃদ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০০০, ঢাকা, পৃ. ১০৩-১০৪।

১০৭ ইসলাম ও নারীর সামাজিক অধিকার, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১৯ জুলাই ২০০৫, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ছ. ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার :

ইসলামী উত্তরাধিকার নীতিমালা গোটা বিশ্বে একটি অনন্য সাধারণ বন্টন পদ্ধতি হিসেবে পরিগণিত। ইসলামী বিধান কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের জন্য মৃত ব্যক্তির পরিত্যাক্ত সম্পত্তিকে এককভাবে প্রদান না করে মৃতের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সমন্বিতভাবে বন্টন করেছে এবং উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার সম্পর্কে মানব সমাজকে অবহিত করেছে।

উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বর্ণনা করেন :

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَـٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً
فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن
لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

'আল্লাহ তোমাদের সন্তান সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন : এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার সমান। যদি দু'য়ের বেশী মেয়ে হয় তাহলে পরিত্যাক্ত সম্পত্তির তিনভাগের দুইভাগ তাদের দাও, আর যদি একটি মেয়ে ওয়ারিশ হয়, তাহলে পরিত্যাক্ত সম্পত্তির অর্ধেক তার। যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে তাহলে তার বাপ-মা প্রত্যেকে সম্পত্তির ছয় ভাগের একভাগ পাবে। আর যদি তার সন্তান না থকে এবং বাপ মা তার ওয়ারিশ হয়, তাহলে মা-কে তিনভাগের একভাগ দিতে হবে। যদি মৃতের ভাই বোনও থাকে, তাহলে মা ছয় ভাগের একভাগ পাবে। মৃত ব্যক্তি যে ওসিয়ত করে গেছে তা পূর্ণ করার পর এবং সে যে ঋণ রেখে গেছে তা পরিশোধ করার পর। তোমরা জানো না তোমাদের বাপ-মা ও তোমাদের সন্তানদের মধ্যে উপকারের দিক দিয়ে কে তোমাদের বেশী নিকটবর্তী, এসব অংশ আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ অবশ্যই সকল সত্য পালনে এবং সকল কল্যাণময় ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন।'[১০৮]

---

[১০৮] আল কুরআন, সূরা আন নিসা, আয়াত ১১।

Dhaka University Institutional Repository

সন্তানের উত্তরাধিকারে, তেমনি ভাই-বোনের উত্তরাধিকারে নারীকে পুরুষের অর্ধেক অংশ এ জন্য দেয়া হয়েছে যে, শুধু মাত্র পুরুষই স্ত্রী, কন্যা, বোন বা মায়ের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। ইসলাম মানুষের মালিকানা ও শ্রমের নিশ্চয়তার বিধান করে। কিন্তু সম্পদ ব্যহারকারীর মৃত্যুর পর, সেই সম্পদ উত্তরাধিকারের মাঝে বন্টিত হয়ে যায়। এতে করে মালিকানার উৎপত্তি অটুট থাকে এবং এ স্বত্ব সর্বদা কেন্দ্রীভূত হতে মুক্ত থাকে। এরই ফলশ্রুতিতে অত্যাচারী উচ্চবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব না হবার কারণে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক গতিতে চলতে পারে। তাছাড়া মানুষের স্বত্ব ও শ্রমের গতি ধ্বংস এবং সম্পদ অন্যের অধীনে চলে যাবার মাধ্যমে মানুষের মালিকানা ও শ্রমের উৎসাহ নিধন করার ধারা বা রীতি থেকে মুক্ত হয়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বলবৎ থাকে।

উত্তরাধিকার বিষয়ে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বর্ণনা করেন :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا(١)

'পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে, তা অল্প হোক কিংবা বেশী, এ অংশ নির্ধারিত।'[১০৯]

কুরআন বিদ্বেষীদের কুটপ্রশ্ন হলো, উত্তরাধিকারের হিসাব-কৌশল নিয়ে। উক্ত হিসাব-কৌশলে 'আউল' পদ্ধতি যুক্তিগ্রাহ্য নয় বলে মনে করে। ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশে এ প্রসঙ্গটি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এ বিষবাষ্পের বিস্ফোরণ ঘটে বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন গ্রন্থরাজি গবেষণায় দেখা যায় যে, 'আল্লামা ইবন হাযম' উল্লেখ করেন, সর্বপ্রথম 'আউল' পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় হযরত ওমর র.এর শাসনামলে। জনৈকা মহিলা একজন স্বামী ও দু' সহোদরা জীবিত রেখে মৃত্যুবরণ করেন। উক্ত মহিলার স্বামী ও দু' বোন উত্তরাধিকারী হিসেবে উমর র. কুরআনের ভাষ্য অনুসারে স্বামীকে সম্পত্তির অর্ধেক এবং দু' বোনকে দু'-তৃতীয়াংশ হিসেবে বন্টন করে দেন। যেমন মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেন :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ

'তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে।'[১১০]

---

১০৯ আল কুরআন, সূরা আন নিসা, আয়াত ৭।

১১০ প্রাগুক্ত, আয়াত ১২ (অংশবিশেষ)।

Dhaka University Institutional Repository

মহান আল্লাহ আরও বর্ণনা করেন :

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

'আর দু' বোন থাকলে, তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দু' তৃতীয়াংশ।'[১১১]

তাই অর্ধেক ও দু'-তৃতীয়াংশ মিলে 'আউল' পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

যথা : $\frac{১}{২}+\frac{২}{৩}+\frac{৩}{৬}+\frac{৪}{৬}=\frac{৭}{৬}$ রূপ লাভ করে।

তবে উক্ত বন্টন সমস্যার সমাধানে 'আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস র.এর অভিমত হলো, আল্লাহর এ পবিত্র ধর্মে 'আউল'এর কোন অবকাশ নেই। তবে স্বামীকে স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ আর দু' বোনকে অবশিষ্টাংশ দিতে হবে। কারণ স্বামীর অংশ সর্বদা অপরিবর্তিত থাকবে, তাই কুরআনুল কারীমের ভাষ্যানুযায়ী স্বামীকে অর্ধাংশ দিতে হবে। আর দু' বোনের অংশ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পরিবর্তন হয়। কখনো তারা অংশীদার হয় না, আবার কখনো তারা দু'তৃতীয়াংশ পায়। আবার কখনো তারা অন্যের সাথে 'আসাবা' হিসেবে আংশিক অংশীদারী হয়।

উক্ত অলোচনায় এ ব্যাপারটি প্রতীয়মান হয় যে, ইবন 'আব্বাস র. এর মতে 'আউল'এর কোন স্থান শরীয়তে নেই। কিন্তু 'উমর র. বললেন : ইবন 'আব্বাস! আমি তো তাদের মাঝে পার্থক্য করতে পারছি না, কাকে আল্লাহ তা'য়ালা অগ্রাধিকার দিয়েছেন, আর কাকে দেন নি, তাই তাদের মাঝে 'আউল' হিসেবে বন্টনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো, যাতে করে প্রত্যেকেই পবিত্র কুরআনের ভাষ্য অনুসারে নির্দিষ্ট অংশ পেতে সামর্থ্য হয়।' তাঁর এ সিদ্ধান্ত সব সাহাবী নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে নিয়েছেন। পরবর্তীতে, ইসলামী মনীষীগণও তা অকপটে মেনে নিয়েছেন। আর 'আউল' পদ্ধতি, কোন নতুন প্রসঙ্গ নয় বরং গোটা ইসলামী উম্মাহ্ 'উমর র.এর সিদ্ধান্ত সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন। এখানে ইবন আব্বাস র.এর মতামত গ্রহণ করারও অবকাশ ছিলো। কিন্তু কূট-কৌশলের আশ্রয় গ্রহণকারীরা এরপরও নারীর উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে বিষবাষ্প ছড়াতে থাকে যে, নারী নির্যাতিতা, পুরুষের অর্ধাংশ গ্রহণ কী করে ন্যায়ভিত্তিক হতে পারে? এ প্রসঙ্গ নিয়ে কমপক্ষে শতাব্দীকাল যাবৎ বিভিন্ন লেখকের প্রবন্ধ-নিবন্ধে এবং আলোচনা-পর্যালোচনায় বারবার বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করার পাঁয়তারা করা হয়েছে। এর প্রতিকারে আমরা যতো মূল্যবান বক্তব্যই উপস্থাপন করি না কেন, তারা ইসলাম বিদ্বেষের সরোবরে অবগাহন করতেই থাকবে। যদি প্রশ্ন করা হয়, ইসলামের উত্তরাধিকার বিধানে নারীর প্রতি অবিচার করা হয়েছে

---

[১১১] প্রাগুক্ত, আয়াত ১১ (অংশবিশেষ)।

Dhaka University Institutional Repository

কি? তা'হলে উত্তরে বলব, না মোটেই নয় বরং তাদের প্রতি সুবিচার করা হয়েছে। কেননা, একজন কন্যার বিয়ের পরবর্তীতে তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে তার স্বামীর উপর বর্তায়। পক্ষান্তরে একজন ছেলেকে বিয়ের পরবর্তীতে তার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির দায়িত্বভার সম্পূর্ণরূপে নিজেকে বহন করতে হয়। তা'ছাড়া কন্যা বিয়ের সময় স্বামীর পক্ষ থেকে দেনমোহর লাভ করে। অথচ ছেলেকে বিয়ের সময় স্ত্রীকে দেনমোহর প্রদান করতে হয়। ইসলাম উত্তরাধিকার আইনে মেয়েদের প্রতি কোন অবিচার করেনি তা একটু বিচার বিশ্লেষণ করলেই উপলব্ধি করা যায়।

স্ত্রীর অধিকার : স্বামী যদি মৃত্যুবরণ করেন তাহলে স্বামীর পরিত্যক্ত স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিতে স্ত্রীর উত্তরাধিকারী স্বত্ব লাভ করার ব্যাপারে স্ত্রীর দুই অবস্থা।[১১২] যথা :

প্রথম অবস্থা : মৃত স্বামীর যদি কোন সন্তান না থাকে তাহলে স্ত্রী মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির $\frac{১}{৪}$ অংশ পাবে। যেমন – মরহুম খালেদ সাহেব মৃত্যুকালে স্ত্রী এবং পিতা রেখে গেছেন।

স্ত্রী মাসুদা বেগম পাবে $\frac{১}{৪}$ অংশ এবং পিতা পাবে $\frac{৩}{৪}$ অংশ।

দ্বিতীয় অবস্থা : মৃত স্বামী যদি মৃত্যুকালে পুত্র, কন্যা অথবা তনিম্নের কাউকে জীবিত রেখে যান, তাহলে স্ত্রী পাবে $\frac{১}{৮}$ অংশ। যেমন – খালেদ সাহেব মৃত্যুকালে স্ত্রী এবং এক পুত্র রেখে গেছেন।

---

[১১২] মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান, ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ, আর.আই.এস. পাবলিকেশন্স, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৯৫। পৃ. ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

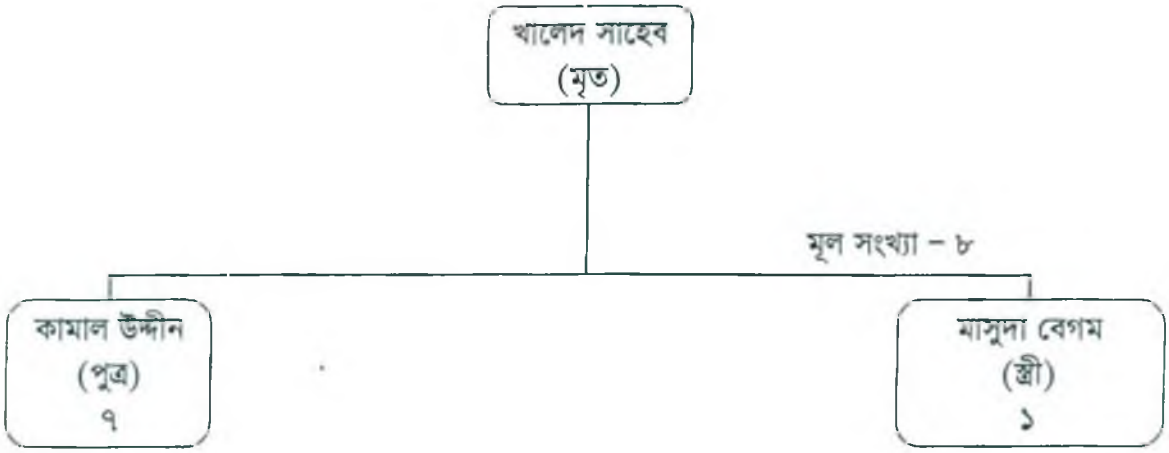

এমতাবস্থায়, স্ত্রী মাসুদা বেগম পাবে $\frac{১}{৮}$ অংশ এবং পুত্র কামাল উদ্দিন পাবে $\frac{৭}{৮}$ অংশ।

*মৃত স্বামীর যদি অন্য কোন ওয়ারিশ না থাকে, তাহলে হানাফী মাজহাবের পরবর্তী ফুকাহায়ে কেরামগণের (ইসলামী আইনবিদগণের) মতে দেশে শরয়ী বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠিত না থাকলে মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রীর উপর রদ্দ হবে অর্থাৎ স্ত্রী সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হবে।

মূল্যায়ন ও জবাব : নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার তথাকথিত দাবীদারগণ বলেন, উত্তরাধিকার আইনে ইসলাম নাকি স্ত্রীদেরকে ঠকিয়েছে। এ ধরনের উক্তি তাঁদের ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান শূন্যতারই বহিঃপ্রকাশ। উপরোল্লিখিত বন্টন ব্যবস্থায় বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও দেখা যাচ্ছে যে, অন্যদের তুলনায় স্ত্রীর অংশের পরিমাণ কম কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলামের বন্টন ব্যবস্থায় স্ত্রীই হচ্ছে লাভবান। প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ স্বামীর কোন সন্তান না থাকলে স্ত্রী পাচ্ছে $\frac{১}{৪}$ অংশ। ইতিপূর্বে বিবাহের সময় স্ত্রী মোহরানার অর্থ পেয়েছেন যা অন্যেরা পায়নি। বৈবাহিক সূত্রে স্বামী স্ত্রী উভয়েই সুখ শান্তি ও আনন্দ ভোগ করে থাকে। কিন্তু ইসলাম স্বামীকে সামান্যতম মোহরানা দেবার জন্যেও স্ত্রীকে নির্দেশ দেয়নি। বরং স্বামীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে স্ত্রীকে মোহরানা দেবার জন্যে। এটা ফরজ। স্ত্রীকে অবশ্যই দিতে হবে। স্ত্রী ইচ্ছে করলে তার মোহরানার অর্থ বিনিয়োগ করতে পারবেন এবং এর লাভ স্ত্রীর থাকবে। এতে স্বামীর হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই। এখানে ইসলাম স্ত্রী হিসেবে নারীর অধিকার ও মর্যাদাকে প্রাধান্য দিয়েছে। এরপর স্ত্রীকে স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীও বানিয়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে যে মোহরানার টাকা পেয়েছেন তা সম্পূর্ণই জমা থাকার কথা, কারণ স্ত্রীর নিজের জন্যে মোহরানার অর্থ থেকে খরচ করার কোন প্রয়োজন হয়নি। স্বামীর জীবদ্দশায় স্ত্রীর অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসাসহ সবকিছুর ব্যয়

Dhaka University Institutional Repository

বহনের দায়িত্ব ছিল স্বামীর উপর। স্বামী যদি জীবিতাবস্থায় স্ত্রীর মোহরানার অর্থ পরিশোধ না করে থাকেন, তাহলে সে অর্থও স্ত্রী পাবেন। ইসলামী আইনে মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি ওয়ারিশগণের মধ্যে বন্টন করার পূর্বে স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ করারও বিধান রয়েছে। এ অর্থ পরিশোধ হবে স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে। এছাড়া স্ত্রী তার পিতা, মাতা, ভাই ও বোনদের থেকেও উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি পাবেন। এমতাবস্থায় স্ত্রীর মোহরানার অর্থ, মৃত স্বামী থেকে প্রাপ্য $\frac{১}{৪}$ অংশ এবং অন্যান্যদের থেকে প্রাপ্য অংশ মিলিয়ে মোটা অংকের মালিক হতে পারছেন। সবকিছুর পরিমাণ হিসাব করলে দেখা যাবে অন্যান্যদের তুলনায় তার সম্পদ কম নয় বরং বেশী। স্ত্রী হিসেবে একজন নারীকে এ অধিকার দিয়েছে ইসলাম। প্রথম অবস্থায় স্ত্রীর যেহেতু কোন সন্তান নেই, কাজেই স্ত্রী যদি ইচ্ছে করেন স্বামীর বাড়িতেই বসবাস করার, তাহলে তিনি স্বীয় সম্পদ দিয়ে অন্যদের তুলনায় স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে পারবেন। স্বামীর বাড়িতে বসবাসকালে মৃত স্বামীর পিতামাতা, ভাইবোন এবং স্বামীর আত্মীয়-স্বজনদের ভরণপোষণ ও মেহমানদারীর দায়িত্ব ইসলাম স্ত্রীকে দেয়নি। এ সকল দায়িত্ব অন্যদের উপর বর্তিয়েছে। স্ত্রীর ও স্বাধীনতা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন আইন দিতে পারেনি। স্ত্রী যদি স্বামীর বাড়িতে বসবাস না করে বাপের বাড়িতে চলে যায়, তাহলে সে স্বাধীনতাও ইসলাম দিয়েছে। বাপের বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীর প্রাপ্য সম্পদ বাপের বাড়িতে আত্মীয় স্বজনদের পিছনে ব্যয় করতে হবে এ নির্দেশ ইসলাম স্ত্রীকে দেয়নি। এ সময় স্ত্রীর ভরণ পোষণের সকল দায়িত্ব পিতার। কন্যা যদি বিধবা হয়ে পিতার নিকট ফিরে আসে, তাহলে কন্যার সকল দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য ইসলাম পিতাকে নির্দেশ দিয়েছে। এমতাবস্থায় স্ত্রীর সম্পদের কোন অংশ খরচ করার প্রয়োজন হচ্ছে না। সবই জমা থাকছে। অন্যদিকে পুরুষ ওয়ারিশদের সম্পদ জমা রাখার কোন সুযোগ নেই। কারণ তাদেরকে অনেক দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়া স্ত্রী যদি দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার ইচ্ছে করে তাহলে সে অধিকারও ইসলাম স্ত্রীকে দিয়েছে। এতে স্ত্রী মৃত স্বামীর উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভ করা থেকে বঞ্চিত হবে না। স্ত্রী যদি দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহলে দ্বিতীয় স্বামীর নিকট থেকেও তিনি মোহরানা পাবেন। এছাড়া অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসাসহ প্রয়োজনীয় যাবতীয় খরচ তো পাবেনই।

উপরন্তু, দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যুর পরও তিনি পূর্বের ন্যায় দ্বিতীয় স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হবেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, স্ত্রীর স্বীয় সম্পদের কোন অংশই খরচ হচ্ছে না বরং যাবতীয় ব্যয় অন্যদের থেকেই পাচ্ছেন। এটা তাঁর অধিকার ও মর্যাদা। এর চেয়ে বেশী মর্যাদা ও অধিকার ইসলাম ছাড়া আর কে দিতে পেরেছে?

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ স্বামীর যদি সন্তান থাকে তাহলে স্ত্রী পাচ্ছেন $\frac{১}{৮}$ অংশ। উদাহরণ স্বরূপ মরহুম খালেদ সাহেব পুত্র কামাল উদ্দিন এবং স্ত্রী মাসুদা বেগমকে রেখে মারা গেলেন। এ অবস্থায় স্ত্রী মাসুদা বেগম পাচ্ছেন $\frac{১}{৮}$ অংশ। এখানেও ইসলাম স্ত্রীকে বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্থ করেনি। যেহেতু খালেদ সাহেবের পুত্র কামাল উদ্দিন জীবিত রয়েছে, যিনি মাসুদা বেগমেরও পুত্র। কাজেই এ অবস্থায়ও স্ত্রী মাসুদা বেগমের আর্থিক কষ্ট হবার কোন কথা নয়। মা হিসেবে মাসুদা বেগমের সেবা যত্নসহ যাবতীয় দায়িত্ব হচ্ছে পুত্র কামাল উদ্দিনের। মায়ের সেবাযত্ন করা আল্লাহ পাক সন্তানের জন্যে ফরজ করে দিয়েছেন। সুতরাং পুত্র কামাল উদ্দিন যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন তার কর্তব্য হল, মাতা মাসুদা বেগমের সেবাযত্ন ও ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা। এ ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে মাসুদা বেগমের মোহরানার অর্থ, স্বামী হতে প্রাপ্য $\frac{১}{৮}$ অংশ সম্পত্তি এবং অন্যান্য প্রাপ্য অংশ সবই জমা থাকছে। যাবতীয় খরচ পাচ্ছেন পুত্র কামাল উদ্দিন থেকে। পক্ষান্তরে কামাল উদ্দিন বাহ্যিক দৃষ্টিতে অধিক অংশ পেলেও তার সিংহ ভাগ চলে যাচ্ছে মাতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের পিছনে। কারণ তার দায়িত্ব অনেক বেশি। সুতরাং কামাল উদ্দিনের প্রাপ্য সম্পদ জমা রাখার কোন সুযোগ নেই। এছাড়া সন্তান থাকা অবস্থায়ও মাসুদা বেগম ইচ্ছে করলে দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবেন। সে অধিকারও ইসলাম তাঁকে দিয়েছে। স্বামীর যদি কোন ওয়ারিশ জীবিত না থাকে তাহলে স্ত্রীই স্বামীর পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হবেন। সুতরাং এ কথা যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, উত্তরাধিকার আইনে ইসলাম স্ত্রী হিসেবে নারীকে ঠকায়নি বরং অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ অধিকার প্রদান করেছে।

স্ত্রীর দ্বিগুণ সম্পত্তি পায় স্বামী। অর্থাৎ স্ত্রী যদি নিঃসন্তান হয় তাহলে স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির $\frac{১}{২}$ অংশ পায় স্বামী। অপরদিকে স্বামী যদি নিঃসন্তান হয় তাহলে স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে স্ত্রী পায় $\frac{১}{৪}$ অংশ। ইসলাম বিদ্বেষী তথাকথিত নারী মুক্তিবাদী এক্ষেত্রেও অভিযোগ করে বলেন, ইসলাম নাকি স্বামীর তুলনায় স্ত্রীকে ঠকিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমি বলব, এক্ষেত্রে স্ত্রী যদিও স্বামীর তুলনায় অর্ধেক পায় তথাপি স্ত্রী স্বামীর তুলনায় বিন্দুমাত্রও ক্ষতিগ্রস্থ নয়। এ স্থলে স্বামী যদি দ্বিতীয় বিবাহ করতে আগ্রহী হয় তাহলে দ্বিতীয় স্ত্রীর মোহরানা ও ভরণ পোষণের ব্যবস্থা তাকে করতে হবে। এছাড়া পিতামাতা ও ভাইবোনদের ভরণ পোষণের জন্যেও তার প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। অপরদিকে স্ত্রী যদি দ্বিতীয় বিবাহ করতে আগ্রহী হয় তাহলে দ্বিতীয় স্বামীর নিকট থেকেও তিনি মোহরানাসহ যাবতীয় খরচাদি পাবেন। যদি দ্বিতীয় বিবাহ করতে আগ্রহী না হন তাহলে বাপের বাড়ীতে চলে গেলে তিনি যাবতীয় খরচাদি পাবেন পিতার নিকট

Dhaka University Institutional Repository

থেকে। আর যদি স্বামীর বাড়িতেই থেকে যান তাহলেও শ্বশুর শ্বাশুড়ি কিংবা অন্য কোন আত্মীয় স্বজনের জন্যে কোন অর্থ খরচ করতে তিনি ইসলামী আইনে বাধ্য নন। সুতরাং $\frac{১}{৪}$ অংশ সম্পত্তি, মোহরানার অর্থ এবং অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্য সম্পত্তি শুধুমাত্র নিজের জন্যে তুলনামূলকভাবে কম নয়। অপরদিকে স্বামীর $\frac{১}{২}$ অংশ সম্পত্তি দ্বিতীয় বিবাহ কিংবা নিজের এবং পিতামাতার ও ভাইবোনদের ভরণ পোষণের জন্যে তুলনামূলকভাবে খুবই সামান্য। এক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে $\frac{১}{৪}$ অংশ পেয়ে থাকলেও তার প্রাপ্য সম্পদ সম্পূর্ণ কিংবা কিয়াদংশ জমা রাখার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে $\frac{১}{২}$ অংশ পেয়েও তার দায়িত্ব অধিক হবার কারণে তার প্রাপ্য সম্পদের কোন অংশ জমা রাখার সুযোগই নেই।

এছাড়া স্ত্রীর যদি সন্তান থাকে তাহলে স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে স্বামী পায় $\frac{১}{৪}$ অংশ। অপরদিকে স্বামীর যদি সন্তান থাকে তাহলে স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে স্ত্রী পায় $\frac{১}{৮}$ অংশ অর্থাৎ স্বামীর তুলনায় অর্ধেক। এক্ষেত্রেও ইসলাম প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীকে ঠকায়নি। এ অবস্থায়ও সন্তান থাকার কারণে স্ত্রী তার যাবতীয় খরচাদিসহ সেবাযত্ন পাবেন সন্তানদের থেকে এবং স্ত্রীর প্রাপ্য সমস্ত সম্পদের সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক জমা রাখার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এছাড়া স্ত্রীর অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ও স্বাধীনতা তো রয়েছেই যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে এ ক্ষেত্রেও স্বামীর প্রাপ্য সম্পদের কোন অংশ জমা রাখার সুযোগ নেই। সন্তান থাকার কারণে সন্তানদের লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করা, পিতামাতা, ভাইবোনদের ভরণ পোষণ এবং দ্বিতীয় বিবাহ করতে হলে দ্বিতীয় স্ত্রীর মোহরানা ও ভরণ পোষণ বাবদ তার প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং স্ত্রীর দ্বিগুণ সম্পত্তি স্বামীকে দেয়া হলেও তাকে দেয়া হয়েছে প্রচুর দায়িত্ব। সে তুলনায় স্ত্রীকে তেমন কোন দায়িত্ব ইসলাম দেয়নি বরং পিতামাতা, ভাই ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের থেকে কেবল সুবিধা লাভ করারই অধিকার প্রদান করেছে। সুতরাং উত্তরাধিকার আইনে ইসলাম স্ত্রী হিসেবে নারীকে ঠকায়নি বরং স্বামীর তুলনায় স্ত্রীকে শ্রেষ্ঠ অধিকার প্রদান করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

কন্যা সন্তানের অধিকার : পিতার মৃত্যুর পর তাঁর পরিত্যক্ত স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী স্বত্ব লাভ করার ব্যাপারে কন্যা সন্তানের তিন অবস্থা।[১১৩] যথা :

প্রথম অবস্থা : কন্যা যদি একজন হয় এবং পুত্র না থাকে তাহলে কন্যা পিতার সকল সম্পত্তির $\frac{১}{২}$ অংশ অর্থাৎ অর্ধেক পাবে। যেমন – মরহুম গিয়াস উদ্দিন সাহেব মৃত্যুকালে এক কন্যা এবং পিতা রেখে যান। তাঁর পুত্র সন্তান নেই।

এমতাবস্থায়, কন্যা পাবে $\frac{১}{২}$ অংশ এবং পিতা পাবে $\frac{১}{২}$ অংশ।

দ্বিতীয় অবস্থা : কন্যা যদি দুই বা ততোধিক হয় এবং পুত্র সন্তান না থাকে তাহলে কন্যারা পাবে পিতার সমস্ত সম্পত্তির $\frac{২}{৩}$ অংশ। উক্ত অংশ সকল কন্যাদের সমানভাবে ভাগ করে দিতে হবে।

যেমন – গিয়াস উদ্দিন সাহেব দুই কন্যা ও পিতা রেখে মারা গেলেন। তাঁর কোন পুত্র সন্তান নেই।

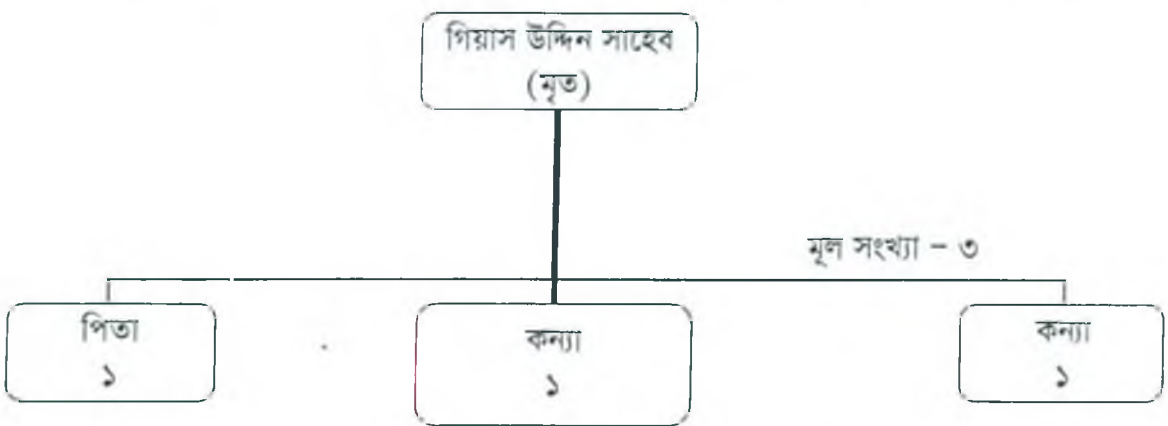

[১১৩] মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান, ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ, আর.আই.এস. পাবলিকেশন্স, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৯৫। পৃ. ৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

এমতাবস্থায়, প্রত্যেক কন্যা পাবে $\frac{১}{৩}$ অংশ এবং পিতা পাবেন $\frac{১}{৩}$ অংশ।

তৃতীয় অবস্থা : কন্যার সাথে যদি পুত্র থাকে তাহলে প্রত্যেক পুত্র প্রত্যেক কন্যার দ্বিগুণ অংশ পাবে। যেমন মরহুম গিয়াস উদ্দিন সাহেব অথবা সাহিদা বেগম মৃত্যুকালে একপুত্র ও এক কন্যা রেখে যান।

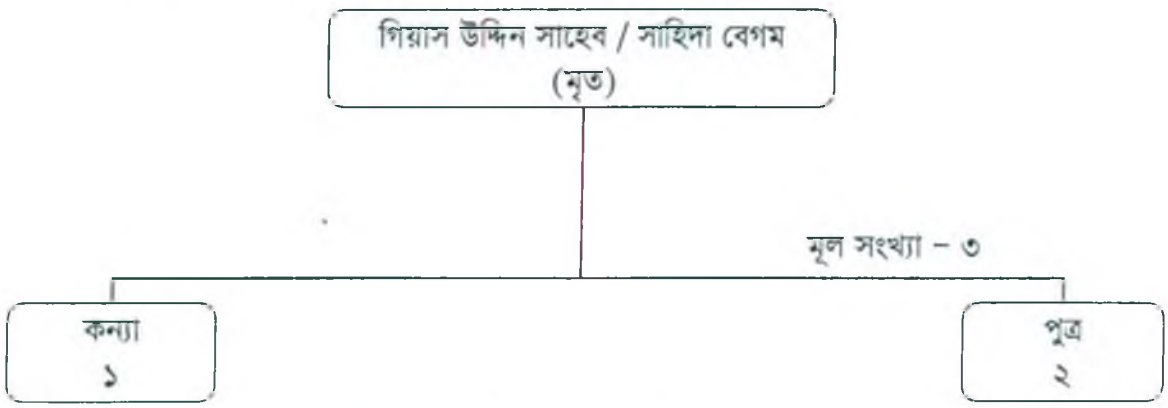

এমতাবস্থায়, কন্যা পাবে $\frac{১}{৩}$ অংশ এবং পুত্র পাবে $\frac{২}{৩}$ অংশ।

* মৃত ব্যক্তির কন্যা ব্যতীত যদি অন্য কোন ওয়ারিশ না থাকে, তাহলে কন্যার উপর রদ্দ হবে অর্থাৎ কন্যা মৃত পিতার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হবে।

১৯৬১ সালের ৮ম অধ্যাদেশ : পৌত্রীর অধিকার সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে ১৯৬১ সালের ৮ম অধ্যাদেশ সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন। পৌত্রীর অধিকার এর ৬ষ্ঠ অবস্থায় (যা পরবর্তীতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে) বলা হয়েছে যে, পুত্রের বর্তমানে পৌত্রী কিংবা পৌত্র অর্থাৎ মৃত পুত্রের সন্তান সন্ততিগণ ওয়ারিশ হবে না। ১৯৬১ সালের ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে মৃত পুত্রের বর্তমানে পুত্রের সন্তান সন্ত তিদেরকে উত্তরাধিকারী স্বত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে কেন ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বে যদি তার পুত্র স্বীয় সন্তানদের রেখে মারা যায় এবং ঐ ব্যক্তির অন্য কোন পুত্র সন্তান জীবিত থাকে, তাহলে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার পৌত্রী কিংবা পৌত্র অর্থাৎ মৃত পুত্রের সন্তানগণ ওয়ারিশ হবে না।

উদাহরণ স্বরূপ : জনাব ছাত্তার সাহেবের স্ত্রী ফরিদা বেগম এবং দুই পুত্র কাশেম ও মালেক আছে। গত ৫-১-৯০ইং তারিখে পুত্র মালেক তার এক ছেলে এবং এক মেয়ে যথাক্রমে রহিম এবং নাসিমাকে রেখে মারা যায়। এরপর গত ৬-১২-৯৩ইং তারিখে জনাব ছাত্তার সাহেবও মারা যান। এমতাবস্থায় ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে রহিম এবং নাসিমা মরহুম ছাত্তার সাহেবের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে কোন অংশ পাবে না।

Dhaka University Institutional Repository

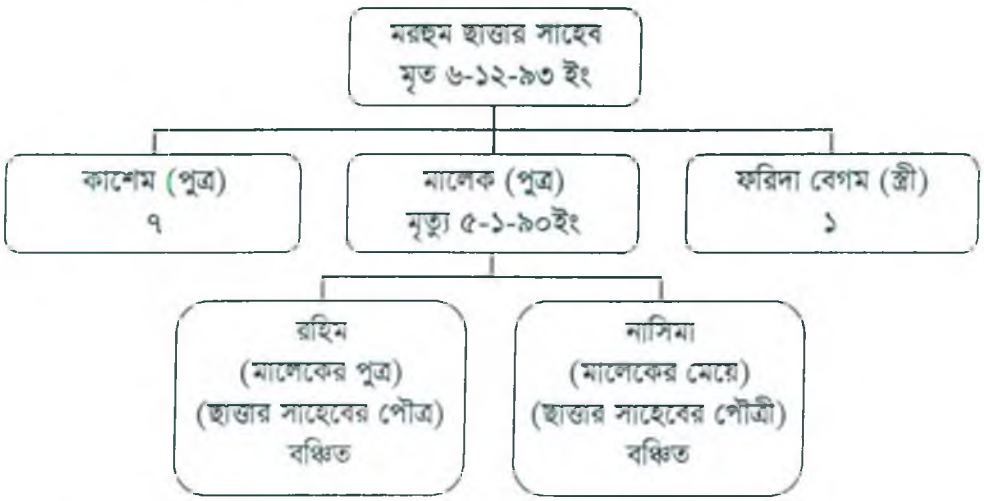

মরহুম ছাত্তার সাহেবের স্ত্রী ফরিদা বেগম পাবে $\frac{১}{৮}$ অংশে এবং মরহুম ছাত্তার সাহেবের পুত্র কাশেম পাবে $\frac{৭}{৮}$ অংশ পৌত্রী নাসিমা এবং পৌত্র রহিম কোন অংশ পাবে না।

পুত্রের তুলনায় পৌত্রী নাসিমা এবং পৌত্র রহিম দূরবর্তী আত্মীয় হবার কারণে যদিও তাদেরকে কোন অংশ দেয়া হয়নি, কিন্তু ইসলামে অন্যভাবে তাদের সম্পদ পাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা সামনে আলোচনা কর হবে। ঐ ব্যবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ পাক অংশ প্রাপ্যদের ঈমানকে পরীক্ষা করবেন।

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৮ম অধ্যাদেশের মাধ্যমে পৌত্রী এবং পৌত্রগণকে উত্তরাধিকারী স্বত্ব প্রদান করা হয়। উক্ত অধ্যাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে পৌত্রী এবং পৌত্রগণ তাদের মৃত পিতার স্থলাভিসিক্ত হবে, অর্থাৎ তাদের মৃত পিতা জীবিত থাকলে যে অংশ পেত, পিতার অবর্তমানে তারা সে অংশের অধিকারী হবে। কিন্তু ইসলাম এটাকে সমর্থন করে না। এ সংশোধনী আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের তৈরী আইনের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচারণ। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৮ম অধ্যাদেশ গত ১৫-৭-৬১ইং তারিখ হতে বাংলাদেশে বলবৎ আছে। উক্ত আইনের ৪নং ধারায় বলা হয়েছে,

> 'যার সম্পত্তি বন্টন করা হবে, তার মৃত্যুর পূর্বে যদি তার কোন পুত্র বা কন্যা স্বীয় সন্তানদের জীবিত রেখে মারা যায়, তাহলে ঐ ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টনকালে মৃত পুত্র বা কন্যার সন্তানগণ জীবিত থাকলে তারা প্রতিনিধিত্বের হারে সম্পত্তির ঐ অংশ পাবে। অর্থাৎ মৃত পিতা বা মাতা জীবিত থাকলে যে অংশ পেত তারা সে অংশ পাবে।'

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬১ সালের ৮ম অধ্যাদেশের কুফল : আল্লাহর আইনকে উপেক্ষা করে মানব রচিত আইন দিয়ে কখনো সমস্যার সঠিক সমাধান হয় না। বরং আরো নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে। ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন এর ৮ম অধ্যাদেশের মাধ্যমে মৃত পুত্র ও কন্যার সন্তানদেরকে উত্তরাধিকারী স্বত্ব প্রদান করায় অন্যের অধিকারকে খর্ব করা হয়েছে। উক্ত সংশোধনীকে ইসলাম সমর্থন করে না। এ অধ্যাদেশের মাধ্যমে একের উপকার করতে গিয়ে বহু ওয়ারিশগণকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে কাউকে আংশিক, আবার কাউকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে মাত্র কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হল :

১. পৌত্রীর অধিকার এর প্রথম অবস্থায় প্রদত্ত উদাহরণে ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে পৌত্রী পায় $\frac{৪}{৮}$ অংশ এবং ভাই পায় $\frac{৩}{৮}$ অংশ। কিন্তু ১৯৬১ সালের ৮ম অধ্যাদেশের ফলে পৌত্রীর অংশ বেড়ে $\frac{৭}{৮}$ অংশে দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে ভাইকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে।

২. দ্বিতীয় অবস্থায় প্রদত্ত উদাহরণে ইসলামী আইনে প্রত্যেক পৌত্রী পায় $\frac{২}{২৪}$ অংশ হারে এবং চাচা পায় $\frac{৫}{২৪}$ অংশ। কিন্তু ৮ম অধ্যাদেশের ফলে পৌত্রী পাচ্ছে $\frac{৭}{১৬}$ অংশ, অপরদিকে চাচাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আল্লাহর দেয়া অধিকারকে ছিনিয়ে নেয়া কখনো ইসলাম সম্মত নয়।

৩. তৃতীয় অবস্থায় প্রদত্ত উদাহরণ ইসলামী আইনে কন্যা পাচ্ছে $\frac{৩}{৬}$ অংশ, পৌত্রী $\frac{১}{৬}$ অংশ এবং চাচা পাচ্ছে $\frac{২}{৬}$ অংশ। ৮ম অধ্যাদেশের ফলে এক্ষেত্রে পৌত্রীর অংশ বেড়ে হচ্ছে $\frac{২}{৩}$ অংশ। অপরদিকে কন্যার অংশ কমে $\frac{১}{৩}$ অংশে দাঁড়িয়েছে এবং চাচাকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। পুত্রের মৃত্যুর কারণে কন্যার অংশকে ইসলাম বাড়িয়ে দিয়েছে এবং চাচাকেও উত্তরাধিকারী করেছে। কিন্তু মানব রচিত অধ্যাদেশ কন্যার অংশকে কমিয়ে দিয়েছে, চাচাকেও বঞ্চিত করেছে। এর জন্যে কাকে দায়ী করা হবে? ইসলামী আইনকে নাকি মানব রচিত অধ্যাদেশকে?

৪. চুতর্থ অবস্থায় প্রদত্ত উদাহরণে ইসলামী আইনে প্রত্যেক কন্যা পায় $\frac{১}{৩}$ অংশ এবং ভাই পায় $\frac{১}{৩}$ অংশ। কিন্তু অধ্যাদেশের কারণে পৌত্রী পেয়েছে $\frac{১}{৪}$ অংশ। পক্ষান্তরে কন্যার অংশ হ্রাস পেয়ে প্রত্যেক কন্যা পেয়েছে $\frac{১}{৪}$ অংশ করে এবং ভাইকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। পুত্রের মৃত্যুর কারণে ইসলাম কন্যা এবং ভাইকে যে অধিকার দিয়েছে, সে অধিকার অধ্যাদেশের মাধ্যমে খর্ব করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫. এমনিভাবে পঞ্চম অবস্থায়ও প্রদত্ত উদাহরণে ইসলামী আইনে প্রত্যেক কন্যা পাচ্ছে $\frac{৩}{৯}$ অংশ, পৌত্র $\frac{২}{৯}$ অংশ। এক্ষেত্রে অধ্যাদেশের কারণে প্রত্যেক কন্যা মোট সম্পত্তির $\frac{৩}{৯}$ অংশের স্থলে পাচ্ছে $\frac{৩}{১২}$ অংশ। কন্যা হিসেবে নারীর এ অধিকার খর্বের জন্যে কী অধ্যাদেশ দায়ী নয়?

৬. ৬ষ্ঠ অবস্থায়ও প্রদত্ত উদাহরণে পুত্রের অধিকারকে চরমভাবে খর্ব করা হয়েছে অর্থাৎ ইসলামী আইনে পুত্র পেয়েছিল $\frac{৭}{৮}$ অংশ, কিন্তু অধ্যাদেশের কারণে পুত্রের অংশ হ্রাস পেয়ে বর্তমানে পেয়েছে মাত্র $\frac{২১}{৪৮}$ অংশ।

এমনিভাবে আরো অসংখ্য উদাহরণ পেশ করা যাবে, যেখানে উল্লেখিত অধ্যাদেশের মাধ্যমে অন্যের ন্যায্য অধিকারকে কেড়ে নেয়া হয়েছে।

সহোদর বোনের অধিকার : মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে সহোদর বোন ৫ (পাঁচ) অবস্থায় অংশ পেয়ে থাকে।[১১৪] যথা :

প্রথম অবস্থা : সহোদর বোন একজন হলে $\frac{১}{২}$ অংশ পাবে। যেমন – সালাম সাহেব ১ বোন ও চাচা রেখে মারা গেলেন।

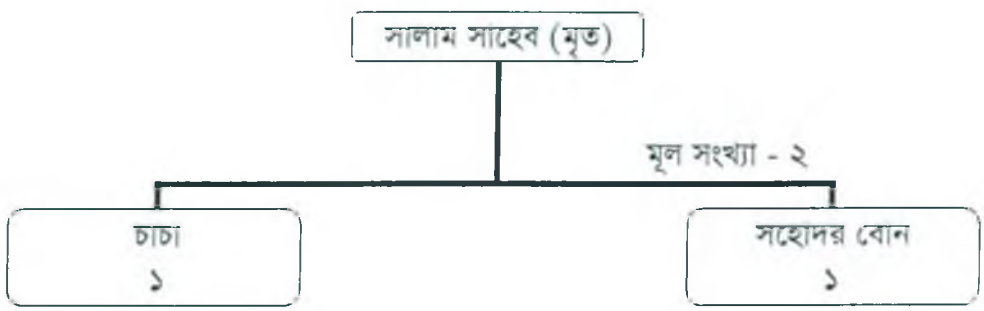

এমতাবস্থায়, বোন পাবে $\frac{১}{২}$ অংশ এবং চাচা পাবে $\frac{১}{২}$ অংশ।

দ্বিতীয় অবস্থা : সহোদর বোন দুই বা ততোধিক হলে, তারা সবাই মিলে পাবে $\frac{২}{৩}$ অংশ এবং উক্ত অংশ প্রত্যেকে সমান সমানভাবে ভাগ করে নিবে। যেমন – বেলাল সাহেব দুই বোন ও চাচা রেখে মারা গেল।

---

[১১৪] মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান, ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ, আর.আই.এস. পাবলিকেশন্স, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৯৫। পৃ. ৬২।

Dhaka University Institutional Repository

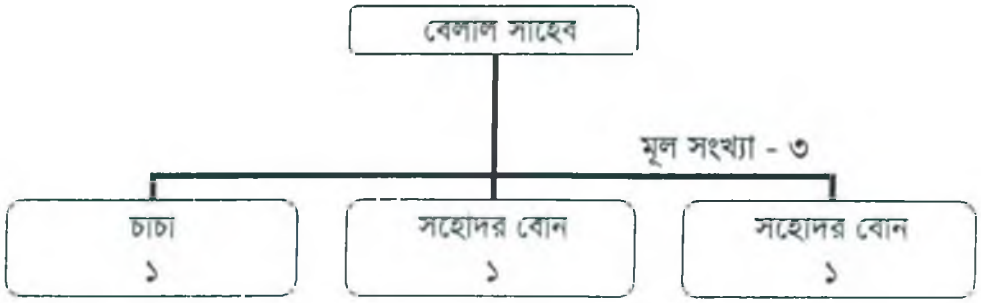

এমতাবস্থায়, প্রত্যেক সহোদর বোন পাবে $\frac{১}{৩}$ অংশ করে এবং চাচা পাবে $\frac{১}{৩}$ অংশ।

তৃতীয় অবস্থা : বোনের সাথে ভাই থাকলে বোন আসাবা হয়ে যাবে। এ অবস্থায় বোনের দ্বিগুণ পাবে ভাই। যেমন – যায়েদ সাহেব ১ ভাই ও ১ বোন রেখে মারা গেল।

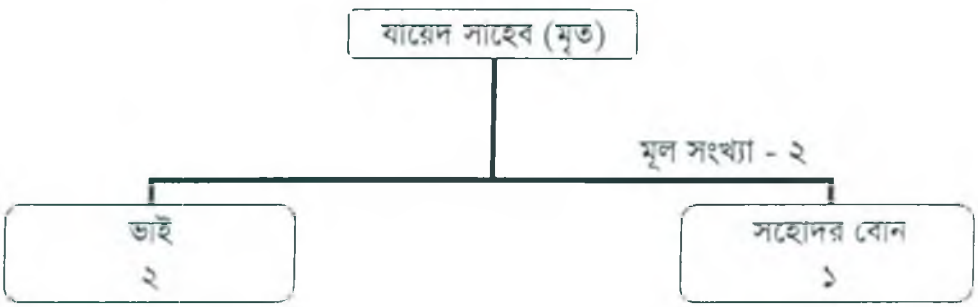

এমতাবস্থায়, বোন পাবে $\frac{১}{৩}$ অংশ এবং ভাই পাবে $\frac{২}{৩}$ অংশ।

চতুর্থ অবস্থা : মৃত ব্যক্তির কন্যা বা পৌত্রীগণ বর্তমান থাকলে বোন আসাবা হবে। অর্থাৎ কন্যা বা পৌত্রীগণের অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা বোন পাবে। বিশ্বনবী সা. ফরমায়েছেন, 'বোনদেরকে কন্যাদের সাথে আসাবা করে দাও।' যেমন – রহিম সাহেব ১ কন্যা, ১ পৌত্রী এবং ২ বোন রেখে মারা গেল।

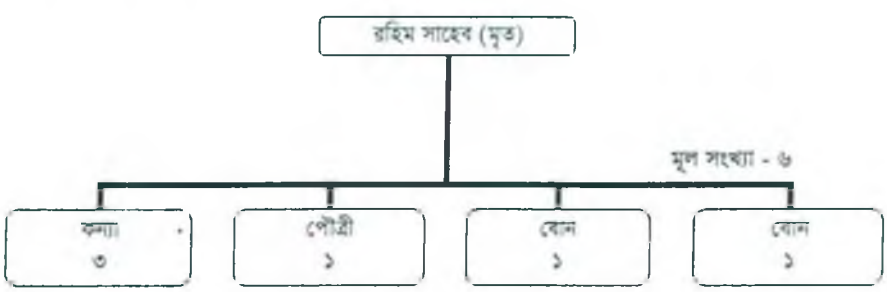

Dhaka University Institutional Repository

এমতাবস্থায়, কন্যা পাবে $\frac{৩}{৬}$ অংশ, পৌত্রী পাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ এবং প্রত্যেক বোন পাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ হারে।

১৯৬১ সালের ৮ম অধ্যাদেশের ফলে এক্ষেত্রে বর্তমানে কন্যা পাবে $\frac{১}{৩}$ অংশ, পৌত্রী পাবে $\frac{১}{৩}$ অংশ এবং বোন বঞ্চিত হবে। অধ্যাদেশের ফলে কন্যার অংশ হ্রাস পেয়ে পৌত্রীর অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বোন বঞ্চিত হয়েছে।

পঞ্চম অবস্থা : মৃত ব্যক্তির পুত্র বা পৌত্র বা তনিম্নের কেউ অথবা পিতা জীবিত থাকলে ইসলামী আইনবিদগণের মতে সর্বসম্মতভাবে বোন ওয়ারিশ হবে না। ইমাম আবু হানিফা (রঃ)এর মতে দাদার বর্তমানেও বোন ওয়ারিশ হবে না। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) এবং ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) এর মতে দাদার বর্তমানে বোনগণ ওয়ারিশ হবে। এ স্থলে শুধুমাত্র একটি উদাহরণ পেশ করা হল। যেমন – সাদেক সাহেব স্ত্রী, পুত্র এবং বোন রেখে মারা গেলেন।

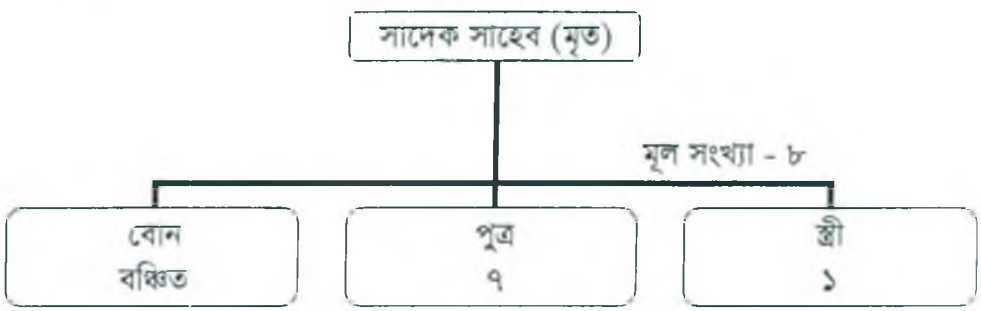

এমতাবস্থায়, স্ত্রী পাবে $\frac{১}{৮}$ অংশ এবং পুত্র পাবে $\frac{৭}{৮}$ অংশ। বোন বঞ্চিত হবে।

* মৃত ব্যক্তির সহোদর বোন ব্যতীত অন্য কোন ওয়ারিশ যদি না থাকে তাহলে সমস্ত সম্পত্তি সহোদর বোনদের প্রতি রদ্দ করতে হবে। অর্থাৎ সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হবে সহোদর বোনগণ।

বৈমাত্রেয়া বোনের অধিকার : মা দুইজন কিন্তু পিতা একজন হলে অর্থাৎ পিতার অন্য স্ত্রীর গর্ভের কন্যা সন্তানকে বৈমাত্রেয়া বোন বলা হয়। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ পাবার ব্যাপারে বৈমাত্রেয়া বোনের ৭ অবস্থা।[১১৫] যথা :

---

[১১৫] মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান, ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ, আর.আই.এস. পাবলিকেশন্স, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৯৫। পৃ. ৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অবস্থা : বৈমাত্রেয়া বোন মাত্র একজন হলে পাবে $\frac{১}{২}$ অংশ। যেমন – রহিম এক বৈমাত্রেয়া বোন এবং চাচা রেখে মারা গেল।

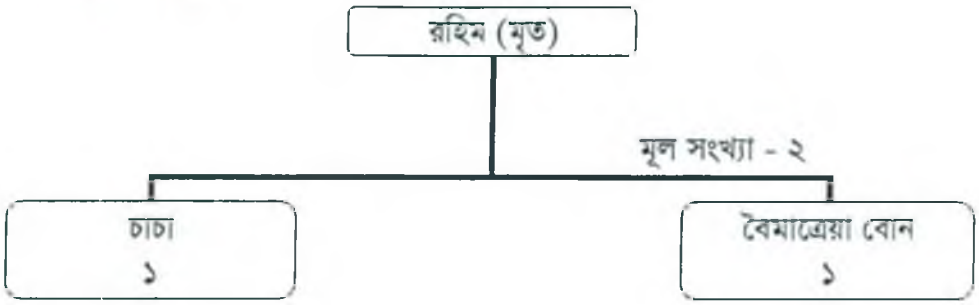

এমতাবস্থায়, বৈমাত্রেয়া বোন পাবে $\frac{১}{২}$ অংশ এবং চাচা পাবে $\frac{১}{২}$ অংশ।

দ্বিতীয় অবস্থা : বৈমাত্রেয়া বোন দুই বা ততোধিক হলে এবং মৃত ব্যক্তির কোন সহোদর বোন না থাকলে, বৈমাত্রেয়া বোনগণ সবাই মিলে $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবে এবং প্রত্যেকের অংশের পরিমাণ সমান হবে। যেমন – হালিম দুইজন বৈমাত্রেয়া বোন এবং একজন চাচা রেখে মারা গেল।

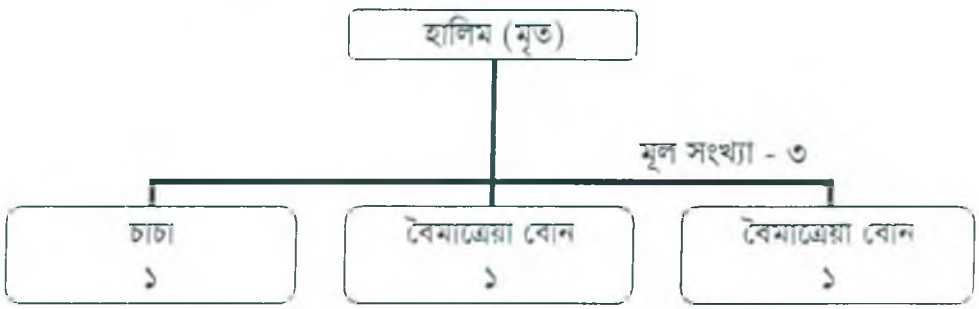

এমতাবস্থায়, প্রত্যেক বৈমাত্রেয়া বোন পাবে $\frac{১}{৩}$ অংশ হারে এবং চাচা পাবে $\frac{১}{৩}$ অংশ।

তৃতীয় অবস্থা : মৃত ব্যক্তির একজন সহোদর বোন থাকলে এবং সেই সাথে বৈমাত্রেয়া বোন এক বা ততোধিক থাকলে, বৈমাত্রেয়া বোনগণ পাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ। যেমন – কাশেম একজন সহোদর বোন, একজন বৈমাত্রেয়া বোন এবং চাচা রেখে মারা গেল।

Dhaka University Institutional Repository

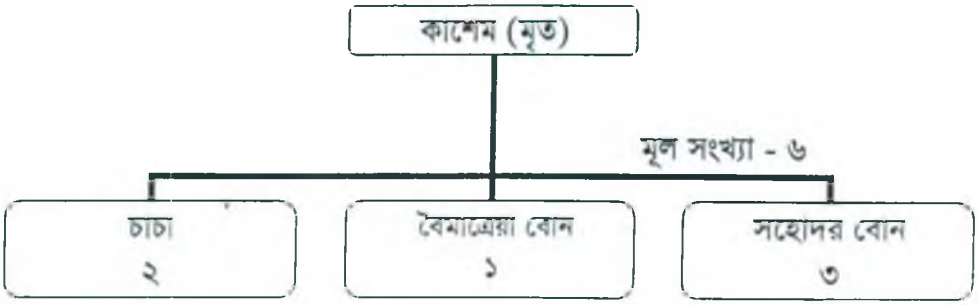

এমতাবস্থায়, সহোদর বোন পাবে $\frac{৩}{৬}$ অংশ, বৈমাত্রেয়া বোন পাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ এবং চাচা পাবে $\frac{২}{৬}$ অংশ।

চুতর্থ অবস্থা : মৃত ব্যক্তির দুই বা ততোধিক সহোদর বোন থাকলে, বৈমাত্রেয়া বোনগণ কোন অংশ পাবে না। কারণ সহোদর বোন আত্মীয়তার দিক দিয়ে অধিক নিকটবর্তী। যেমন – লাল মিয়া দুইজন সহোদর বোন, একজন বৈমাত্রেয়া বোন এবং চাচা রেখে মারা গেল।

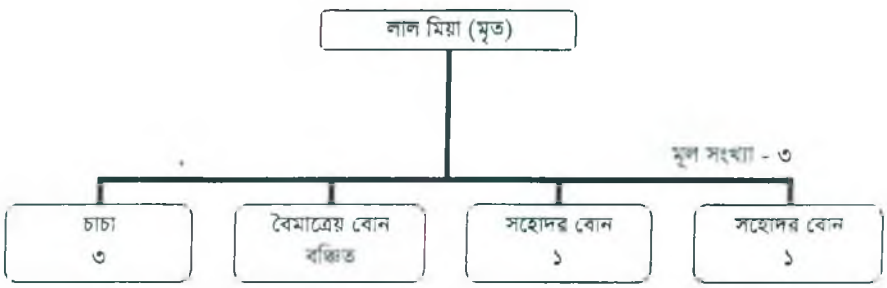

এমতাবস্থায়, প্রত্যেক সহোদর বোন পাবে $\frac{১}{৩}$ অংশ হারে এবং চাচা পাবে $\frac{১}{৩}$ অংশ।

পঞ্চম অবস্থা : দুই বা ততোধিক সহোদর বোনের বর্তমানে বৈমাত্রেয়া বোনের সঙ্গে যদি বৈমাত্রেয়া ভাই থাকে, তাহলে সে বোনদেরকে আসাবা করে দিবে। অর্থাৎ সহোদর বোনগণ তাদের $\frac{২}{৩}$ অংশ নেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা বৈমাত্রেয়া ভাইবোনগণ পাবে এবং বোনের দ্বিগুণ হিসেবে ভাই পাবে। যেমন – কালু মিয়া দুইজন সহোদর বোন, একজন বৈমাত্রেয়া বোন এবং একজন বৈমাত্রেয় ভাই রেখে মারা গেল।

Dhaka University Institutional Repository

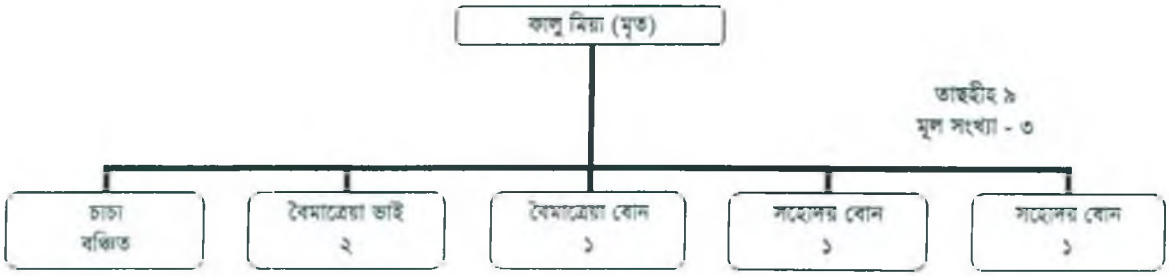

এমতাবস্থায়, সহোদর বোন পাবে $\frac{৩}{৯}$ অংশ হারে, বৈমাত্রেয়া বোন পাবে $\frac{১}{৯}$ অংশ, বৈমাত্রেয় ভাই পাবে $\frac{২}{৯}$ অংশ এবং চাচা বঞ্চিত হবে।

ষষ্ঠ অবস্থা : মৃত ব্যক্তির কন্যা বা পৌত্রী বর্তমান থাকলে বৈমাত্রেয়া বোনগণ আসাবা হবে। অর্থাৎ কন্যা বা পৌত্রীগণ তাদের অংশ নেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা বৈমাত্রেয়া বোনগণ পাবে। যেমন – বাসেদ সাহেব এক কন্যা, এক পৌত্রী এবং দুইজন বৈমাত্রেয়া বোন রেখে মারা গেলেন।

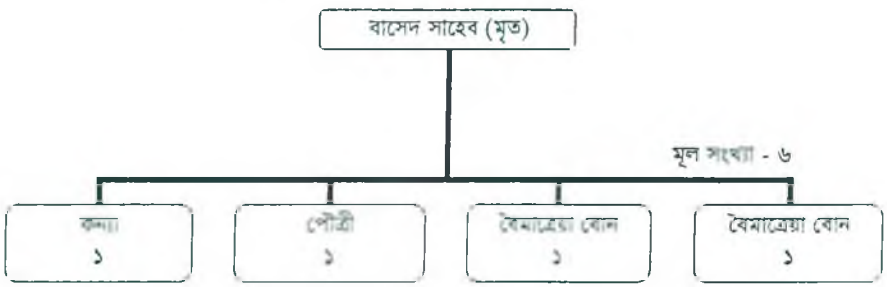

এমতাবস্থায়, কন্যা পাবে $\frac{৩}{৬}$ অংশ, পৌত্রী পাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ এবং প্রত্যেক বৈমাত্রেয়া বোন পাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ হারে।

সপ্তম অবস্থা : মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র বা তাদের অধঃস্তন, পিতা এবং দাদা জীবিত থাকলে বৈমাত্রেয়া বোনগণ কোন অংশ পাবে না। এ বিধান শুধুমাত্র বৈমাত্রেয়া বোনের ক্ষেত্রেই নয় বরং সহোদর বোনদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এছাড়া সহোদর বোন যখন কন্যা বা পুত্রের কন্যার সাথে আসাবা হয়, তখনও বৈমাত্রেয়া বোনগণ কোন অংশ পাবে না। কারণ তারা আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক দিয়ে অধিক নিকটবর্তী। এ স্থলে শুধুমাত্র একটি উদাহরণ দেয়া হল। যেমন – শহিদ সাহেব এক কন্যা, স্ত্রী, পিতা এবং একজন বৈমাত্রেয়া বোন রেখে মারা গেলেন।

Dhaka University Institutional Repository

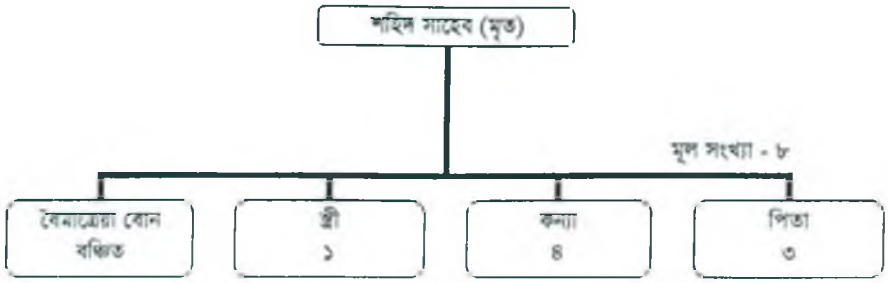

এমতাবস্থায়, স্ত্রী পাবে $\frac{১}{৮}$ অংশ, কন্যা পাবে $\frac{৪}{৮}$ অংশ এবং পিতা পাবে $\frac{৩}{৮}$ অংশ। বৈমাত্রেয়া বোন এক্ষেত্রে বঞ্চিত হবে।

* মৃত ব্যক্তির বৈমাত্রেয়া বোনগণ ব্যতীত যদি অন্য কোন ওয়ারিশ না থাকে তাহলে সমস্ত সম্পত্তি বৈমাত্রেয়া বোনগণের প্রতি রদ্দ হবে। অর্থাৎ বৈমাত্রেয়া বোনগণ সমস্ত সম্পত্তির উত্তরধিকারিণী হবে।

বৈপিত্রেয়া বোনের অধিকার : বৈপিত্রেয়া ভাইয়ের ন্যায় বোনের তিন অবস্থা।[১১৬] যথা :

প্রথম অবস্থা : বৈপিত্রেয়া বোন যদি মাত্র একজন হয় তাহলে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে। যেমন – মালেক মিয়া তার মা, চাচা এবং বৈপিত্রেয়া বোন রেখে মৃত্যুবরণ করল।

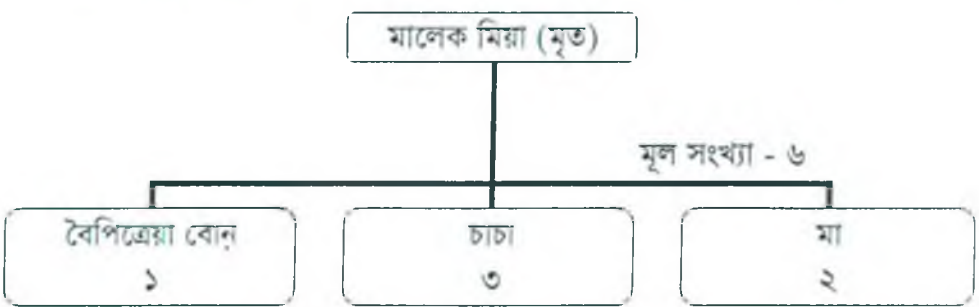

এমতাবস্থায় মা পাবে $\frac{২}{৬}$ অংশ, বৈমাত্রেয়া বোন পাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ এবং চাচা পাবে $\frac{৩}{৬}$ অংশ।

দ্বিতীয় অবস্থা : বৈপিত্রেয়া বোন দুই বা ততোধিক হলে কিংবা বৈপিত্রেয়া বোনের সাথে বৈপিত্রেয়া ভাই থাকলে সবাই মিলে $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবে এবং উক্ত অংশ ভাইবোন সকলেই নিজেদের মধ্যে সমান সমান ভাবে ভাগ করে নিবে। বৈপিত্রেয়া ভাই বোনের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সকলের অংশই সমান। যেমন – খালেক মিয়া মা, দুইজন বৈপিত্রেয়া বোন, একজন বৈপিত্রেয় ভাই এবং চাচা রেখে মারা গেল।

---

[১১৬] মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান, ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ, আর.আই.এস. পাবলিকেশন্স, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৯৫। পৃ. ৭০।

Dhaka University Institutional Repository

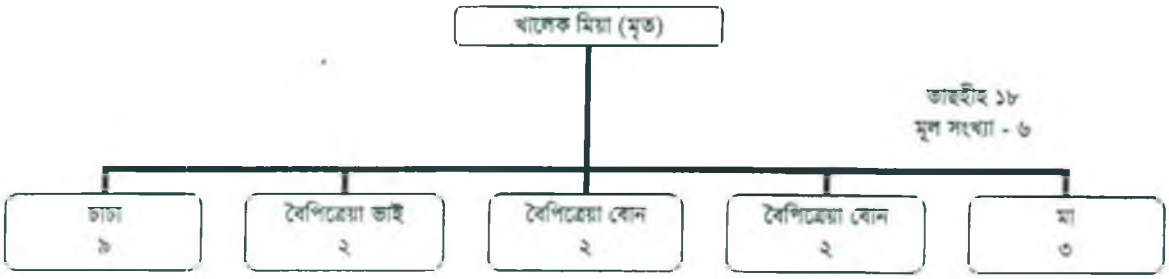

এমতাবস্থায়, মা পাবেন $\frac{৩}{১৮}$ অংশ, বৈপিত্রের ভাই পাবে $\frac{২}{১৮}$ অংশ, প্রত্যেক বৈপিত্রেয়া বোন পাবে $\frac{২}{১৮}$ অংশ করে এবং চাচা পাবেন $\frac{৯}{১৮}$ অংশ।

তৃতীয় অবস্থা : মৃত ব্যক্তির পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী এবং তনিম্নের কেউ জীবিত থাকলে কিংবা পিতা বা দাদা বর্তমান থাকলে বৈপিত্রেয়া বোন কোন অংশ পাবে না। যেমন – কাশেম স্ত্রী, কন্যা, বৈপিত্রেয়া বোন এবং পিতা রেখে মারা গেল।

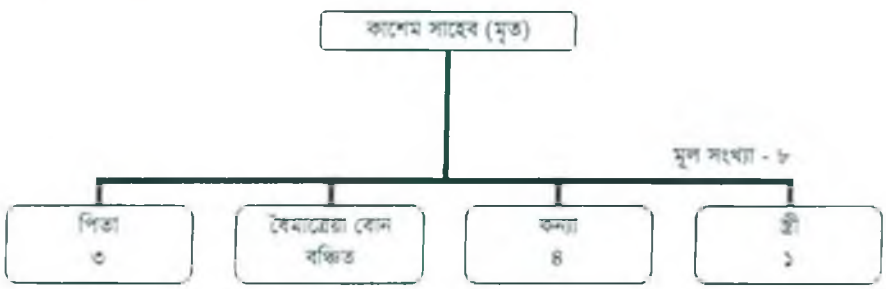

এমতাবস্থায়, স্ত্রী পাবে $\frac{১}{৮}$ অংশ, কন্যা পাবে $\frac{৪}{৮}$ অংশ, পিতা পাবেন $\frac{৩}{৮}$ অংশ এবং বৈপিত্রেয়া বোন বঞ্চিত হবে।

* বৈপিত্রেয়া বোন ব্যতীত যদি অন্য কোন ওয়ারিশ না থাকে তাহলে মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তি বৈপিত্রেয়া বোনগণই পাবে।

মূল্যায়ন : উপরোক্ত অলোচনায় দেখা যাচ্ছে, তিন ধরনের বোনদেরকেই যাবিল ফুরুজের অন্তর্ভুক্ত করে তাদের অংশের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু ভাইদেরকে আসাবা হিসেবেই রাখা হয়েছে। ভাইদের মধ্যে শুধুমাত্র বৈপিত্রেয় ভাইকে যাবিল ফুরুজের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা মাতৃত্বের মর্যাদাকে প্রাধান্য দেয়ার ইঙ্গিত বহন করে। ভাইদের অংশ নির্দিষ্ট না করে বোনদের অংশ নির্দিষ্ট করে দেয়া কী নারীর অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা নয়? নারী মুক্তি ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার তথাকথিত দাবীদারগণকে

Dhaka University Institutional Repository

অনুরোধ করব, ইসলামের প্রতি বিদ্বেষী না হয়ে ইসলামকে ভালভাবে জানার এবং বুঝার চেষ্টা করুন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামই দিয়েছে নারীদের ন্যায্য অধিকার।

মাতার অধিকার : মৃত ব্যক্তি অর্থাৎ সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ পাওয়ার ব্যাপারে মাতার তিন অবস্থা।[১১৭] যথা :

প্রথম অবস্থা : মৃত ব্যক্তির যদি কোন সন্তান বা পুত্রের সন্তান বা তনিম্নের কেউ জীবিত থাকে অথবা যে কোন প্রকারের (সহোদর, বৈপিত্রেয়, বৈমাত্রেয়) দুই বা ততোধিক ভাই বা বোন থাকে, তাহলে মাতা $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে। যেমন – রহমত আলী দুই পুত্র, এক মেয়ে এবং মা জীবিত রেখে মারা গেল।

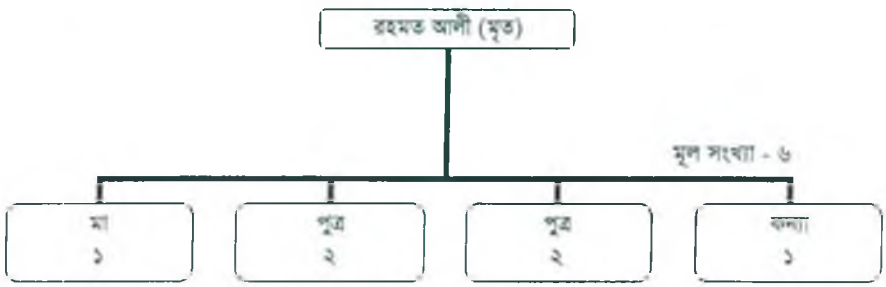

এমতাবস্থায়, মা পাবেন $\frac{১}{৬}$ অংশ, কন্যা পাবে $\frac{১}{৬}$ অংশ এবং প্রত্যেক পুত্র পাবে $\frac{২}{৬}$ অংশ হারে।

দ্বিতীয় অবস্থা : মৃত ব্যক্তির যদি পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী বা তনিম্নের কেউই না থাকে কিংবা তিন প্রকার ভাইবোনের মধ্যে হতে কমপক্ষে দুইজন না থাকে, তাহলে মাতা $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবেন। যেমন – কালু মিয়া পিতা এবং মাতা রেখে মারা গেল।

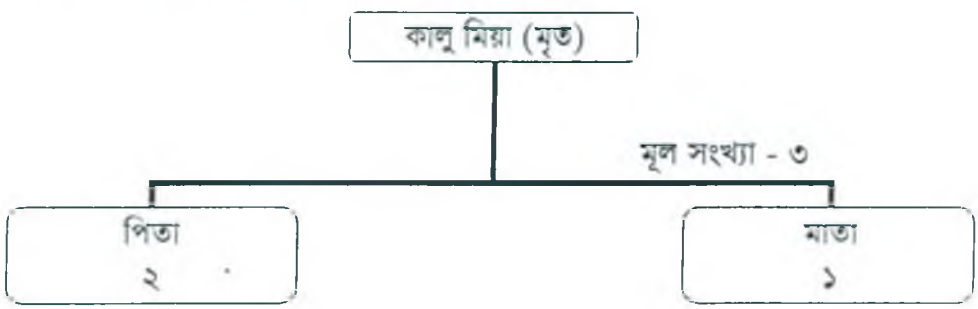

এমতাবস্থায়, পিতা পাবেন $\frac{২}{৩}$ অংশ এবং মাতা পাবেন $\frac{১}{৩}$ অংশ।

---

[১১৭] মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান, ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ, আর.আই.এস. পাবলিকেশন্স, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৯৫। পৃ. ৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অবস্থা : মৃত ব্যক্তির পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী বা তনিম্নের কেউ যদি না থাকে কিংবা যে কোন প্রকারের দুই বা ততোধিক ভাইবোনও না থাকে, কিন্তু পিতামাতা জীবিত থাকে – তাহলে মৃত ব্যক্তি পুরুষ হলে স্ত্রীর অংশ দেয়ার পর এবং মৃত ব্যক্তি নারী হলে স্বামীর অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবেন মাতা। মৃত ব্যক্তির পিতার স্থলে যদি দাদা জীবিত থাকেন তাহলে ইমাম আবু হানিফা (রঃ)এর মতে মাতা সমস্ত সম্পত্তির $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবেন। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) এর মতে এ অবস্থায়ও মাতা অবশিষ্ট সম্পত্তির $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবেন। নিম্নে মাত্র একটি উদাহরণ পেশ করা হলো। আহাদ সাহেব স্ত্রী, মাতা এবং দাদা রেখে মারা গেলেন।

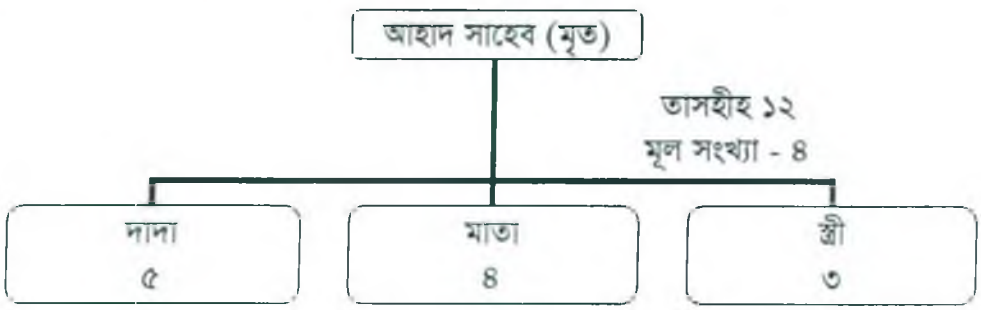

এমতাবস্থায়, স্ত্রী পাবে $\frac{৩}{১২}$ অংশ, মাতা পাবেন $\frac{৪}{১২}$ অংশ (ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মতে) এবং দাদা পাবেন $\frac{৫}{১২}$ অংশ।

* মৃত ব্যক্তির মাতা ব্যতীত যদি আর কোন ওয়ারিশ না থাকে, তাহলে সমস্ত সম্পত্তি মাতার প্রতি রদ্দ করতে হবে। অর্থাৎ মাতাই সমস্ত সম্পত্তি পাবেন।

জ. ইসলামে স্ত্রী হিসেবে নারীর মোহরানার অধিকার :

দেনমোহর নারীদের একটি অর্থনৈতিক অধিকার। ইসলাম মোহরকে স্ত্রীর যৌনাঙ্গ হালাল হওয়ার 'বিনিময়' বলে ঘোষণা করেছে। নারীর মোহরানা সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেন :

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (٢٤)

Dhaka University Institutional Repository

'এদের ছাড়া বাকি সমস্ত মহিলাকে অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে লাভ করা তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে হবে, অবাধ যৌন লালসা তৃপ্ত করতে পারবে না। তারপর যে দাম্পত্য জীবনের স্বাদ তোমরা তাদের মাধ্যমে গ্রহণ করো, তার ফলে তাদের মোহরানা ফরয হিসেবে আদায় করো।'[১১৮]

মহান আল্লাহ তা'য়ালা আরও বর্ণনা করেন :

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً (٤)

'মনের সন্তোষ সহকারে স্ত্রীদের মোহরানা পরিশোধ করে দাও।'[১১৯]

সাধ্যের মধ্যে মোহরানা পরিশোধের জন্য রাসূল সা. পরামর্শ দিয়েছেন। একজন গরীব সাহাবীকে রাসূল সা. বলেছেন, 'মোহরানা বাবৎ তাকে কিছু দিতে চেষ্টা কর, যা তোমার জানা আছে তা স্ত্রীকে শিক্ষা দেবে, এরই বিনিময়ে আমি মেয়েটিকে তোমার নিকট বিয়ে দিলাম।' রাসূল সা. বলেছেন, 'সর্বোত্তম পরিমাণের মোহর হচ্ছে তা, যা পরিশোধ করা সহজসাধ্য।' তাই প্রতিটি নারীর মোহরানার অধিকার বা দাবী মিটানোর দায়িত্ব স্বামীর।

ঝ. ইসলামে নারীর ভরণ-পোষণ পাবার অধিকার :

দাম্পত্য জীবনে নারী স্বামী হতে ভরণ-পোষণের অধিকার অর্জন করে থাকে। নারী স্বামীর ঘর-সংসার পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সন্তান লালন-পালনের কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে সেজন্য তার ভরণ-পোষণের অধিকার অর্জিত হয়েছে।

ভরণ-পোষণ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেন :

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ
مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

'আর তাদেরকে খোরপোষ প্রদান কর, সচ্ছল ব্যক্তি তার সাধ্যানুযায়ী এবং অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি তার সাধ্যানুযায়ী ন্যায়সঙ্গতভাবে কিছু খরচপত্রের ব্যবস্থা করে। এ হলো সদাচারীদের দায়িত্ব।'[১২০]

---

১১৮ আল কুরআন, সুরা আন নিসা, আয়াত ২৪ (অংশবিশেষ)।
১১৯ আল কুরআন, সুরা আন নিসা, আয়াত ৪ (অংশবিশেষ)।
১২০ আল কুরআন, সুরা আল বাকারা, আয়াত-২৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

ভরণ-পোষণ প্রদানের ব্যাপারে রাসূল সা. অত্যাধিক গুরুত্ব প্রদান করে বলেন, 'যখন আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের কাউকে ধন-সম্পদ দান করেন তখন সে যেন প্রথমে তাঁর নিজের ও তার পরিবারের জন্য খরচ করে।'[১২১]

রাসূল সা. আরো বলেন, 'তাকে খাওয়াবে যখন তুমি খাবে। তাকে পরাবে যখন তুমি পরবে।'[১২২]

ঞ. পরিবার গঠনে নারীর অধিকার :

পুরুষ ও নারী সম্মিলিত প্রয়াস ছাড়া পরিবার গঠন করা যায় না। জীবনের শূন্যতা ও অসম্পূর্ণতা পরিপূরণের লক্ষ্যে পরিবার গঠনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সমাজ ও জাতীয় জীবনের কল্যাণ লাভের ওপর সম্পৃক্ত সুন্দর ও সুস্থ পরিবার। পরিবারের মাধ্যমে পুরুষ ও স্ত্রীর শান্তি, সুখ, তৃপ্তি, নিশ্চিন্ততা ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভই সুনিশ্চিত হয়। এখানে নর ও নারী উভয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আদিকাল থেকে পৃথিবীতে কোন না কোন ভাবে পারিবারিক ব্যবস্থা চালু ছিল। অতীতের সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের জীবনে ও সময়কালে পরিবারের সন্ধান পাওয়া যায়।

মহান আল্লাহ আদম আ. ও বিবি হাওয়াকে সৃষ্টির পর জান্নাতে থাকতে বলেছেন। যেমন : আল্লাহর বাণী :

وَيَٰٓـَٔادَمُ ٱسۡكُنۡ أَنتَ وَزَوۡجُكَ ٱلۡجَنَّةَ فَكُلَا مِنۡ حَيۡثُ شِئۡتُمَا وَلَا تَقۡرَبَا
هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٩﴾

'হে আদম তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং সেখান থেকে যা ইচ্ছা খাও।'[১২৩]

এখানে পারিবারিক জীবনে ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস ও জীবন ধারণই পারিবারিক জীবনের প্রাথমিক কাজ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বর্ণনা করেন :

---

১২১ ওলীউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ, মিসকাতুল মাসাবীহ, আসাহুল মাতাবি, দেওবন্দ, হিন্দ। হাদীস নং - ৪০৩৪।
১২২ প্রাগুক্ত, হাদীস নং - ৪০২০।
১২৩ আল কুরআন, সুরা আল আরাফ, আয়াত ১৯ (অংশবিশেষ)।

Dhaka University Institutional Repository

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۢ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَـٰمِ بُيُوتًا
تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا
وَأَشْعَارِهَآ أَثَـٰثًا وَمَتَـٰعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٨٠﴾

'আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের বাড়ি ঘরে নিশ্চিন্তে নিরাপদে বসবাসের শান্তিপূর্ণ আবাস স্থল বানিয়ে দিয়েছেন।'[১২৪]

এভাবে মুসলিম সমাজ জীবনে গড়ে ওঠে পবিত্র পারিবারিক ব্যবস্থা।

তবে সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে। তাই রমণীকে রমন করার কোন অধিকার নেই পুরুষের। এ সংসদে পুরুষ ও নারীর যৌথ পরামর্শ, আলাপ-আলোচনা, মানবিক গুণাবলী ইত্যাদি দ্বারা এর সার্বভৌমত্ব বিকাশ লাভ করতে হবে। তবে পরিবার গঠনে নারীর অনেক অধিকার রয়েছে যা পুরুষের একচেটিয়া প্রভাবের কারণে স্ত্রী অবহেলিত হয়। নারী-পুরুষের ভালবাসা, সাহচর্য, মতৈক্য, মৈত্রীবন্ধন, মতবাদ ও বিশ্বাসের প্রতি প্রেম ও সহানুভূতিশীল মনোভাব প্রদর্শন করা অপরিহার্য। নারীর এ অধিকারকে মর্যাদায় রূপান্তর করার তাগিদ দেয়া হয়েছে পবিত্র কুরআনে। এ পরিবারে সঞ্চিত আছে নরের জন্য নারীর ভালবাসা। নারীর জন্য নরের প্রেম, সুনামের জন্য স্নেহ ও আল্লাহর প্রকৃত বান্দা তৈরী করার আগ্রহবোধ এবং দেশ বা রাষ্ট্রের উন্নয়নের চালিকা শক্তি। নারীই প্রকৃত সহযাত্রী, একান্ত নির্ভরযোগ্য ও পরম সান্ত্বনা বিধায়ক আশ্রয়। আজীবন ও বন্ধনের সহযোগেই নারী ও পুরুষের জীবন সার্থক হতে পারে প্রেম, ভালবাসা, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা প্রভৃতি থেকে বঞ্চিত করার কোন সুযোগ নেই।

স্ত্রীদেরকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলা এবং জুলুম অত্যাচার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নারীদেরকে মারধর করা, গালাগাল করাও পুরুষদের জন্য অবৈধ কর্মকাণ্ড। পুরুষদের জন্য স্ত্রীর প্রতি ভালো ব্যবহার ঈমানের লক্ষ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে পবিত্র কুরআনে। উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক উপহার বিনিময়ের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনকে সুখময় করার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। স্ত্রীর গোপন কথা প্রকাশ না করা, স্ত্রীর খোরপোষ সরবরাহ করা, গুরুতর বিষয়ে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ প্রদান, দেন মোহর পরিশোধ, পুরুষদের উপর নির্দেশ রয়েছে। কারণ সংসার জীবনে নারীর জ্ঞান-বুদ্ধি, কর্মক্ষমতা, কর্মবন্টনের বৈধ নীতিমালাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই পুরুষদের।

রাসূল সা. বলেছেন, 'স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল, তাকে এ ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।'[১২৫]

---

১২৪ আল কুরআন, সুরা আন নাহল, আয়াত ৮০ (অংশবিশেষ)।

১২৫ সহীহ বুখারী, বিবাহ অধ্যায়, তোমরা তোমাদের পরিবারকে জান্নানামের আগুন থেকে বাঁচাও অনুচ্ছেদ, ১০ খণ্ড, পৃ. ২৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

'স্ত্রীরা হল তার স্বামীর ঘরের পরিচালিকা, রক্ষণাবেক্ষণকারী, কর্ত্রী।' তাকে এ কর্তব্য ও দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার ক্ষেত্রে সৃষ্টি করে দিতে হবে পুরুষদের। অপরদিকে স্ত্রীরা তাদের মর্যাদাকে সংরক্ষণ করার জন্য স্বামীর প্রতি কোন বৈষম্যমূলক আচরণ করার বিধান নেই। স্বামীকে অভ্যার্থনা করার নিয়ম রয়েছে। স্বামীর গুণের স্বীকৃতি স্ত্রীদেরকে দিতে হবে। যৌন মিলনের দাবী উভয়ের সম্মতির মাধ্যমে পূরণের অধিকার দু' জনারই রয়েছে। উভয়কে আল্লাহর ইবাদত আদায়ে পারস্পরিকভাবে সহযোগিতা করার মধ্যে অধিকার ও মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে আদায় করা হয়। কুরআন স্ত্রীকে পুরুষের দাসী বা বাদী বানিয়ে দেয়নি। তাদের দূরদর্শিতা, জ্ঞান ও বিচক্ষণতার অধিকারী হিসেবে দু'জনের চিন্তা চেতনার ফসল হবে পরিবারের সুখ ও শান্তি। স্ত্রী স্বামীর সন্তুষ্টি বিধান ও তার অনুগত থাকার স্বাধীনতাকে বিপণ্ন করার কোন সুযোগ নেই। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া, রমজানের এক মাস রোযা রাখা, যৌন অঙ্গের পবিত্রতা পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করা, পর্দা মেনে চলা, সত্য কথা বলা, মিথ্যার আশ্রয় না নেয়া, স্বামীকে বিপথ থেকে ফিরিয়ে আনা সম্পর্কীয় কর্মকাণ্ড, নিজের ও স্বাধীন ধন সম্পদে স্ত্রীর অধিকার ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত করা তথা বারণ করতে পারবে না কোন পুরুষ। পরিবারে তার যে স্বাধীনতা রয়েছে তা নিরঙ্কুশভাবে কার্যকর করার জন্য তাকে সহযোগিতা করার মধ্যেই নারীর মর্যাদা আরো উন্নত হয়। বস্তুত,পরিবার গঠনে নারীর যে অধিকার ও মর্যাদা তা পুরোপুরিভাবে পুরুষকে আদায় করতে হবে।[১২৬]

ট. ইসলামে নারীর পরামর্শ, মতামত ও স্বীকৃতির গুরুত্ব :

ইসলাম নারীদের স্বীকৃতি, মতামত, অভিযোগকে সব সময়ই গুরুত্ব দেয়। কোরআনের ৫৮ নং সূরার প্রথম কয়েক আয়াত রাসূল সা.-এর কাছে একজন মহিলার আনীত অভিযোগ প্রসঙ্গে নাজিল হয়। আল্লাহ সেই মহিলার কথা শুনেছেন ও গ্রহণ করেছেন।

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَـٰدِلُكَ فِى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ
يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ ۝١

'আল্লাহ অবশ্যই সেই মহিলার কথা শুনেছেন যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার কাছে কাকুতি মিনতি করেছে এবং আল্লাহর কাছে অভিযোগ করছে। আল্লাহ তোমাদের দু'জনের কথা শুনেছেন তিনি সবকিছু শুনেন ও দেখে থাকেন।'[১২৭].

---

১২৬ মুহাম্মদ তাহের হোসেন, ইসলামে নারী, হুদ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০০০, ঢাকা। পৃ. ১০৩।
১২৭ আল কুরআন, সূরা আল মুজাদালাহ, আয়াত ১।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া সম্পদ বন্টন সংক্রান্ত আলোচনা কোরআনে নাজিল হয়েছিল এক মহিলার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে।

মহানবী সা. তার রাজনৈতিক জীবনের যে কোন জটিল মুহূর্তে তাঁর সহধর্মিনীদের পরামর্শ নিতেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির পরমুহূর্তে সন্ধির শর্তকে নিয়ে যখন সাহবারা মনক্ষুণ্ন, রাসূলের আনুগত্যে উদাসীন, তখন তিনি তাদের কুরবানী করে মাথা মুণ্ডন করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু কেউই যেন তার নির্দেশ শুনছিল না। মহানবী তাঁর সহধর্মিনী উম্মে সালমার নিকট পরামর্শ চাইলেন। তিনি নবীকে সা. নিজেই নিজের কুরবানী করে মাথা মুণ্ডন করার পরামর্শ দিলেন। নবীজী তাই করলেন। তারপর সাহাবারা একে একে আনুগত্য করলেন।

খোলাফায়ে রাশেদার যুগেও মেয়েরা তাদের সামাজিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং কেউ একথা বলেননি যে নারী হওয়ার কারণে তারা কম গুরুত্বপূর্ণ। হযরত ওমর র. যখন মোহরানা সীমিত করে দিতে চাইলেন তখন একজন মহিলা কোরআনের আলোকে এর বিরোধিতা করেন। ওমর র. মহিলার কথা মেনে নেন এবং বিরত থাকেন। নারী বলে তিনি তাকে অবজ্ঞা করেননি। বরং রাষ্ট্রীয় পলিসি নির্ধারণে তার ভূমিকাকে সম্মান দেখিয়েছেন।

হযরত ওসমান র.-এর সময় হযরত আয়েশা র. সরকারের কঠোর সমালোচনা করতেন। তখন কেউ বলেননি নারী হওয়ার কারণে তিনি এ অধিকার সংরক্ষণ করেন না। একবার ওসমান র.-এর স্ত্রী রাজনৈতিক বিষয়ে বলতে চাইলে তার একজন সহযোগী বাধা দিলে তিনি বলেন, 'তাকে বলতে দাও' সে তার উপদেশ প্রদানে তোমার চেয়েও আন্তরিক।

ঠ. সাক্ষী ও বিচারক হিসেবে নারী :

পবিত্র কুরআনের সাত জায়গায় আল্লাহ তা'য়ালা সাক্ষ্য সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে এক জায়গায় আর্থিক বিষয়ে দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুই জন নারীর কথা বলা হয়েছে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেন :

فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ
تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ

Dhaka University Institutional Repository

'তারপর নিজেদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুই ব্যক্তিকে তার সাক্ষী রাখো। আর যদি দুজন পুরুষ না পাওয়া যায় তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষী হবে, যাতে একজন ভুলে গেলে অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে।'[১২৮]

সাক্ষ্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেন :

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ
فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٦

وَٱلْخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ۝٧

وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ
إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ۝٨

'আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের অভিযোগ দেয় এবং তাদের কাছে তারা নিজেরা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন সাক্ষী থাকে না, তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য হচ্ছে – চার বার আল্লাহর নামে কসম খেয়ে সাক্ষ্য দেবে যে, সে সত্যবাদী এবং পঞ্চম বার বলবে তার প্রতি আল্লাহ লা'নত হোক যদি সে মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে। আর স্ত্রীর শাস্তি এভাবে রহিত পারে যদি সে চারবার আল্লাহ্‌র নামে কসম খেয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, এ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে, তার নিজের উপর আল্লাহর গযব নেমে আসুক যদি এ ব্যক্তি সত্যবাদী হয়।'[১২৯]

অন্য এক স্থানে দেখা যায় নারীর সাক্ষ্য পুরুষের সমান মানের। এ ছাড়া বাকি ৫ জায়গায় নারী-পুরুষ নির্ধারণ করে কিছু বলা হয়নি। আর্থিক লেনদেন ও চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে একজন পুরুষের সাক্ষ্য দুইজন নারীর সাক্ষ্যের সমান – এর অর্থ এই নয় যে নারীর মান পুরুষের অর্ধেক। মনে রাখতে হবে তখন মেয়েরা আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে বেশী জড়িত হতেন না। এখানে এমন বলা হয়নি যে, তাদের স্মরণ শক্তি কম। বরং সাংসারিক ব্যস্ততায় আর্থিক চুক্তির ধারাগুলো সব মনে না থাকাই স্বাভাবিক।[১৩০]

---

১২৮ আল কুরআন, সূরা আল বাকারাহ, আয়াত ২৮২ (অংশ)।
১২৯ আল কুরআন, সূরা আন নুর, আয়াত ৬-৮।
১৩০ ইসলাম ও নারীর সামাজিক অধিকার, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১৯ জুলাই, ২০০৫, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

যেহেতু নারীদের সাক্ষ্য দেয়ার অধিকার আছে, সেহেতু নারীরা বিচারকও হতে পারেন। এ ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনে কোন বিরোধিতা করা হয়নি। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, মহিলারা পুরুষের তুলনায় বেশী আবেগপ্রবণ। আল্লাহ তাদেরকে শিশুদের যত্ন ও পরিবার পরিচর্যার জন্য আবেগপ্রবণ করে সৃষ্টি করেছেন। আর এ আবেগপ্রবণতা পরিপূর্ণ সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়ে অপূর্ণ চেতনার প্রতি ধাবিত করে। এজন্য আদালতে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে অনেকাংশে ভুলে যায়। উক্ত আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে, 'একজন ভুল করলে তাদের আরেকজন স্মরণ করিয়ে দেবে।[১৩১]

আর এখানে ভুল করার অর্থ হলো ভুলে যাওয়া। তাই একজন অন্যজনকে মনে করিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মেয়েলি সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে। মহিলাদের সাক্ষ্য রায়ের জন্য পরিপূর্ণ সাক্ষ্য হিসেবে গণ্য হয়। যেমন : সন্তানের পিতৃত্ব নির্ধারণে শুধুমাত্র নারীর সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য এবং দুধ পান সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে। ব্যভিচারের ক্ষেত্রে সচেতন নিরীক্ষণ অপরিহার্য বলেই সাক্ষ্য গ্রহণের সময় একজন বা দুইজন পুরুষে সাক্ষ্য যথেষ্ট নয়, বরং ৪ জন সাক্ষী অবশ্যই প্রয়োজন।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেন :

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ

'যারা সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে।[১৩২]

তাই আদালতে ন্যায়পরায়ণতার সংরক্ষণের জন্য মহিলার সাক্ষ্য পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক গ্রহণ করাতে কুরআনের বিধান সমালোচিত হতে পারে না। বিশেষ করে পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ের প্রতি কঠোর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছে, যাতে কারো অধিকার ক্ষুণ্ন না হয়।

---

১৩১ ইসলাম ও নারীর সামাজিক অধিকার, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১৯ জুলাই, ২০০৫, ঢাকা।

১৩২ আল কুরআন, সূরা আন নূর, আয়াত ৪।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

অন্যান্য ধর্মে নারীর অবস্থান

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইহুদী ধর্মে নারীর অবস্থান :

ইহুদী ধর্মে নারী হলো সমস্ত পাপের মূল। তাওরাতে বলা হয়েছে, 'স্ত্রীলোক মৃত্যুর চেয়েও মারাত্মক। আল্লাহর কাছে যে ব্যক্তি সৎ, সে স্ত্রীলোকের কবল থেকে আত্মরক্ষা করে থাকে। এক হাজার জনের মধ্যে এরকম পুরুষ মাত্র একজন পাওয়া যাবে। কিন্তু হাজার জনের মধ্যে একজন স্ত্রীলোকও সৎ পাওয়া যাবে না। নারীকে তারা দাসীর মর্যাদা দিত। মেয়েকে বিক্রি করে দেয়া পিতার কোন অপরাধ ছিল না। 'পুরুষ সৎ স্বভাববিশিষ্ট ও সৎ কর্মশীল এবং নারী বদস্বভাব বিশিষ্ট ও ভণ্ড' – এ ছিল তাদের বিশ্বাস। কেবল পুত্র সন্তান না থাকলেই মেয়ে সন্তান পিতা-মাতার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার হবে।[১৩৩]

তাওরাতে আছে, 'আইয়ুবের স্ত্রীদের ন্যায় সুন্দরী নারী পৃথিবীতে আর কোথাও ছিল না। তাদের পিতা তাদের ভাইদের সাথে তাদের উত্তরাধিকারের অংশ দিয়েছে।' অর্থাৎ একাধিক ভাই থাকলে বোন উত্তরাধিকার পাবে। একজন ভাই থাকলে বোন পিতার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। কোন পুত্র-সন্তান না থাকলে কন্যা সন্তান পিতার সম্পত্তির অংশীদার। কিন্তু শর্ত হলো যে, সে নিজ গোত্র ছাড়া অন্য গোত্রের কাউকে বিয়ে করতে পারবে না এবং নিজ সম্পদ অন্য কারো কাছে হস্তান্তর করতে পারবে না। মেয়ের পণ নেয়ার ক্ষমতা পিতার হাতে। তারা যত ইচ্ছা বিয়ে করতে ও রক্ষিতা রাখতে পারে।

ইহুদী সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে লণ্ডনের কমিশনারের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় :

'ইহুদী সমাজে বিবাহ ছিল ব্যক্তিগত ব্যাপার। এজন্য রাষ্ট্র ও ধর্মের প্রয়োজন ছিল না। বাস্তবে ইহা ছিল এক প্রকার ব্যবসা এবং যৌতুকের গুরুত্ব ছিল খুব বেশী।'[১৩৪]

এ ছাড়াও Dictionary of the Bible-এ ইহুদী ধর্মের বিয়ে সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় :

'Polygamy meets us a fact : eg. Abraham, Jacab, The Judges, David, Solomon ... ... In Deuteronomy (17 : 17) The king is warned not to multiply wives, later regulations fixed the number at eighteen for a king and four for an ordinary man.'

---

১৩৩ আবদুল খালেক, নারী, বীনি পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৯। পৃ. ৮।

134 Report of the commission, Marriage, Divorce and the Church, London, 1971, p-9.

Dhaka University Institutional Repository

'বহু বিবাহ প্রথা বাস্তব ও স্বাভাবিক বিষয়রূপে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হযরত ইব্রাহিম, ইয়াকুব, বিচারকরা, দাউদ, সুলাইমান আ. সকলেরই একাধিক স্ত্রী ছিল। যাত্রাপুস্তকে (১৭ : ১৭) রাজা বাদশাদেরকে বহু বিবাহ না করার জন্য সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল। পরবর্তী বিধানে নারীর সংখ্যা রাজাদের জন্য আঠার এবং সাধারণ পুরুষের জন্য চার জন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল।'[১৩৫]

পিতা-মাতাকে খুশি না রাখতে পারলে কন্যাকে এককালে প্রাণদণ্ড দেয়া হতো। দুই-তিন জনের সাক্ষ্য গ্রহণের পর ব্যভিচারিণী মহিলাকে পাথর মেরে হত্যা করা হতো ঠিকই; কিন্তু মেয়েদেরকে মাঠে ধর্ষণ করা হলেও ধর্ষককে শাস্তি দেওয়া হত না। ইহুদী ধর্মে নারীরা চিরন্তন অভিশপ্ত। নারীর কারণে পাপের সৃষ্টি হয়। তাই পুরুষের অপকর্মের জন্য নারীরা দায়ী। বাইবেলের পুরাতন নিয়মে লিপিবদ্ধ আছে যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম আ.-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'যে বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম, তুমি কি তাহার ফল ভোজন করিয়াছ?' তাহাতে আদম কহিলেন, 'তুমি আমার সঙ্গিনী করিয়া যে স্ত্রী দিয়াছ সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিয়াছিল। তাই আমি খাইয়াছি।'[১৩৬]

অতঃপর আল্লাহ হাওয়া আ.-কে বললেন, 'আমি তোমার গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করিবে এবং স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকিবে, ও সে তোমার উপর কর্তৃত্ব করিবে।'[১৩৭] অর্থাৎ হাওয়া আ. আদম আ.-কে পথভ্রষ্ট করার অপরাধে সন্তান প্রসবকালীন বেদনাভোগ করেন এবং তার উপর পুরুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই দর্শনের ভিত্তিতে ইহুদী শরীয়তে পুরুষের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব এতো বেশী যে, 'কোন স্ত্রীলোক যদি যৌবনকালে আপন পিতৃগৃহে বাস করার সময় সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে মানত করে ও ব্রত বন্ধনে আপনাকে বদ্ধ করে, সেই ব্রত বন্ধের কথা শুনে তাকে নিষেধ করে তবে তাকে কোন মানত দ্বারা সে আপন প্রাণকে বদ্ধ করেছে। সেই ব্রত বন্ধন স্থির থাকবে না। আর তার পিতার নিষেধ প্রযুক্ত সদাপ্রভু তাকে ক্ষমা করবে না। কারণ তাহার পিতা তাকে অনুমতি প্রদান করেন নাই। আর যদি সে কোন পুরুষের স্ত্রী হয়ে মানবের অধীনা হয়; কিংবা যা দ্বারা সে আপন প্রাণকে বদ্ধ করিয়াছে, ওষ্ঠ নির্গত এমন চপল বাক্যের অধীন হয় এবং যদি তাহার স্বামী তাহা শুনলে ও শ্রবণ করলে তাহাকে কিছু না বলে, তবে তার মানত স্থির থাকবে এবং যা দ্বারা সে আপন প্রাণকে বদ্ধ করেছে, সেই ব্রত বন্ধন স্থির থাকিবে। কিন্তু

---

১৩৫ James Hasting (Editor), Dictionary of the Bible, Revised Edition, Charles Scribner's Son, N.Y. 1963. p-624.

১৩৬ আদি পুস্তক, তৃতীয় অধ্যায়, শ্লোক : ১১।

১৩৭ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

যদি শ্রবণ দিনে তাহার স্বামী তাহাকে নিষেধ করে, তবে সে যে মানত করিয়াছে ও আপন ওষ্ঠ নির্গত যে চপল বাক্য দ্বারা আপন প্রাণকে বদ্ধ করিয়াছে, (স্বামী) তাহা ব্যর্থ করিয়াছে, আর সদাপ্রভু সেই স্ত্রীকে ক্ষমা করিবেন। স্ত্রীর প্রত্যেক মানত ও প্রাণকে দুঃখ দেবার প্রতিজ্ঞামুক্ত প্রত্যেক দিব্য তাহার স্বামী স্থির করিতেও পারে, তাহার স্বামী ব্যর্থ করিতেও পারে। পুরুষ ও স্ত্রীর বিষয়ে এবং যৌবনে পিতার গৃহে অবস্থানকালে কন্যার বিষয়ে সদাপ্রভু শোশিকে এই সকল আজ্ঞা করিলেন।[১৩৮]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : খ্রিস্টধর্মে নারীর অবস্থান

নারী যৌন সম্পর্ক সম্বন্ধে খ্রিস্ট ধর্মযাজকদের ধারণা চরম সীমা অতিক্রম করেছিল। নারীরা পাপের মূল উৎস এবং নরকের দ্বারস্বরূপ বিবেচিত হতো। খ্রিস্টধর্ম মতে সৃষ্টির প্রথম নারী যেহেতু ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘনকারী, তাই নারী মাত্রই বিপথগামিনী, পথভ্রষ্টা। স্বয়ং যিশুখ্রিস্ট কোন নারীর পানি গ্রহণ না করা থেকে বিরত থেকে এ শিক্ষাই দিয়ে গেছেন। খিস্টান ধর্মযাজকগণ স্থির করলেন যে, বিয়ে একটা নোংরা কাজ। বিবাহিত ব্যক্তি অপেক্ষা অবিবাহিত ব্যক্তি আল্লাহর কাছে বেশি সম্মানিত। তারা ঘোষণা করলেন যে, নারী হলো শয়তানের প্রবেশদ্বার এবং নিজের সৌন্দর্য নিয়ে তাকে লজ্জিত হওয়া উচিৎ। কেননা নারীর সৌন্দর্য হল বিপথগামী ও প্রলুব্ধ করার কাজে শয়তানের অস্ত্রস্বরূপ।

তারতোলিয়ান নামক জনৈক যাজক বলেন, 'নারী হচ্ছে মানুষের হৃদয়ে শয়তানের প্রবেশের সিংহদ্বার। নারী হচ্ছে আল্লাহর বিধান ভঙ্গকারী এবং আল্লাহর চেহারা (অর্থাৎ পুরুষকে) বিস্মৃতকারী।'

মোস্তাম নামক আরেক যাজক বলেন, 'নারী এক অনিবার্য আপদ, এক লোভনীয় বিপদ, পরিবার ও সংসারের জন্য হুমকি, মোহনীয় মোড়কে আবৃত বিভীষিকা।' জগতে গোটা মানবতার দুর্দশার কারণ হল নারী। প্রথম নারী ঈভ (EVE) হল প্রথম পাপ, সর্গ হতে আদমের পতনের কারণ।

বাইবেলের নতুন নিয়মে বলা হয়েছে, 'ফরাসীগণ ব্যভিচারিণী ধৃতা একটি স্ত্রীলোককে যিশুর নিকটে আনিল ও মধ্যস্থানে দাঁড় করাইয়া যিশুকে কহিল, হে গুরু, এই স্ত্রীলোকটি ব্যভিচারে সেই ক্রিয়াতেই ধরা পড়িয়াছে। এখন আপনি এই স্ত্রীলোকটি সম্পর্কে কি বলেন? (যিশু) তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের যে নিষ্পাপ, সেই প্রথমে ইহাকে পাথর মারুক। ইহা শুনিয়া প্রাচীন লোক অবধি আরম্ভ করিয়া শেষ জন পর্যন্ত সবাই একে একে বাহিরে গেল এবং যিশু একা অবশিষ্ট থাকিলেন।' (যোহন,[১৩৯] অধ্যায় আট) কারণ তাদের কেউ-ই এ গোনাহ থেকে মুক্ত ছিল না।[১৪০]

---

১৩৮ গণনাপুস্তক। বাইবেলের পুরাতন অংশের একখানা পুস্তক। মোসেসকে (মুসা) প্রদত্ত পাঁচটি পুস্তকের মধ্যে ইহা চতুর্থ। এ গ্রন্থে মিসর হতে ইহুদীদের হিজরতের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। অধ্যায় : ৩০।

১৩৯ Gospeal according to saint Jhon, যিশুর অন্যতম প্রধান শিষ্য জন (যোহন) লিখিত নিউ টেস্টামেন্টের অন্তর্ভুক্ত পুস্তক, নিবন্ধ আকারে লিখিত যিশুর জীবনী।

১৪০ সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, ইসলামী সমাজে নারী, অনুবাদক : মোহাম্মদ মুজাম্মেল হক, আধুনিক প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ঢাকা-১৯৯৭। পৃ. ২৬০।

Dhaka University Institutional Repository

সেন্টজন (Saint John), *(১৬৫১-১৭১৯, ফরাসি শিক্ষাবিদ। সর্বপ্রথম নরম্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন তিনি।* বলেন, 'নারী হচ্ছে অবশ্যম্ভাবীরূপে অশুভ। আকাঙ্ক্ষিত দুর্যোগ, মারাত্মকভাবেই মোহময়। কোন কোন বিশপ অত্যন্ত জোরের সাথে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে নারী সমাজ মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত নয়।[১৪১]

এ ধর্মে তালাকের কোন বিধান নেই। স্ত্রীর উপর স্বামীর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত। স্বামীর সকল নির্যাতন সহ্য করে স্ত্রীকে সারা জীবন শৃঙ্খলার জিঞ্জিরে আবদ্ধ থাকতে হবে। নির্জনে সুতাকাটা বস্ত্র বয়ন ও রঞ্জন হবে তাদের কাজ। পুরুষদের জন্যই পুরুষ থেকে তাদের সৃষ্টি। গির্জায় তারা নিরব থাকবে। সেখানে তাদের কথা বলার কোন অধিকার নেই থাকবে না খ্রিস্টানরা মনে করে।

পঞ্চম শতাব্দীতে 'মাকোন' একাডেমী এ বিষয়ে গবেষণা চালায় যে, নারী কি আত্মাহীন দেহ, না কি তার আত্মাও আছে। গবেষণা শেষে একাডেমী সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, একমাত্র মসীহের মাতা মরিয়ম ব্যতীত আর কোন নারীই দোজখ থেকে মুক্তির নিশ্চয়তাপ্রাপ্ত আত্মার অধিকারীণী নয়।

'সেন্ট পল'[১৪২] তার একটি পত্রে লিখেছেন, 'নারী সম্পূর্ণ বশ্যতাপূর্বক শিক্ষা করুক। আমি উপদেশ দেবার কিংবা পুরুষের উপরে কর্তৃত্ব করিবার অনুমতি নারীকে দিইনা, কিন্তু মৌনভাবে থাকতে বলি। কারণ, প্রথমে আদমকে, পরে হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। আর আদম প্রবঞ্চিত হলেন না। কিন্তু নারী প্রবঞ্চিত হয়ে অপরাধে পতিত হলেন।'[১৪৩]

তিনি অপর একটি পত্রে লিখেছেন, 'কিন্তু আমার ইচ্ছা এই, যেন তোমরা জান যে, প্রত্যেক পুরুষের মস্তকস্বরূপ খ্রিস্ট এবং স্ত্রীর মস্তকস্বরূপ পুরুষ, আর খ্রিস্টের মস্তকস্বরূপ ঈশ্বর। যে কোন পুরুষ মস্তক আবৃত রাখিয়া প্রার্থনা করে, কিংবা ভাববাণী বলে, সে আপন মস্তকের অপমান করে। কারণ পুরুষ স্ত্রীলোক হইতে নয়, বরং স্ত্রীলোক পুরুষ হইতে। আর স্ত্রীর নিমিত্ত পুরুষের সৃষ্টি হয় নাই; কিন্তু পুরুষের নিমিত্ত স্ত্রীর। এই কারণে স্ত্রীর মস্তকে কর্তৃত্বের চিহ্ন রাখা কর্তব্য-দূতগণের জন্য।'[১৪৪]

প্রতীচ্য জগত খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর উপরোক্ত যাজকদের মতামত দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই ৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে [যখন রাসূল সা.-এর বয়স ১৭ বছরের কাছাকাছি] ফ্রান্সে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আলোচ্য বিষয় ছিল, 'নারীকে কি মানুষ বলে বিবেচনা করা হবে, না কি অমানুষ বলবে?'

---

১৪১ মুহাম্মদ তাহের হোসেন, ইসলামে নারী, হুদ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০০, ঢাকা। পৃ. ২৬।

১৪২ মিসিসিপি নদীর তীরে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের রাজা ছিলেন।

১৪৩ তীমথিয়ের প্রতি প্রেরিত পলের প্রথম পত্র, অধ্যায় : ২।

১৪৪ করিন্থীয়দের নিউ টেস্টামেন্ট সেন্টপল কর্তৃক করিনথের খ্রিষ্টানদের প্রতি লিখিত পত্রাবলী। ২ খণ্ডে সংকলিত। সম্ভবতঃ ৫৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম করিনথীয় লিখিত হয়। ইহা বাইবেলে দীর্ঘতম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পত্রাবলীর অন্যতম।

Dhaka University Institutional Repository

অবশেষে স্থির করা হয় যে, সে মানুষ বটে, তবে তার সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরুষের সেবা করা। প্রতীচ্যবাসীর পক্ষ থেকে নারীর প্রতি এই অবজ্ঞা তাদেরকে মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করার ধারা মধ্যযুগ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এমনকি যে যুগে নারীরা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলো, পুরুষ যোদ্ধারা তাদের সাথে প্রণয় বিহার করে বেড়াতে লাগলো। তখন তাদের মর্যাদা খানিকটা উন্নত হয়েছিল। কিন্তু তখনও সামাজিক ও আইনগত মর্যাদার দিক দিয়ে নারীরা সুখকর অবস্থায় ছিল না। কেননা সে যুগেও তাকে অধিকারহীনা অবস্থায় থাকতে হয়েছিল এবং নিজের অর্থ-সম্পদেও সে স্বামীর অনুমতি ছাড়া তা দিতে পারতো না।

মজার ব্যাপার এই যে, ১৮০৫ সাল পর্যন্তও বৃটিশ আইনে স্ত্রীকে বিক্রি করে দেয়ার অধিকার স্বামীর জন্য সংরক্ষিত ছিল। এ সময় স্ত্রীর মূল্য বেঁধে দেয়া হয়েছিল ছয় পেনিস। ঘটনাক্রমে ১৯৩১ সালে জনৈক ইংরেজ তার স্ত্রীকে পাঁচ শ' পাউন্ডে বিক্রি করে দেয়। তার উকিল তার পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে বললো যে, ব্রিটিশ আইন একশো বছর আগে স্বামীকে নিজের স্ত্রী বিক্রি করার অনুমতি দিত। আর ১৮০১ সালের ব্রিটিশ আইনে স্ত্রীর সম্মতিক্রমে বিক্রি করা হলে সেজন্য ছয় পেনস মূল্য নির্ধারিত ছিল। আদালত জবাবে বলেন যে, এ আইন ১৮০৫ সালে বাতিল হয়ে গেছে এবং স্ত্রীকে বিক্রি করা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত আদালত উক্ত স্বামীকে দশ মাসের কারদণ্ড প্রদান করে। আগের বছর ইটালীতে স্ত্রী বিক্রির আরেকটি ঘটনা ঘটে। জনৈক এক ইতালীয়ান নিজের স্ত্রীকে কিস্তিতে বিক্রি করে। শেষ দিকের কয়েক কিস্তি বাকী থাকতে ক্রেতা দাম পরিশোধ করা বন্ধ করলে বিক্রেতা তাকে হত্যা করে।[১৪৫]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর যখন মানুষকে দাসত্ব ও হীনতার জীবন যাপন থেকে মুক্তি দানের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল, তখনও নারীর মর্যাদা পুনর্বহাল ছিল না। ফরাসি আইনে নারী অবিবাহিত হলে সে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার যোগ্য নয় বলে ঘোষণা করা হতো। এ আইনে দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করা হয় যে, নারী শিশু ও পাগল – এই তিন শ্রেণীর মানুষ অধিকারহীন ও দায়দায়িত্বহীন। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকে। এরপর নারীর স্বার্থে এই আইন সংশোধিত হয়। কিন্তু এরপরও বিবাহিত নারীর কিছু কিছু তৎপরতার ওপর কড়াকড়ি বহাল থাকে।[১৪৬]

এভাবে খ্রিস্টান ধর্মে নারী জাতির উপর নির্মম, নিষ্ঠুর ও নৃশংস আচরণ করা হয়।

---

১৪৫ মাজাল্লাতু হাযারাতিল ইসলাম, সওগাত পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ফাল্গুন সংখ্যা, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ। পৃ. ১৭৮।

১৪৬ ড. মুস্তাফা আস্ সিবায়ী,' ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী, অনুবাদক : আকরাম ফারুক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা ১৯৯৮ পৃ. ১৫–১৬।

Dhaka University Institutional Repository

খ্রিস্টান আইনে নারীর উত্তরাধিকার : বাংলাদেশে বসবাসকারী খ্রিস্টানগণ জন্মগত সূত্রে এবং খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত খ্রিস্টান। খ্রিস্টানগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা – ১. ক্যাথলিক ও ২. প্রটেস্ট্যান্ট। আমাদের দেশে মুসলিম বা হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের ন্যায় খ্রিস্টানদের পৃথক কোন উত্তরাধিকার আইন ছিল না। ১৯২৫ সালের ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন (Act 39 of 1925) এর ২৩-২৮ (অংশ-৪) এবং ২৯-৪৯ (অংশ-৫) ধারাসমূহ বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে বসবাসকারী খ্রিস্টানগণের জন্যে উত্তরাধিকার আইন সমভাবে প্রযোজ্য।

১৯২৫ সালের খ্রিস্টান উত্তরাধিকার আইনের বিভিন্ন ধারাগুলো এ স্থানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, বরং নারীর অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই বিভিন্ন ধারা থেকে অতি সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি তথ্য তুলে ধরা হলো :[১৪৭]

১. যদি একজন হিন্দু খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং মৃত্যু পর্যন্ত সে খ্রিস্টান থাকে, তাহলে ২৯ ধারার সংজ্ঞায় সে হিন্দু নহে এবং তার ইনটেস্টেট সম্পত্তির উত্তরাধিকারের সকল প্রশ্নের মীমাংসা ২৯ অংশের আইন দ্বারা নিষ্পত্তি হবে –

Nrependra Vs Sitakanta, 15 C.W.N. 158 (161) kamawati Vs Digbijai, 43 ALL 525 (533) (P.C.) হিন্দু ধর্ম হতে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তির উইল বিহীন সম্পত্তি ভারতীয় উত্তরাধিকার বিধিসমূহের দ্বারা পরিচালিত হবে এবং তারা হিন্দু ছিল বলে তাদের উত্তরাধিকারের বিধিসমূহ হিন্দু আইনে পরিচালিত হবে এরূপ সাক্ষ্য প্রদর্শনের স্বীকৃতি নিষ্প্রয়োজন।

২. ৩৭–৪০ ধারায় বর্ণিত বিধিসমূহ অনুযায়ী উইল বিহীন সম্পত্তি এক বংশভূত সন্তানগণের অর্থাৎ পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রদের মধ্যে বন্টন হবে, যদি বিধবা স্ত্রী থাকে তাহলে তার অংশ রাখতে হবে।

৩. উইল বিহীন একটি জীবিত সন্তান বা সন্তানগণ রেখে মারা গেলে, তার মৃত সন্তানের মাধ্যমে যদি কোন অধস্তন না থাকে, তাহলে ৩৭নং ধারা অনুযায়ী সম্পত্তির অধিকারী হবে জীবিত সন্তান। সন্তান একাধিক হলে তা সন্তানগণের মধ্যে সমানভাবে বন্টন হবে।

৪. উইল বিহীন সন্তান না রেখে পৌত্র বা প্রপৌত্র রেখে মারা গেলে, সেক্ষেত্রে ৩৮ ধারা অনুযায়ী তার সম্পত্তির অধিকারী হবে পৌত্র বা পৌত্ররা।

---

[১৪৭] মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ, আর.আই.এস. পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৫। পৃ. ১৪১-১৪২।

Dhaka University Institutional Repository

৫. মাতা, ভ্রাতা এবং ভগ্নিগণ জীবিত থাকলে এবং কোন ভ্রাতা বা ভগ্নির সন্তান জীবিত না থাকলে, সেক্ষেত্রে ৪৩ ধারা অনুযায়ী মাতা, ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ সম্পত্তিতে সমতুল অংশে উত্তরাধিকারী হবে।

৬. একজন হিন্দু খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে যদি ভ্রাতা, ভগ্নি ও স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী $\frac{১}{২}$ অংশ এবং বাকি $\frac{১}{২}$ অংশ ভ্রাতা ও ভগ্নি সমান অংশে পাবে।

৭. বৈধ স্বামী ও স্ত্রীর সন্তানগণকে খ্রিস্টান উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য করে। কিন্তু অবৈধ সন্তানগণকে উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য করে না।

৮. একজন বিধবা যদি তার বিবাহের পূর্বে বৈধ চুক্তির মাধ্যমে তার স্বামীর সম্পত্তিতে স্বত্ববান না হয়ে থাকে, তাহলে তার মৃত স্বামীর সম্পত্তির শেয়ারে বঞ্চিত হয়।

৯. ৩৩ ধারায় বর্ণিত বিধি অনুযায়ী মৃত ব্যক্তি যদি তার এক বংশসম্ভূত অধঃস্তন ব্যক্তিগণ রেখে যায়, তাহলে তার সম্পত্তির $\frac{১}{৩}$ অংশ তার বিধবা স্ত্রী এবং অবশিষ্ট $\frac{২}{৩}$ অংশ তার এক বংশসম্ভূত অধঃস্তন ব্যক্তিগণ পাবে।

'এক বংশসম্ভূত অধঃস্তন সন্তানগণ'এর অর্থ হচ্ছে বৈধ স্বামী স্ত্রীর সন্তানগণ। স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক নয়, এমন স্ত্রী ও পুরুষের মিলনে জন্মপ্রাপ্ত সন্তানগণ উত্তরাধিকারী হবে না। ইংল্যান্ডের আইনানুসারে বহুবিধ বিবাহের সন্তানগণ উত্তরাধিকারী হতে বঞ্চিত হবে।

উপরোক্ত তথ্যাবলীতে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, খ্রিস্টান উত্তরাধিকার আইনে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই, বোন, পিতা, মাতা প্রত্যেকেই কমবেশী সমভাবে উত্তরাধিকারী হচ্ছে। অবৈধ অর্থাৎ জারজ সন্তানগণ তাদের জন্মলাভের ব্যাপারে দায়ী নয় বরং যে সকল নারী পুরুষের অবৈধ মিলনের ফলে তারা জন্মপ্রাপ্ত হয়েছে, সে সকল নারী পুরুষরাই দায়ী। জারজ সন্তানরা পিতৃ এবং মাতৃত্বের পরিচয় দিতে পারছে না। উপরন্ত তাদেরকে উত্তরাধিকার থেকেও করা হয়েছে বঞ্চিত। মানুষ এবং পশুর মধ্যে যেন কোন ভেদাভেদ নেই। যারা জারজ সন্তান জন্ম দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না বরং আইনের মাধ্যমে এটাকে বৈধ করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি হচ্ছে বিঘ্নিত। নারীকে মনে করা হচ্ছে ভোগের সামগ্রী। নারী পুরুষের বিবাহ প্রথার আসল উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে নারীকে বানানো হচ্ছে যৌন সম্ভোগের হাতিয়ার। নারী পুরুষের অবাধ যৌন মিলনে স্বাধীনতার মাধ্যমে নারী জীবনকে করা হচ্ছে কলুষিত। যে ধর্ম বা আইন নারীকে মাতৃত্বের মর্যাদাটুকু পর্যন্ত দিতে পারেনি সে সকল আইন উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে নারীকে প্রকৃতপক্ষে কতটুকু অধিকার দিতে পারবে তা সহজেই বোধগম্য।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু ধর্মে নারীরা দাসত্ব ও পরাধীনতার চরম শৃঙ্খলে আবদ্ধ। হিন্দু আইন রচয়িতা মনোরাজ নারী সম্পর্কে লিখেছেন, 'শৈশবে নারী তার পিতার অধীনে থাকবে। যৌবনে স্বামীর অধীনে থাকবে এবং বিধবা হওয়ার পরে থাকবে পুত্রের অধীনে। কোন সময় সে স্বাধীন থাকবে না। নারী অপ্রাপ্ত বয়স্কা ও প্রাপ্ত বয়স্কা যাই হোক না কেন, স্বাধীন যেন না হয়।'[১৪৮]

'কোরবানী এবং ব্রত পালন করা নারীর জন্য পাপ। তার উচিৎ শুধু স্বামীর সেবা করা। স্বামীর মৃত্যুর পর পুনরায় স্বামী গ্রহণের বিষয় মুখে আনাও নারীর উচিৎ নয়। বরং স্বল্পহারী হয়ে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটিয়ে দেয়া উচিত।'[১৪৯]

মিথ্যা বলা নারীর বৈশিষ্ট্য।[১৫০]

জনৈকা ব্রাহ্মণ যিনি মনুজী মহারাজের মনুস্মৃতিকে বাচালতা থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং যার শিক্ষা দীর্ঘদিন যাবত রাষ্ট্র শাসনের মূলনীতি হিসেবে কার্যকরী ছিল, তিনি নারী জাতি সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করেন।

'নদী, সশস্ত্র সৈনিক, শিং ও নখর বিশিষ্ট জন্তু, শাসক এবং নারীকে বিশ্বাস করা উচিৎ নয়।'[১৫১]

'মিথ্যা কথা বলা, অগ্র পশ্চাৎ না ভেবে কাজ করা, ধোকাবাজি, আহমকী, লোভ, অপবিত্রতা, নিষ্ঠুরতা নারীর স্বভাবজাত দোষ।'[১৫২]

'রাজপুত্রদের নিকট থেকে নৈতিক শুচিতা, বিদ্বানের নিকট থেকে মিষ্ট ভাষণ, জুয়াড়ীদের নিকট থেকে মিথ্যা বলা এবং নারীদের নিকট থেকে প্রতারণা শেখা উচিত।'[১৫৩]

'আগুন, পানি, নিরেট মূর্খ, সাপ, রাজ পরিবার এবং নারী, এরা সবাই ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। এদের ব্যাপারে সব সময় সাবধান থাকতে হবে।'[১৫৪]

নারী সম্পর্কে Professor Indra তার রচিত গ্রন্থে উল্লেখ করেন : 'There is no creature more sinful than woman. Woman is burning fire. She is the sharp edge of the razor. She is verily all these is a body.'

---

১৪৮ মনোস্মৃতি, অধ্যায় : ৫, পৃ. ১৪৫।
১৪৯ মনোস্মৃতি, অধ্যায় : ৫, পৃ. ১৫৫-১৫৭।
১৫০ প্রাগুক্ত, অধ্যায় : ৯-১৭।
১৫১ চানক্য নীতি, লেখক শ্রীসত্য নারায়ণ চক্রবর্তী, কলিকাতা সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৫, অধ্যায় : ১, পৃ. ১৫।
১৫২ চানক্য নীতি, অধ্যায় : ২, পৃ. ১৫।
১৫৩ প্রাগুক্ত, অধ্যায় : ১২, পৃ. ১৮।
১৫৪ প্রাগুক্ত, অধ্যায় : ১৪, পৃ. ১২।

Dhaka University Institutional Repository

'নারীর ন্যায় এত পাপ পঙ্কিলতাময় প্রাণী আর নেই। নারী প্রজ্জ্বলিত অগ্নি স্বরূপ। সে ক্ষুরের ধারালো দিক। এই সমস্ত তাহার দেহে সন্নিবিষ্ট।'[১৫৫]

'বন্ধু, চাকর এবং নারী দরিদ্র ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু যখনই আবার সে সম্পদের অধিকারী হয় তখনই তার কাছে ফিরে আসে।'[১৫৬]

হিন্দু ধর্ম ও মনুসংহিতায় আছে, 'কাম-ক্রোধ, কুৎসিত আচার, হিংসা ও কৌটিল্য – এসবই নারী হতে উদ্ভব হয়ে থাকে।' 'নারীর অন্তর নির্মল হতে পারে না। তন্ত্র দ্বারা এর সংস্কার সাধন সম্ভব নয় এবং বেদান্ত শাস্ত্রে তার কোন অধিকার নেই। মৃত্যু, নরক, বিষ, সর্প ও আগুন এর কোনটাই নারী অপেক্ষা খারাপ ও মারাত্মক নয়।' ভারতে নারীর কোন স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করা হতো না। এভাবে স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে তার বেঁচে থাকার অধিকারও ছিনিয়ে নেয়া হতো। হিন্দু ধর্মে নারী 'দুঃখের হেতু' এবং পুত্র 'সুখের আদর্শ' বলে অভিহিত করা হতো। মহাভারতে উল্লেখ আছে যে, পতিই নারীর দেবতা ও একমাত্র সতী।[১৫৭]

তাদের শাস্ত্রে কথিত আছে যে, 'পিতা কিংবা পতিই নারীর একমাত্র গতি।[১৫৮]

এ বিষয়ে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, পতি ভিন্ন নারীর অন্য কোন গতি নেই।[১৫৯]

'তাদের ধর্ম মতে স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন যজ্ঞ নেই, ব্রত নেই, উপবাস নেই, কেবল স্বামীর সেবা দ্বারাই তারা স্বর্গে গমন করে। স্ত্রীর কর্তব্য হিসেবে তাদের ধর্মে আরো বলা হয়েছে যে, পতির সেবা করাই স্ত্রীর একমাত্র দায়িত্ব। স্বামী রুষ্ট হলেও স্ত্রীকে সর্বদা তুষ্ট থাকতে হবে। স্ত্রী যদি প্রমোদে মত্ত, পানাসক্ত বা রোগাক্রান্ত স্বামীর সেবা না করে তাহলে তাকে তিন মাসের জন্য সহচর্য ত্যাগ করতে হতো। হিন্দু ধর্মে নারীর যেমন কোন ধর্মকর্ম ও শাস্ত্রাধিকার নেই, তেমনি তার যৌন পাপেরও কোন প্রতিকার নেই। পুরুষ যত বীভৎস যৌন অনাচারে লিপ্ত হোক না কেন, ব্রাহ্মণ ভোজন করালেই তার প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু নারী বলপূর্বক অপহৃতা ও ধর্ষিতা হলেও বেশ্যালয় ভিন্ন হিন্দু সমাজে তার কোন স্থান নেই। এভাবে হিন্দু সমাজে নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। তাদের কোন মানবিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, মতামত ব্যক্ত করার অধিকার, সামাজিক অধিকার, দ্বিতীয় বিয়ে করার অধিকার অর্থাৎ তাদের কোন মর্যাদা ও অধিকার হিন্দু সমাজে স্বীকৃত নয়।

---

১৫৫ Professor Indra : Statues of Womem in Mahabarat. p-16.
১৫৬ প্রাগুক্ত, অধ্যায় : ৫, পৃ. ১৫।
১৫৭ বর্ণ-পর্ব ২৩১ অঃ।
১৫৮ উদযোগ পর্ব ১৭৪ অঃ।
১৫৯ বর্ণ-পর্ব ২৩২ অঃ।

Dhaka University Institutional Repository

'ভারতবর্ষ নিরপেক্ষ ও পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে নিজেকে দাবী করলেও এখনও হিন্দু প্রধান এদেশে জাতিভেদ, বর্ণ ও সম্প্রদায় প্রথা থেকে মুক্ত হতে পারেনি। ভারতের কংগ্রেস সেক্রেটারী রাহুল গান্ধী উত্তর প্রদেশের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে স্কুলের শ্রেণীকক্ষের পিছনের বেঞ্চ নিম্ন সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বরাদ্দ দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন।'[১৬০]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বৌদ্ধ ধর্মে নারীর অবস্থান :

বৌদ্ধ ধর্মে নারীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত ঘৃণ্য ও একদেশদর্শিতা পূর্ণ। প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মে উপসনালয়ে নারীর প্রবেশাধিকার ছিল না। বস্তুত বৌদ্ধধর্ম নারীকে পরিত্যাগ করে সন্যাসী জীবন যাপনকে অধিক শ্রেয় বলে মনে করতো। বুদ্ধদেব স্বয়ং স্ত্রী-পুত্র পরিজন পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী জীবন-যাপন করেছিলেন। নারীদেরকে তিনি মোহের বাস্তব স্বরূপ ও মানবাত্মার নির্বাণ লাভে বিঘ্ন বলে মনে করতেন। এভাবে তিনি নারীত্ব ও গৃহধর্মের আদর্শকে অবহেলা ও অপমান করেন। বৌদ্ধরা নারী জাতিকে সর্ব প্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখে। বৌদ্ধ সমাজে নারীর স্বাধীনতার কোন সুযোগ নেই। হিন্দু সমাজের ন্যায় বৌদ্ধ ধর্মেও মেয়েদের অলক্ষুণে বলে বিবেচনা করা হয়। মেয়েরা এত স্বল্প মূল্যের সম্পত্তি বলে বিবেচিত হয় যে, তাদের কোন ভাল নামও রাখা হয় না। ক্ষুদ্র পা সৌন্দর্যের লক্ষণ বলে প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজে প্রবাদ ছিল। এজন্য তারা মেয়েদের পায়ে লোহার জুতা পরিয়ে রাখতো। ফলে মেয়েরা ক্ষুদ্র ও কদাকার হতে বাধ্য হতো। তারা সবসময় পুরুষের তাবেদার হয়ে থাকতো। কন্যাকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট মনে করা হতো। পিতা কন্যাকে বেশ্যালয়ে বিক্রি করতে বা অন্যের নিকট ভাড়া দিতে কুণ্ঠাবোধ করত না। তারা পূজা অর্চনায় যোগদান বা স্বাধীনভাবে ধর্ম আলোচনা করতে পারতো না। মন্দিরে তাদের প্রবেশ করা নিষিদ্ধ ছিল। বস্তুত বৌদ্ধরা নারীকে মর্যাদা দিতে মোটেও আগ্রহী ছিল না বরং তাদের কিভাবে ভোগ করা যায় এবং ছোট করে রাখা যায় এ ব্যাপারেই তারা বেশী মনোযোগী ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম মতে নারী ছিল সকল অসৎ প্রলোভনের ফাঁদ। এর বর্ণনা দিতে গিয়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ওয়েস্টার মার্ক (Westernmarke) বলেন,

> Women are, of the snares which the tempter has spread for men, the most dangerous, in women are embodied all the powers of infatuation which blind the mind of the world.

---

[১৬০] দৈনিক 'প্রথম আলো', ২৭ অক্টোবর ২০০৮, ঢাকা, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের জন্য প্রলোভন যতগুলো ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে, তন্মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপদজনক। নারীর মধ্যে সকল মোহিনী শক্তি অঙ্গিভূত হয়ে আছে, যা সমগ্র বিশ্বের মনকে অন্ধ করে দেয়।[১৬১]

রায় দীনেশচন্দ্র বাহাদুর প্রমুখ অনেকেই বৌদ্ধ সমাজে নারীর অবনতির আরো বহু ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছেন।[১৬২]

এভাবে বৌদ্ধ ধর্মেও নারীরা অবহেলিতা, নির্যাতিতা ও অবাঞ্ছিতা ছিল।

বৌদ্ধ উত্তরাধিকার আইন : বুদ্ধদেবের অনুসারীগণকে বৌদ্ধ বলা হয়। বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক হলেন গৌতম বুদ্ধ। বৌদ্ধদের জন্যে পৃথক কোন উত্তরাধিকার আইন নেই। বাংলাদেশের মারুয়া বৌদ্ধগণ ব্যতীত অন্যান্য বৌদ্ধগণ সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের দায়ভাগ আইন দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের মারুয়া বৌদ্ধগণ ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনে (১৯২৫ সালের ৩৯নং আইন) শাসিত। ভারতীয় বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার ভারতীয় হিন্দু আইনে শাসিত ও আওতাভুক্ত। হিন্দু সমাজে এলাকা এবং গোষ্ঠীভেদে যেমন বিভিন্ন প্রথা রয়েছে, তেমনি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যেও এক শ্রেণীর আচার, বিচার ও সামাজিক অনুষ্ঠানের সাথে অন্য শ্রেণীর কিছু কিছু গরমিল রয়েছে। ভারত উপমহাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিজ নিজ প্রথা ব্যতীত ধর্মীয় মূলনীতিতে তেমন কোন পার্থক্য নেই।

ডি. এফ. মোল্লার Principal of Hindu Law এর Operation of Hindu Law এর অনুচ্ছেদে persons governed by Hindu Law তে বলা হয়েছে :

> 'Hindu Law applies (iv) to Jaina, Buddhists in India, Sikhs except so far as such law is veried by custom.'

'অর্থাৎ ভারতের জৈন, বৌদ্ধ ও শিখ সম্প্রদায় অবশ্য তাদের নিজস্ব প্রথাসম্মত আইন ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে হিন্দু আইনের আওতাভুক্ত।'

ভারতবর্ষের সুপ্রীম কোর্টের বিভিন্ন কেসের ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার সংশোধিত আইনের ২ ধারার (১) উপধারায় বলা হয়েছে :

---

১৬১ Nazhat Afza and Khurshid Ahmad, The Position of Woman in Islam, Islamic Book Publishers, Kuwait, 1982. p. 12-13.

১৬২ আবদুল খালেক, নারী, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৫। পৃ. ৭।

Dhaka University Institutional Repository

This act applis -

a) to any person ...

b) to any person who is a Buddist, Jaina or Sikh by religious and

c) to any other person ...

Explanation : The following person are Hindus, Buddhists, Jainas or Dikhs by religion, as the case may be :

a) any child legimate or illigimate both of whose parents are Hindus, Buddists, Jainas or Sikhs by religion;

b) any child legimate of illigimate, one of whose parents is a Hindus, Buddhists, Jainas or Sikhs by religion and who is brought up as a member of the tribe, community, group or family to which such parent belongs or belobged;

c) any person who is convert of reconvert to the Hindu, Buddhist, Jainas or Sikh religion.

উপরোক্ত তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায় মৃত বৃক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে ভারতীয় হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে শাসিত এবং অন্তর্ভুক্ত।

ভারতের ১৯৫৬ সালের সংশোধিত হিন্দু উত্তরাধিকার আইন যদিও বাংলাদেশে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে গৃহীত হয়নি, তথাপি বাংলাদেশে বসবাসকারী বৌদ্ধগণ হিন্দু দায়ভাগ আইনের অধীনেই মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার পেয়ে থাকে। এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের (আপীল বিভাগ) দেওয়ানী আপীল নং ৪০/১৯৮৪ (হাইকোর্ট বিভাগ, কুমিল্লা বেঞ্চের দ্বিতীয় আপীল নং ২১/১৯৮৩ এর ২০-৬-১৯৮৩ তারিখের রায় ও ডিক্রীর বিরুদ্ধে) করতালা লক্ষ্মী বিহার আপীলকারী বনাম হৃদয় রঞ্জন চৌধুরী গং, রেসপন্ডেট। অত্র মোকদ্দমায় বিজ্ঞ বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী, বিচারপতি শাহাবুদ্দিন ও বিচারপতি এ.টি.এম. আফজাল কর্তৃক সমন্বয়ে গঠিত

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ (Vide 40 DLR (AD) 1988)। সুপ্রীম কোর্টের আপীলের নিম্নোক্ত অংশ উদ্ধৃত হলো :

> `Leave was granted to consider whether the Buddhists of Bangladesh are governed by the Hindu Law matter of Succession.
>
> Both the plainliffs and defendants accepted the proposition that the Buddhists of Bangladesh are governed by Dayabhage Hindu Law in matter of succession. The proposition laid down in 32 DLR 187 that `It cannot be said that the Buddhists of our country are governed by Hindu law with regard to succession' is very sweeping.

বিজ্ঞ বিচারপতি লক্ষ্য করেছিলেন যে 32 DLR 187 (হাইকোর্ট আপীল) ১৯৫৬ সালের ভারতীয় আইনের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি। এ সংশোধিত আইন বাংলাদেশের উত্তরাধিকার আইনে গৃহীত হয়নি। কিন্তু মামলার বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষই সমর্থন করে যে, তাদের কেসে হিন্দু আইন গ্রহণযোগ্য। মামলার রায়ে বিজ্ঞ বিচারপতি উল্লেখ করেছিলেন যে, বর্তমান কেসে বাদী পরিতুষ্ট হয় যে, উত্তরাধিকার বিষয়ে দায়ভাগ হিন্দু আইনে বাংলাদেশের বৌদ্ধরা শাসিত। বিবাদী বিচারের সময়ে অথবা লিখিত জবাবে উক্ত প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেনি। বিজ্ঞ বিচারপতি পর্যবেক্ষণ করেন, বস্তুত উভয় পক্ষই সম্মত হয়েছে যে, চলতি কেসে উত্তরাধিকার হিন্দু আইনের দায়ভাগ আইনে শাসিত হবে। বাদী ও বিবাদী উভয়ই তাদের অত্র কেসে হিন্দু আইন গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নিয়েছেন।

উপরোক্ত বিষয়ে জজকোর্ট আপীল, দ্বিতীয় আপীল হাইকোর্ট বিভাগের কুমিল্লা বেঞ্চে এবং পরিশেষে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে আপীলের রায় ও ডিক্রি হতে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় হিন্দু দায়ভাগ আইনে শাসিত এবং অন্তর্ভুক্ত।

449922

বৌদ্ধ আইনে নারীর অবস্থা : উপরোল্লিখিত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ ও ভারতের বৌদ্ধ সম্প্রদায় হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে শাসিত এবং অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বৌদ্ধ ধর্মে উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে নারীদের কি করুণ অবস্থা তা হয়তো পুনরায় আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। যেহেতু ইতিপূর্বে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে হিন্দু নারীদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, কাজেই বৌদ্ধ নারীদের ক্ষেত্রেও হিন্দু নারীদের অবস্থাই বহাল থাকবে। কারণ বৌদ্ধরা হিন্দু আইনে শাসিত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ব্রহ্ম দেশের বৌদ্ধগণ Burman Buddhist নামে পরিচিত। তারা স্থানীয় উত্তরাধিকার আইনে শাসিত। তাদের উত্তরাধিকারীগণের ক্রম নিম্নরূপ :[১৬৩]

	মূলধনী (মৃত ব্যক্তি)
১ম	পুত্র সন্তান
	।
২য়	পৌত্র
	।
৩য়	প্রপৌত্র
	।
৪র্থ	দত্তক পুত্র
	।
৫ম	সৎ মাতার পুত্র
	।
৬ষ্ঠ	অবৈধ সন্তান ও অবৈধ সৎপত্নীর সন্তান
	।
৭ম.	ভ্রাতা ও ভগ্নী
	।
৮ম	পিতামাতা
	।
৯ম	পিতার পিতামাতা
	।
১০ম	দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় (distance kindred)
	।
১০ (ক)	ভ্রাতুষ্পুত্র ও পুত্রী
	।
১০ (খ)	খুড়া ও খুড়ি
	।
১০ (গ)	ভ্রাতুষ্পুত্র ও পুত্রীর সন্তানগণ
	।
১০ (ঘ)	কাজিন (Causin)
	।
১০ (ঙ)	ভ্রাতুষ্পুত্রের ও পুত্রীর পৌত্র ও পৌত্রীগণ
	।
১০ (চ)	কাজিনের সন্তানগণ
	।
১০ (ছ)	কাজিনের পৌত্র সন্তানগণ
	।
১০ (জ)	কাজিনের প্রপৌত্র সন্তানগণ

[১৬৩] মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ, আর.আই.এস. পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৫। পৃ. ১৩৯-১৪০।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ উত্তরাধিকার আইনে উত্তরাধিকারীগণের যে তালিকা পেশ করা হল তাতে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পুরুষদেরই অধিকার রয়েছে। পুত্র থেকে শুরু করে কাজিনের প্রপৌত্র পর্যন্ত প্রায় সবাই পুরুষ। বৌদ্ধ উত্তরাধিকার আইনে উত্তরাধিকার আইনে উত্তরাধিকারীগণের তালিকায় প্রপৌত্র, সৎমাতার পুত্র এমনকি কাজিনের প্রপৌত্রের নাম উল্লেখ রয়েছে অথচ মৃত ব্যক্তির স্ত্রী, কন্যা, বোন ও পৌত্রীর নাম উল্লেখ নেই। এর দ্বারা কি প্রমাণিত হয় না যে, ঐ সব আইনে নারী জাতিকে চরমভাবে অবহেলা করা হয়েছে? নারীর অধিকার ও মর্যাদা বলতে কিছুই দেয়া হয়নি? কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার অসহায় বিধবা স্ত্রী, কন্যাদের একটু স্বাচ্ছন্দে বেঁচে থাকার জন্যে আর্থিক সুযোগ সুবিধাটুকু থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত করা হয়েছে?

পক্ষান্তরে ইসলাম মৃত ব্যক্তির কন্যা, বোন, স্ত্রী ও মাতাকে উত্তরাধিকারী হিসেবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। কোন অবস্থাতেই ইসলাম তাদেরকে ওয়ারিশত্ব থেকে বঞ্চিত করেনি। ইসলাম নারী জাতিকে উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে যে অধিকার দিয়েছে, তার সামান্যতম অধিকার কী অন্য কোন ধর্ম বা মতাদর্শ দিতে পেরেছে? তথকাথিত নারী মুক্তিবাদীগণ ইসলামকে না জেনে এবং না বুঝে ইসলাম সম্পর্কে বিদ্বেষমূলক বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন এবং নারী হৃদয়ে ইসলামের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করার অপচেষ্টায় মত্ত। অধিকাংশ নারী ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে তারাও তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয় এবং নিজেদের ন্যায্য অধিকার থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। এ পুস্তকের মাধ্যমে আমি নারী সামজকে আহ্বান করব, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে মানব রচিত কোন আইন তৈরীর দাবী নয়, বরং ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্যে দাবী করুন। ইসলামই দিয়েছে নারীর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠ অধিকার। ইসলামকে উপেক্ষা করে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে যত আইনই তৈরী হউক না কেন, এতে নারীর প্রকৃত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। অধিকার কেবলমাত্র আইন এবং বক্তব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে এবং থাকবে। নারীর অধিকার, মর্যাদা, নিরাপত্তা এবং সর্বপ্রকার কল্যাণ নিশ্চিত করেছে একমাত্র ইসলাম। এখন প্রয়োজন কেবলমাত্র ইসলামের আইনগুলোর সঠিক প্রয়োগ।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাচীন সভ্যতা ও জাহেলী যুগে নারী

মানব সভ্যতার অতীত ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, নারীরা মা রূপে সন্তানকে দুগ্ধ পান করিয়েছে, অর্ধাঙ্গিনী সেজে নর জীবনের উত্থানপতনে পাশে দাঁড়িয়েছে বটে। কিন্তু সমাজ নারীদের কেবল সেবিকা ও দাসীর মর্যাদা দিয়েছে। কোন এক কালে গরু-ছাগলের ন্যায় তাদের ক্রয় বিক্রয় করা হতো। তাদের পাপ-পঙ্কিলতা ও লাঞ্ছনার কারণ বলে মনে করা হতো, হিংস্র মানবের পাশবিক প্রবৃত্তির ক্রীড়ানক রূপে গণ্য করা হতো। কখনও তাদেরকে শয়তানের এজেন্ট আখ্যা দেয়া হতো। আবার কখনও তাদেরকে উত্তরাধিকার ও মালিকানা থেকে বঞ্চিত করা হতো। কোন কোন দিকে নারীদেরকে উন্নীত ও প্রস্ফুটিত করা হলেও তাদেরকে অনৈতিকতা ও উচ্ছৃঙ্খলায় নিমজ্জিত করা হয়েছে। প্রখ্যাত লেখক সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী যথার্থই বলেছেন, 'যখন কোন জাতি বন্য জীবন যাপনের যুগ অতিক্রম করিয়া সভ্য বসতি স্থাপনের দিকে অগ্রসর হয়, তখন তাদের নারী দাসী ও সেবিকার ন্যায় পুরুষের সাথে বসবাস করিতে থাকে।'[১৬৪]

নারীদের প্রতি প্রাচীন মানবসভ্যতার এ বৈষম্য আচরণ ইতিহাসের অধিকাংশ যুগে তাদের সামাজিক মর্যাদাকে লাঞ্ছিত ও ভূ-লুণ্ঠিত করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ : গ্রীস সভ্যতায় নারী

ইতিহাস থেকে যে মানব সভ্যতার ধারণা পাওয়া যায়, গ্রীকদের দিয়ে তার সূচনা করা হয়েছে। সমাজ সভ্যতা ও জ্ঞান বিজ্ঞানে তারা অনেক উন্নতি সাধন করেছিল। কিন্তু তাদের সমাজে নারীদের স্থান ছিল খুবই নীচে। নারীদেরকে তারা দুঃখ-দুর্দশার কারণ বলে মনে করত। তাদেরকে শয়তানের নোংরা চেলা চামাণ্ড মনে করা হত। তাদের ভাষায়, 'অগ্নিদগ্ধ ও সর্প দংশনের প্রতিকার সম্ভব, কিন্তু নারীদের কুপ্রভাব ও কল্যাণের প্রতিকার সম্ভব নয়।'[১৬৫]

---

১৬৪ সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, পর্দা ও ইসলাম, অনুবাদক আব্বাস আলী খান, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা। প্রথম সংস্করণ ১৯৯২। পৃ. ১১।

১৬৫ সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, ইসলামী সমাজে নারী, অনুবাদক : মোহাম্মদ মুজাম্মেল হক, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা। ২য় সংস্করণ ১৯৯৭। পৃ. ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস (জন্ম ৪৬৯, মৃত্যু ৩৯৯ খ্রীঃ পূঃ। তার রচিত অন্যতম গ্রন্থ 'Tailor Socrates') এর ভাষায় 'নারীর চেয়ে দুনিয়ায় আর নিকৃষ্ট বস্তু নেই।'[১৬৬]

গ্রীস পুরাণে 'প্যান্ডোরা' (Pandora) নামের এক নারীকে বিপদাপদের উৎস বলা হয়েছে। একজন গ্রীক সাহিত্যিক বলেন, 'দুটি ক্ষেত্রে নারী পুরুষের জন্য আনন্দের কারণ, এক – বিয়ের দিন, দুই – তার মৃত্যুর দিন।'[১৬৭]

আইনগতভাবে নারীরা ছিল সংসারের অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির মত। বাজারে তাদেরকে বেচাকেনা করা হত। গ্রীকরা নারীদেরকে উত্তরাধিকার থেকেও বঞ্চিত করেছিল। সারা জীবন তারা পুরুষের দাসদাসীর ন্যায় জীবন কাটাতে বাধ্য হত। তাদের বিয়ের ব্যাপারটা পুরোপুরি পুরুষের এখতিয়ারে ছিল। পুরুষরা নারীদের জন্য যে স্বামী পছন্দ করত সেই স্বামীই তাদের বরণ করে নিতে হত। পুরুষরাই নারীদের সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করত। পুরুষের অনুমতি ছাড়া নারী নিজের সম্পত্তি ভোগ ও হস্তান্তর করতে পারত না। বৈবাহিত সম্পর্ক ছিন্ন করার অধিকার ছিল পুরুষের একচেটিয়া। তালাকের অধিকারও ছিল কেবল পুরুষের হাতে।

স্পার্টাবাসীরা অবশ্য নারীদের প্রতি কিছুটা নমনীয় ছিল। এর কারণ ছিল স্পার্টার দীর্ঘ যুদ্ধাবস্থা। যেহেতু পুরুষরা সারাক্ষণ যুদ্ধে ব্যস্ত থাকত, তাই তারা গৃহস্থালির কাজে নারীদের দায়িত্ব দিত। এ কারণে স্পার্টার নারীরা এথেন্স ও অন্যান্য গ্রীস নগরীর মহিলাদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশী স্বাধীনতা ভোগ করত। তথাপি নারীদেরকে এরিস্টটল এই অধিকার প্রদানের জন্য স্পার্টাবাসীকে দোষারোপ করতেন এবং এ অধিকার প্রদানকেই স্পার্টার পতনের জন্য দায়ী মনে করতেন।[১৬৮]

সাধারণভাবে গ্রীকরা বিবাহকে একটা অনাবশ্যক প্রথা বলে মনে করত এবং বিবাহ ব্যতীত নারী পুরুষের প্রকাশ্য সম্মিলন যুক্তি সঙ্গত মনে করত। ব্যভিচার তাদের কাছে দোষণীয় ছিল না। এমনকি এক পর্যায়ে বেশ্যালয়গুলো হয়ে উঠল সাহিত্য ও রাজনীতির কেন্দ্রস্থল। তাদের ধর্ম ও নারী-পুরুষের অবৈধ সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিয়ে বসল। তাদের দেবী 'আফ্রোদাইতি' এক দেবতার স্ত্রী হয়েও তিন জন দেবতার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে। তার ঔরস থেকে 'কিউপিড' নামক যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তা হয়ে উঠে গ্রীক জাতির প্রেমের দেবতা।

---

১৬৬ মোঃ আবুল হোসাইন, নারী মুক্তি আন্দোলনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২। পৃ. ২০।

১৬৭ সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, ইসলামী সমাজে নারী, অনুবাদক : মোহাম্মদ মুজাম্মেল হক, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা। ২য় সংস্করণ : ১৯৯৭। পৃ. ২৩।

১৬৮ মুসতাফা আস সিবায়ী (ড.), ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারী, অনুবাদক – আকরাম ফারুক, বাংলাদেশ ইসলামীক সেন্টার, ঢাকা। ১ম সংস্করণ : ১৯৯৮। পৃ. ১০।

Dhaka University Institutional Repository

লেকী[১৬৯] তার 'ইউরোপের নৈতিকতার ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন, 'সামগ্রিকভাবে সতী সাধ্বী গ্রীক ললনাদের মর্যাদা ছিল চরম অধঃপতিত। তাদের গোটা জীবন অতিবাহিত হত দাসত্বের শৃঙ্খলে। শৈশবে পিতা-মাতার, যৌবনে স্বামীর এবং বার্ধক্যে তারা ছিল ছেলেদের তত্ত্বাবধানে শৃঙ্খলিত।'[১৭০]

প্লেটো[১৭১] অবশ্য নারী পুরুষের সমতার দাবী করেছিলেন। কিন্তু তা মৌখিক ও তাত্ত্বিক বৈ – কিছুই ছিল না। বরং বাস্তব জীবনে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিল নিরেট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক। অর্থাৎ বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান শক্তিশালী সন্তান উৎপাদন দেশের প্রতিরক্ষার কাজে আসবে। স্পার্টার আইনে একথা স্পষ্ট লিপিবদ্ধ ছিল যে, অল্প বয়স্ক ও দুর্বল স্বামীর উচিৎ তার অল্প বয়স্কা স্ত্রীকে অন্য কোন যুবকের হাতে তুলে দেয়া, যাতে সেনাবাহিনীতে শক্তিশালী সৈনিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : রোম সভ্যতায় নারী

গ্রীক জাতির পরে রোম জাতি জগতে উন্নতির শিখরে আরোহন করেছিল। তাদের মাঝেও গ্রীসের ন্যায় উত্থান পতনের নমুনা দেখা যায়। তাদের সমাজেও নারীরা ছিল অবহেলিত। লেকী তাদের দুরাবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'রোমান আইন অনুসারে দীর্ঘদিন যাবৎ নারীদের মর্যাদা ছিল যার পর নাই অধঃপতিত। মেয়ের উপর পিতার এতটা কর্তৃত্ব ছিল যে, কন্যাকে যেখানে ইচ্ছা বিয়ে দিতে পারত। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করতে পারত। পরবর্তীকালে অধিকার বাপের নিকট থেকে স্বামীর নিকট হস্তান্তর হয়েছিল। স্বামীর কর্তৃত্ব এতদূর বিস্তৃত ছিল যে, সে চাইলে স্ত্রীকে হত্যা করতে পারত। দাসদের মত নারীদের জীবনের লক্ষ্য সেবা ও চাকরানীর জন্য নিয়োজিত বলে মনে করা হত। পুরুষ বিয়ে করত শুধু এলক্ষ্যে যে, সে স্ত্রীর দ্বারা উপকৃত হবে। তাকে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদের উপযুক্ত মনে করা হত না। এমনকি কোন ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য ছিল না। রোমান সমাজে তাদের কোন অধিকার স্বীকৃত ছিল না।

পরবর্তীতে নারীদের সম্পর্কে রোমানদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হয়েছিল। রোমান আইন তাদেরকে পিতা ও স্বামীর কর্তৃত্ব হতে স্বাধীন করে দিয়েছিল। ফলশ্রুতিতে সমাজের সামাজিক ক্ষমতা পুরুষের পরিবর্তে নারীদের হাতে কুক্ষিগত হল। নারীরা স্বামীদিগকে উচ্চহারে সুদের টাকা কর্জ দিতে লাগল।

---

১৬৯ ১৮৩৮-১৯০৩, ব্রিটিশ ঐতিহাসিক, জন্ম আয়ারল্যান্ডে, তার বিখ্যাত রচনা, হিস্টরী অব ইংল্যান্ড ইন দি এইটীনথ্ সেঞ্চুরী (১৮৭৮-৯০/৮খণ্ড)।

১৭০ সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, ইসলামী সমাজে নারী, অনুবাদক : মোহাম্মদ মুজাম্মেল হক, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৭। পৃ. ২৩।

১৭১ গ্রীক দার্শনিক, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী চিন্তানায়ক। এথেন্সের সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম, সক্রেটিসের শিষ্য ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে স্বামী ধনাঢ্য স্ত্রীর দাসে পরিণত হলো। তালাক এত সহজ বস্তু হয়ে পড়ল যে, কথায় কথায় দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন হতে লাগল। বিখ্যাত রোমান দার্শনিক ও পণ্ডিত 'সীকা' (খ্রিষ্ট পূর্বঃ ৫৬-৪ খ্রিষ্টাব্দ) তালাকের আধিক্যের জন্য অনুতাপ করে বলেন, 'আজকাল রোমে তালাক কোন লজ্জার ব্যাপার নহে, নারী তাহার স্বামীর সংখ্যার দ্বারাই নিজের গণনা করে।'

সেই যুগে নারীরা পরস্পর বহু স্বামী গ্রহণ করতে থাকে। মার্শাল (খ্রিষ্টাব্দ ৪৩-১০৪) একটি নারীর উল্লেখ করে বলেছেন যে, সে দশটি স্বামী গ্রহণ করেছিল। জুদনিয়েল (খ্রিষ্টাব্দ ৬০-১৪০) একটি নারী সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, সে পাঁচ বছরে ৮ জন স্বামী গ্রহণ করেছিল। সেন্ট জুরুম (খ্রিষ্টাব্দ ৩৪০-৪২০) এমন এক নারীর বর্ণনা করেছেন, যে তার জীবনে ৩২ জন স্বামী গ্রহণ করেছিল। বিবাহ ব্যতীত নারী-পুরুষের যৌন মিলন যে দোষণীয়, এমন ধারণা সে যুগের মন হতে দূরীভূত হয়ে গিয়েছিল। বড় বড় নীতিবিদরাও ব্যভিচারকে একটি সাধারণ কার্য মনে করত। খ্রিষ্ট পূর্ব ১৮৪ সনে কাটো (Cato) রোমের নীতি পরিদর্শক ও নীতি তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনিও যৌন সুলভ লাম্পট্যকে সঙ্গত বলেছিলেন। সিসেরা নব্য যুবতীদের জন্য নৈতিক বন্ধনকে শিথিল করার পরামর্শ দিয়েছেন। জিতেন্দ্রিয়তা, নিস্পৃহতা, ঔদাসিন্য, তিতীক্ষা, নিঃসঙ্গতা প্রভৃতি দার্শনিক মূলনীতির পূর্ণ অনুসারী তাঁর শিষ্যমণ্ডলীকে নিম্নরূপ উপদেশ দান করতেন : 'যতদূর সম্ভব বিয়ের পূর্বে নারীদের সংস্পর্শ হতে বিরত থাকবে। কিন্তু যদি কেউ এ বিষয়ে সংযমী হতে না পারে তাকে ভর্ৎসনা করো না।'[১৭২]

অবশেষে নৈতিক চরিত্র ও সামাজিকতার বন্ধন এতই শিথিল হয়ে পড়েছিল যে, কামপ্রবণতা, নগ্নতা ও অশ্লীলতার প্লাবনে রোম সাম্রাজ্য নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল। রংগালয়ে নির্লজ্জতা ও নগ্নতার অভিনয় শুরু হয়েছিল। নগ্ন, কামোদ্দীপক ও অশ্লীল চিত্র দ্বারা গৃহের শোভা বর্ধন আবশ্যক বোধ হয়েছিল। বেশ্যাবৃত্তি এত প্রসার লাভ করেছিল যে, রোম সম্রাট 'টাইবেরিয়াস'[১৭৩] শাসনকালে সম্ভ্রান্ত পরিবরের মেয়েদেরকে বেশ্যা-নর্তকীর কার্য হতে নিরস্ত করবার জন্য আইন প্রণয়ন আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। ফ্লোরা (Flora) নামে একটি ক্রীড়া সেকালে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। কারণ এতে উলঙ্গ নারীদের দৌড় প্রতিযোগিতা ছিল। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের একত্রে স্নানাবগান প্রথা প্রচলিত ছিল। রোমীয় সাহিত্যে অশ্লীল নগ্ন চিত্রসম্বলিত প্রবন্ধাদি দ্বিধাহীন চিত্তে প্রকাশ করা হতো এবং এরূপ সাহিত্যই

---

১৭২ সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, পর্দা ও ইসলাম, অনুবাদক আব্বাস আলী খান, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা। প্রথম সংস্করণ : ১৯৯২। পৃ. ১৬।

১৭৩ (খ্রিস্টাব্দ ১৪-৩৭), রোমান সম্রাট, ক্লাডিয়াস নীরো ও লিভিয়া ড্রুষ্টিলার পুত্র। ট্র্যান্সআসপাইন গলের শাসনকর্তা ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

আপামর সাধারণের সুখপাঠ্য ও সমাদৃত ছিল। সাহিত্যের মান এত নিম্নস্তরের ছিল যে, এই সমস্ত অশ্রাব্য কুশ্রাব্য প্রবন্ধ রচনার রূপাত্মক অথবা শ্লেষাত্মক বাক্য যোজনারও আবশ্যক অনুভূত হত না। প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ অবুল আলা মওদুদীর ভাষায়, 'পাশবিক প্রবৃত্তির দ্বারা বশীভূত হইবার পর রোম সম্রাজ্যের গৌরবোজ্জ্বল অট্টালিকা এমনভাবে ধূলিস্মাৎ হইয়া পড়িল যে, তাহার শেষ ইষ্টকটিরও অস্তিত্ব রহিল না।'[১৭৪]

অর্থনৈতিক যোগ্যতার দিক দিয়ে কন্যা শিশুর আদৌ কোন মালিকানার অধিকার ছিল না। সে কোন অর্থ উপার্জন করলেই সেটা পরিবার প্রধানের বাড়তি সম্পত্তিতে পরিণত হতো। এমনকি মেয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক কিংবা বিবাহিতা হয়ে গেলেও তার কোন মালিকানা থাকত না। পরবর্তীকালে সম্রাট কনস্টানটাইনের শাসনামলে স্থির হয় যে, মেয়ে যে সম্পত্তি তার মায়ের উত্তরাধিকার হিসেবে পাবে তা তার পিতার সম্পত্তি হবে না বরং মেয়ের সম্পত্তি হবে। তবে পিতা সে সম্পত্তি ব্যবহার করতে পারবে। মেয়ে যখন পিতার আনুগত্য থেকে মুক্ত হবে তখন পিতা তার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ নিজের মালিকানাধীন করে নিতে পারবে এবং বাকি দুই তৃতীয়াংশ মেয়ের থাকবে।

সম্রাট জাস্টিনিয়ানের[১৭৫] আমলে স্থির করা হয় যে, মেয়ে যে সম্পদ নিজের শ্রম দ্বারা উপার্জন করবে অথবা পরিবার প্রধান ছাড়া অন্য কারো মাধ্যমে অর্জন করবে, সে সম্পত্তি ঐ মেয়েরই মালিকানাধীন বিবেচিত হবে। তবে পরিবার প্রধান যে সম্পত্তি মেয়েকে দেবে সে সম্পত্তির মালিকানা পরিবার প্রধানেরই থাকবে এবং তার অনুমতি ব্যতীত মেয়ে তা ভোগ ও ব্যবহার করতে পারবে না। পরিবার প্রধান মারা গেলে প্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র সন্তান স্বাধীন হয়ে যেত কিন্তু যুবতী কন্যা স্বাধীন হত না।

কন্যা যতদিন বেঁচে থাকত ততদিন অন্য এক অভিভাবক তার মনিব থাকত। পরবর্তীতে এই আইন সংশোধিত হয় যে, নারী নিজেকে নিজের মনোপুতঃ কোন অভিভাবকের কাছে বিক্রি করে দেবে এবং উভয়ের মাঝে এই মর্মে চুক্তি হবে যে, নতুন মনিব তাকে পছন্দমত কোন কাজে বাধা প্রদান করতে পারবে না। যদি যুবতী কন্যা বিয়ে করে তবে তাকে স্বামীর সাথে 'সার্বভৌমত্ব চুক্তি' নামে একটি চুক্তি সম্পাদন করতে হত। এতে স্বামীকে স্ত্রীর উপর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব দেয়া হত। এই চুক্তি সম্পাদিত হত তিনটি উপায়ে।

---

১৭৪ সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, পর্দা ও ইসলাম, অনুবাদক আব্বাস আলী খান, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা। প্রথম সংস্করণ : ১৯৯২। পৃ. ১৭।

১৭৫ (৪৮৩-৫৬৫), বাইজাইনটাইন সম্রাট (৫২৭-৬৫), ১ম জাষ্টিনের ভ্রাতষ্পুত্র। রোমান আইন বিধিবদ্ধকরণ তার শ্রেষ্ঠ কাজ। তিনি হেজিয়া ষ্টোফিয়া গির্জা নির্মাণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১. পুরোহিতের পরিচালনাধীন একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে।

২. প্রতীকী ক্রয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থাৎ স্ত্রীকে যথারীতি মূল্য দিয়ে কিনে নিতে।

৩. বিয়ের পর পুরো এক বছর স্বামীর সাথে সহবাসের মাধ্যমে।

এভাবে নারীর কর্তৃত্ব স্বামীর নিকট হস্তান্তরিত হতো।

নাগরিক অধিকারের প্রতি তিনটি জিনিস রোমান আইনে পরবর্তীকালে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এই তিনটি জিনিস হলো : ক. অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, খ. বুদ্ধির অপরিপক্কতা এবং গ. নারী হওয়া। প্রাচীন রোমান আইনবিদগণ নারীদেরকে নাগরিক অধিকার না দেয়ার প্রধান কারণ হিসেবে দায়ী করতেন তাদের বুদ্ধির স্বল্পতাকে। জাস্টিনিয়ানের জারিকৃত আইনে বলা হয় যে, চুক্তি সম্পাদনার জন্য দুরকম যোগ্যতা প্রয়োজন। ক. আইনগত যোগ্যতা ও খ. বাস্তব যোগ্যতা। আইনগত যোগ্যতার অভাব হেতু তিন শ্রেণীর নাগরিক স্বাভাবিক নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত বলে চিহ্নিত হয়। এরা হচ্ছে : ক. দাস-দাসী, খ. বিদেশী নাগরিক, গ. স্ত্রী ও মেয়েরা। আর বাস্তব যোগ্যতার অভাব হেতু চার শ্রেণীর নাগরিক স্বাভাবিক নাগরিকাধিকার থেকে বঞ্চিত হতো। তারা হচ্ছে : ক. অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু ও বালক-বালিকা, খ. বুদ্ধিতে অপরিপক্ক ও ঋণ গ্রস্থ, গ. ঋণগ্রস্থ প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা ও স্ত্রীগণ, ঘ. ঋণগ্রস্থ ও অভিভাবকের আশ্রিত স্বাধীন প্রাপ্তবয়স্কা নারীগণ।

এক সময় রোম সাম্রাজ্যে নারীদেহ গরম তৈল ঢেলে দেয়া হত, দ্রুতগামী অশ্বের লেজের সাথে তাদেরকে বেধে হেচড়ানো হত এবং মজবুত স্তম্ভে বেধে তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হতো। সপ্তদশ শতাব্দীতে 'কাউন্সিল অব দ্যা ওয়াইজ' এর এক অধিবেশনে রোম নগরীতে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, 'নারীদের কোন আত্মা নেই।'[১৭৬]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ভারতীয় সভ্যতায় নারী

প্রাচীন ভারত উপমহাদেশেও শত শত বছর যাবৎ সঙ্গত সীমা লঙ্ঘন ও চরম ধৃষ্টতার অভিশাপ নেমে এসেছিল। নারীকে সেখানে দাসীরূপে পরিণত করা হয়েছিল। পুরুষ তার স্বামী, পতিদেব ও উপাস্য হয়েছিল। তাকে শৈশবে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বার্ধক্যাবস্থায় পুত্রের অধীন হয়ে থাকতে হতো। কেউ কেউ স্বামীর চিতায় সে সহমরণ বরণ করে নিত। সকল প্রকার অধিকার ও উত্তরাধিকার হতে তাকে বঞ্চিত রাখা হত। বিবাহের ব্যাপারে তার উপর এমন নিষ্ঠুর আইন প্রয়োগ করা হতো যে, তার ইচ্ছার

---

[১৭৬] মুহাম্মদ তাহের হোসেন, ইসলামে নারী, হৃদ প্রকাশনী, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০০০। পৃ. ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

বিরুদ্ধে তাকে একজন পুরুষের হাতে সোপর্দ করা হতো এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত তার কর্তৃত্ব ও অধীনতার নাগপাশ থেকে সে নিজেকে মুক্ত করতে পারত না। তাকে পাপ এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতনের প্রতিমূর্তি মনে করা হতো। তার ব্যক্তিত্ব বলতে কিছুই ছিল না। সে ছিল পুরুষের পাশবিক প্রবৃত্তির ক্রীড়ানক মাত্র। সে এমন নিবিড়ভাবে পুরুষের দেহাঙ্গিনী হয়েছিল যে তার জাতিসত্তা বিলীন হয়ে গিয়েছিল। পুরুষের যৌন উদ্দীপক, উপাসনালয়ের নগ্ন নর্তকী, ধর্মীয় বারাঙ্গনা, হোলীর প্রেম ললনা, নদ-নদীতে অর্ধ-নগ্ন স্নান – এসব হিসেবে নারীর ভূমিকাই ছিল কেবলমাত্র লক্ষণীয়। প্রাচীন ভারতে বাম মার্গীয় আন্দোলনের পরে পাপাচার ও ব্যভিচারে গ্রীস ও রোম সাম্রাজ্যের সীমা অতিক্রম করেছিল। যার পরিণামে হিন্দু জাতি কয়েক শতাব্দীর জন্য গ্লানি ও অধঃপতনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল।

পুত্র গুরুগৃহে গিয়ে পড়াশুনা করত; কিন্তু কন্যাকে গৃহে পিতার মর্জির উপর নির্ভর করতে হতো। স্বামীর উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে স্ত্রী অপর এক ব্যক্তির সাথে যৌনকর্মে লিপ্ত হয়ে সন্তান জন্ম দিতে বাধ্য হতো। স্ত্রীকে পবিত্র করার নামে পুরোহিতদের ভোগের বস্তু হিসেবে পরিণত করা হত। নারী জাতির কোন পৃথক সত্তাই ছিল না। বড় মেয়েদের প্রধান কাজ ছিল গাভী দোহন করা। বিবাহ করতে পুরুষেরা প্রচুর যৌতুক গ্রহণ করত। কন্যা সন্তান সম্পত্তির কোন অংশ পেত না অর্থাৎ তারা মীরাসের অধিকারিণী ছিল না। তবে মাতার গহনা নিয়ে নারীকে তৃপ্ত থাকতে হতো। তখনকার যুগে তারা দেবর সহবাসে পুত্র উৎপাদন করতে পারত। স্বামীর শাসনের দোষে দুশ্চরিত্রা হলে কেউ তার নিন্দা করত না। বিয়ের সময় কনের প্রথম মুখ দর্শনের সময়ই স্বামী বলত, 'পুত্রের মাতা হও'। কেহ কন্যা সন্তান কামনা করত না। বেদে আছে 'এখানে ছেলে দাও, অন্যত্র মেয়ে দাও' (৬-১১, ১৩), কন্যা সন্তানের জন্ম হলে আনন্দের পরিবর্তে পরিবারের সকলের মুখে বিষাদ ও অবসাদের ছায়া নেমে আসত। স্ত্রী স্বামীর বশীভূত ও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলতে পারত না। স্বামী নির্বাচনের কোন অধিকার নারীদের ছিল না। অর্থাৎ বিবাহে মতামত ব্যক্ত করার কোন অধিকার তাদের ছিল না। স্বামীর যোগ্যতা ও চরিত্রের উপর স্ত্রীর সুখ নির্ভর করত। হিন্দু আইনে পুরুষ স্বেচ্ছায় বিবাহ করত। এর কোন সীমা নির্দিষ্ট ছিল না। অসংখ্য পত্নী উপপত্নী পরিব্যপ্ত হয়ে বাস করাই ছিল হিন্দু রাজাদের প্রচলিত প্রথা। রমণীর একমাত্র স্বামীর মৃত্যু হলে পতি গ্রহণ করতে পারত না। স্ত্রী দ্বিতীয় বিবাহের অধিকারী ছিল না বরং তীব্র অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাদের সহমরণে যেতে বাধ্য করা হতো। এভাবে নারী জাতিকে অমঙ্গল ও অপবিত্র মনে করা হতো। নারীকে কেন্দ্র করে জীবন্ত মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে অগ্নিদগ্ধ করার মত নির্মম প্রথাও হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি গ্রীস ও রোম সাম্রাজ্যে যখন নারী জাতি অসহায় ও জুলুম নির্যাতনের স্বীকার, তখন ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে জাহেলী যুগেও সভ্যতা বিবর্জিত আরব সমাজে নারীজাতি কতটা অসহায় ও নিরাশ্রয় ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। আরবের অধিবাসীরা নারীর অস্তিত্বকে লজ্জাজনক ও লাঞ্ছনাকর মনে করত। কন্যা সন্তান জন্ম নেয়া তাদের জন্য গভীর দুঃখ ও মনোকষ্টের কারণ ছিল। পুত্র সন্তান নিয়ে তারা গর্ব অহঙ্কার করত।

History of the Arabs and Arabian Culture (Rustum and Zurayk, Beirut, 1940, p-36) গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে :

'সুশৃঙ্খল সমাজ জীবন সম্পর্কে প্রাচীন আরবদের কোন জ্ঞান ছিল না, তারা বিভিন্ন গোত্রে ও বংশে বিভক্ত হইয়া যাযাবররূপে বসবাস করত। গোত্রে গোত্রে তাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকত। এ সকল যুদ্ধে বিজয়ী পক্ষ বিজিত পক্ষের নারীদিগকে ধরে নিয়ে বিবাহ করত। এজন্য আরবগণ কন্যা সন্তানের জন্মকে ভয় ও ঘৃণা করত এবং পুত্র সন্তান জন্মকে পছন্দ করত। কারণ পুত্র সন্তান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও যুদ্ধের ময়দানে সাহায্যকারী হত। এ কারণে আরবগণ কন্যাদিগকে জীবিত কবর দিয়া হত্যা করত।'[১৭৭]

এজন্য Arabia Before Muhammad গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে This revolting custom prevailed extensively it was supressed by Muhammad peace be on him.

(মুহাম্মাদ (সা.) দমন না করা পর্যন্ত এই নিদরুণ ঘৃণা প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।)[১৭৮]

কিন্তু কন্যা সন্তানের অস্তিত্ব তাদের মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করত। পবিত্র কুরআনে তাদের এ অনুভূতির কথা নিম্নোক্ত ভাষায় চিত্রিত হয়েছে :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾
يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓ ۚ أَيُمْسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُۥ
فِى التُّرَابِ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

'তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণের সু-সংবাদ দেয়া হয়, তখন তাদের চেহারা কালো এবং তাদের মন ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। লোকচক্ষু থেকে নিজেকে আড়াল করতে চায়। কারণ, এ দুঃসংবাদ লাভের পর কি করে সে মানুষকে মুখ দেখাবে। সে তখন ভাবতে থাকে, লাঞ্ছনা বহন করে তাকে জীবিত থাকতে দেবে, না মাটির নিচে পুঁতে ফেলবে।'[১৭৯]

---

১৭৭ আবদুল খালেক, নারী, দ্বীনী পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ১৭।

১৭৮ O'leary, Delacy : Arabia Before Muhammad, London, 1927, p-202.

১৭৯ আল কুরআন, সূরা আন নাহল, আয়াত ৫৮-৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর রা. বলেন :

'আল্লাহর শপথ! জাহেলী যুগে আমরা নারীদেরকে কোন মর্যাদাই দিতাম না। তারপর আল্লাহ কুরআন নাজিল করলেন, তাদের ব্যাপারে নির্দেশনা দিলেন এবং যা কিছু অংশ নির্ধারণ করা দরকার ছিল তা করলেন।'

নারীর প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা এতই চরমে পৌঁছেছিল যে, কোন ব্যক্তির ঘরে কন্যা সন্তান জন্ম নিলে সে সেটিকে অলক্ষুণে ঘর মনে করে পরিত্যাগ করত। মেয়েদের জন্য তাদের হৃদয়ে দয়ামায়া বলে কিছুই ছিল না। তারা কন্যা সন্তানদের জীবিত দাফন করত। এ প্রসঙ্গে এমন কিছু দুঃখজনক ঘটনা বর্ণিত আছে যা শুনলে হৃদয় কেঁপে উঠে। এক ব্যক্তি রাসুল সা.এর কাছে জাহেলী যুগের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলল, 'আমার একটি মেয়ে ছিল। সে আমার সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল। আমি যখনই তাকে আপ্যায়ন করতাম সে আনন্দচিত্তে দৌড়ে আমার কাছে আসত। এভাবে একদিন আমি তাকে ডাকলে সে আমার পেছনে পেছনে দৌড়ে এলো। আমি তাকে সাথে নিয়ে একটি কুপের পাশে গেলাম এবং ধাক্কা দিয়ে তাকে কুপের মধ্যে ফেলে দিলাম। তখনও সে আব্বা আব্বা বলে চিৎকার করছিল।' [সুনানে দারেমী, অনুচ্ছেদ 'মাকানা আলাইহিন্নাস কাবলা বাছিন নাবী সা.]

এর চেয়ে আর জঘন্য পাশবিকতা কি হতে পারে যে, বাপের স্নেহসিক্ত হাত দুটি সন্তানের জন্য হিংস্র নেকড়ের থাবায় পরিণত হলো। কায়েস ইবনে আসেম নামক একজন ব্যক্তি জাহেলী যুগে ৯-১০টি কন্যা সন্তানকে জ্যান্ত দাফন করেছিল।'[১৮০]

পুরুষ যত সংখ্যক নারীকে ইচ্ছা বিয়ে করত। ইসলাম কবুল করার সময় ওয়াহাব আসাদীর ১০ জন স্ত্রী ছিল (আবু দাউদ, কিতাবুত তালাক)। গাইলান সাকাকী যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন তারও ১০ জন স্ত্রী ছিল (তিরমিযি, আবওয়াবুন নিকাহ্)। তালাকের ব্যাপারে কোন বাধা নিষেধ ছিল না। পুরুষরা যখন চাইত এবং যতবার চাইত স্ত্রীকে তালাক দিত। মেয়াদ (ইদ্দত) পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই প্রত্যাহার (রুজু) করত। এভাবে পুরুষ তার স্ত্রীর উপর জীবনভর উৎপীড়ন চালাত।

স্বামীর জীবদ্দশায় স্ত্রী অধীনস্ত থাকত। স্বামীর মৃত্যু হলে উত্তরাধিকার তার পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করত। তাদের মন চাইলে তাকে বিয়ে করত অথবা কারো সাথে বিয়ে দিত। তাকে আদৌ বিয়ে না দেয়ার এখতিয়ারও তাদের ছিল। বিধবার সম্পদ করায়ত্ব করার জন্য পুনরায় তাকে বিয়ে করতে বাধা দিত। কোন কোন কন্যাকে বিয়ে করার অভিপ্রায়ে প্রাপ্তবয়স্কা হওয়া পর্যন্ত পুনর্বিবাহ ঠেকিয়ে রাখত। এমনকি সৎ মাকে বিয়ে করাও তাদের কাছে দোষণীয় ছিল না। ঘটনাক্রমে কোন সুন্দরী রূপসী সম্পদশালিনী অনাথ বালিকা কারো তত্ত্বাবধানে এলে সে নিজেই তাকে বিয়ে করত এবং কোন অধিকার

---

১৮০ আবুল ফিদা ইবন কাসীর, তাফসীরে ইবন কাসীর, মাওবাতুল আজহারিয়া প্রেস, মিশর, ১৩০১ হিজরী। চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৪৭৭-৪৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

আদায় করত না। সম্পদের উত্তরাধিকারে নারীর কোন অংশ ছিল না। বর্ণিত আছে যে, সাবেত নামক এক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার ভাই পুরো সম্পদ হস্তগত করে। তার দুটি মেয়ে ছিল। চাচা পিতার সম্পদ থেকে মেয়ে দুটিকে পুরোপুরিই বঞ্চিত করেছিল।[১৮১]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ব্রিটিশ সভ্যতায় নারী

এক শতাব্দীর কিছুকাল পূর্বেও ব্রিটিশ সম্রাজ্যে নারীরা পুরুষের জুলুম নির্যাতনের স্বীকার ছিল। এমন কোন শক্তিশালী আইন ছিল না, যা পুরুষের বাড়াবাড়িকে প্রতিরোধ করতে পারত।

ইংল্যান্ডের আইনে এ বিষয়টি স্বীকৃত ছিল যে, বিয়ের পরে পুরুষের স্বভাব প্রকৃতিতে কোন পরিবর্তন আসে না।

কিন্তু বিয়ের পর নারীর ব্যক্তিত্ব পুরুষের ব্যক্তিত্বের একটা অংশে পরিণত হয়। এর উপর ভিত্তি করে নীতি গড়ে উঠেছিল যে, নারীর কোন ধন-সম্পদ ও সহায় সম্পত্তি থাকলে বিয়ের পরে তা পুরুষের মালিকানায় চলে যাবে। তবে বিয়ের পূর্বে নারী তার সম্পদের ব্যাপারে কোন চুক্তি করলে তা চুক্তি অনুযায়ী কার্যকর হবে। পুরুষ ইচ্ছা করলে নারীকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারত। পক্ষান্তরে তাকে স্ত্রীর সম্পদের বৈধ হকদার মনে করা হতো। কোন কাজ করার ব্যাপারে নারীর স্বাধীনতা ছিল না। এমনকি অর্থ উপার্জন করে নিজের জন্য খরচ করা কিংবা পছন্দমত বিয়ে করার অধিকারও তার ছিল না।

মেয়েদেরকে পিতা-মাতার মালিকানা মনে করা হত। পিতা-মাতা যার সাথে ইচ্ছে বিয়ে দিত। বিয়ে ছিল একটি ব্যবসার মত, যার মাধ্যমে পিতা-মাতা মেয়েদেরকে অন্য ছেলেদের কাছে বিক্রি করে দিত। নারী স্বাধীনতার বিখ্যাত প্রবক্তা 'জেমস্ মিল' (James Mill)[১৮২] তার 'পরাধীন নারী' গ্রন্থে লিখেছেন, 'ইউরোপের ইতিহাসের দিকে তাকান, দেখতে পাবেন, খুব বেশী দিন অতিবাহিত হয়নি, যখন বাপ তার মেয়েকে যেখানে ইচ্ছা বিক্রি করে দিত। এ ব্যাপারে তার ইচ্ছার কোন তোয়াক্কাই করা হতো না।'[১৮৩]

খ্রিস্ট ধর্ম প্রসারের পূর্বে পুরুষ ছিল সবকিছুর একমাত্র মালিক। নারীর তুলনায় পুরুষের অপরাধের জন্য কোন শাস্তি বা আইন কিছুই ছিল না। পুরুষ যখনই চাইত স্ত্রীকে পরিত্যাগ করত। কিন্তু কোন অবস্থায়ই পুরুষের সাথে নারীর সম্পর্ক ছিন্ন করার এখতিয়ার ছিল না। ইংল্যান্ডের প্রাচীন আইনে

---

১৮১ তিরমিযী, আবু দাউদ, কিতাবুল ফারায়েজ, অনুচ্ছেদ – মা জাআ ফী মিরাসিস সুলয়।

১৮২ (১৭৭৩-১৮৩৬), ইংরেজ দার্শনিক। জন্মস্থান স্কটল্যান্ড। লন্ডনে তিনি কয়েকটি সাময়িক পত্রিকার লেখক ও সম্পাদক ছিলেন। ভারতের ইতিহাস লিখে (১৮১৭) ইন্ডিয়া হাউজে একটি পদ লাভ করেন।

১৮৩ সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, ইসলামী সমাজে নারী, অনুবাদক : মোহাম্মদ মুজাম্মেল হক, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৯৭। পৃ. ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষকে নারীর মালিক বলা হয়েছে। তবে কার্যত সে ছিল তার বাদশাহ। এমনকি স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে হত্যা করার পদক্ষেপকে আইনের পরিভাষায় ছোট-খাটো বিদ্রোহ বলে হালকাভাবে দেখা হতো। কিন্তু নারী ঐ একই অপরাধে অপরাধী হলে তাকে পুড়িয়ে মারার নির্দেশ ছিল। নারী ছিল পুরুষের খরিদ করা দাসীর মত। স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে কোন সম্পদ গচ্ছিত করতে পারত না। যদি করতো তাহলে আপনা হতে তা স্বামীর সম্পদ বলে গণ্য হতো। এক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের আইন নারীর এতটুকু মর্যাদাও স্বীকার করত না যা অন্য সব দেশে দাসেরাও ভোগ করত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : পারস্য সভ্যতায় নারী

পারস্য সভ্যতায়ও নারীরা ছিল চরম নির্যাতনের স্বীকার। হামুরাবীর (Hammurabi)[১৮৪] আইনে নারীকে গৃহপালিত জীব-জন্তুর পর্যায়ে ফেলা হত। একারণে কেউ কারো মেয়েকে হত্যা করলে তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে ঐ মেয়ের বাবার কাছে হত্যাকারীর নিজের মেয়েকে চিরতরে হস্তান্তর করতে হতো। সে মেয়েকে হত্যা করুক বা দাসী হিসেবে ভোগ করুক, সেটা ছিল তার ইচ্ছাধীন ব্যাপার।

তারা নারীকে সর্ব সাধারণের সম্পত্তি বলে মনে করত। প্রত্যেক পুরুষ যে কোন কারো স্ত্রীর সাথে নিজের স্ত্রীর মত আচরণ করতে পারত। নারীকে পণ্য রূপে বাজারে ক্রয় বিক্রয় করা হত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : চীনা সভ্যতায় নারী

সভ্যতা ও শিক্ষার দিক থেকে চীনারা ছিল বেশ উন্নত। কিন্তু নারীদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তারা উদাসীন ছিল। নারীরা ছিল অবহেলিত ও নির্যাতিত। একটি চীনা প্রবাদে আছে, 'তোমরা স্ত্রীর কথা শোন, তবে বিশ্বাস করো না।' নারীদের তারা ভোগের পণ্য হিসেবে মনে করত। নারীদের ভাগ্য আগমন করে না বলে তারা মনে করতো। নারীদেরকে তারা কুলক্ষণ ও অলক্ষ্মী মনে করত। নারীদের কোন পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ছিল না। প্রাচীন চীনা শিলালিপিতে নারীদেরকে (Water of Woe) 'দুঃখের প্রস্রবণ'[১৮৫] বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সকল সৌভাগ্যকে নারীরা ধুয়ে মুছে নিয়ে যায় বলে তারা বিশ্বাস করত। এ কারণে মর্যাদা ও অধিকার কোন কিছুই তারা ভোগ করতে পারত না। কিসসাতুল হাসারা নামক গ্রন্থে চীন সভ্যতা অধ্যায়ে দেখা যায় যে, চীনে নারীর চেয়ে মূল্যহীন বস্তু আর নেই।[১৮৬] এক কথায় নারীরা ছিল ঘৃণিত ও অপমানিত।

---

১৮৪ আনুমানিক ২১০০ খ্রিঃপূঃ। ব্যবিলনের প্রথম বংশের রাজা। রাজত্বকাল ২০৬৭-২০২৫ খ্রিঃপূঃ। হামুরাবী ব্যবিলনকে সম্মিলিত রাজ্যের রাজধানী করেন।

১৮৫ আব্দুল খালেক, নারী, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৫। পৃ. ৭।

১৮৬ মোঃ আবুল হোসাইন, নারী মুক্তি আন্দোলনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, অক্টোবর, ২০০৫। পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বর্তমান বিশ্বে নারীর অধিকার ও নারী আন্দোলন

বর্তমান বিশ্বে নারী জাতি আত্মনির্ভরশীল হওয়ার চেষ্টা করছে। প্রগতি ও আধুনিকতার নামে নারীজাতি অধিকার আদায়ে অনেক সোচ্চার। আধুনিক সভ্য সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্তরায় হিসেবে ধর্মকে অভিহিত করা হচ্ছে। আশার কথা হচ্ছে – চরম অবক্ষয়ের দিকে প্রবাহমান নারীজাতিকে পুনরুদ্ধারের জন্য বিভিন্ন মহল থেকে বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিবাহ বন্ধন ও বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে ক্ষমতা কমানো হয়েছে। নারীদের অর্থ-উপার্জনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নারীকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা এবং সামাজিক কারণে তাদের সঙ্গে দাসীর মতো আচরণ করা হতো তার সংশোধন করা হয়েছে। মানবের ন্যায় মানবীরও উচ্চশিক্ষা লাভের পথ উন্মুক্ত করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও অবাধ যৌনাচারের ধারণা বর্তমান অবস্থার আগে আর কখনো এত ব্যাপকতা লাভ করেনি। যৌনাচারের অবাধ বিচরণ উচ্চ সমাজব্যবস্থা থেকে নিম্নতর সমাজ ব্যবস্থায় এমনভাবে বিকশিত হয়েছে যে তা কোনোমতে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না। যে সব দৃষ্টিভঙ্গির উপর বর্তমান সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে তা নিম্নের তিনটি শিরোনামে ব্যক্ত করা যায়,

১. নারীর আর্থিক মুক্তি।

২. পুরুষ-নারীর মধ্যে সমানাধিকার বিধান।

৩. পুরুষ ও নারীর মধ্যে অবাধ বিচরণ।

এই তিনটি মৌলিক ভিত্তির উপর বর্তমান সমাজ সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত বিধায় এই অবাধ যৌনচারের পথ সুগম হয়েছে। বর্তমান সভ্যতায় সব যুক্তি-প্রমাণকে অধিক মাত্রায় কাজে লাগিয়ে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে দাবী করা হয়েছে অন্যান্য জীবকূলের মধ্য থেকে মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব। যার নিজস্ব কিছু কামনা-বাসনা আছে। এই কামনা-বাসনাকে পরিতৃপ্ত করার জন্য সীমাবদ্ধ পার্থিব জীবনের অস্তিত্ব বিলীন করে পর্দার আড়ালে চলে যাবার আগে ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশ এবং জীবনের মজা লুটতে না পারলে জীবনটাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে বলে প্রগতিশীল আধুনিক সভ্যতার বুদ্ধিজীবীরা মনে করেন। তাই বলা হয় – নিজের কামনা, বাসনা, আবেগ ও অনুভূতির স্বর্গ নির্মাণ না করে তাকে বরং আরও অধিকতর

Dhaka University Institutional Repository

পরিমাণে ভোগবাদী হয়ে পৃথিবী ছেড়ে যাবার আগেই সব কামনা-বাসনা-আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করতে পারাই জীবনের সার্থকতা। কোনো চতুষ্পদ জন্তু তার কামনা-বাসনাকে কিভাবে পূরণ করে সে সম্পর্কে যেমন কোনো প্রশ্ন উঠেনা, তেমনি মানুষের ব্যাপারে এ প্রশ্ন নিরর্থক যে, সে তার কামনা-বাসনা-আবেগ ও অনুভূতির আগুন নির্বাপিত করার জন্য কোনো কোনো সীমারেখা মেনে চললো এবং কোনো কোনো সীমারেখা মেনে চললো না। এই দর্শন পশুত্বের সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বলে প্রমাণ করেছে। প্রবৃত্তির দাসত্ব ও গোলামীর স্বপক্ষে কিছু যুক্তি প্রমাণ পেশ করেছে যাতে মানুষের ভেতরের বিবেক নামক কাঁটাবিদ্ধ না হয় এবং এজন্য সে অনুশোচনা না করে। প্রবৃত্তির পূজার জন্য তাঁর মন হৃদয় উদার ও উন্মুক্ত হয়ে যায়। ফলে দ্বিধাহীনচিত্তে ফুর্তিবাজী ও যৌন আকাঙ্ক্ষা সভ্যতার সোপান বলে বিবেচনা করতে তার বিবেক যেন না বাধে। সে যখন দৃষ্টি মেলবে তখনই যেন ফুর্তিবাজের দৃশ্যাবলী দেখতে পাবে। তার কান যখনই শুনবে তখনই যেন নাচ-গান, আনন্দ আর ব্যঞ্জনার ধ্বনি তার কানে ভেসে উঠে। তার বিবেক আর চিন্তাশক্তি কেবল যেন প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা করার পথে ব্যয়িত হয়। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, অশ্লীল সাহিত্যচর্চা, নৈতিক বিবর্জিত শিক্ষা, ছবির উলঙ্গপনা, নোংরা সিনেমা, মাদকদ্রব্যের ছড়াছড়ি মোটকথা যৌনতার আগুনকে উদ্দীপ্তকারী এমন কোনো উপায় নেই যা বর্তমান সভ্যতায় অনুপস্থিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ : পাশ্চাত্যে নারীর অবস্থান

বর্তমান নারী অবস্থার সুতিকাগার আমেরিকার নারীমুক্তি আন্দোলনের চিত্র বিশ্লেষণ করলে উপরোক্ত অবস্থা স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে আমেরিকাসহ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রধান প্রধান কয়েকটি রাষ্ট্রের তথাকথিত নারী সভ্যতার মুখোশ উন্মোচিত করা হয়েছে।

আমেরিকাবাসী যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হচ্ছে যা তাদের পতনের পূর্বাভাস। প্রাচীন গ্রীস এবং রোম এভাবে ধ্বংস হয়েছিল। প্রফেসর পিটারেম সরোকিম আমেরিকায় যৌন বিপ্লব নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেন :

> 'যৌনতার প্রচণ্ড সয়লাব আমাদেরকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। আমাদের সভ্যতার প্রতিটি অঙ্গণে এবং সমাজ জীবনে ঘরে ঘরে তা প্রবেশ করছে।... আমেরিকার রাজনৈতিক জীবন পর্যন্ত যৌনতার উত্তাল তরঙ্গে উথাল-পাতাল হচ্ছে। যৌন উৎকোচ ও যৌন ব্লাকমেলিং আর্থিক উৎকোচের মতই ব্যাপকতা লাভ করেছে।... যৌন

Dhaka University Institutional Repository

কেলেঙ্কারীতে জড়িত ব্যক্তিরা এবং তাদের বরকন্দাজ ও সাঙ্গ-পাঙ্গরা কূটনৈতিক দায়িত্বে নিয়োজিত আছে এবং চরিত্রহীন লোকেরা কোথাও পৌর কর্মচারী, কোথাও মন্ত্রী আবার কোথাও রাজনৈতিক দলের নেতা। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক উচ্ছৃঙ্খল ও দুশ্চরিত্র লোক বিদ্যমান রয়েছে। এরা স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক উভয় প্রকার ফুর্তিবাজী ও চরিত্রহীনতার কাজে লিপ্ত। প্রতিনিয়ত তালাক ও যৌন অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে, রেডিও, টেলিভিশন, সাহিত্য ও বিজ্ঞাপণ ক্ষেত্রে যৌনতার তাণ্ডব আমেরিকানদের জন্য ধ্বংসের বার্তা বাহক। আমাদের বর্তমান পরিবেশ পুরো বা অর্ধ উলঙ্গপনায় ভরা। এমন কি বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপণ সমূহে যৌনতা এমনভাবে জেঁকে বসেছে যে; আমেরিকানদের জীবনে ধ্বংসের কালো ছায়া নিকটবর্তী হচ্ছে বলে মনে হয়।[১৮৭]

এসোসিয়েটিভ প্রেস অব আমেরিকার তথ্যানুযায়ী :

প্রতিবছর দু' লক্ষের উপর জারজ শিশু জন্মগ্রহণ করে। জারজ শিশু জন্মের এ গতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোনো কোনো গোষ্ঠী এবং অধিকাংশ শাসক গোষ্ঠী প্রস্তাব করেছেন যে সর্বজন স্বীকৃত পন্থায় যে সব মহিলা বিপথগামী হচ্ছে তাদের সবাইকে পুরোপুরি বন্ধ্যা করে দেয়া হোক। কোনো কোনো মহলে এ প্রস্তাব বিবেচনাধীন রয়েছে যে এক সন্তানের বেশী জন্মদানকারী মহিলার অর্থ সাহায্যের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হোক। U.N.C.-তে দশটি শিশুর কুমারী মাকে নয়টি শিশুর প্রতিপালনের জন্য সরকারী তহবিল থেকে সাহায্য দেওয়া হয়। অপরদিকে সমাজ বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ের উপর জোর দিচ্ছেন যে কুমারী মা হিসেবে যেসব যুবতী নারী সন্তান জন্ম দেয় তাদের গ্লানি, পাপ এবং ভয়-ভীতি দূর, অস্থিরতা প্রতিকার করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক। শিশু সংক্রান্ত ব্যুরোর প্রধান মিসেস ক্যাথারাইন বি মিটিংগারের মতানুসারে কুমারী মায়েরা যে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হন তার কোনো সমাধান নাই।[১৮৮]

---

১৮৭ সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, ইসলামী সমাজে নারী, অনুবাদক : মোহাম্মদ মুজাম্মেল হক, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা। ২য় সংস্করণ : ১৯৯৭। পৃ. ২৭২-২৭৩।

১৮৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪-২৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

ক. পাশ্চাত্যে তরুণ-তরুণীদের পারিপার্শ্বিক অবস্থান :

বিখ্যাত জর্জ বেনলিন্ডস (Ben Lindsey)[১৮৯] একদা ডেনভারস্থ তরুণদের অপরাধের জন্য স্থাপিত বিচারালয়ের সভাপতি তার গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ডা. এভিল হুকার তার 'Laws of sex' নামক গ্রন্থে বলেন,

> বিশিষ্ট ভদ্র ধনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহা এক অতি সাধারণ ব্যাপার যে, সাত-আট বছরের বালিকা সম বয়স্ক বালকদের সহিত প্রণয় সম্পর্ক স্থাপন করে এবং অধিকাংশ সময়ে যৌনক্রিয়াও করে থাকে।[১৯০]

তিনি আরও বলেন যে,

> কোন বংশের উজ্জ্বল রত্ন সাত বছরের একটি বালিকা তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও কতিপয় বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়। আর একটি ঘটনা এই যে দুটি বালিকা ও তিনটি বালকের একটি দলকে যৌনকাজে লিপ্ত হতে দেখা যায়। তারা অন্য সম বয়স্ক বালক-বালিকাদেরকেও উক্ত কাজের জন্য প্ররোচনা দেয়। এই দলের মধ্যে দশ বছর বয়স্কা বালিকাটিই সবার বড় ছিল। কিন্তু তথাপিও সে বিভিন্ন প্রেমিকের প্রেমনিবেদন লাভ করার গৌরব অর্জন করে।[১৯১]

বালটিমোরের জনৈক ডাক্তারের রিপোর্ট হতে জানা যায় যে, সে শহরে বছরের কম বয়সের বালিকার সঙ্গে যৌনকার্য করার অভিযোগে এক বছরের সহস্রাধিক মামলা দায়ের করা হয়।[১৯২] কামরিপু জাগ্রত করার যাবতীয় উপায় উপাদানে পরিপূর্ণ উত্তেজনাব্যাঞ্জক পরিবেশের প্রভাবেই এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আমেরিকার জনৈক গ্রন্থাকার বলেন,

> আমাদের অধিবাসীদের বৃহত্তর অংশ যে অবস্থায় কালাতিপাত করে তা অস্বাভাবিক যে দশ-পনের বছরের বালক-বালিকাদের মধ্যে একে অপরের সঙ্গে প্রণয়বদ্ধ হবার মনোভাব জাগ্রত হয়। এরূপ অকাল যৌন স্পৃহার পরিমাণ অত্যন্ত মারাত্মক ও ভয়াবহ হওয়া স্বাভাবিক। অন্ততপক্ষে এর পরিণাম ও ফল এই হয় যে, অল্প রয়স্কা তরুণীরা বন্ধুত্বের সাথে গৃহ হতে পলায়ণ করে অল্প বয়সে বিবাহ করে। কিন্তু প্রেমের খেলায় অকৃতকার্য হলে তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।[১৯৩]

---

১৮৯ (১৮৬৯-১৯৪৩), আমেরিকান জজ ও সংস্কারক। অপ্রাপ্ত বয়স্ক অপরাধীদের বিচারের জন্য আদালত স্থাপন বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন।

১৯০ Ben Lindsey, Revolt of Modern Youth, New York, 1927. p. 82-86.

১৯১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮।

১৯২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭।

১৯৩ সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, ইসলামী সমাজে নারী, অনুবাদক : মোহাম্মদ মুজাম্মেল হক, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা। ২য় সংস্করণ : ১৯৯৭। পৃ. ৭৮-৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

খ. বিদ্যালয়ে যৌনচর্চা :

এভাবে যেসব বালক-বালিকার মধ্যে অসময়ে যৌন প্রবণতা জাগ্রত হয় তাদের প্রথম পরীক্ষা ক্ষেত্র হয় বিদ্যালয়সমূহ। বিদ্যালয়গুলো দু' রকমের হয়। প্রথমত বিদ্যালয়ে শুধুমাত্র বালক অথবা বালিকা ভর্তি হয়। দ্বিতীয়ত আরেক রকমের বিদ্যালয়ে বালক-বালিকা উভয়েই সহশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলোতে সমলৈঙ্গিক মৈথুন ও হস্তমৈথুনের সংক্রামক ব্যাধি বিস্তার লাভ করেছে। শৈশবকালেই যে ধরনের অনুভূতি জাগ্রত করা হয় এবং চারিদিকের পরিবেশ যার পূর্ণ উত্তেজনা সৃষ্টি করে তাকে চরিতার্থ করার জন্য কোনো না কোনো পন্থা অবলম্বন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ডাক্তার হুকার বলেন,

> এই ধরনের শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে, কলেজ, নার্সদের ট্রেনিং স্কুলে, ধর্মীয় শিক্ষাগারসমূহে সর্বদাই এরূপ ঘটনা সংঘটিত হয় যে, একই লিঙ্গের দু'জন পরস্পর যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হয়েছে এবং বিপরীত লিঙ্গের প্রতি তার কোনো আগ্রহ নেই।[১৯৪]

এ সম্পর্কে তিনি আরো ঘটনার উল্লেখ করেন,

> বালিকা বালিকাদের সহিত এবং বালক বালকদের সহিত যৌনক্রিয়ায় সম্মিলিত হইয়া ভয়াভয় পরিণামের সম্মুখীন হইয়াছে। এই সমলৈঙ্গিক মৈথুন সংক্রামক ব্যধির ন্যায় কিরূপ দ্রুত প্রসারলাভ করিতেছে তাহা অন্যান্য গ্রন্থপাঠে জানা যায়।

ডাক্তার লোরি তাঁর 'Herself' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

> একবার এক সকলের প্রধান শিক্ষক জানিয়ে দেন চল্লিশটি পরিবারের নিকট যে গোপন পত্র দ্বারা যে তাহাদের সন্তানদেরকে আর স্কুলে রাখা সম্ভব নহে। কারণ, তাহাদের মধ্যে চরিত্রহীনতার এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

এখন আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয় সম্পর্কে আলোচনা করব যেখানে বালক-বালিকার সহশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এখানে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টির উপাদান যেমন বর্তমান আছে তা চরিতার্থ করার উপায়ও আছে। শৈশাবে যে যৌন স্পৃহা ও প্রবণতার সঞ্চার হয় এই ধরনের বিদ্যালয়ে আসার পর তা চরিতার্থ করার সুযোগ ঘটে। বালক-বালিকারা অতি জঘন্য ও অশ্লীল সাহিত্য অধ্যয়ন করতে অভ্যস্ত হয়। প্রেমপূর্ণ গল্প-উপন্যাস, নামমাত্র আর্টের পুস্তিকাসমূহ, যৌন সমস্যা সম্বলিত অশ্লীল গ্রন্থাদি এবং গর্ভনিরোধ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য প্রবন্ধাদি স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের যৌন প্রভাবে সর্বাপেক্ষা এক আকর্ষণীয় বস্তুতে পরিণত হয়। খ্যাতনামা মার্কিন গ্রন্থাকার হিনাড্রিচ ভন লোয়েন বলেন,

---

[১৯৪] সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, ইসলামী সমাজে নারী, অনুবাদক : মোহাম্মদ মুজাম্মেল হক, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা। ২য় সংস্করণ : ১৯৯৭। পৃ. ১৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

> আমেরিকার বিশ্ববিদ্যায়গুলিতে যে সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা অধিক চাহিদা তাহা সকল প্রকার অপবিত্রতা, অশুচিতা, অশ্লীলতার সংক্ষিপ্ত সারমাত্র। জনসাধারণের মধ্যে এ প্রকার সাহিত্য আর কোনকালেও এত স্বাধীনভাবে প্রচারিত হয়নি। এ সকল সাহিত্য হতে যেসব জ্ঞানলাভ হয় যুবক-যুবতীরা সে সম্পর্কে স্বাধীনভাবে আলোচনা করত। প্রত্যক্ষ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়। বালক-বালিকা যুবক-যুবতী মিলে পেটিং পার্টিস-এর জন্য বের হয় এবং তথায় স্বাধীনভাবে মদ ও সিগারেট পান এবং নৃত্য-গীতের ভেতর দিয়ে জীবনকে পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করে।
>
> How I can get married. p-172.

লিন্ডসে সাহেবের অনুমোদন এই স্কুলের শতকরা ৪৫ জন ছাত্রী স্কুল ত্যাগ করার পূর্বেই চরিত্রভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। শিক্ষার পরবর্তী সোপনগুলিতে এর অনুপাত অনেক বেশী। লিন্ডসে সাহেব বলেন,

> হাই স্কুলের বালকগণ বালিকাদের তুলনায় যৌনতৃষ্ণায় অনেক পশ্চাতে। সাধারণ বালিকাগণই কোনো না কোনো প্রকার অগ্রগামিনী হয় এবং বালকগণ তাদের ইঙ্গিতে নৃত্য করতে থাকে।[১৯৫]

সম্প্রতি নিউইয়ার্কের একটি স্কুলে সতেরশত ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে যে ১৪ বছরের পরে মাত্র একজন তাঁর সতীত্ব রক্ষা করতে পেরেছে। আরেকটি জরিপ অনুযায়ী বর্তমান আমেরিকায় প্রতি পাঁচ মিনিটে একজন নারীকে ধর্ষণ করা হয় এবং চব্বিশ ঘন্টায় একজন নারীকে হত্যা করা হয়।[১৯৬] গত ২৮ জুলাই ২০০৫ইং তারিখে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা 'দৈনিক নয়াদিগন্ত'-এ একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। যেখানে বলা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে গৃহ নির্যাতনে চারজন নারী খুন হয়। দেশটির পরিসংখ্যান ব্যুরো থেকে প্রকাশিত 'নারীর বিরুদ্ধে সংহিতা' শীর্ষক প্রতিবেদনে এ ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ধর্ষিতার মধ্যে শিশু ও গৃহহীন নারীর সংখ্যা অর্ধেকেরও বেশী। অন্য এক রিপোর্টে প্রকাশ 'যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি আটজনের একজন নারীকে দৈহিকভাবে নির্যাতন করা হয়। প্রতি ছয় মিনিটে একজন নারীকে ধর্ষণ করা হয়, যার শতকরা পনেরভাগ মাত্র পুলিশকে জানানো হচ্ছে।[১৯৭] সম্প্রতি এক statistics থেকে জানা যায় Tenage girl প্রতিদিন গর্ভবতী হচ্ছে। ৪১০০ অবৈধ গর্ভপাত ঘটানো হচ্ছে প্রতিদিন। প্রতি আট মিনিটে একটি একটি কিডন্যাপিং হচ্ছে। প্রতি নব্বই সেকেণ্ডে একটি খুন হচ্ছে। একটি স্টোর লুটপাট হচ্ছে প্রতি ষাট সেকেণ্ডে।[১৯৮]

---

১৯৫ সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, ইসলামী সমাজে নারী, অনুবাদক : মোহাম্মদ মুজাম্মেল হক, আধুনিক প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ঢাকা-১৯৯৭। পৃ. ৮১।

১৯৬ মাহবুবা বেগম, নারীর ভূষণ, আল কুরআন গবেষণা সেন্টার, ঢাকা। জুলাই ১৯৯৯। পৃ. ৬২।

১৯৭ উম্মে আইরিন, দেশে দেশে নারী নির্যাতন, দৈনিক সংগ্রাম, ২৩ আগস্ট ২০০৫, ঢাকা।

১৯৮ শাহজাহান সিরাজ, আমেরিকায় ইসলাম ও মুসলমান : হাজার বছরের চালচিত্র, ইসলামিক সোসাইটি ইউ.কে. (লন্ডন, ইংল্যান্ড, নভেম্বর ২০০৩), পৃ. ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

গ. সামাজিক অশ্লীলতা :

আমেরিকায় যে সকল নারী বেশ্যাবৃত্তিকেই তাদের জীবিকাস্বরূপ গ্রহণ করেছে তাদের সংখ্যা প্রায় চার হতে পাঁচ লক্ষের মধ্যে। কিন্তু আমেরিকার বেশ্যাদেরকে এতদ্দেশীয় বেশ্যাদের অনুরূপ মনে করা চলবে না। এর বংশানুক্রমিক বেশ্যা নয়। আমেরিকার বেশ্যা এমন এক নারী যে গতকাল পর্যন্ত কোনো পেশা অবলম্বন করেছে, অসৎ সংস্পর্শে থেকে চরিত্রভ্রষ্ট হয়েছে এবং বেশ্যালয়ের শরণাপন্ন হয়েছে। সে এখানে কিছুকাল কাটাবে। তারপর বেশ্যাবৃত্তি পরিত্যাগ করত কোন অফিস বা কারখানায় চাকুরী গ্রহণ করবে। তথ্যানুসন্ধানে জানা যায় যে, আমেরিকার বেশ্যাদের শতকরা পঞ্চাশজন গৃহপরিচারিকাদের মধ্যে হতে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করে। অবশিষ্ট পঞ্চাশজন হাসপাতালে, অফিসে ও দোকানের চাকুরী পরিত্যাগ করে বেশ্যালয়ে গমন করে। সাধারণত পনের থেকে বিশ বছর বয়সে এই ব্যবসা আরম্ভ করা হয় এবং পঁচিশ থেকে ত্রিশ বছয় বয়স হলে পুনরায় বেশ্যালয় ত্যাগ করে কোন স্বাধীন ব্যবসা শুরু করে।[১৯৯] আমেরিকার চার-পাঁচ লক্ষ বেশ্যার অস্তিত্বের মূলে কি তাৎপর্য রয়েছে তা এ আলোচনা হতে অনায়াসে উপলব্ধি করা যায়। নিইইয়ার্কে রিও-ডি জোনিরো, বুয়েন্স আয়ার্স উক্ত ব্যবসায়ের কেন্দ্রবিশেষ। নিউইয়ার্কের সভাপতি এবং সম্পাদক যথারীতি নির্বাচিত হয়। প্রতিটির একজন করে আইন উপদেষ্টা তাদের পক্ষে ওকালতি করেন। যুবতী নারীদেরকে ফুসলিয়ে অপহরণ করার জন্য হাজার হাজার দালাল নিযুক্ত আছে। তারা প্রতিটি স্থানে শিকারান্বেষণে ঘুরে বেড়ায়। এসব শিকারী কিরূপ দক্ষতাসম্পন্ন তা এই বর্ণনা হতে অনুমান করা যায় যে, শিকাগো গমনেচ্ছ ২০০০ জন বালিকার এই মর্মে পত্র পাওয়া যায়। তারা শিকাগো পৌঁছতেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৭০০ জন গন্তব্য স্থানে পৌঁছে। অবশিষ্ট বালিকাদের কোন সন্ধানই পাওয়া যায়নি। বেশ্যালয় ছাড়াও সেখানে বহু Assignation house ও Call house আছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, যদি সম্ভ্রান্ত নারী পরস্পর সম্মিলিত হইতে ইচ্ছা করে, তাহলে উক্ত স্থানে তাদের জন্য যথারীতি সুব্যবস্থা করা হয়। অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, একটি শহরেই ঐরূপ ৭৮টি গৃহ আছে। অপর দুটি শহর যথাক্রমে ৪৩টি ও ৩৩টি গৃহ আছে। এ সমস্ত গৃহে যে শুধু অবিবাহিত নারীরা গমন করে তা নয়, অনেক বিবাহিত নর-নারীও সেখানে গমন করে।[২০০]

আমেরিকায় নৈতিক সংস্কারকদের একটি সভা Committe of Fourteen নামে অভিহিত। এই সভার পক্ষে থেকে অসচ্চরিত্রের আড্ডাগুলোর পক্ষে সন্ধান দেশের নৈতিক অবস্থার অনুসন্ধান এবং নৈতিক সংস্কার সাধনের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থাবলম্বন ব্যাপকভাবে করা হয়। Committe of Fourteen - এর তথ্য অনুসারে বলা হয়েছে যে, আমেরিকায় যত নৃত্যশালা নৈশক্লাব সৌন্দর্যশালা, হস্ত কমনীয়করণের দোকান, মালিশ কক্ষ ও কেশবিন্যাসের দোকান আছে তা প্রায় বেশ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। এমনকি তা হতে নিকৃষ্টতর বললে ভুল হবে না। কারণ সেখানে যে সব কুকার্য করা হয় তা অব্যক্ত।

---

১৯৯ Wat Terman, Prostitution in the U.S.A., New York 1932, p. 64-69.

২০০ Ibid, p. 38.

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. পারিবারিক রীতিনীতি :

আমেরিকার পরিবার বলতে বয়ফ্রেণ্ড ও গার্লফ্রেণ্ডের অনেক দিনের সহাবস্থানে যদি উভয়ের মধ্যে বিয়ের ব্যাপারে সমঝোতা হয় তা হলেই বিয়ে রেজিস্ট্র হয়। আবার সহাবস্থানের ফলাফল যদি ভাল না হয় তবে তবে এখানেও বিঘ্ন ঘটে – বিয়ে রেজিস্ট্রি পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারে না। এ সহাবস্থানের কারণে যে সব জারজ সন্তানের জন্ম হয় তাদের জীবন জটিল হয়ে ওঠে। এসব জারজ শিশু পিতা-মাতার আদর থেকে বঞ্চিত হয়। অনেক সময় সরকারি সহায়তায় ওরা বেড়ে ওঠে। এ সুন্দর পৃথিবীর শান্তিময় পারিবারিক জীবনের স্নেহস্পর্শ থেকে তারা প্রায় বঞ্চিত থাকে। পরিবারের শান্তি সুধা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা থাকে না। আবার যারা মায়ের সাথে অবস্থান করে তারা মাকে কাছে পায় সত্যি কিন্তু মায়ের নতুন বন্ধু নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ক্লাবে, বাইরে ঘুরে বেড়ানোর দিকে অধিক মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ায় সন্তানের প্রতি আবহেলা এবং অনাদর সৃষ্টি হয়। অবহেলা অনাদরে যে প্রজন্ম বেড়ে উঠে তাদের মানসিকতা কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। সেখানকার টিভি চ্যানেলগুলোর অনুষ্ঠানে 'মা ও সন্তান'-এর ব্যাপারে যা কিছু তুলে ধরা হয় তাতে যে বাস্তাব চিত্র চোখের সামনে ফুটে ওঠে তা কত-ই না আশ্চর্যজনক। সন্তানের প্রতি মায়ের অবজ্ঞা-অবহেলার চিত্র যখন জনসমক্ষে তুলে ধরা হয় তখন চোখে জল আসে, প্রাচীন জাহেলিয়াতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মা তার নিত্য-নতুন বয়ফ্রেণ্ডকে নিয়ে ঘোরা-ফেরার কারণে সন্তানের প্রতি আদর-যত্ন দূরে থাকে। স্বাভাবিক লালন-পালনের দায়িত্বটুকুও পালন করে না যা অত্যন্ত দুঃখজনক। সেখানে অহরহ শিশুরা নির্যাতনের শিকার হয়। আপন মাতার অবহেলার কারণে সহপাঠী প্রতিবেশীদের কুরুচি ও বিকৃত যৌন নির্যাতনের স্বীকার হয়। আপন মাতার অবহেলার কারণে প্রতিবছর কমপক্ষে ২০০০ শিশু এবং ১,৪২,০০০ নিহত ও আহত হয়। নির্যাতন ও অবহেলা সংক্রান্ত মার্কিন উপদেষ্টা বোর্ড পরিচালিত এক ব্যাপক জরিপে বলা হয়েছে : 'Since we began our survey in 1992. some 5000 children have died at the hands of the very adult they depended upon for the safety and care, most of these children were helpless infants and toddlers.' _ said Deannet Tilton Durfee, Head of the Advisory Board.[২০১]

সুতরাং পারিবারিক জীবনে সন্তান-সন্ততির দিকটি গুরুত্বের দাবিদার। জারজ সন্তান অথবা বিয়ের মাধ্যমে সন্তান যেই হোক না কেন, সেখানকার সামাজিক অবস্থানে সকলেই সমান গুরুত্ব রাখে।

---

[২০১] উম্মে আইরিন, দেশে দেশে নারী নির্যাতন, দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা। ২৩ আগস্ট ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

আমেরিকার আইন অনুযায়ী সন্তান শুধু আদর যত্নের মাধ্যমে লালন-পালন করতে হয়। কোনরূপ শাসন করা নিষিদ্ধ। শিশু-কিশোর যে দেশ বা যে জাতির হোক তারা সবাই অবুঝ অনভিজ্ঞ। ওদেরকে আদর-যত্নের পাশাপাশি শাসনেরও প্রয়োজন রয়েছে। এখানে শাসনের ব্যাপারে পিতা-মাতা অসহায় অপারগ। কেউ যদি রাগবশত অনুর্ধ্ব ১৮ বছরের সন্তানের গায়ে হাত তুলে কিংবা সন্তান পিতা-মাতা বা অভিভাবকের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করে, তবে আইনত জেল-জরিমানা এবং সন্তান থেকে বঞ্চিত হওয়া স্বাভাবিক। তাই পশ্চিমা দেশগুলোতে মুসলিম, খ্রিস্টান কিংবা যে কোন ধর্মের লোক হোক না কেন সন্তান প্রতিপালন করতে গিয়ে আইনের শাসনের ভয়ে, সন্তান শাসন থেকে তারা বঞ্চিত হোন। যার প্রেক্ষিতে সেখানকার শিশু-কিশোররা স্বাভাবিকভাবে শিষ্টাচারহীন হয়ে ওঠে। Who care virus-এ সংক্রামিত হয় তাদের জীবন। আদর-কায়দা শিষ্টাচার, বিনয়ী, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, সব কিছুই তাদের নাগালের বাইরে থাকে। এ থেকে তারা দূরে বহুদূরে। পারিবারিক অবস্থা যেখানে শোচনীয় ও ভঙ্গুর সেখানকার সামাজিক বুনিয়াদ কি হতে পারে বা কেমন হওয়া স্বাভাবিক। পারিবারিক দুরাবস্থার কারণে ধ্বংস নেমেছে সামাজিক অবস্থা। ক্লাব, কেসিনো আর মদ-বারের ময়লা সর্বত্র। সপ্তাহের টাকাগুলো অধিকাংশ লোকজন এসব উল্লাসপূর্ণ এলাকায় নেশাগ্রস্ত হয়ে ব্যয় করে। পুরুষ-মহিলা যুবক-যুবতীরা একত্র সমাবেশে অবৈধ আনন্দের জোয়ার বয়ে দেয়। ছেলে-মেয়ে কোথায় কে? কারো তখন হুঁশ থাকে না। হয়ত দেখা যাবে, একই ক্লাবে কেসিনোতে বাবা তার গার্লফ্রেণ্ড নিয়ে আনন্দে মগ্ন অথবা মা তার বয়ফ্রেণ্ড নিয়ে। কারণ তাদের ভাষায় এখানে পরিবর্তনে আনন্দ।

এ প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক সময়ের নগ্নদেহী মানসিকতার বিজয়ের সংবাদটি দুঃখজনকভাবে উল্লেখ করছি, গত ৪ জুন ২০০০ এনা সংবাদসংস্থা এ মর্মে সংবাদ পরিবেশন করে দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর নিউইয়র্ক সিটির উইলিয়ামবার্গে ব্রীজের সন্নিকটে প্রকাশে ১৫০ জন নগ্নদেহী তরুণী মডেলের ফটো তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন চিত্রশিল্পী স্পেন্সর টিউনিক। বিভিন্ন পোজে অন্যরকম একটি পরিবেশে অনেকগুলো ছবি ধারণের পর চিত্রশিল্পী টিউনিক বলেন,

> শরীর নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী শিল্পীদের জন্য একটা বড় ধরনের বিজয়। উল্লেখ্য যে, এই মডেলের কেউই এজন্য কোন পারিশ্রমিক দাবী কনেন নি। আরো উল্লেখ, ১৯৯৫ সাল থেকে তিনি এ ধরনের ছবি তোলার চেষ্টা করেছেন। এজন্য তাকে পাঁচবার জেলে যেতে হয়েছিল। ১৯৯৯ সালের গ্রীষ্মের সময় বেশ কয়েকজন নগ্নদেহী ছবি ধারণের সময় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করলে তিনি উচ্চতর আদালতের আশ্রয় নেন। এরপর

Dhaka University Institutional Repository

ম্যানহাটানের ফেডারেল আপিল বিভাগ ১৯ মে এ মর্মে রায় ঘোষণা করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম সংশোধানীতে শিল্পীর এই স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা হয়েছে। এ রায়ের বিরুদ্ধে নিউইয়ার্ক সিটি কর্তৃপক্ষ সুপ্রীম কোর্টে আপীল করেছিল। পরবর্তীতে সুপ্রীম কোর্ট সিটির আপীলের আবেদনটি নাকচ করে দেয়।

পাশ্চাত্যে অমুসলিম সমাজের সভ্যতা, সাংস্কৃতিক ও শিল্পের অবস্থা একটি মাত্র সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে সহজেই আঁচ করা যায়। শিল্পীর এ ধরনের মানবাধিকারের সঙ্গে বন্য পশুর মানসিকতা তুলনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, শিল্পী উলঙ্গ হয়ে সর্বসমক্ষে তার লজ্জা স্থানের এডভারটাইজে আনন্দলাভ করে। অপরদিকে বন্য পশুর লজ্জাস্থানও আল্লাহ লোমাবৃত করে রেখেছেন। এর পরও যে সমস্ত পোষ্যপ্রাণী মানুষের ধারে-কাছে থাকে, প্রাকৃতিক প্রয়োজনে ওরা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজতের উদ্দেশ্যে একটু আড়ালে সরে পড়ে। লরেনা নামের এক মার্কিন মহিলা স্বামীর লিঙ্গচ্ছেদ করে আদালতে অভিযোগ দায়ের করে যে স্বামী তাকে ধর্ষণ করেছে। কিন্তু লরেনা অন্য কোন সঙ্গী বেছে নিতে পারেনি তার স্বামী জনের জ্বালায়। মি. জন অন্য কাউকে সহ্য করতে পারতেন না লরেনার পাশে। এই জঘন্য নারী লরেনা কেটিরুইফের নামের লেখকের কাছে হল নারী জাগরণের প্রতীত। আমেরিকায় এরকম দাম্পত্য সহিংসতার ঘটনা দ্রুত বাড়ছে। গত তিন বছরে একমাত্র ভার্জিনিয়ার স্বামী-স্ত্রীর সংঘাতের ঘটনা ষোল হাজার থেকে বেড়ে পঁচিশ হাজার দাঁড়িয়েছে। লস এঞ্জলসে অরেলিয়া নামের আর এক মহিলা তার স্বামীর লিঙ্গচ্ছেদ করেছে। স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ধর্ষণ ও নির্যাতনের পর পার্টিতে গিয়ে মদপান করে অন্য রমনীর সঙ্গে দেহমিলন ঘটানো। এভাবে দাম্পত্য কলহের কারণে লিঙ্গচ্ছেদসহ অহরহ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে। এরজন্য দায়ী ষাট শতাংশ স্বামী। এছাড়াও ১২ বছরের নীচে শতকরা আশিভাগ শিশু বা ছেলে-মেয়ে নিহত হয় তাদের বাবা-মার হাতে। পারিবারিক হত্যাকণ্ডের চল্লিশ শতাংশই হচ্ছে দাম্পত্য কলহের কারণে।[২০২] মিসেস স্মিথ নামের তেইশ বছরের এক মার্কিন মহিলা তার তিন বছর বয়সী এবং চৌদ্দ মাস বয়সী দুই পুত্র সন্তানকে গাড়ির বেল্টের সঙ্গে বেঁধে ঠাণ্ডা মাথায় এক হ্রদের মধ্যে নিক্ষেপ করে এবং তাদের কান্না-কাটি তার কানে যাতে না আসে সেজন্য যে তার দুই কানের ছিদ্রে আঙ্গুল দিয়ে ছিদ্র বন্ধ করে রাখে এবং বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গে মেলামেশা করতে বাধাদানকারী দুই সন্তানের ঝামেলা অপসারণ করে।[২০৩]

---

[২০২] দৈনিক ভোরের কাগজ, ১২ জুলাই, ১৯৯৪, ঢাকা (সূত্র : রয়টার)।

[২০৩] প্রাগুক্ত, ২৩ মার্চ ১৯৯৪, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. মিডিয়ার কুফল :

যুক্তরাষ্ট্রের উন্নত মিডিয়ার কুফল হতাশাজনক। নগ্নদেহী মহিলাদের ছবিসহ ম্যাগাজিন ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। সেক্স জাগরণের নোংরামূলক শিল্প-সাহিত্য, চারিত্রিক ধ্বংস সাধনের অন্যতম উপকরণ। এছাড়া টিভি-মুভিতে রয়েছে যৌন উদ্দেশ্যমূলক অধিকাংশ অনুষ্ঠান। মনে হয় পাশ্চাত্য দুনিয়ার প্রধান শ্লোগান হচ্ছে যৌন বিজ্ঞাপন, যৌন উদ্দীপনা, যৌন জাগরণ। বর্তমানে সবচেয়ে আধুনিক ও উন্নতমানের প্রচার মাধ্যম হচ্ছে ইন্টারনেট। রেডিও-টিভির চেয়ে কয়েকধাপ অগ্রসর, শক্তিশালী ও দ্রুত প্রচার মাধ্যম আজকের বিজ্ঞাপনের উপহার হচ্ছে ইন্টারনেট জাগরণের সুবিধা ও কল্যাণের পাশাপাশি আমেরিকান ইন্টারনেট সেক্সে আসক্ত হয়ে পড়েছে।

গত ১ জুন ২০০০ সংবাদ সংস্থা এ মর্মে সংবাদ পরিবেশন করে – এনা বিশ লাখ আমেরিকান ইন্টারনেট সেক্সে আসক্ত হয়ে দাম্পত্য কলহ অথবা চাকুরিজনিত সঙ্কটে পড়েছে। অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের দশ থেকে বার শতাংশ তাতে জড়িয়ে পড়েছে। ন্যাশনাল কাউন্সিলের 'সেক্সুয়াল এডুকেশন' নামক সংগঠনের পর্যবেক্ষক জরিপে উদ্বেগজনক এই তথ্য উদঘাটিত হয়েছে। জরিপ প্রতিবেদনে জানা যায়, এহেন বিকৃত যৌনচর্চায় আসক্তদের মধ্যে স্ত্রীর অগোচরে স্বামী বা স্বামীর অগোচরে স্ত্রী কর্মস্থলকে ফাঁকি দিয়ে সপ্তাহে পঁচিশ ঘন্টা ব্যয় করে চ্যট রুমে। জানা যায়, গত কয়েক বছর থেকে এহেন অসভ্য প্রবণতা বেড়ে ন্যূনপক্ষে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার দম্পত্তির সংসার ধ্বংস হয়েছে। মানসিক যন্ত্রণায় ছটপট করতে করতে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে পাঁচ হাজার তিনশত পঁচাত্তর জন। শিশুদের সঙ্গে চ্যট রুমে আড্ডার পর নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের দায়ে জেলে গিয়েছে একশত উনআশি জন। তবে এগুলোর মধ্যে মহিলারা সংখ্যায় বেশী। এমনকি খোদ মার্কিন মুলুকের কারাগারগুলোতে হাজার ধর্ষণের ঘটনাও ঘটেছে। যুক্তরাষ্ট্রের কারাসমূহে ২০০৪ সালে প্রায় দু হাজার একশতটি ধর্ষণের ও যৌন নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে। মার্কিন বিচার বিভাগ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্রমতে, ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের সবচেয়ে বেশী ঘটনা ঘটেছে সরকার পরিচালিত কিশোর সংশোধনাগার সমূহে এবং এখানকার অধিকাংশ কর্মচারী বন্দীদের ওপর নানা ধরনের নির্যাতনের সঙ্গে জড়িত। বিচার বিভাগের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ২০০৪ সালে বয়স্কদের কারাগার সহনীয় জেল ও কিশোর সংশোধনাগারে আট হাজার দুশত দশটি যৌন নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে। তবে বিচার বিভাগ সাত হাজার ধর্ষণের ও যৌন নিপীড়নের ঘটনার তদন্ত চালিয়ে মাত্র দু হাজার একশত ঘটনার প্রমাণ পেয়েছে। বাকী সব ঘটনার প্রমাণ বিচার বিভাগের তদন্তে মিলেনি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যৌন নিপীড়নের বিয়াল্লিশ শতাংশ ঘটনার সঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

কারাগারে কর্মচারীরা জড়িত এবং সাঁইত্রিশ শতাংশ ক্ষেত্রে বন্দীদের দ্বারাই বন্দীরা নির্যাতিত হচ্ছে। এদিকে প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, সরকার পরিচালিত কিশোর সংশোধনাগার সমূহে বয়স্কদের কারাগার থেকে যৌন নির্যাতনের ঘটনা দশগুণ বেশী।[২০৪]

ম্যানহাটনের সেক্সুয়াল এক্শন ট্রিটমেন্ট ও ট্রেনিং সেন্টারের পরিচালক জার্মান চিকিৎসক ডা. স্যামুয়েল এ প্রসঙ্গে বলেন, 'ইন্টারনেট সেক্স আধুনিক বিশ্বকে দ্রুত গ্রাস করছে। মাদক নেশার চেয়েও তার বিস্তার ঘটেছে ভয়বাহ আকারে।' অপরএক চিকিৎসকের মতে, সাইবার সেক্স আক্রান্তদের মধ্যে প্রতি সপ্তাহে গড়ে একশত পঁচিশজনকে আমি চিকিৎসা করে আসছি। এদের আট শতাংশ গ্রেফতার হচ্ছে শিশু নির্যাতনের দায়ে। কেবলমাত্র ফ্রি সেক্সের ভয়াবহতা ? তার সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারনেট সুটিং আয়ত্ব করে ১৯৯৯ সালের গোড়ার দিকে পূর্বে কলোম্বিয়া হাইস্কুলে আপন সহপাঠীদের হাতে প্রাণ হারিয়েছে বেশ কয়েকজন।[২০৫]

চ. তালাক ও বিচ্ছেদ :

এরূপ অবস্থায় পারিবারিক শৃঙ্খলা ও দাম্পত্য সম্পর্কে কেমন করে অক্ষুণ্ন থাকতে পারে? যে সব স্বাধীনতাকামী নারী কামরিপু করার প্রয়োজন ব্যতিরেক তাদের জীবনে পুরুষের আবশ্যকতা অনুভব করে না এবং বিয়ে না করেই পুরুষ যাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারে তারা বিয়েকে একটা অনাবশ্যক বিষয় মনে করে। আধুনিক চিন্তাধারা ও জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি তাদের হৃদয় থেকে এ ধারণা মুছে ফেলেছে যে, বিয়ে ব্যতিরেকে কোন পর পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে কোনো দোষ নেই। এই নীতি সমাজকে এমন চেতনাহীন করে ফেলেছে যে, এমন নারীকে ঘৃণা মনে করা হয় না। জজ লিন্ডসে আমেরিকার সাধারণ নারীর মনোভাব এভাবে প্রকাশ করেছেন 'বিবাহ আমি কেন করিব? আমার সহিনীদের মধ্যে যাহারা গত দুই বছরে বিবাহ করিয়াছে' তাহাদের দশজনের মধ্যে পাঁচজনের বিবাহ তালাক হয়ে গেছে। এরূপ মনোভাবাপন্ন নির্লজ্জ নারীকে বিয়েতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে একমাত্র প্রেমানুরাগ। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাময়িক উত্তেজনার বশে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। উত্তেজনার নেশা কেটে যাবার পরই নারী-পুরুষের মধ্যে অবশিষ্ট থাকে না। আচার-আচরণের কিঞ্চিৎ তারতম্য উভয়ের মধ্যে বিন্যাস সঞ্চার করে যার শেষ পরিণতি তালাক ও বিচ্ছেদের রূপলাভ করে। লিন্ডসে বলেন, '১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ডেনভারের প্রতিটি

---

২০৪ দৈনিক নয়াদিগন্ত, ৩১ জুলাই, ২০০৫, ঢাকা (সূত্র : এ.এফ.পি.)।

২০৫ শাহজাহান সিরাজ, আমেরিকায় ইসলাম ও মুসলমান : হাজার বছরের চালচিত্র, ইসলামিক সোসাইটি ইউ.কে. (লন্ডন, ইংল্যান্ড, নভেম্বর ২০০৩), পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহই বিচ্ছেদে পর্যবসিত হয়েছিল এবং প্রতি দুইটি বিবাহের জন্য একটি করিয়া তালাকের মামলা দায়ের করা হয়েছিল। ইহা শুধু ডেনভারেই সীমাবদ্ধ ছিল না আমেরিকার প্রায় প্রতিটি নগরেই অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। তিনি আরো বলেন, 'তালাক এবং বিচ্ছেদ দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। এই অবস্থা যদি চলিতে থাকে তাহলে দেশের প্রায় অধিকাংশ অঞ্চলেই বিবাহের মামলা আদালতে দায়ের করা হইবে।[২০৬] একদা Detroit Free Press নামক একটি সংবাদপত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এর অনুবিস্তার নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো,

> বিবাহের স্বল্পতা, তালাকের আধিক্য এবং বিবাহ ব্যতিরেকে স্থায়ী অথবা সাময়িক যৌন সম্পর্কে ব্যপকতা ইহা প্রমাণ করে যে, আমরা পশুত্বের দিকে দ্রুত ছুটিয়া চলিতেছি। সন্তান উৎপাদনের প্রাকৃতিক কামনা বিলুপ্ত হইতেছে। নবজাতক সন্তানের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিতেছে, সভ্যতা ও একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের স্থায়ীত্বের জন্য পারিবারিক ও গার্হস্থ্য সুশৃঙ্খলা যে অপরিহার্য এই অনুভূতি মানুষের মন হইতে মুছিয়া যাইতেছে। পক্ষান্তরে সভ্যতা ও শাসন ক্ষমতার ভিতর দিয়ে যেন নির্মম অবহেলা দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে।[২০৭]

তালাক ও বিচ্ছেদের ব্যাপকতা নিরসনের উপায় হিসেবে পরীক্ষামূলক বিবাহের প্রচলন করা হয়। কিন্তু এই সমাধান প্রকৃত ব্যাধি থেকে নিকৃষ্টতর প্রমাণিত হয়েছে। পরীক্ষামূলক বিবাহের অর্থ এই যে, পুরুষ ও নারী প্রাচীন ধরনের বিবাহে আবদ্ধ হবার পরিবর্তে কিছুকাল একত্রে বসবাস করবে। এরূপ একত্রে বসবাসকালে যদি তাদের মধ্যে মনের মিলন হয়ে যায় তাহলে উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে নতুবা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্যত্র ভাগ্যান্বষণে ব্রত হবে। পরীক্ষামূলক সময়ে তাদের সন্তান উৎপাদিত হলে তখন তাদের মধ্যে যথারীতি বিবাহবন্ধন বাধ্যতামূলক হয়ে পড়বে। এটা স্বাধীন প্রেম নামে অভিহিত।

একজন পাকিস্তানী সংবাদপত্রের সাংবাদিক ১৯৫৭ সালে আমেরিকা ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন 'একজন আইনজীবী যিনি বর্তমানে এখানে আইন ব্যবসা করেন। তিনি তার একই স্ত্রীকে একের পর এক সাতবার তালাক দিয়ে পুনরায় তাকে বিবাহ করেন। মজার ব্যাপার হল তার স্ত্রীও আইন ব্যবসা করেন। বর্তমানে তিনি তাকে আবার তালাক দিয়েছেন।[২০৮] সাপ্তাহিক চিত্রবাংলা পত্রিকায় সাম্প্রতিক প্রকাশিত 'প্রবাসের অভিজ্ঞতা' শীর্ষক রিপোর্টে বলা হয়েছে 'বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অপরাধ সংঘটিত হয় নিউইয়র্ক সিটিতে। জরিপ মতে প্রতিটি মেয়ে বিয়ের আগে অসংখ্য বয়ফ্রেণ্ড

---

২০৬ Ben Lindsey, Revolt of Modern Youth, New York, 1927. p. 211.

২০৭ সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী, পর্দা ও ইসলাম, অনুবাদক : আব্বাস আলী খান, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা। প্রথম সংস্করণ : ১৯৯২। পৃ. ৮৭।

২০৮ সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, ইসলামী সমাজে নারী, অনুবাদক : মোহাম্মদ মুজাম্মেল হক, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা। ২য় সংস্করণ ১৯৯৭। পৃ. ২৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

পালাবদল করে থাকে। একটি মেয়ে কমপক্ষে দশ ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করে থাকে। তারা এতটাই স্বাধীন যে বিয়ের পর শতকরা ষাটজন পুরুষ সামান্য ব্যাপারে তাদের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে থাকে।[২০৯] তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদের এহেন পরিস্থিতি আমেরিকার সর্বত্র বিদ্যমান।

ছ. হত্যা ও আত্মহত্যা :

আমেরিকার বর্তমান পারিবারিক ও সামাজিক পরিস্থিতি শুধু তালাক ও বিচ্ছিন্নতা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। বরং রুচি-বৈচিত্র্য, নৈতিকতা ও মানবতা বিবর্জিত মানসিকতা তাদেরকে পশুর স্তর থেকেও নীচে নামিয়ে দিয়েছে। তাই তারা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে হত্যা, নিজ সন্তান হত্যা, এমনকি কোন কোন সময় আত্মহত্যা করতেও কুণ্ঠাবোধ করছে না। নিম্নের কতিপয় দৃষ্টান্ত তার সাক্ষ্য বহন করে। চব্বিশ বছর বয়স্কা মিসেস ফ্রান্সিন প্যারিমার্টিন তার স্বামীকে এই অপরাধে হত্যা করে যে, সে তার প্রতি বিরক্ত হয়ে পড়েছিল। এজন্য তাকে যাবৎ জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। হত্যার পর লাশ নীচের কুঠরীতে কয়লার স্তূপের মধ্যে লুকানোর পর সে বাড়িতে কয়েকজন যুবককে ডেকে এনে তাদের সামনে উলঙ্গ হয়ে নৃত্য প্রদর্শন করে। এই দম্পত্তির পাঁচ বছর দাম্পত্য জীবন কাটিয়েছিল এবং তাদের তিনটি সন্তানও জন্মগ্রহণ করেছিল। জজ যখন বিবাদীকে জিজ্ঞেস করেছিল এই তিনটি সন্তান তার নিহিত স্বামীর ঔরসজাত কিনা? তখন সে দ্বিধান্বিতভাবে জবাব দিয়েছিল, আমার ধারণা তাই। এই দুশ্চরিত্রা অপরাধী নারীর যখন স্বামীর প্রতি আকর্ষণ শেষ হয়ে গিয়েছে, তখন তার দৃষ্টিতে স্বামীর পাঁচ বছরের বন্ধুত্বের মূল্য ও মর্যাদা থাকেনি। সে তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার পর মুহূর্তেই এমনভাবে আনন্দে নেচে উঠেছে, যেন কোন কাঁটা তুলে ফেলে দিয়েছে। প্যারী মার্টিন তবুও তার বিরক্তি প্রকাশের সুযোগ লাভ করেছে কিন্তু আমেরিকান বিমান বাহিনীর সদস্য রোনাল্ড ডীন বান্ধবীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের পর এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অনুমতিও তার ভাগ্যে জোটেনি। ষোড়শী ফিলিপিনার সঙ্গে রোনাল্ড ডীনের সাক্ষাৎ হয় লোয়াজেনের এক নৃত্যশালায়। দীর্ঘ একুশ মাস পর্যন্ত তারা দু'জন ভালবাসার উত্তাল সাগরে সাঁতার কাটতে থাকে এবং পরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তারপর ডীন তার স্ত্রীকে আমেরিকায় নিয়ে আসে। এখানে আসার পর তাদের একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। দু'বছর ডীনকে ইংল্যান্ডে অবস্থিত আমেরিকার একটি ঘাঁটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ফিলিপিনা এবং ডীনের মধ্যে প্রায় এক বছর ধরে পত্র আদান প্রদান করা হয়। কিন্তু এরপর ডীন পত্র দেওয়া বন্ধ করে দেয়। এর চারমাস পর ডীন আমেরিকা ফিরে গেলে ফিলিপনার

---

[২০৯] মোঃ আবুল হোসাইন, নারী মুক্তি আন্দোলনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২। পৃ. ৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

আনন্দের সীমা থাকে না। কিন্তু ডীন তাকে জানায় যে সে তাকে তালাক দিতে এসেছে। ইংল্যান্ডে এক ইংরেজী মেয়ের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে এবং সে গর্ভবতী। একথা শুনে ফিলিপনার চোখের সামনে আসমান-জমিন সব একাকার হয়ে যায়। সে ডীনকে অনেক অনুনয় বিনয় করে কিন্তু ডীনের বক্ষে তো একটিমাত্র হৃদয়। আর সেখানে একজনমাত্র প্রিয়তমার স্থান হতে পারে। সুতরাং সে তাকে তালাক দেয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। ছয়দিন পর্যন্ত এই কুরুক্ষেত্র চলার পর প্রতিবেশীরা রাইফেলের গুলির শব্দ শুনতে পাই। এরপর তারা গিয়ে দেখে ডীন রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে নিষ্প্রাণ পড়ে আছে।[২১০] একইভাবে একজন প্রেয়সীর বিভিন্ন প্রেমিকের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। যেখানে একজন নারী দশজন পুরুষের অবাধ্য এবং একজন পুরুষ দশজন নারীর কামনার ধন, সেখানে দ্বন্দ্ব-সংঘাত অনিবার্য। এক্ষেত্রে প্রিয়তমের হৃদয়-মন জয় করার জন্য প্রত্যেকে অপরকে ডিঙ্গিয়ে যেতে চেষ্টা করবে এবং হত্যা আত্মহত্যার ঘটনা ঘটাই স্বাভাবিক। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ স্ত্রীর প্রতি স্বামীর মমতা ও আন্তরিকতা এবং সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার স্নেহ ও দায়িত্বানুভূতির অভাবেই হত্যা, আত্মহত্যা ও সন্তানের হত্যা আমেরিকার সমাজে একটি নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। আইনগত বাধা থাকা সত্ত্বেও আমেরিকা প্রতিটি যুবতী নারী গর্ভনিরোধ সম্পর্কিত জ্ঞানের পূর্ণ অধিকারীণী। গর্ভনিরোধের ঔষধ ও যন্ত্রপাতি স্বাধীনভাবে বাজারে বিক্রি হয়। সাধারণ নারী তো দূরের কথা, স্কুল-কলেজের ছাত্রীগণও এসব উপাদান সঙ্গে রাখে যাতে প্রণয়ী বন্ধু হঠাৎ ভুলবশত সঙ্গে না আনার কারণে মধুময় 'সন্ধ্যা অভিসার' ফেলে না যায়। জর্জ লিন্ডসে বলেন, 'উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪৯৫ জন বালিকা আমার নিকট স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়াছে সে বালকের সহিত তাদের যৌনক্রিয়ার প্রত্যক্ষ পরীক্ষা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মাত্র পঁচিশ জনের গর্ভসঞ্চার হইয়াছে। অন্যান্যদের মধ্যে কয়েকজন ভাগ্যক্রমে রক্ষা পায়। কিন্তু অধিকাংশই জন্মনিরোধ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখত। এই জ্ঞান তাহাদের নিকট এমন সাধারণ বস্তু হইয়া পড়িয়াছে যে লোক তাহা ধারণাই করিতে পারে নাই।[২১১] কুমারী মেয়েরা এসব ঔষধ ও যন্ত্রপাতি এজন্য ব্যবহার করেন যে তাদের স্বাধীনতার পথে যেন কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়। বিবাহিতা নারীদের তা ব্যবহার করার উদ্দেশ্য এই যে সন্তান হলে তার প্রতিপালন ও শিক্ষাদানের দায়িত্ব শুধু গ্রহণ করতে হয় না বরং এ কারণে স্বামীকে তালাক দেবার পথও রুদ্ধ হয়ে যায়। এ সব বিপদ এড়াবার জন্য বিবাহিতা নারীরা গর্ভনিরোধ ঔষধাবলী ব্যবহার করে। সব নারীই এজন্য সন্তানের মা হতে ঘৃণাবোধ করে যে জীবনকে পরিপূর্ণরূপে উপভোগ

---

২১০ সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, ইসলামী সমাজে নারী, অনুবাদক : মোহাম্মদ মুজাম্মেল হক, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা। ২য় সংস্করণ ১৯৯৭। পৃ. ১৭৯।

২১১ Ben Lindsey, Revolt of Modern Youth, New York, 1927, p. 219.

Dhaka University Institutional Repository

করতে হলে এই সন্তানরূপ বিপদ থেকে মুক্ত হওয়া কিন্তু বাঞ্ছনীয়। উপরন্ত সন্তান প্রসাবের ফলে তাদের সৌন্দর্যেও ভাটা পড়ে যায়। আমেরিকার সমাজে যাদের এরূপ নারী পুরুষের সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাদের মধ্যে শতকরা পঁচানব্বই জনের সন্তান লাভের ক্ষমতা গর্ভপ্রতিশোধক দ্বারা রুদ্ধ হয়ে যায়। অবশিষ্ট শতকরা পাঁচজন এর দুর্ভাগ্যক্রমে গর্ভ সঞ্চার হয়ে পড়ে কিন্তু তাদের ভ্রূণ হত্যা ও প্রসূত হত্যার পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। জর্জ লিন্ডসে আরও বলেন 'আমেরিকায় প্রতি বছর পনের লক্ষ গর্ভপাত করা হয় এবং হাজার হাজার নবজাতক সন্তানকে হত্যা করা হয়।[২১২] এই হলো তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার লীলা নিকেতন আমেরিকার নারী সভ্যতার হালচাল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইংল্যান্ডে নারীর অবস্থান

আধুনিক নারী সভ্যতার আরেক দাবীদার ইংল্যান্ডের নারী সমাজ কতটুকু সভ্যতার আসনে সমাসীন এবং নারীর অধিকার সেই সমাজে কতটুকু প্রতিষ্ঠিত নিম্নের বর্ণনার মাধ্যমে তা অনুমান করা যায়। জর্জ র‍্যালী স্কটের 'বেশ্যাবৃত্তির ইতিহাস' নামক গ্রন্থের কিয়দাংশ উদ্ধৃত করছি। গ্রন্থাকার একজন ইংরেজ এবং তিনি স্বীয় মাতৃভূমির চিত্র নিম্নরূপ ভাষায় পরিস্ফুট করেছেন। 'যে সকল নারীদেহ ভাড়া দেওয়াকেই জীবিকা অর্জনের একমাত্র পন্থা হিসেবে গ্রহণ করেছে তাদের বাদ দিলেও আর এক শ্রেণীর নারী আছে এবং ইহাদদের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহারা জীবনের আবশ্যক দ্রব্যাদি লাভ করিবার জন্য অন্যান্য পন্থাও অবলম্বন করিয়া থাকে এবং যাহাতে অতিরিক্ত দু' পয়সা অর্জন করিতে পারে। তাহার জন্য আনুষঙ্গিকরূপে ব্যাভিচারে লিপ্ত থাকে। ব্যবসায়ী বেশ্যা ও ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু এই যে, ইহাদিগকে Amateur prositution অর্থাৎ পেশাহীন বেশ্যা বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। এসব কামাতুর অথবা পেশাহীন বেশ্যার সংখ্যা আজকাল যে পরিমাণে দেখা যায় তা অন্য সময়ে কখনও পরিদৃষ্ট হয়নি। সমাজের উঁচু-নিচু সকল স্তরেই এ শ্রেণীর নারী ছড়িয়ে আছে। যদি এসব সম্ভ্রান্ত মহিলাকে কখনও আকার ইঙ্গিতে বেশ্যা বলা হয় তাহলে তারা অগ্নিশর্মা হয়ে পড়ে। প্রকৃত ঘটনা এই যে তাদের কুকীর্তি ও নির্লজ্জ বেশ্যাবৃত্তি প্রকাশ করতে চায় না। অসৎ চাল-চলন এবং এতদ্বিষয়ে নির্ভীকতা এমন কি বাজারী চাল-চলন পর্যন্ত এখানকার যুবতী মেয়েদের ফ্যাশানে পরিণত হয়েছে। ধূমপান, তীব্র মদ্যপান, ওষ্ঠদ্বয় লাল রঙে রঞ্জিতকরণ, যৌনবিজ্ঞান ও গর্ভনিরোধ সম্পর্কিত জ্ঞানের অভিব্যক্তি অশ্লীল সাহিত্য নিয়ে আলাপ-আলোচনা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ই এদের এক প্রকার ফ্যাশানে রূপলাভ করেছে।

---

[২১২] Ben Lindsey, Revolt of Modern Youth, New York, 1927, p. 220.

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহের পূর্বে নিঃসঙ্কোচে অপরের সহিত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করছে এরূপ বালিকা ও নারীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। সে সকল সত্যিকার লাজনম্র কুমারী বালিকাকে গীর্জায় উৎসর্গীকরণ দেবীর সম্মুখে সপথ গ্রহণ করতে দেখা যেত, তাদের সংখ্যা আজকাল একেবারে বিরল হয়ে পড়েছে। যেসব কারণে পরিস্থিতি এতদূর গড়িয়েছে তার বর্ণনা প্রসঙ্গে গ্রন্থাকার বলেন – সাজ-সজ্জার তীব্র আকাঙ্ক্ষা বালিকাদের মধ্যে এক দুর্দমনীয় লালসার সঞ্চার করিয়াছে এবং ইহারাই বশবর্তী হইয়া তাহারা নব নব ফ্যাশানের মূল্যবান বেশভূষা ও সৌন্দর্য বর্ধনের নানাবিধ সামগ্রীর প্রতি মোহবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ইহা সেই নীতিবিরুদ্ধ বেশ্যাবৃত্তিরই অন্যতম প্রধান কারণ। মূল্যবান নয়নাভিরাম বেশভূষায় সজ্জিত শত সহস্র তরুণী ও যুবতী নারীকে নিত্যই পথে-ঘাটে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগকে দেখিয়া প্রত্যেক বিবেক সম্পন্ন মানুষ এই কথা বলিবে যে সদুপায় অর্জিত অর্থ তাহাদের এহেন বেশভূষার ব্যয়ভার বহন করিতে পারে না। অতএব একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে একমাত্র পুরুষই তাদের বেশভূষা ক্রয় করিয়া দেয়। এরূপ উক্তি আজ হতে পঞ্চাশ বছর পূর্বে যেমন নির্ভুল ছিল আজও তেমনি নির্ভুল। তবে পার্থক্য শুধু এই যে পূর্বে যে সকল পুরুষ তাদের বস্ত্রাদি ক্রয় করে দিত তারা ছিল স্বামী, পিতা অথবা ভ্রাতা কিন্তু এখন অন্য লোকও তা ক্রয় করে দিচ্ছে।

এহেন অবস্থার জন্য নারী স্বাধীনতা নামে নারী বেহেল্লাপনা বা বল্গাহীন অবাধ যৌন স্বাধীনতা বহুলাংশে দায়ী। বিগত কয়েক বছর ধরে মেয়েদের প্রতি মাতা-পিতার তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ এতই কমে গিয়েছিল যে, তার ফলে মেয়েরা এতটুকু স্বাধীন ও বেপরোয়া হয়ে পড়েছে যে ত্রিশ বছর পূর্বে ছেলেরাও এতটুকু স্বাধীন ছিল না। যুবতী নারীর মনে বিবাহ ও পবিত্রতা নেই বললেই চলে। কুমারীত্ব ও সতীত্বকে আজকাল প্রাচীন যুগের প্রথা বলে মনে করা হয় এবং আধুনিকা মেয়েরা এটাকে একটা বিপদ বলে মনে করে। তাদের ধারণা যৌবনকালে যৌন সম্ভোগের রঙিন সুধাপান করলে জীবনটাকে রঙিন করে তোলা যায়। এজন্য নৃত্যশাখা, নৈশক্লাব, হোটেল, বেশ্যালয়, রঙ্গশালা ইত্যাদিতে বিচরণ করা কোনো অপরাধ নয়। তারা সদা সর্বদা অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে মোটর গাড়ী যোগে আনন্দ অভিসারে বের হতে প্রস্তুত থাকে। এক কথায় তারা নিজেদের এমন এক পরিবেশে নিক্ষেপ করেছে যা মানব মনে কামনার আগুন প্রজ্জ্বলিত করে। যার পরিণতিতে তারা উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়। ইংল্যান্ডে সমকামিতা, ব্যাভিচার ও বেশ্যাবৃত্তিকে নৈতিক ক্ষেত্রে কোন তোয়াক্কা না করার ফলে প্রতিদিন অগণিত ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। নিম্নে বর্ণিত ঘটনা প্রবাহ থেকে তা প্রতীয়মান হয়। পুলিশ কমিশনার সার্জন নাইট বদার ১৯৫৭ সনের ৪ঠা সেপ্টেম্বর ব্যারিস্টার, ডাক্তার, পাদ্রী এবং তিনজন মহিলার সমন্বয়ে পনের সদস্যের একটি

Dhaka University Institutional Repository

কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন এডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার জন ডন ফিন্ডন। তিন বছর এই কমিটি বৃটেনের নৈতিকতার বিশালাকার রিপোর্ট পেশ করেন। এই কমিটির মতে বেশ্যাবৃত্তি একটা অপরিহার্য প্রয়োজন। তাদের দৃষ্টিতে বেশ্যারা সামাজিক একটা প্রকৃতিগত চাহিদা পূরণ করেছে মাত্র। তাদের মতে সম্পদের লালসাও বেশ্যাবৃত্তির একটা উৎসাহোদ্দীপক। কারণ যাই হোক, এ পেশায় কুমারী মেয়ে ও মহিলারা সর্বাবস্থায় নিজের ইচ্ছায় প্রবেশ করে থাকে। পুরুষদের পারস্পরিক সম্পর্কের আধিক্য দেখে কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, পুরুষদের মধ্যে সমকামিতার সম্পর্ক যদি পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে হয় তাহলে এখন থেকে তা আর কোন অপরাধ হিসাবে গণ্য না হওয়া উচিত। কারণ নাগরিকদের ব্যক্তিজীবনে আইনের হস্তক্ষেপ করার কোন প্রয়োজন নেই।

বৃটেনে প্রতি বছর মদ ও নেশা জাতীয় দ্রব্যের পেছনে তেরশত কোটি পাউণ্ড খরচ করা হয়। বেশ্যালয় রঙ্গমহল ও নাইটক্লাবে ফুর্তিবাজের সামনে কাম উত্তেজনা জাগ্রত করার জন্যই এই সকল নেশা দ্রব্যের অধিকাংশই ব্যবহার করা হয়। তালাক ও বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনা আমেরিকার মতো বৃটেনেও ব্যাপকতা লাভ করেছে। ছোট খাটো ও তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অধিকাংশ তালাক ও বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়। ইংল্যান্ডের বিশ্বসুন্দরী ও চিত্রতারকা এলিজাবেল টেলর ইতোমধ্যেই অষ্টম স্বামী গ্রহণ করেছে, তবু তিনি শান্তিতে নেই।[২১৩] লন্ডনের একটি আদালতে এমন একটি অভিনব ও চিত্তকর্ষক মামলা দায়ের করা হয়েছে। স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে এই বলে আবেদন জানান, 'সে আমার জন্য অপেক্ষা না করেই রাতে খাবার খেয়ে নেয়। স্ত্রীর এই বদ অভ্যাসের বিরুদ্ধে আমি কয়েকবার তার কাছে অভিযোগ করেছি। এমন কি দু'একবার আমি তাকে শাসিয়েছি যে, সে যদি রাতের খাবার আমার সঙ্গে না খায়, তাহলে আমি তাকে তালাক দিব। কিন্তু আমার এই হুমকির প্রভাব তার উপর পড়েনি। এতএব, আমাকে তার থেকে আলাদা হবার অনুমতি দেয়া হোক। স্ত্রীর এই মারাত্মক অপরাধের জন্য আদালত স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার অনুমতি দিয়ে দেয়।[২১৪] ১৯৫৯ সনে বৃটিশ মেডিকেল এসেসিয়েশনের পক্ষ থেকে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়েছে বৃটেনে প্রতি তিনজন মহিলার মধ্যে একজন এমন যার নিজের স্বীকৃতি অনুসারে বিয়ের পূর্বেই পরপুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বৃটেনে প্রতি বিশজন শিশুর মধ্যে একজন জারজ। এরূপ বহু তথ্য সংযোজিত হবার পর রিপোর্টের একজন প্রস্তুতকারী ডক্টর চেসার প্রশ্ন তুলেছিলেন, এ যুগে সতীত্ব কি অতীতের স্মৃতি এবং সেকেলে হযে গেছে? অতঃপর নিজেই তিনি এর জবাব দিয়েছিলেন, 'এ ব্যাপারে আমার অবশ্য সন্দেহ আছে। তবে এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, আমরা সেদিকেই

---

২১৩ মোঃ আবুল হোসাইন, নারী মুক্তি আন্দোলনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২। পৃ. ৬৯।

২১৪ সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, ইসলামী সমাজে নারী, অনুবাদক : মোহাম্মদ মুজাম্মেল হক, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা। ২য় সংস্করণ ১৯৯৭। পৃ. ২৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

এগিয়ে চলেছি। এমনিতে প্রকৃতি এবং নিখাদ সতীত্ব তো আমাদের মনোজগত থেকে আসে। এর অর্থ আমরা যে কোন পথ গ্রহণ করতে পারি। এ ব্যাপারে আমরা স্বাধীন।[২১৫] ইংল্যান্ডে প্রতি বছর আনুমানিক নব্বই হাজার গর্ভনিপাত হয়। বিবাহিত নারীদের মধ্যে শতকরা পঁচিশ জন এমনও আছে যারা নিজেই নিজের গর্ভনিপাত করে, না হয় এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের সাহায্য গ্রহণ করে। যেখানে গর্ভনিপাত করা হয় সেখানে ক্লাব স্থাপিত আছে। অভিজাত মহিলারা যেখানে সাপ্তাহিক চাঁদা দিয়ে থাকে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী গর্ভপাতের বিশেষজ্ঞদের পরিচর্যা লাভ করে। ইংল্যান্ডে এরূপ বহু নার্সিং হোম আছে যেখানে গর্ভনিপাতের রোগিনীদের চিকিৎসা করা হয়। অথচ ইংল্যান্ডের আইনে গর্ভনিপাত একটি অপরাধমূলক কাজ।[২১৬] লাহোরের 'সাপ্তাহিক এশিয়া' পত্রিকার লণ্ডনসহ বিশেষ সংবাদদাতার কয়েকটি উক্তি এখানে তুলে ধরা হলো : খুব সকালে ঘুম থেকে জাগতেই ছাত্রটি জানালার পাশের বেসিনে মুখ ধুতে গিয়ে দেখতে পায় নিচের পথ দিয়ে দলে দলে মেয়েরা যাচ্ছে। যখন সে নাস্তা করে কলেজে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকে তখন ঘর পরিষ্কার করার জন্য কাজের মেয়ে এসে হাজির হয়। কোনো বাড়ির কাজের মেয়ে হয় বৃদ্ধ না হয় একেবারে যুবতী ও চরিত্রহীনা। অফিসে যাওয়ার সময় টিকিটের জন্য লাইন হচ্ছে সেও এক লাইনে দাঁড়িয়েছে। লাইনে তার সামনে অথবা পেছনে অবশ্যই কোনো মেয়ে আছে। এখানে প্রশ্ন কেবল দৃষ্টির। কারণ এ অবস্থায় কেউ যদি সামনে তাকায় তাহলে তার অর্থ হবে সামনের মহিলার চেহারা দেখতে থাকা। তাই সে লিফটের ছাদের দিকে তাকায়। এতে সাঁটা আছে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনসমূহ। প্রত্যেকটি বিজ্ঞাপনের নারীর মধ্যে কয়েকটি অবশ্যই বড় আকারের এবং অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এগুলো মেয়েদের আণ্ডার ওয়ার প্রস্তুতকারী বিপণী সমূহের বিজ্ঞাপন। কোনটাতে নারীকে শুধু জাঙ্গিয়া পরিহিতা অবস্থায় দেখানো হয়েছে। আবার কোনটাতে দেখানো হয়েছে পরিধানরত অবস্থায়। উলঙ্গপনা এমনিতে ফিতনা। কিন্তু এসব বিজ্ঞাপনে তাকে মহা ফিতনা বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই বেচারা বিজ্ঞাপন থেকে দৃষ্টি সরিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার সামনের মহিলাকেও দেখতে থাকে। এখানে গাড়িতেও লিফটের অনুরূপ অবস্থা। আসন খালি নেই। সেও ভিড়ের মধ্যেও দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা বেশি। সে নিজেই হয়তো মেয়ের ওপর শরীরের ভার চাপিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণের মধ্যে পূর্ণ হয়ে গেল তাই তার দু'পাশে না হলে এক পাশে অন্তত কোন মেয়ে এসে বসে পড়েছে। কখনো কাঁধে কাঁধ লাগছে, কখনো পায়ের সঙ্গে পা লাগছে, কখনো বাহুতে বাহুতে স্পর্শ হচ্ছে এবং কাঁধে কাঁধে ঘর্ষণ লাগছে। এভাবে ইংল্যান্ডের নারীরা সভ্যতার নামে অশ্লীলতা ও নগ্নতার মাঝে নিজেদের নিমজ্জিত করেছে।

---

২১৫ সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, ইসলামী সমাজে নারী, অনুবাদক : মোহাম্মদ মুজাম্মেল হক, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা। ২য় সংস্করণ ১৯৯৭। পৃ. ২৭০।

২১৬ অধ্যাপক জুড, Guide of Modern Weekedness (খ্রিস্টানদের মতে যীশুর বারজন প্রধান শিষ্যের মধ্যে একজন, যাকে যীশুর ভ্রাতা বলা হতো)।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ফ্রান্সে নারীর অবস্থান

ইউরোপীয় আধুনিক সভ্যতার লীলাভূমি ফ্রান্স। এদেশের মানুষ তাদের নারী স্বাধীনতা ও নারী সভ্যতা নিয়ে অহঙ্কার করে। কিন্তু ফ্রান্সের নারীরা আজ অনৈতিকতা ও সতীত্ব বিক্রেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ সর্বপ্রথম ফ্রান্স থেকেই নারী সভ্যতার আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল।[২১৭] ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের মেডিকেল বোর্ড সমগ্র ফ্রান্স সম্পর্কে ঘোষণা করেছিলেন যে, সে দেশে একজনও সতী-সাধ্বী নারী নেই। আর এজন্য ফ্রান্সের মানুষ গর্বিত। ফ্রান্সের বড় বড় শহরগুলোতে রাত্রি বেলায় অসংখ্য রঙ্গমঞ্চে অশ্লীল নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।। পল ব্যুরো বলেন যে, অধিকাংশ সময়ে রঙ্গমঞ্চে এমন নারীকে আনয়ন করা হয় যার দেহে বস্ত্রের লেশমাত্র থাকে না। অ্যাডলফ বাগায়ন একবার ফরাসির বিখ্যাত সংবাদপত্র 'তানে' এ সকল বিষয়ের প্রতিবাদ করে লিখেন, 'এখন মঞ্চোপরি শুধু যৌনক্রিয়া সম্পাদনই অবশিষ্ট রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তখনই আর্টের পরিপূর্ণতা লাভ হইবে।[২১৮]

ফ্রান্সের কোন সতীসাধ্বী নারী নেই ফ্রান্সের গর্বের বিষয় শুধু এটাই নয়।বরং তার গর্বিত শির উন্নত রাখার জন্য একটি স্থায়ী শ্রেণী আছে যার কাজই হল ফ্রান্সের সম্মান ও মর্যাদা টিকিয়ে রাখা। সাতচল্লিশ বছর বয়স্ক একজন বিচারক মার্শাল সিনেট যিনি দশ বছর পর্যন্ত পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের সভাপতি ছিলেন। তার সম্প্রতি প্রকাশিত 'সতীত্বের বিকিকিনি' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, প্যারিসে সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে সতীত্ব বিক্রেতা আর হাজার নারী তাদের হোটেল অথবা বাড়িঘর থেকে বেরিয়ে এসে কারবার শুরু করে দেয়। আর এই আট হাজার নারীর প্রতি রাতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার খদ্দের জোটে। প্রত্যেক পর্যটক তাদের বোটন ডি বোলনের পার্কে মডিনটেনে ও মারেনটার প্যারিসের ওয়েস্ট এন্ডেরর উন্নত মানের হোটেল গুলোতে দেখা যায়। তিনি আরও বলেন, 'ফ্রান্সে প্রতি বছর হাজারে সাত-আটজন নারী-পুরুষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই অনুপাত এত নগণ্য যে ইহার দ্বারা সহজে অনুমান করা যায়, ফরাসি অধিবাসীদের কেমন এক বিরাট অংশ অবিবাহিত রহিয়া যায়। আবার যে নগণ্য সংখ্যক লোক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়, তাহাদের মধ্যে অতি অল্প এমন পাওয়া যায় যাহারা সৎ ও পবিত্র জীবন-যাপনের উদ্দেশ্যে বিবাহ করে। এই একটি উদ্দেশ্যে ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যও তো তাহাদের থাকে। এমনি কি যে নারী অবৈধ সন্তান প্রসাব করিয়াছে তাহাকে বিবাহ করত তাহার সন্তানকে বৈধ ঘোষণা করা জনসমাজে প্রচলিত এক কাম্য বস্তু ছিল।[২১৯] পল ব্যুরোর মতে ফ্রান্সের শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহা

---

২১৭ Paul Bureaw, Towards Moral Bankruptcy, Paris, 1925, p. 55.

২১৮ সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, পর্দা ও ইসলাম, অনুবাদক আব্বাস আলী খান, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা। প্রথম সংস্করণ ১৯৯২। পৃ. ৬৭।

২১৯ সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, ইসলামী সমাজে নারী, অনুবাদক : মোহাম্মদ মুজাম্মেল হক, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা। ২য় সংস্করণ ১৯৯৭। পৃ. ২৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল যে বিবাহের পূর্বে বিবাহেচ্ছু নারী তাহার ভাবী স্বামীর নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে যে, সে তাহার অবৈধ সন্তানকে নিজের বৈধ সন্তান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবে। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে সীনের দেওয়ানী আদালতে জনৈকা নারী নিম্নোক্ত বিবৃতিদান করে, 'আমি বিবাহের পূর্বেই আমার স্বামীকে এ বিষয়ে সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম আমার বিবাহের একমত্র উদ্দেশ্য এই যে অবিবাহিত অবস্থায় আমি যে সন্তান প্রসব করিয়াছিলাম তাহাকে বৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে। এখন প্রশ্ন এই যে আমি তাহার সঙ্গে আর স্বামী-স্ত্রী রূপে নাই। এই জন্যই যে দিন আমাদের বিবাহ হয় সেই দিনই সাড়ে পাঁচটার সময় আমি আমার স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করি। আজ পর্যন্ত আর তাহার সঙ্গে মিলিত হই নাই। কারণ দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব পালনের কোন ইচ্ছা আমার নেই।[২২০] প্যারিসের একটি বিশিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ পল ব্যুরোর নিকট এই বলে মন্তব্য করেন যে, সাধারণত নব্য যুবকদের বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য আপন গৃহেও একটি রক্ষিতার সেবা গ্রহণ করা। দশ-বার বছর তারা চতুরর্দিকে স্বাধীনভাবে রস্বাসদন করে বেড়ায়। তারপর এমন একসময় আসে যখন তারা এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা ও লাম্পট্যে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে একটি নারীকে বিবাহ করে বসে, যেন গৃহের শান্তি কিয়দংশ লাভ করা যায় এবং স্বাধীন আনন্দ সুখবিলাসীর ন্যায় আনন্দ সম্ভোগও করতে পারে।[২২১] ফ্রান্সের বিবাহিত লোকের ব্যভিচার করা মোটেই দুষণীয় ও নিন্দনীয় নয়। কেউ স্ত্রী ব্যতীত গৃহে কোন রক্ষিতা রাখলে তা গোপন রাখবার প্রয়োজন হয় না।

এইরূপ অবস্থায় বৈবাহিক সম্পর্ক এত ক্ষীণ হইয়া পড়েছে যে, কথায় কথায় তা ছিন্ন হয়ে পড়ে। অনেক সময় এসব হতভাগ্যের দাম্পত্য জীবন কয়েক ঘন্টার বেশী টিকে থাকে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ফ্রান্সের এক সম্মানিত ব্যক্তি যিনি কয়েকবার মন্ত্রীত্বের আসনও অলঙ্কৃত করেছেন। তিনি বিবাহের মাত্র পাঁচ ঘন্টা পরে আপন স্ত্রীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ করেন। এমন সব তুচ্ছ ব্যাপারে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে থাকে যে, তা শ্রবণ করলে হাসি পায়। যেমন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেউ শয়নকালে ঘুমের ঘোরে নাক ডাকলে অথবা একে অপরের কুকুরকে ভাল না বাসলে বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে পড়ে। সীনের দেওয়ানি আদালতে একবার একই দিবসে দুইশত চুরানব্বইটি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে যখন বিবাহের নতুন আইন পাশ হয়, তখন চার হাজারে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ষোল হাজারে ও ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে একুশ সহস্রে পৌঁছে।[২২২]

---

২২০ Paul Bureaw, Towards Moral Bankruptcy, Paris, 1925, p. 55.

২২১ Ibid, p. 55.

২২২ Ibid, p. 76-77.

Dhaka University Institutional Repository

প্রায় শতাব্দীকাল হতে ফরাসি দেশে গর্ভনিরোধ আন্দোলন চলে আসেছে। এ আন্দোলনের ফলে ফরাসি দেশের প্রত্যেক নর-নারী এমন কৌশল শিক্ষা করেছে, যা দ্বারা তারা মহানন্দ উপভোগ করেও তার স্বাভাবিক পরিণতি গর্ভসঞ্চার, সন্তান প্রসব ও বংশবৃদ্ধি হতে রক্ষা পেতে পারে। এমন কোন নগর, উপনগর বা গ্রাম নেই যেখানে গর্ভনিরোধ ঔষধাবলী ও সরঞ্জামাদি প্রকাশ্যে বিক্রয় করা হয় না। ফলে এই সবের ব্যবহার শুধু উচ্ছৃঙ্খল যৌনমোদীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না বরং বিবাহিত নরনারীও ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে এবং কামনা করে যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে যেন তাদের সুখ-সম্ভোগ কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি করতে না পারে। ফরাসি দেশের জন্মহার যে পরিমাণে হ্রাস পাচ্ছে তা লক্ষ্য করে বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেছেন যে, গর্ভনিরোধের এ ব্যাপক মহামারী প্রতি বৎসর অন্ততপক্ষে ছয় লক্ষ সন্তানের জন্মগ্রহণে বাধাদান করে। এসব কৌশল সত্ত্বেও যে সকল গর্ভসঞ্চার হয়, গর্ভনিপাত করে তা নষ্ট করে দেয়া হয়। এমনি আরও তিন চার লক্ষ মানব সন্তানের পৃথিবীতে আগমন বন্ধ হয়ে যায়। গর্ভনিপাত শুধু অবিবাহিতা নারীই করে না বরং বিবাহিতা নারীও এ ব্যাপারে তাদের সমতুল্য।

নৈতিকতার দিক দিয়ে এমন কায়দাকে সমালোচানর উর্ধ্বে এবং নারীর অধিকার মনে করা হয়। মনে হয় দেশের আইন এই বিষয়ে চক্ষু বন্ধ করে আছে। যদিও আইন গ্রন্থে ইহা এখনও অপরাধজনক বলে লিপিবদ্ধ আছে, তথাপিও ব্যাপার এই যে, তিনশত জনের মধ্যে কোনক্রমে একজনকে এ অপরাধে চালান দেয়া হয়। যাদের চালান দেয়া হয় তাদের মধ্যে শতকরা পঁচাত্তর জন কোর্ট হতে মুক্তিলাভ করে। গর্ভনিপাতের ডাক্তারী কৌশল এত সহজ ও সর্বজন পরিচিত যে, অধিকাংশ নারী নিজেই গর্ভনিপাত করতে পারে। যারা ইহা করতে পারে না, তাদের ডাক্তারের সাহায্যলাভে বেগ পেতে হয় না। ভ্রূণ হত্যা বা গর্ভস্থ সন্তান হত্যা করা তাদের কাছে যন্ত্রণাদায়ক দন্ত উৎপাটনের ন্যায় এক সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এরূপ মানসিক মাতৃ-প্রকৃতিকে এমন করে দিয়েছে যে, যার প্রেম ও স্নেহ-বাৎসল্যকে জগতে চিরকালেই পরম ও চরম স্বীকার করে নেওয়া হয়, সেই মাতা স্বীয় সন্তানাদির প্রতি শুধু বিরাগভাজনই নয় বরং তাদের শত্রু হয়ে পড়েছে। গর্ভনিরোধ নিপাতের নিষ্ফল চেষ্টার পরও যে সব সন্তান জন্মলাভ করে, তাদের প্রতি নির্মম আচরণ করা হয়। পল ব্যুরো এ বেদনাদায়ক তথ্যটি নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন,

> প্রতিদিন সংবাদ-পত্রাদিতে ঐ সকল সন্তানের দুর্দশা প্রকাশিত হয়, যাহাদের প্রতি তাহাদের মাতা-পিতা নির্মম ও অমানষিক আচরণ করিয়াছে। সংবাদপত্রেও কেবল অসাধারণ ঘটনাগুলির উল্লেখ করা হয়, কিন্তু লোকে ইহা ভালভাবে জানে যে, সাধারণত এই সকল হতভাগ্য অনভিপ্রেত অতিথির প্রতি তাহাদের মাতা-পিতা কিরূপ নির্মম

Dhaka University Institutional Repository

> ব্যবহার করে। তাহাদের জনক-জননী তাহাদের প্রতি এইজন্য উদাসীন যে, এই হতভাগ্যের দল তাহাদের জীবনের সুখ সম্ভোগ একেবারে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। সাহসিকতার স্বল্পতা অনেকক্ষেত্রে গর্ভনিপাতে বাধাদান করে এবং এই সুযোগ নিরাপরাধ শিশু জগতের বুকে পদার্পণ করে। কিন্তু তাহার আগমনের পরেই তাহাকে পরিপূর্ণ শাস্তি ভোগ করিতে হয়।[২২৩]

সন্তানের প্রতি বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা এমন চরমে পৌঁছেছে যে, একদা একটি নারীর ছয় মাসের শিশুর মৃত্যু হলে সে তার মৃত সন্তানের মরদেহ সামনে রেখে নৃত্য-গীতের অনুষ্ঠান করল এবং প্রতিবেশীদের সামনে বলতে লাগল,

> এখন আমার দ্বিতীয় সন্তান হইতে দিব না। এই সন্তানটির মৃত্যুতে আমি ও আমার স্বামী পরম শান্তিলাভ করিয়াছি। চিন্তা করে দেখ তো সন্তান কোন্ বস্তু? সে সর্বদা ঘ্যানর ঘ্যানর করিয়া কাঁদে, নোংরামি সৃষ্টি করে এবং ইহা হইতে কি বাঁচার উপায় আছে?[২২৪]

এ অপেক্ষা অধিকতর বেদনাদায়ক ব্যাপার এই যে, প্রসূতি হত্যা এক সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় বিস্তার লাভ করছে। ফরাসি সরকার ও সেখানকার বিচারালয়গুলো গর্ভনিপাতের ন্যায় এই মারাত্মক অপরাধকেও উপেক্ষা করে চলেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯১৮ সালে 'Loir' আদালতে দুইজন নারীকে শিশু হত্যার অপরাধে হাজির করা হয় এবং উভয়কেই পরে মুক্তি দেয়া হয়। তাদের একজন তার শিশু সন্তানকে পানিতে চুবিয়ে মেরেছে। তার প্রথম সন্তান এক আত্মীয়ের দ্বারা প্রতিপালিত হচ্ছে এবং সে দ্বিতীয় সন্তান প্রতিপালনেরও ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। কিন্তু মা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে এমন শত্রু সে নিপাত করে ছাড়বে। আদালতে তার অপরাধ ক্ষমারযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। দ্বিতীয় নারী তার সন্তানকে প্রথমত গলা টিপে হত্যা করে। এতে তার জীবণবায়ু একেবারে নিঃশেষিত হয়নি মনে করে সে তাকে দেয়ালে নিক্ষেপ করে মস্তক চূর্ণ করে দেয়। জজ জুরীদের মতেও সে মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। এবছরেই সীনের আদালতে একটি নর্তকীকে অনুরূপ অপরাধের জন্য হাজির করা হয়। সে তার সন্তানের জিহ্বা টেনে বের করার চেষ্টা করে, অতঃপর তার মস্তক চূর্ণ করে এবং গলা কেটে দিয়ে তাকে হত্যা করে। এ নারীকেও নিরপরাধ বলে জজ ও জুরীগণ রায় দান করে।[২২৫]

---

২২৩ Paul Bureaw, Towards Moral Bankruptcy, Paris, 1925, p. 74.

২২৪ Ibid, p. 75.

২২৫ সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, পর্দা ও ইসলাম, অনুবাদক : আব্বাস আলী খান, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা। প্রথম সংস্করণ ১৯৯২। পৃ. ৭২-৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

ফ্রান্সে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার এত বেশী যে, মদ্যপান তদন্ত ও অনুসন্ধান সম্পর্কে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। উক্ত কমিটির রিপোর্ট অনুসারে শতকরা ২৩ জন ফরাসি পুরুষ এবং ৪৩ জন ফরাসি নারী পানি ব্যবহার করে থাকে। পক্ষান্তরে শতকরা ৮২ জন পুরুষ এবং ৬০ জন নারী মদ ব্যবহার করে থাকে। যারা শুধু মদ ব্যবহার করে, তাদের ছাড়া কিছু সংখ্যক নারী পুরুষ এমনও আছে যারা মদ ও পানি মিশিয়ে পান করে। এদের মধ্যে শতকরা ৯ জন মহিলা এবং ৪ জন পুরুষ।[২২৬]

এ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মদ্যপানে পুরুষের চেয়ে নারীরা এগিয়ে আছেন।

এছাড়া জার্মান, ইতালিসহ সমগ্র ইউরোপ জুড়ে নারী স্বাধীনতা ও নারী সভ্যতার নামে বেহায়াপনা, অশ্লীলতা, বেশ্যাবৃত্তি ও যৌনাচার ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়েছে।

কিছুদিন আগে একজন মহিলাকে শুধু এই অভিযোগ ইতালির আদলতে হাজির করা হয়েছিল যে, সে শুধু কাঁচলি ও জাঙ্গিয়া পরেই রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু আদালত এই বলে তাকে অভিযোগ থেকে অব্যহতি দেয় যে, একজন সুন্দরী নারীর উন্মুক্ত দেহ কোন ক্ষতির কারণ নয়।[২২৭]

'পশ্চিম জার্মানীতে একটি পানশালার মালিক সম্পর্কে খবর হলো, তিনি প্রতি বছর তার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে রঙিন পানীয় বিয়ারের একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করেন। ১৮ বছরের অধিক বয়সী যে কোন নারী বা পুরুষের জন্য উক্ত ঝর্ণা থেকে বিনামূল্যে মদ পান করার অবাধ অনুমতি থাকে। গত বছরের ন্যায় এবারও তিনি মদের ঝর্ণা প্রবাহিত করেছিলেন এবং তা এক নাগাড়ে সাত ঘন্টা পর্যন্ত চালু রাখা হয়েছিল। এ ঝর্ণা থেকে প্রায় ২৫,০০০ হাজার নারী এবং পুরুষ বিনামূল্যে মদ পান করেছিলেন। জানা গেছে এই বিশেষ উপলক্ষ্যে ডাক ও তার বিভাগ এই ঝর্ণার ছবি মুদ্রিত স্মারক ডাক টিকিটও চালু করেছিল।' অথচ এই মদ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মদ্যপান প্রতিরোধ প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট ড. রবার্ট পিরাস মন্তব্য করেছেন যে, সংঘটিত যৌন অপরাধের শতকরা ৫০ থেকে ৭০ ভাগ মদ্যপানের ফলে হয়ে থাকে।[২২৮]

ইউরোপীয় ইউনিয়নে নারী পাচার ব্যাপক সঞ্চার লাভ করেছে। ২০০৪ সালে ইইউ'র অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর পূর্ব ইউরোপ থেকে পশ্চিম ইউরোপে নারী পাচার আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে। নাটকীয় পরিবর্তন এটি। পাচার হয়ে আসা মেয়েদের প্রধান গন্তব্যস্থল হচ্ছে লন্ডন এবং এদের অর্ধেকেরও বেশী অংশ লিথুনিয়া থেকে পাচার হয়ে আসছে। বিষয়টি নিয়ে বিবিসি-র এক সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলেন

---

২২৬ সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, ইসলামী সমাজে নারী, অনুবাদক : মোহাম্মদ মুজাম্মেল হক, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা। ২য় সংস্করণ ১৯৯৭। পৃ. ২৬৭।

২২৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪।

২২৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭-৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

এক তরুণী। তাকে লিথুনিয়া থেকে পাচার করে নারী পাচারকারীদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল তারই ছোট বেলার এক বন্ধু। এই তরুণীর খুবই বিশ্বাসভাজন ছিল তার এই বন্ধুটি। সে যে তাকে এভাবে প্রতারিত করবে, দুঃস্বপ্নেও কখনও ভাবেনি এই তরুণী। এই তরুণীকে আমরা 'M' বলে ডাকতে পারি। কথা বলার সময় তাকে যথেষ্ট আতঙ্কিত দেখাচ্ছিল। গলায় জড়িয়ে থাকা চেইনের লকেটে ঝোলানো ক্রুশটিতে বার বার হাত বুলিয়ে যেন আশ্বস্ত করতে চাচ্ছিল নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে। গত গ্রীষ্মের ঘটনা এটি। ছেলে বন্ধুটি 'M'-কে জানায় লিথুনিয়ায় পতিতাবৃত্তি বে-আইনী হলেও হল্যান্ডে তা নয়। বরং সেখানে গেলে প্রচুর অর্থ আয় করতে পারবে, যা দিয়ে তার পক্ষে আর্থিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করা সম্ভব। বন্ধুটি আরও জানায়, হল্যান্ডে পতিতা হিসেবে নিয়োগ করে এমন এক জনের সাথে তার জানাশোনা আছে। সরল বিশ্বাসে রাজী হয়ে যায় 'M'। দিনের পর দিন অর্ধাহারে অনাহারে কাটানো এই বেকার জীবনের বোঝা কিছুতেই আর সহ্য হচ্ছিল না তার। বিবিসি-র সাংবাদিকের সাথে কথা বলার সময় 'M'-এর চুলের এ্যাগ্রেসিব লাল রঙ তাকে আরও আকর্ষণীয় দেখাচ্ছিল।

বন্ধুটির সঙ্গে কথা হওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে 'M' হল্যান্ডে চলে আসে। কিন্তু এখানে পৌছার পর তার স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। কার্যত সেখানে সে বন্দি হয়ে পড়ে চার দেওয়ালের মাঝে এবং তখনই 'M' জানতে পারে যে, তাকে অতি আস্থাভাজন বন্ধুটি নারী পাচারকারীদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। 'M'-কে সেখানে চার মাস কাটাতে হয়েছে। বেদম পিটুনি, নির্যাতন এবং বাধ্যতামূলক পতিতাবৃত্তিতে তাকে নিয়োজিত থাকতে হয়েছে। চার মাস পর একদিন সে এক সুযোগে পালিয়ে চলে আসে লিথুনিয়ায়। কিন্তু সেখানে ফিরে এসেও শান্তি জোটেনি কপালে। সেই আস্থাভাজন বন্ধুটি তার ফেরৎ আসার কথা পৌছে দেয় দালালদের কাছে। এরপর তারা 'M'-কে ধরে নিয়ে গিয়ে এমনভাবে প্রহার করে যে, 'M' বেঁচে যেতে পারে, সেটা তারা ভাবেনি। পিটিয়ে তাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় ফেলে রেখে যায় তারা। বেঁচে ওঠার পর থেকে 'M'-কে পালিয়ে বেড়াতে হচ্চে। থাকতে হচ্ছে আতঙ্কে, কখন আবার পাচারকারীরা ধরে ফেলে তাকে।

গত বছর ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদান করার পর থেকেই পশ্চিমের পতিতালয়গুলো ফুলে ফেঁপে উঠছে পূর্ব থেকে পাচার হয়ে আসা মেয়েদের ভিড়ে। ব্রিটিশ তদন্তকারীরা বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করছেন। কিন্তু কার্যত পাচার রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। চোরাচালান পণ্য, অস্ত্র ও মাদক দ্রব্যের মত উদ্বেগজনক হারে এ সকল দেশগুলোতে নারী পাচারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।[২২৯]

এছাড়া অবৈধ যৌনাচার, অশ্লীলতা, ব্যাভিচার, পতিতাবৃত্তি এবং সকল প্রকার নারী নির্যাতন এশিয়া ও আফ্রিকার মানব সভ্যতাকে ইউরোপ-আমেরিকার মত সমানভাবে কলঙ্কিত করছে।

---

[২২৯] ইসমাত মৌসুমী, ইইউতে নারী পাচার, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ঢাকা। ২৪ আগস্ট ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : জাপানে নারীর অবস্থান

নারী সভ্যতা আজ শুধু ইউরোপ-আমেরিকায় পদস্খলন ও ভূ-লুণ্ঠনের স্বীকার নয়। বরং আফ্রিকা ও এশিয়া কোন অংশেই বেহায়াপানা, উলঙ্গপনা ও বেলেল্লাপনায় ইউরোপ-আমেরিকা থেকে পিছিয়ে নেই।

নিউইয়র্ক টাইমসের সম্পাদক জাপান সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে থেকে ফিরে তিনি তার সফর অভিজ্ঞতা লিখে সংবাদপত্রে প্রকাশ করেছেন। 'পৃথিবীর উলঙ্গ শহর টোকিও' শিরোনামে তিনি লিখেছেন,

> আমার একজন জাপানী সাংবাদিকের বাড়ী যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে যে অবস্থার সম্মুখীন আমি হয়েছিলাম তাতে বেশ বিচলিত বোধ করেছি। আমি কলিংবেল টিপে দরজার দাঁড়িয়ে ভেতরে থেকে কারো আগমনের প্রতীক্ষা করছিলাম। কিন্তু একি দেখছি। ভেজা চুলে এক মহিলা একেবারে সদ্যজাত শিশুর মত উলঙ্গ হয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম সাংবাদিক বাড়িতে নেই, আর মহিলা তার স্ত্রী। তিনি ছিলেন গোসলখানায়। এ কথাটা বলার জন্যই তিনি গোসলখানা থেকে দ্বিধাহীনচিত্তে উলঙ্গ অবস্থায়ই বেরিয়ে এসেছিলেন।

সেই রিপোর্টে তিনি আরো লিখেছেন,

> রাতের বেলা এক ভোজ সভার খাওয়ার সুযোগ হলো। জাপানী মেজবানরা মেহমানকে সাধারণত উন্নতমানের হোটেলেই দাওয়াত করে। কিন্তু ব্যতিক্রমী সেই মেজবান আমাকে তার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালেন। খাওয়ার পর্ব শেষ হলে নাচ-গান শুরু হলো। এর ব্যবস্থা মেজবান আগে ভাগেই করে রেখেছিলেন। মেহমানদের মধ্যে এক ব্যক্তি নেশায় বুঁদ হয়ে পড়লেন। তিনি মেহমানদের মধ্যে থেকে উঠে একটি মেয়ের সাথে নাচতে শুরু করলেন। তারপর এই ব্যক্তি এক এক করে মেয়েটির সব কাপড় খুলে তাকে উলঙ্গ করে ফেললো। তার এই আচরণে হাসির চোটে মেজবান ও মেহমানদের অবস্থা ছিল কাহিল।

এখন উলঙ্গপনা ও নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা উপাসনালয় সমূহেও প্রবেশ করেছে।

> দক্ষিণ রোডিশিয়ার (বর্তমান জিম্বাবুয়ে) একটি পল্লী সম্পর্কে জানা গিয়েছে যে, সেখানকার একটি গীর্জায় ভ্রাতৃসুলভ ভালবাসা প্রকাশ করার জন্য এক অভিনব পন্থা কাজে লাগানো হচ্ছে। তা হলো, উপাসনা শুরু হওয়ার আগে সমস্ত পুরুষ উপসনালয়ে উপস্থিত মহিলাদের সাথে কোলাকুলি ও আলিঙ্গবদ্ধ হয়ে পরস্পরকে সোহাগ করেন। অল্পদিনের মধ্যে ফল দাঁড়ালো এই যে, যে উপসনালয়ে পুরুষের উপস্থিতি সংখ্যা তিন-চারের অধিক কোন দিনই হতো না, তা এখন এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, চার্চের ব্যবস্থাপকদের উপাসনালয় সংলগ্ন আরো কয়েকটি নতুন কক্ষ তৈরি করতে হয়েছে।[২৩০]

---

২৩০ সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, ইসলামী সমাজে নারী, অনুবাদক : মোহাম্মদ মুজাম্মেল হক, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা। ২য় সংস্করণ ১৯৯৭। পৃ. ২৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বনের জন্য প্রতি বছর ৮,০০০–১০,০০০ মহিলাকে আইল্যান্ড থেকে জাপানে আনা হয়। ড. কুমার স্বামীর রিপোর্ট অনুযায়ী চীন ও ভারতে কন্যাশিশু সন্তান হত্যার কারণে মৃত্যুর মৃদু ঘন্টাধ্বনি বেজে উঠেছে এবং সমাজে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করছে। চীনের জিয়ান নগরীকে ঘিরে নারী বিক্রির হাট বসে। চীনে এ বিষয়টি 'অপহরণ ও নারী বিক্রি' হিসেবে আখ্যায়িত।

গ্রাম থেকে অল্প বয়স্কা নারীদের বিকিকিনির হাট পণ্যের হাটের মত চীনের বিভিন্ন শহরে বিদ্যমান রয়েছে। যেখানে প্রত্যেক মহিলার দাম ২৫০ থেকে ৫০০ ডলার। বেইজিংয়ের চাইনিজ একাডেমী অব ম্যানেজমেন্ট সাইন্স উইম্যান্স রিসার্চ ইনিস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট ওয়াং জিং জুয়ান বলেন, 'চীনা মহিলারা যেসব সমস্যা মোকাবেলা করছে, তার মধ্যে এ বিষয়টি সবচেয়ে ভয়ানক।' জিয়ান নগরীতে কাজের সন্ধানে আসা পল্লীবালা ফুলিতং (২০) বলেন, 'এ পথ খুবই বিপদজনক, একথা আমি জানি। কিন্তু এছাড়া আমার আর কোন গত্যন্তর নেই। আমি আর গ্রামে ফিরে যাচ্ছি না। সেখানকার জীবনযাত্রা খুবই কঠিন।' জিয়ান নগরীর এ চাকুরীর বাজারেই এক মহিলাকে এক ব্যক্তি লোভনীয় চাকুরীর প্রস্তাব দিয়ে নিয়ে যায় এবং ধর্ষণের পর তাকে বিক্রি করে দেয়। চাকুরীর জন্য আসা মিস হু বলেন, 'প্রতি সপ্তাহেই এ ধরনের ঘনা ঘটছে। এটা ঠেকানোর উপায় নেই।; 'লিগাল ডেইলী' নামের পত্রিকার খবরে প্রকাশ,

> 'ঝাও মেইমি (৩২) নামের এক বিবাহিতা মহিলাকে জিয়ান নগরীর চাকুরীর বাজারের মতই এক বাজার থেকে অপহরণ করে জিয়ানের প্রায় সাড়ে ৬০০ কিলোমিটার দূরে ভিয়ান ঝুয়াং নামক গ্রামে ওয়াং নামক এক কৃষকের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ওয়াং তাকে একটি গুহায় নিয়ে আটকে রাখে এবং প্রতিনিয়ত তাকে প্রহার ও ধর্ষণ করতে থাকে। এভাবে গুহার মধ্যে বছারাধিক কাল আটকে রাখার পর ঝাও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে।[২৩১]

ভারতের একটি বিরাট হাসপাতালে (নারী চিহ্নিত) ৯৫.৫% ভাগ ভ্রূণ গর্ভপাতে বিনষ্ট করা হচ্ছে। ৮০ মিলিয়নের অধিক মহিলা শুধুমাত্র আফ্রিকার বিশেষ করে সুদান ও ইথোপিয়া ও দক্ষিণ মিশরে জনন ইন্দ্রয়চ্ছেদ ও বিকৃতি রোগে ভুগছে। United nations High Commission for Refugees (UNHCR)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী বোড পিডপল নামে কথিত ভিয়েতনামী নারীদের ৩৯% সমুদ্রতীরে জলদস্যু কর্তৃক ধর্ষিত হচ্ছে।[২৩২]

---

২৩১ মোঃ আবুল হোসাইন, নারী মুক্তি আন্দোলনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২। পৃ. ৯০-৯১।

২৩২ উম্মে আইরিন, দেশে দেশে নারী নির্যাতন, দৈনিক সংগ্রাম, ২৩ আগস্ট ২০০৫, পৃ. ৫, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

দক্ষিণ আফ্রিকার হাজার হাজার মহিলা ভূয়া বিয়ের শিকার। একটি রিপোর্ট মোতাবেক তিন হাজার চারশত জন এমন মহিলা রয়েছে যাদের বিয়ে হয়ে গেছে বলে সরকারী নথিপত্রে উল্লেখ থাকলেও নিজেরা তাদের বিয়ের কথা জানে না। আমিনা তাদের একজন। তার ভূয়ো ম্যারেজ সার্টিফিকেটে দেখা যায়, '১৬ই মে ২০০২ সালে তার বিয়ে হয়ে গেছে। আমিনা বলেন, বিয়ের যে সময়টি নির্দেশ করা হয়েছে, সে সময় কেপটাউনে আমি ছিলাম না। আমার ব্যক্তিগত তথ্য-উপাত্ত সম্বন্ধে এখন থেকে আমাকে খুব সাবধানে থাকতে হবে বলে মনে হচ্ছে।'

এভাবে এ পর্যন্ত সতের হাজারের বেশী মহিলা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের শরাপন্ন হয়েছেন অথবা সরকারী ওয়েবসাইটে তাদের বৈবাহিক অবস্থানের খবরাখবর নিয়েছেন।

একটি অপরাধীচক্র দেশে এই অপকর্ম ঘটিয়ে চলেছে, একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার পুলিশ বিভাগ এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করতে নারাজ।[২৩৩]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : নারী আন্দোলন যুগে যুগে

আজকের পাশ্চাত্য নারী স্বাধীনতার সুউচ্চ পর্যায়ে উপনীত। ঐতিহাসিক কার্যকারণ এই ব্যাপারে তার পক্ষে বেশী সহায়ক হয়েছে। নারীরা আজ পুরুষের নির্যাতন-নিষ্পেষণের অক্টোপাস থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সংগ্রামরত। নারী স্বাধীনতার আন্দোলন বর্তমানে নারী-পুরুষের নৈতিক সাম্যের যে বাঁশী বাজিয়েছে তার ফলশ্রুতিতে পুরুষের কুকার্যের ন্যায় নারীর কুকার্যকেও নির্দোষ মনে করা হয়েছে। এ্যালেক্সিস ক্যারল লিখেছেন,

> অধিক উন্নত জাতিসমূহের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি হ্রাস পাচ্ছে এবং যতটুকু বৃদ্ধি পাচ্ছে তা নিচুমানের জনগোষ্ঠীর মধ্যে। নারীরা স্বেচ্ছায় এলকোহল ও তামাক সেবনের মাধ্যমে নিজেদের ধীরে ধীরে নিঃশেষ করে ফেলছে। তারা নিজেদের শরীরকে ছিমছাম ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করাবর জন্য বিপজ্জনকভাবে খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করছে। এর সাথে সাথে তারা সন্তান জন্মদানেরও বিরোধ। এ সবই হচ্ছে তাদের শিক্ষা, নারী উন্নয়ন আন্দোলনের এবং আত্মস্বার্থমূলক সংকীর্ণ দৃষ্টির কুফল। পুরুষের পাশাপাশি সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধার দুয়ার উন্মুক্ত করার মানসে নারীরা আজকে বিশ্বব্যাপী বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। নারী সমাজের এই বিদ্রোহের মূলে নিজেদের অবস্থার সংশোধন ও

---

[২৩৩] দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা। ১৭ মে, ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নের ইচ্ছা যতটা কার্যকর তার চেয়ে পুরুষের বন্ধন থেকে মুক্তি এবং প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা অধিক প্রভাবশালী। এ কারণে যে সমাজ ব্যবস্থা তাদেরকে পুরুষের অধীন করে রেখেছিল তার শৃঙ্খলাকে তারা ছিন্ন করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে।

কোন বিশেষ ব্যবস্থা ও আদর্শের বিরুদ্ধে একবার কোনরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলে তা চরম পরিণতি না দেখিয়ে ছাড়ে না, এ এক স্বতঃসিদ্ধ কথা। নারী আন্দোলনের ব্যাপারে ঠিক তাই ঘটেছে। নারী মুক্তি আন্দোলন তার স্বাভাবিক সীমাকে অতিক্রম করেছে। তাই নারী হয়ে গিয়েছে অনেকাংশে আজ পুরুষের প্রতিরূপ।

১৯৬৫ সেপ্টেম্বর বেইজিং-এ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। উক্ত সম্মেলনের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত ম্যারিয়া অ্যান্টোনিয়েটা বেরিও জবাল বলেন, নারী নির্যাতন পৃথিবীর সর্বত্রই ঘটছে, স্থান বিশেষে মাত্রার হেরফের হচ্ছে। প্রতি বছর সারা বিশ্বে কমপক্ষে ২০ লাখ বালিকার যৌনাঙ্গের বিকৃতি সাধন কর হচ্ছে।

বেরিও জাবাল আরো উল্লেখ করেন, বিগত ১৫ বছর ধর্ষণের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রধান সমস্যা হিসেবে ডেটিংকালে সঙ্গী কর্তৃক ধর্ষণের করা উল্লেখ করেন। উক্ত রিপোর্ট সহিংস তৎপরতা থেকে নারীকে রক্ষার দায়ে কুট কৌশলের সুপারিশ করা হয়েছে যে, নারীকে রক্ষার দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার জন্য সরকারগুলো যেন প্রথা, ঐতিহ্য ও ধর্মীয় বিবেচনার অজুহাত না দেন। তারা নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অন্যায়ের শাস্তি প্রদান ও ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে ফৌজদারী, দেওয়ানী, শ্রম ও প্রশাসনিক বিধান প্রণয়নের জন্য জোর দেন।

উগান্ডায় FIDA নামে মহিলা সংগঠন তৈরি হয়েছে মহিলাদের ন্যায্য অধিকার ও আইন-কানুন সম্পর্কে সচেতন করাই তাদের মূল কাজ। ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত দেশটি যে দুরাবস্থার মধ্য দিয়ে কাটিয়েছে তাতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মহিলারা। সংসারের দায়িত্ব প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ এসেছে মহিলাদের উপর। যুদ্ধে বা এইডস বা তালাকপ্রাপ্ত বা পরিত্যাক্ত হওয়ার কারণে। এ কারণে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী Marry Matiun বলেন যে তাদের দায়িত্ব হচ্ছে মহিলাদের জাগ্রত ও সচেতন করা এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণ করা।

FIDA-এর একটি ঘোষণাপত্রে তারা দাবি করেছে যে, 'Women are no longer sitting in the back ground to take whatever comes, but are also speaking out to get help and to help their fellow women.'

Dhaka University Institutional Repository

মহিলাদের উন্নতিকল্পে সৃষ্টি হয়েছে, Convention on the elimination of all forms of discrimmination (CEDAW) এবং woman Economic and development organisation (WEDO) আরও কত কি দেশের।

কিন্তু এগুলো মহিলাদের কল্যাণ বয়ে আনতে ব্যর্থতার পরিচয়ই দিয়ে আসেছে। স্বয়ং United Nation-ই মহিলাদের নিয়ে সমস্যায় ভুগছে। U.N.-এর উন্নয়নের খাতের মাত্র শতকরা ১ ভাগ (১%) মহিলা উন্নয়নের খাতে বরাদ্দ।

নারীত্বের এ চরম অবহেলা ও অবমাননা থেকে মুক্তির চিন্তায় গত ১৮ এপ্রিল ১৯৯৫ ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) তেহরানে ইসলামী সমাজে মহিলাদের সম্মান প্রদর্শনের আহ্বান জানান। তাদের উপর নির্যাতন, যৌন নিপীড়ন, পর্ণোগ্রাফী ও বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োগ, নারী পাচার ও হয়রানি বন্ধের দাবি জানায়।

উক্ত ঘোষণায় প্রচার মাধ্যম ও বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনে মহিলাদের ব্যবহার বন্ধের দাবি জানিয়ে বলা হয়, এ ধরনের কাজ মহিলাদের ব্যক্তিত্বের জন্য হানিকর ঘোষণায় ইসলামী নীতি ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে মহিলাদের জন্য সুষ্ঠু আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্র গড়ার লক্ষ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের প্রতি পুনরায় আহ্বান জানান হয়।

এই যে, UNHCR, FIDA ও OIC-এর রিপোর্ট এসব থেকে দেখা যাচ্ছে, বস্তুবাদী, নিরশ্বরবাদী তথাকথিত মানবতাবাদী সমাজ ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা নারীদেরকে সঠিক স্থানে কক্রীপদে অধিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হওয়ায় তারা আজ ভাগ্যবঞ্চিতা ও করুণাভিখারিনী। যার সামাজিক ও নৈতিক প্রভাবে শিশু-কিশোর ও যুবকরা আত্মরতিপরায়ণ স্বভাবের অধিকারী হয়ে দেশ মাতৃসেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে চলেছে। বিশ্বব্যাপী মাতৃত্বের অমর্যদার কারণে শিশু নির্যাতনও মানব সভ্যতাকে লজ্জা দিচ্ছে।[২৩৪]

আমেরিকার মুসলিম মহিলারা আজ নির্যাতনের শিকার। যার ফলশ্রুতিতে সেখানে গড়ে উঠেছে মুসলিম নারীদের স্বতন্ত্র সংগঠন। উত্তর আমেরিকার মুসলিম মহিলা পরিষদ তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পরিষদের নেত্রী মিসেস আল খতীব জানান, ভার্জিনিয়ায় একটি চশমার দোকানে চাকরীর জন্য দরখাস্ত করতে গেলে লোকজন আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে হল আমি তাদের পছন্দসই একজন। অথবা তাদের রুচি বিরুদ্ধ। অধিকাংশ মার্কিনী বর্তমানে একটি অস্বাভাবিক অবস্থার শিকার। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রে একজন মুসলিম মহিলার জীবনও জটিলতামুক্ত নয়। ফ্লোরিডা ও লসএঞ্জেলস থেকে ভার্জিনিয়ার গ্রাম্য

---

[২৩৪] উম্মে আইরিন, দেশে দেশে নারী নির্যাতন, দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা। ২৩ আগস্ট ২০০৫, পৃ. ৫।

Dhaka University Institutional Repository

মহিলারা নিজেদের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছোট ছোট গ্রুপে সংগঠিত হওয়া শুরু করেছে। এমনি করে তারা জাতীয় ভিত্তিতে মহিলা সংস্থা গড়ে তুলছে। যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামের অনুগত ৩০-৪০ লাখ লোকের সাথে তাদের ক্রোধের বিষয়টি তারা আলোচনা করছে। ম্যানচুয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপিকা ইভন হাড্ডাব বলেন, মুসলিম মহিলাদের অপশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করার কারণে তারা সংগঠিত হওয়া শুরু করেছে। 'মুসলিম ওম্যান লীগ' নামে ডেট্রয়েট ভিত্তিক একটি মহিলা সংগঠন রয়েছে গোটা যুক্তরাষ্ট্রে এর কার্যক্রম বিস্তৃত।[২৩৫]

ইংল্যান্ডে যখন বেশ্যাবৃত্তি বন্ধ করার জন্য এবং নারীদেরকে বিবাহে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আইন প্রণয়নের চিন্তাভাবনা শুরু হয় তখন সেখানকার নারীরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দেয় এবং সেখানকার বিখ্যাত দার্শনিক মিল (Mill)-এর প্রচণ্ড বিরেধিতা করেন। তার যুক্তি হলো এতে নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব হবে। নারীরা যদি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তবে তাদেব স্বাধীনতার অধিকার থাকবে না। নারী স্বাধীনতার আইনের হস্তক্ষেপ শুধু অগ্রহণযোগ্যই নয় বরং নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা ও উপার্জন ক্ষমতা নস্যাতের এক হীন ষড়যন্ত্র মাত্র। তাই নারীদেরকে পতিতাবৃত্তি, বেশ্যাবৃত্তি ও ব্যাভিচার করার অধিকার দিতে হবে।[২৩৬]

পাশ্চাত্য নারীরা নির্যাতিত নিগৃহীত ও অবহেলিত ছিল। নির্যাতন আর নিস্পেসনের করাল গ্রাস থেকে মুক্তির জন্য ১৮৪৮ সালে সেখানকার নারীরা আন্দোলন শুরু করেছিল। কারণ তাদের মাতা-পিতার সম্পদে উত্তরাধিকার ছিল না, তাদের লেখা-পড়ার কোন অধিকার ছিল না। এমনকি সোসাইটিতে তাদের কোন ভোটাধিকারও ছিল না। পাশ্চাত্যে ১৮৪৮ সালে ভোটাধিকারের জন্য যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, দীর্ঘ ৭২ বছরের আন্দেলনের ফলে ১৯২০ সালে তারা ভোটাধিকার পায়। কিন্তু ১৯৬০এ তারা আর ভোটাভিকার নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারল না। তখন তারা পুরুষের সমান হয়ে যেতে ফ্রি সেক্স সোসাইটির আন্দোলন শুরু করে।

Familism নারী-পুরুষ একে অপরের সমান। তারা বলছিল 'পুরুষ যেটা পারবে নারী সেটা পারবে না কেন?' তারপর দেখা গেল ১৯৬০ পরে ১৯৯০-এর দিকে সেখানকার নারীরা পুরুষের মত হয়ে গেলে নারীদের নতুন সমস্যার সূত্রপাত হলো। নারীরা যখন ফ্রি সেক্স সোসাইটি চাইল, তখন তাদের Illigaly মা হতে হচ্ছে, বাচ্চার দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে, পুরুষরা বাচ্চা হওয়ার সাথে সাথে তাদের ফেলে দূরে চলে যাচ্ছে। ফলে সন্তানের সকল Burden তাদেরই নিতে হচ্ছে।

---

২৩৫ ফাতিমা সাইজউদ্দীন, মার্কিন সমাজে মুসলিম নারীদের প্রত্যয়ী ভূমিকা, দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, ১৪ নভেম্বর ২০০৬।

২৩৬ সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, পর্দা ও ইসলাম, অনুবাদক আব্বাস আলী খান, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা। প্রথম সংস্করণ : ১৯৯২। পৃ. ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

নারীরা তখন ১৯৯৭-এর দিকে এসে বলছে Familism মানে কিন্তু পুরুষের সমান হওয়া নয়। বরং যার যতটুকু দরকার ততটুকু পাওয়া। নারীরা বলছে, 'ছেলেদের মত আমাকে হতে হবে কেন, আমি আমার সমান হব।'[২৩৭]

সম্প্রতি মালয়েশিয়ার পুত্রজায়ায় বিশ্বব্যাপী নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে ১১৬ জাতি জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM)এর সদস্যভুক্ত দেশগুলোর নারী প্রতিনিধিদের নিয়ে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের শেষ দিন ১০ এপ্রিল ২০০৫ পুত্রজায়া ঘোষণা গৃহীত হয়। এতে বলা হয় ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ গণতন্ত্র ও জাতীয় অগ্রগতিকে শক্তিশালী করবে। নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, সশস্ত্র সংঘাত ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নারী এবং লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে ৯টি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। নারী আন্দোলনের নেত্রীরা বলেন, নারীদের এতদিনকার সংগ্রামের সুফল আসতে পারে এ ঘোষণা বাস্তবায়নের মাধ্যমে। তারা আশা প্রকাশ করেন এই ঘোষণা বাস্তবায়িত হলে বিশ্বব্যাপী নির্যাতিত নারীসমাজে কাঙ্ক্ষিত সুদিন ফিরে আসবে।[২৩৮]

---

[২৩৭] সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া (ড.), নারী মুক্তির দিক নির্দেশনা ইসলাম, দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা। ৪ জুলাই, ২০০৬, পৃ. ৫।

[২৩৮] দৈনিক নয়াদিগন্ত, ঢাকা। ১৫ মে ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

নারীর আইনী অধিকার ও নারী নির্যাতন প্রতিকারের উপায়

প্রথম পরিচ্ছেদ : নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিল-পত্রে বিশ্ব সম্প্রদায় ঘোষণা করেছেন 'কোন দেশের পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন, বিশ্বের মঙ্গল এবং শান্তি স্থাপনের জন্য প্রয়োজন সর্বক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সর্বোত্তম অংশগ্রহণ'। নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা অর্জন বলতে বুঝায় যে, তাদের থাকবে সমান অধিকার, সমান সুযোগ এবং সমান দায়িত্ব। যাতে তারা তাদের ব্যক্তিগত পরিপূর্ণতা অর্জন এবং সামাজিক হিত সাধনের জন্য তাদের নিজস্ব প্রতিভা ও শক্তি পূর্ণরূপে বিকশিত করতে পারে। ১৯৭৫ সালে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ উপলক্ষে মেক্সিকো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সম্মেলনে গৃহীত বিশ্ব কর্ম পরিকল্পনায় তাই ঘোষিত হয়েছে যে, আপামর জনসাধারণের অধিকার রয়েছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতির ফলভোগ করার এবং তাদের দায়িত্ব রয়েছে তাদের পক্ষে এই প্রগতির অনুকূলে অবদান রাখার। তাই নারী-পুরুষ ভেদ বুদ্ধি মূলতঃ ন্যায়-নীতি, মানবিক মর্যাদা ও মানবিক অধিকার বিরোধী। এই শতাব্দীর সত্তর দশকের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য রূপে গৃহীত হয়েছে 'উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারী শক্তির সমৃদ্ধিরা' পরবর্তীতে জাতিসংঘ ঘোষিত নারী দশক (১৯৭৬-৮৫)এর অধীনে পরিচালিত তৎপরতা বিশ্বব্যাপী নারীদের সমস্যা সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনা সৃষ্টি করে।

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য অপনোদন সংক্রান্ত কনভেনশন[১৩৯]

নারী ও পুরুষের সমাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণের অবসান ঘটানোর জন্যে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে 'নারীর প্রতি সকল বৈষম্য অপনোদন সংক্রান্ত কনভেনশন' অনুমোদিত হয়।

সকল ব্যাপারে এবং সকল ক্ষেত্রে নারীর সমাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে ত্রিশটি ধারা বা বিধান সম্বলিত এই কনভেনশনটিতে আইনসিদ্ধ পদ্ধতি ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নীতিমালা এবং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

---

[১৩৯] ইউনিফরম ফ্যামিলি কোড, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৯৯৩। পৃ. ৩১-৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন কার্যকরী গ্রুপ, নারী জাতির মানমর্যাদা সম্পর্কিত কমিশন এবং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে দীর্ঘ পাঁচ বছরব্যাপী সমন্বিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর এই কনভেনশনটি গৃহীত হয়। নারী বিবাহিতা বা অবিবাহিতা, সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা ও সমকক্ষতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নাগরিক ইত্যাদি সকল ব্যাপারে ও বিষয়ে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানোর ফলে কনভেনশনটিতে শুধুমাত্র নারী-পুরুষ ভেদের কারণে বিভিন্ন ব্যাপারে নারী জাতির অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা, নানা ধরনের বিধিনিষেধ আরোপের ব্যাপকতা ও গভীরতার প্রতিফলন ঘটেছে। জাতীয় পর্যায়ে আইন প্রণয়ন দ্বারা বৈষম্যমূলক আচরণের অবসানের জন্যেই কনভেনশনে আহ্বান জানানো হয়েছে। তাছাড়া বিশেষ ধরনের সাময়িক ও স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা গ্রহণ করে দ্রুত নারী-পুরুষের কার্যকর সমতা অর্জন এবং যেসব প্রচলিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতির ফলে নারী-পুরুষের বৈষম্য চিরস্থায়ী হতে পারে তা পরিবর্তন সাধনের জন্যে কনভেনশনে সুপারিশ করা হয়েছে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং জনজীবনে নারী সমাজের জন্যে সমানাধিকার, শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ ও অভিন্ন পাঠ্যসূচী নির্বাচনের অধিকার, কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ ও বেতন-ভাতার ব্যাপারে বৈষম্যনীতির অবসান, বিবাহ বন্ধন ও মাতৃত্বের কারণ সত্ত্বেও চাকুরির নিশ্চয়তা ইত্যাদি বিষয়ে কনভেনশনে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। পারিবারিক স্তরে ও বিষয়াদিতে নারী-পুরুষের সমান দায়দায়িত্ব সম্পর্কে কনভেনশনে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পারিবারিক কর্তব্য সম্পাদন, কর্মস্থলের দায়-দায়িত্ব পালন এবং সামাজিক ও জনজীবনের অংশগ্রহণ সুগম, সহজবোধ্য করার জন্যে সামাজিক সার্ভিস, বিশেষত শিশু পরিচর্যার সুযোগ সৃষ্টির উপর কনভেনশনে জোর দেয়া হয়েছে। কনভেনশনে অতিরিক্ত এবং অন্যান্য বিধানগুলোতে নারীসমাজের জন্যে স্বাস্থ্যবিষয়ক সেবা-শুশ্রূষা এবং পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বৈষম্যহীন ব্যবস্থার আহ্বান জানানো হয়েছে, তাছাড়া পুরুষ সমাজের সাথে অভিন্ন প্রকৃতির আইনগত অধিকার এবং অনুমোদন ও স্বীকৃতিদানকারী রাষ্ট্রসমূহের সম্মতিতে সম্পাদিত যে সকল চুক্তিপত্র ও দলিলে নারীর আইনগত অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে সেই সকল চুক্তি ও দলিল বাতিল ও নাকচ বলে বিবেচিত হবে। গ্রামীণ নারীসমাজের সমস্যার বিষয়টি কনভেনশনে বিশেষ স্থান লাভ করেছে।

অনুমোদন ও স্বীকৃতিদানকারী রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক কনভেনশনে বর্ণিত ধারা ও বিধান যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তা আন্তর্জাতিকভাবে পর্যবেক্ষণ করার এবং লক্ষ্য রাখার জন্যে কনভেনশনের অধীনে বিশেষ কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অনুমোদন ও স্বীকৃতিদানকারী রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক নির্বাচিত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গঠিত একটি কমিটি কর্তৃক কনভেনশন পালনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সম্পর্কিত বিষয়

Dhaka University Institutional Repository

বিবেচিত হবে। কমিটির সদস্যবৃন্দ ব্যক্তিগত অধিকারে কাজ পরিচালনা করবেন। ১৯৮০ সালের ১লা মার্চ 'কনভেনশন'টি স্বাক্ষর ও স্বীকৃতিদানের জন্যে উন্মুক্ত করা হয়। বিশটি রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত ও অনুমোদিত হওয়ার পর 'কনভেনশন' বলবৎ হওয়ার মর্যাদা লাভ করবে।

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য অপনোদন সংক্রান্ত কনভেনশন : বর্তমান দলিল (কনভেনশন)-এ স্বীকৃতিদানকারী সদস্য রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য করা হয়েছে যে, জাতিসংঘ সনদে মানুষের মৌলিক অধিকার, মর্যাদা, মূল্যবোধ এবং নারী পুরুষের সমাধিকার সম্পর্কে সুদৃঢ় মত ও আস্থা প্রকাশ করা হয়েছে।

মানবাধিকার সম্পর্কিত সর্বজনীন ঘোষণাতে বৈষম্যমূলক বিভেদাত্মক ব্যবস্থাসমূহকে নীতি হিসেবে অগ্রাহ্য করা হয়েছে এবং পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে বলা হয়েছে যে জন্মসূত্রে সব মানবসন্তান মুক্ত, মর্যাদা ও অধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নে সমান এবং বিন্দুমাত্র ভেদাভেদ নারী-পুরুষের মধ্যে কোনরূপ বিভেদ বৈষম্যের বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়া প্রতিটি মানুষ সর্বজনীন ঘোষণাতে বর্ণিত অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা (স্বেচ্চা নির্বাচিত স্বাধীনতা) ভোগের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সম্পর্কিত সনদ বা চুক্তিপত্রে স্বীকৃতি ও স্বাক্ষরদানকারী সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক নাগরিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিপালনযোগ্য সমানাধিকারের প্রয়োগ সম্পর্কে নিশ্চয়তা বিধানের ব্যাপারে দায়িত্বশীল ও সচেতন থাকতে হবে।

নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ ও সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট সংস্থা কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত, ঘোষণা ও সুপারিশসমূহের প্রতি দৃষ্টি রেখে উদ্বেগের সাথে চিহ্নিত করা হয়েছে যে উল্লিখিত বিধি-বিধান সত্ত্বেও নারী-পুরুষের মধ্যে ব্যাপক ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক আচরণ অনুশীলন করা হচ্ছে। সব সময় মনে থাকা উচিত যে, নারী জাতি সম্পর্কে বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমানাধিকার ও মানবিক মর্যাদা লংঘন করা হয় এবং দেশের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যথা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সমাজের পক্ষে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে অংশগ্রহণের স্তরে বাঁধার সৃষ্টি হয়। তদুপরি সামাজিক ও পারিবারিক সমৃদ্ধির পথ রুদ্ধ হয় এবং নিজ দেশ ও মানবগোষ্ঠীর সেবায় নারীসমাজের সম্ভাবনাময় বিকাশ ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।

বিশেষ উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করা গেছে যে, অভাব-অনটন ও দারিদ্র্যজনিত পরিস্থিতিতে নারীসমাজ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্ম-সংস্থান এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়;

পরিপূর্ণ প্রত্যয় ও দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করা যায় যে, ন্যায়নীতি ও সমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নতুন অর্থনৈতিক ধারা নারী-পুরুষের সমতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে;

Dhaka University Institutional Repository

দৃঢ়তা ও গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করতে হয়ে যে, নারী-পুরুষের সমানাধিকার পূর্ণমাত্রায় উপভোগের জন্যে জাতিবৈষম্যবাদ, সকল প্রকার বর্ণবাদ ও বর্ণবৈষম্য, উপনিবেশবাদ, নব্য-ঔপনিবেশিকতা, আগ্রাসন, বৈদেশিক অধিকার কিংবা প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা এবং কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ইত্যাদি ধরনের কার্যকলাপের বিলুপ্তি অপরিহার্য।

সম্মতি জানিয়ে বলতে হয় যে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার ভিত্তি সুদৃঢ়করণ, আন্তর্জাতিক উত্তেজনা নিরশন, সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রভেদ সত্ত্বেও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সাধারণ ও পরিপূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ, বিশেষত কড়াকড়ি আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি, সমতা ও পারস্পরিক সুফল লাভের আদর্শের স্বীকৃতি, বৈদেশিক প্রভূত্ব ও ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বের অবসান করে বিভিন্ন জাতির মৌলিক অধিকার আদায়, বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ও শাসন থেকে মুক্তি লাভ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও স্বাধীনতা অর্জন, সেই সাথে একটি জাতির সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে পৃথিবীর অনেক অনগ্রসর, পশ্চাৎপদ অথবা উন্নয়নকামী অংশসমূহে সামাজিক উন্নতি ও অগ্রগতির সম্ভাবনা দেখা দেবে যা নারী পুরুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখবে;

সুদৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বলা যায় যে, একটি দেশ কিংবা একটি রাষ্ট্রের পূর্ণ অগ্রগতি ও উন্নতি তথা সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ ও শান্তির কাজে জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি ব্যাপকহারে নারীসমাজের অংশ নেয়া উচিত।

আজ পর্যন্ত স্বীকৃতি লাভ করেনি নারীদের এমন সব গুণ - যেমন পারিবারিক মঙ্গল ও সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে তাদের বিপুল অবদান সামাজিক স্তরে মাতৃত্বের তাৎপর্য এবং পারিবারিক পর্যায়ে ও সন্তান-সন্ততি লালন-পালনের ব্যাপারে পিতামাতার যৌথ ভূমিকা কোন অবস্থাতেই বৈষম্যমূলক আচরণের ভিত্তি বলে বিবেচিত হওয়া উচিত নয়, বরং সন্তান প্রতিপালনের দায়-দায়িত্ব নারী-পুরুষ উভয়কেই এমনি গোটা সমাজেই বহন করা দরকার, সে কথা সব সময়ই মনে রাখা উচিত। স্বীকার করা হচ্ছে যে, অধিকারমূলক প্রশ্নে নারী ও পুরুষের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজ ও পরিবারের মধ্যে নারী ও পুরুষের ঐতিহ্যগত ভূমিকা সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

নারীর প্রতি সকল বৈষম্য অপনোদন সংক্রান্ত ঘোষণায় বিবৃত নীতিমালাকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার প্রয়োজনে এবং সে উদ্দেশ্যে অনুরূপ বৈষম্যের সকল রূপ ও সম্ভাব্য প্রকাশ অপনোদনের উদ্দেশ্যে নিম্নে বর্ণিত ৩০টি ধারা সম্পর্কে বর্তমান দলিলে স্বীকৃতিদানকারী সদস্য রাষ্ট্রসমূহ সম্মতি প্রদান করছে।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা – ১ : এই কনভেনশন অনুযায়ী নারী জাতি সম্পর্কে বৈষম্যমূলক নীতি প্রসঙ্গে আদর্শ ও তাৎপর্য নির্ধারণের জন্য বলতে হয়, নারী-পুরুষের মধ্যে শ্রেণীভিত্তিক ভেদাভেদ, নারী সমাজের অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রশ্নে বিরূপভাব, অক্ষমতা ও বাধাবিঘ্ন আরোপ তথা সুযোগ সংকোচনের নীতি প্রবর্তন হলে বিবাহিতা, অবিবাহিতা কিংবা কুমারী নির্বিশেষে পদমর্যাদা প্রশ্নে বিচার-বিশ্লেষণ করা থেকে বিরত না থাকলে নারী জাতির জন্য পুরুষদের সাথে সমতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক-নাগরিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মানবিক ও মৌলিক স্বাধীনতা ভোগের অধিকার ক্ষুণ্ন করা হবে এবং গোটা নারী সমাজকে তা থেকে বঞ্চিত করা হবে।

ধারা – ২ : স্বীকৃতিদানকারী রাষ্ট্রসমূহের বিচারে নারী সমাজ সম্পর্কে যে কোন ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ নিন্দনীয় এবং বৈষম্যমূলক আচরণ দূর করার জন্যে অবিলম্বে আইনানুগ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রসমূহ সংঘবদ্ধ (যৌথভাবে কাজ করতে আগ্রহী ও সম্মত এবং সেই অনুযায়ী তারা সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম অনুসরণ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ) :

(ক) নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, যথারীতি আইনানুগ ব্যবস্থাদি ইতিপূর্বে, অতীতে বা পূর্ববর্তী স্তরে গৃহীত না হয়ে থাকলে, নির্দিষ্ট নীতিকে জাতীয় সংবিধান কিংবা উপযুক্ত ও সংশ্লিষ্ট স্বতন্ত্র আইনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে, এবং আইনানুগ উপায়ে বা এই প্রকৃতির সিদ্ধ পদ্ধতিতে কার্যত নীতির বাস্তব রূপায়ণ ঘটাতে হবে।

(খ) প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত ধরনের আইন প্রণয়ন কিংবা অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রয়োজনবোধে বিশেষ ক্ষমতার আশ্রয় নিয়ে নারী সমাজের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ প্রতিরোধ করতে হবে।

(গ) নারী-পুরুষের সমতার ভিত্তিতে নারী সমাজের অধিকার সংরক্ষণের জন্যে আইনসিদ্ধ ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং বিশেষ প্রয়োজনে গঠিত পর্যাপ্ত ক্ষমতাসম্পন্ন বিচার বিভাগীয় আদালত এবং অন্যান্য জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ নারীসমাজকে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা ও আচরণ থেকে কার্যকর পদ্ধতিতে অবশ্যই রক্ষা করবে।

(ঘ) নারীসমাজের ক্ষেত্রে বিভেদমূলক বা বৈষম্যমূলক প্রক্রিয়া, কার্যক্রম ও বিরূপ আচরণ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে এবং কর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণের স্বার্থে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে কথিত ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) যে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সঙ্ঘ কিংবা সংগঠন কর্তৃক অনুসৃত নারীসমাজের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিকারের জন্য সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(চ) নারীসমাজের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বলে গণ্য করা যায় এরূপ চলতি আইনসহ সকল সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতিসমূহ রোধ ও অপসারণ করার উদ্দেশ্যে, নতুনভাবে আইন প্রণয়ন অথবা প্রচলিত আইন, বিধিব্যবস্থা, প্রথা ও রেওয়াজসমূহ বাতিল, বর্জন ও সংশোধনের প্রয়োজনে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ছ) নারী সমাজের প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বা নীতির ফলে, জাতীয় ভিত্তিতে নির্ধারিত সকল প্রকার শাস্তিমূলক বিধান বাতিলকৃত বলে বিবেচিত হবে।

ধারা – ৩ : নারী সমাজের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের প্রয়োজনের বিষয়টি পুরুষের সাথে সমতার ভিত্তিতে মিটিয়ে নারীসমাজের অবস্থার উন্নয়ন ও অগ্রগতি সুনিশ্চিত করার জন্যে অনুমোদন-স্বাক্ষরদানকারী রাষ্ট্রসমূহ সকল ক্ষেত্রে, বিশেষকরে রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আইনসিদ্ধ ব্যবস্থাসহ উপযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

ধারা – ৪ :

০১. নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, স্বীকৃত নীতিকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত করার জন্যে সাময়িক বা বিশেষভাবে গৃহীত ব্যবস্থাদি কোন অবস্থাতেই বর্ণিত নীতিমালা (কনভেনশন) অনুযায়ী নারী-পুরুষের মধ্যে বিভেদমূলক আচরণ বলে বিবেচিত হবে না এবং নারী-পুরুষের অসমতা, বিভেদসূচক নীতি ও মাপকাঠি বলে ধারণা করা চলবে না। তবে নারী-পুরুষের মধ্যে উন্মুক্ত সুযোগ-সুবিধা ও আয়োজিত আচরণের ক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উল্লেখিত সাময়িক ব্যবস্থাদি রহিত বলে বিবেচিত হবে। অনুমোদনকারী রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক।

০২. মাতৃত্বের কল্যাণ ও স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে সন্তান ধারণকালীন সময়ে বিশেষ বিধানসহ গৃহীত ব্যবস্থাদি নারীসমাজের জন্যে পক্ষপাতমূলক, বিভেদমূলক পার্থক্যসূচক বলে বিবেচিত হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা – ৫ :

(ক) নারী-পুরুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আচরণের তারতম্য ও পার্থক্যজনিত আদর্শকে সংশোধন ও দূর করা, নারী-পুরুষের গতানুগতিক বা ঐতিহ্যভিত্তিক ভূমিকা, সেই সাথে সংস্কার, প্রচলিত রীতিনীতি ও দৈনন্দিন আচরণঘটিত ভিন্নতর বিষয়াদি, পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক মানমর্যাদা নির্ণয় ও মূল্যায়ন ক্ষেত্রে স্তর বিন্যাস তথা উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট বিবেচনা থেকে নিবৃত্ত থাকা, এবং;

(খ) সামাজিক প্রয়োজনে মাতৃত্বের ভূমিকার গুরুত্ব এবং সন্তান প্রতিপালন ও তাদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির ব্যবস্থায় পিতামাতা অর্থাৎ নারী-পুরুষের যৌথ উদ্যোগ ও দায়িত্ব পারিবারিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে, সন্তানের স্বার্থ সকল অবস্থাতেই সর্বস্তরে প্রাথমিক ও প্রধান দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হওয়ার জন্য অনুমোদন ও স্বাক্ষরদানকারী রাষ্ট্রসমূহকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ধারা – ৬ : নারী ব্যবসা ও নারীসমাজকে দেহপসারিনী হিসেবে নিয়োজিত করার মতো ঘৃণিত কাজ থেকে স্বার্থান্বেষী ও সুযোগসন্ধানী মহলকে নিবৃত্ত করার জন্যে সংশ্লিষ্ট অনুমমোদন, স্বীকৃতি ও স্বাক্ষরদানকারী রাষ্ট্রসমূহকে প্রয়োজন অনুযায়ী আইন প্রণয়ন সহ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

ধারা – ৭ : কোনো দেশবিশেষের রাজনৈতিক ও গণজীবনে নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনুমোদন ও স্বাক্ষরদানকারী রাষ্ট্রসমূহকে নারী-সমাজের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে বিশেষ করে নিম্নে বর্ণিত ব্যাপারসমূহ তাদের অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে :

(ক) সকল ধরনের নির্বাচন ও গণভোটের ক্ষেত্রে ভোটদানের অধিকার এবং জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহে নির্বাচন প্রার্থীও নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ।

(খ) সরকারের নীতি নির্ধারণী এবং নীতিসমূহ কার্যকর করার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ, জনকল্যাণে দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদে নিযুক্তি, সেই সঙ্গে কার্যভার গ্রহণ এবং সর্বস্তরের সরকারী কর্মকাণ্ড পরিচালনা।

(গ) দেশের গণজীবন ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা, সংগঠন, পরিষদসমূহের কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা – ৮ : সংশ্লিষ্ট অনুমোদন ও স্বাক্ষরদানকারী রাষ্ট্রসমূহকে, নারীসমাজ সম্পর্কে কোনরূপ বৈষম্যমূলক নীতিকে প্রশ্রয় না দিয়ে পুরুষের সাথে সমতার ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত অনুষ্ঠানাদিতে নারীসমাজের অধিকার রক্ষার্থে কার্যক্রম গ্রহণ এবং তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে :

নিজ নিজ (সরকার) রাষ্ট্রের পক্ষে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব প্রাপ্তি এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম অংশগ্রহণ।

ধারা – ৯ :

০১. অনুমোদন ও স্বাক্ষরদানকারী সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহ নারীসমাজকে পুরুষের সাথে সমানাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয়তা অর্জন-বর্জন, রক্ষা ও পরিবর্তন করার অধিকার দান করবে, বিশেষভাবে বিদেশী নাগরিকদের সাথে কোন মহিলা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলে,কিংবা স্বামীকর্তৃক বিবাহবন্ধন আইনসিদ্ধ, অক্ষুণ্ন ও অটুট থাকা অবস্থায় জাতীয়তা পরিবর্তনের ফলে বিবাহিতা স্ত্রীকে স্বামীর জাতীয়তা গ্রহণে বাধ্য না করা এবং স্ত্রীকে যাতে জন্মসূত্রে কিংবা স্বাধীনভাবে ও স্বেচ্ছায় গৃহীত বা অর্জিত নাগরিকত্ব হারাতে না হয়, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

০২. সন্তান-সন্ততি জাতীয়তা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র-কে নারী পুরুষের সমানাধিকার ভিত্তিক আদর্শকে সমুন্নত রাখার প্রয়োজনে নারীদের জন্যে সমতুল্য অধিকার স্বীকার করে নিতে হবে।

ধারা – ১০ : শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে নারীসমাজের সমতুল্য অধিকার সম্পর্কে নিশ্চয়তা বিধান করে সংশ্লিষ্ট অনুমোদন ও স্বক্ষরদানকারী রাষ্ট্রসমূহ নারীসমাজ সম্পর্কে সকল প্রকার বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাপনার নিরসনকল্পে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবে; বিশেষ করে নারী ও পুরুষের মান ও মননশক্তি সমতুল্য বিবেচনা করে নিম্নে বর্ণিত বিষয়াবলীতে নারীসমাজের জন্য সুযোগ সুবিধাপূর্ণ সমতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে :

(ক) পেশা ও বৃত্তিমূলক ব্যাপারে, অভিন্ন ধরনের শর্ত ও পরিবেশে নিরীক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, শহর, নগর কিংবা গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যে সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার এবং সার্টিফিকেট কিংবা সনদপত্র অর্জন, অনুরূপ সুনিশ্চিত সমতার ভিত্তিতে শৈশব স্তরের শিক্ষা, সাধারণ, কারিগরি, পেশামূলক এবং উচ্চতর পর্যায়ে কারিগরি ও সব ধরনের পেশাগত প্রশিক্ষণ।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) (নারীসমাজের জন্যে) অভিন্ন ও একই ধরনের শিক্ষাসূচী, শিক্ষাপদ্ধতি, সমপর্যায়ের যোগ্যতা ও গুণাবলীসহ শিক্ষক-মণ্ডলী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, দালানকোঠা, আসবাবপত্র ও সাজ-সরঞ্জামের অভিন্ন মান।

(গ) সর্বস্তরে এবং সকল ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় পুরুষ ও নারীর ভূমিকা সম্পর্কে যে কোন ধরনের গতানুগতিক ধ্যান-ধারণার অবসান ঘটাতে হবে। সহশিক্ষা ও অন্যরকমের শিক্ষার ক্ষেত্রে আয়োজন উদ্যোগ ও উৎসাহ বর্ধনের ব্যবস্থা, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তকের পুনর্বিন্যাস, সেই সাথে স্কুল কর্মসূচী এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করা হলে উল্লেখিত লক্ষ্যে পৌছা সম্ভব হবে।

(ঘ) শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাতা ও অন্যান্য আর্থিক মঞ্জুরী পাওয়ার ব্যাপারে (নারীদের জন্যে) অভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থাকতে হবে।

(ঙ) প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা এবং সাক্ষরতা অর্জনের জন্যে শিক্ষাদান কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্তিসহ অগ্রবর্তী স্তরের অধিকতর শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ কার্যক্রমে অংশ নেয়ার জন্যে সমতুল্য অধিকার বিশেষ করে নারী-পুরুষের শিক্ষাগত মানে ব্যবধান স্বল্প সময়ের মধ্যে দূর করার প্রয়োজনে প্রবর্তিত ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের অধিকার নারীদের অবশ্যই থাকবে।

(চ) শিক্ষাজীবনের মাঝপথে শিক্ষার্থিনীদের শিক্ষাজীবন অসমাপ্ত রেখেই বিদায় গ্রহণের হার ক্রমশঃ কমিয়ে আনতে হবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অসময়ে অসমাপ্ত অবস্থায় বিদায় নেয়া ছাত্রী ও প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা শিক্ষার্থিনীদের শিক্ষার জন্যে নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

(ছ) খেলাধূলা ও শরীরচর্চার ব্যাপারে শিক্ষার্থিনীও ছাত্রীদের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে।

(জ) পারিবারিক পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও কল্যাণ সম্পর্কে নিশ্চয়তা বিধান, সে সাথে পরিবার পরিকল্পনাকে অন্তর্ভুক্ত করে তথ্য সম্বলিত সুনির্দিষ্ট জ্ঞানলাভ করার অধিকার নারী সমাজের অবশ্যই থাকতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা – ১১ :

০১. কাজ পাওয়া ও কাজে নিয়োগের ব্যাপারে পুরুষ এবং নারীর সমান ও সমতুল্য অধিকারের নীতিকে গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট অনুমোদন ও স্বাক্ষরদানকারী রাষ্ট্রসমূহ নারীসমাজ সম্পর্কে বৈষম্যমূলক আচরণের অবসান ঘটানোর জন্যে সুনিশ্চিত ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। নারীর সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে নিম্নে বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে :

(ক) নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব মানুষের কাজ করার অপ্রতিরোধ্য ও অনস্বীকার্য অধিকার,

(খ) কাজে নিয়োগের জন্যে সমান সুযোগ-সুবিধার অধিকার, বাছাই বা নির্বাচন পর্বে অভিন্ন নীতির প্রয়োগ,

(গ) নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী পেশা ও চাকুরি নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবাধ ও অক্ষুণ্ন অধিকার, পদোন্নতি, কাজের নিরাপত্তা, সমমানের সুযোগ-সুবিধা ও শর্তাবলীসহ মহিলাদের জন্য পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনবোধে তার পুনরাবৃত্তি, শিক্ষানবিস, উচ্চতর পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ও অবস্থাভেদে বার বার প্রশিক্ষণ গ্রহণের অধিকার।

(ঘ) সমতামূলক বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা, সম-মানের কাজ এবং কাজের গুণগত মান নির্ণয় বা মূল্যায়নের জন্য অভিন্ন নীতি ও বিচার-বিশ্লেষণ পদ্ধতির সুনিশ্চিত প্রয়োগ ঘটাতে হবে।

(ঙ) চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ, বেকারত্ব, অসুখ-বিসুখ, কর্তব্য-কর্ম পালনে অক্ষমতা, কর্মশক্তির অপচয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে বেতন-ভাতাসহ ছুটির অধিকারভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা।

(চ) কাজকর্মের প্রকৃতি-পরিবেশ বিপদমুক্ত ও নিরাপদ রাখা, স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বা হানিকর না হওয়া এবং প্রজনন শক্তি ও প্রক্রিয়া অটুট রাখার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

০২. বিবাহ ও সন্তান ধারণ জনিত কারণে মহিলাদের সম্পর্কে বিভেদমূলক অচরণ রহিত করা এবং তাদের জন্যে যথারীতি নিয়মমাফিক কাজ করার অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অনুমোদন ও স্বীকৃতিদানকারী রাষ্ট্রসমূহকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে :

(ক) জরুরী অবস্থায় বা আপদকালীন সময়ে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ (শাস্তি বা পুরস্কার দেয়ার সাময়িক ব্যবস্থা) ব্যতীত কর্মী হিসেবে মহিলা সম্প্রদায়কে সন্তান ধারণ অথবা মাতৃত্বকালীন ছুটি মঞ্জুর করার বিধান ও রীতিকে অমান্য করে কর্মচ্যুত, চাকরিচ্যুত করার প্রথা বন্ধা করতে হবে এবং পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার প্রশ্ন বিবেচনা করে কর্মচ্যুত করার প্রশ্নে নারী সমাজ সম্পর্কে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার আশ্রয় নেয়া চলবে না।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) মহিলা কর্মী বা কর্মচারীদের জন্যে মাতৃত্বকালীন পর্যায়ে নিয়োজিত চাকুরি, পদমর্যাদা ও ভাতা ইত্যাদির হানি না ঘটিয়ে বেতন কিংবা সমতুল্য সামাজিক সুযোগ-সুবিধাসহ ছুটি মঞ্জুর করার বিধান প্রবর্তন করতে হবে।

(গ) পারিবারিক কর্তব্য সম্পাদন, কর্মস্থলে (কার্যে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানে) অর্পিত দায়িত্ব পালন সেই সাথে সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান ও অংশগ্রহণে সহায়তা করার প্রয়োজনে পিতা-মাতা (পুরুষ ও নারী)-র জন্যে সামাজিক স্তরেপরিপূরক সেবাধর্মী ব্যবস্থা থাকতে হবে, সেই উদ্দেশ্যে শিশু সন্তানের রক্ষা (দেখাশুনা) ও সেবা নিশ্চিত করার তাগিদ বহু শিশু কল্যাণ।

(ঘ) মহিলাদের পক্ষে ক্ষতিকর বা হানিকর হতে পারে, গর্ভধারণকালীন সময়ে তাদেরকে সে রকমের কাজকর্ম থেকে দূরে রাখতে হবে।

০৩. বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিভিত্তিক জ্ঞানের আলোকে, বর্তমান ধারায় নারীসমাজে এর সম্পর্কে (ক্ষেত্রে) নিরাপত্তাধর্মী বিধিবিধানসমূহ বিভিন্ন স্তরে পুনর্বিবেচনা করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে সে সকল সংশোধন, বাতিল অথবা সম্প্রসারণ করতে হবে।

ধারা – ১২ :

০১. স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অনুমোদন ও সমর্থনদানকারী রাষ্ট্রসমূহ নারীদের সম্পর্কে বৈষম্যমূলক আচরণের অবসানের জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, বিশেষ করে নারী-পুরুষের সম-অধিকারের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য রক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নারীদের জন্যে মনোযোগ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

০২. বক্ষ্যমান বিধানের প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণিত ব্যবস্থাদি সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট অনুমোদন ও স্বাক্ষরদানকারী রাষ্ট্রসমূহ মহিলা সম্প্রদায়ের জন্যে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়, প্রসূতিকালীন স্তরে এবং সন্তান প্রসবের পরে উপযুক্ত সেবার নিশ্চয়তা বিধান করবে। ক্ষেত্রবিশেষে বিনা খরচে গর্ভকালীন এবং মায়ের দুধে সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে, পথ্য ও পুষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে।

ধারা – ১৩ : অনুমোদন ও স্বীকৃতিদানকারী সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহ অন্যান্য আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেও নারী পুরুষের সম অধিকারের নীতিকে সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত করার প্রয়োজনে নারীসমাজ সম্পর্কে বৈষম্যমূলক আচরণের অবসান ঘটানোর সকল প্রকার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবে, বিশেষ করে নিম্নে বর্ণিত ব্যাপারে নারীর সমতুল্য অধিকার সম্পর্কে নিশ্চয়তার বিধান থাকতে হবে :

Dhaka University Institutional Repository

(ক) পারিবারিক সুযোগ-সুবিধা,

(খ) ব্যাংক থেকে ধার নেয়া, বন্ধক রাখা বা দেয়ার ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হওয়া অথবা ভিন্নতর পদ্ধতি ও সূত্রে আর্থিক ঋণ (সুযোগ-সুবিধা) নেয়া,

(গ) বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড, খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক জীবনের সর্বস্তরে।

ধারা – ১৪ :

০১. গ্রামের নারীদের সমস্যা এবং সম্পর্কিত পরিবার সমূহের জন্যে অর্থনৈতিক সংগ্রামে টিকে থাকার ক্ষেত্রে, তাদের গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময় ভূমিকা, বিশেষ করে অর্থনীতির সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্কশূন্য বিষয়াদিতে মহিলাদের অবদান বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট অনুমোদন ও স্বীকৃতিদানকারী রাষ্ট্রসমূহ গ্রামের মহিলাদের পক্ষে কনভেনশন-এর প্রয়োগ সম্বন্ধে নিশ্চয়তা বিধানের জন্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

০২. নারী-পুরুষের সম-অধিকারের ভিত্তিতে গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষেত্রে সকল প্রকার বৈষম্যমূলক অবস্থার নিরসনের জন্যে, সংশ্লিষ্ট অনুমোদন স্বীকৃতিদানকারী রাষ্ট্রসমূহকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে নারী সমাজের পক্ষে গ্রাম উন্নয়নমূলক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ এবং এর সুফল ভোগ করা সম্ভব হয়, বিশেষভাবে নিম্নে বর্ণিত বিষয়াদিতে মহিলাদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে :

(ক) সর্বস্তরের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে অংশগ্রহণ,

(খ) পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে পরামর্শ, সেবা শুশ্রূষা ও তথ্যাদি পাওয়ার অধিকারসহ স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ও যত্নের ব্যবস্থা,

(গ) সামাজিক নিরাপত্তার জন্য গৃহীত কর্মসূচী থেকে সরাসরি উপকার পাওয়ার ব্যবস্থা,

(ঘ) কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে, দলগত বা সমষ্টিগত নীতির প্রয়োগসহ সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত (অতিরিক্ত) সব ধরনের প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা ও কার্যকরী পুঁথিগত জ্ঞান অর্জনের সাথে আনুষ্ঠানিক, ব্যবহারিক ও ভিন্নতর পদ্ধতির শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ,

(ঙ) অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির জন্যে কর্মসংস্থান অথবা স্বেচ্ছামূলক আয়োজন, স্বাবলম্বী ও সমবায়ধর্মী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা।

Dhaka University Institutional Repository

(চ) সংঘবদ্ধভাবে বা সামাজিক পর্যায়ে সব ধরনের আকর্ষণীয় ও শোভনীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ,

(ছ) কৃষিভিত্তিক বা ক্ষেত-খামার সম্পর্কিত কাজের জন্য অর্থ সংস্থান ঋণ সংগ্রহ ও ঋণ গ্রহণ, পণ্য বাজারজাতকরণ, প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি, ভূমি সংস্কার ও ভূমির পুনর্বন্টন বা নতুন বন্দোবস্তের ব্যাপারে পুরুষের সাথে সমতাধর্মী ব্যবস্থা।

(জ) বাসস্থান, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহ, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আয়োজনসহ বসবাসের উপযোগী পর্যাপ্ত সুবিধা।

ধারা – ১৫ : সংশ্লিষ্ট অনুমোদন ও স্বীকৃতিদানকারী রাষ্ট্রসমূহ :

০১. আইনের চোখে ও আইনঘটিত ব্যাপারে পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে সমতাধর্মী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে।

০২. নাগরিক ও দেওয়ানী বিধি-বিধানসমূহ প্রয়োগের ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে পরিপূর্ণ সমতার ভিত্তিতে ও অভিন্ন প্রকৃতির আইনগত অধিকার নারীসমাজকে প্রদান করবে, সেই অধিকার প্রয়োগের জন্য নারী সমাজকে সমান সুযোগ-সুবিধা দান, বিশেষ করে চুক্তি সম্পাদন কিংবা সম্পত্তি পরিচালনার এবং আদালত অথবা বিশেষ প্রয়োজনে গঠিত আদালতের ট্রাইব্যুনাল কার্যক্রমের (কার্যবিধির) সর্বস্তরে, তাদের সাথে সমান আচরণ ও ব্যবহারের এর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

সংশ্লিষ্ট অনুমোদন ও স্বীকৃতিদানকারী রাষ্ট্রসমূহ নিম্নে বর্ণিত ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করে :

০৩. নারী সমাজের অধিকার ক্ষুণ্ন ও সংকুচিত করেছে অথচ পূর্ব থেকে প্রচলিত আইন অনুযায়ী সিদ্ধ এই জাতীয় সব ধরনের চুক্তিনামা ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে সম্পাদিত যে কোন দলিল নাকচ, বাতিল ও অক্ষম বলে পরিগণিত হবে;

০৪. স্থানান্তর প্রক্রিয়া, অর্থাৎ এক দেশ থেকে ভিন্ন দেশে যাওয়া, সাময়িক বসবাস অথবা স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে পুরুষের সম-অধিকার ও স্বাধীনতা স্বীকৃত থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা – ১৬ :

০১. বিবাহ ও পারিবারিক বিষয়ে মহিলা সম্প্রদায় সংক্রান্ত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা নিরসনের জন্যে, বিশেষ করে নারী-পুরুষের সমতাধর্মী অধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা বিধানহেতু নিম্নে বর্ণিত বিষয়াবলী সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অনুমোদন ও স্বীকৃতিদানকারী রাষ্ট্রসমূহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে :

(ক) বিবাহ বন্ধনে অবদ্ধ হওয়া সম্পর্কে অভিন্ন চরিত্রের অধিকার,

(খ) জীবন সঙ্গী নির্বাচনের অবাধ অধিকার এবং তাদের স্বাধীন ও পরিপূর্ণ সম্মতিক্রমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার।

(গ) বিবাহ অক্ষুণ্ন থাকাকালীন পর্যায়ে অথবা বিবাহ বিচ্ছেদের স্তরে সমতুল্য অধিকার ও দায়-দায়িত্ব।

(ঘ) বিবাহ সম্পর্কজনিত পরিস্থিতি যাই হোক বা থাকুক না কেন সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে পিতা-মাতাদের সমান অধিকার ও দায়িত্ব পালন করতে হবে। সন্তানের কল্যাণ ও মঙ্গলচিন্তা সর্বাগ্রে গণ্য বলে বিবেচিত হবে।

(ঙ) সন্তান সংখ্যা নিরূপণ, সন্তান ধারণ ও সন্তান জন্মদিনের পরিকল্পনা সম্পর্কে সঠিক ও দায়িত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমতুল্য অধিকার এবং নারীসমাজের জন্যে উল্লেখিত বিষয়গুলো সম্বন্ধে যথাযথ প্রক্রিয়া ও প্রয়োগপদ্ধতি সংক্রান্ত জ্ঞান এবং তথ্য সংগ্রহের অধিকার।

(চ) সন্তান-সন্ততির অভিভাবকত্ব, তত্ত্বাবধায়ক (ওছি) হিসেবে দায়-দায়িত্ব পালন, দত্তক সন্তান গ্রহণ অথবা দেশে প্রচলিত আইন অনুযায়ী অনুরূপ প্রথাধর্মী আনুষ্ঠানিকতা সন্তানের স্বার্থ ও মঙ্গলের প্রতি সর্বাধিক বিবেচনা প্রসূত পন্থা নির্ণয়, পুরুষের সাথে নারী সমাজেরও সমতুল্য অধিকার।

(ছ) পারিবারিক পদবী, পেশা ও বৃত্তি নির্বাচনের ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ব্যক্তিগতভাবে সমানাধিকার থাকবে।

(জ) বিনামূল্যে অথবা উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়ে সম্পত্তির মালিকানা, বিষয় সম্পত্তি অর্জন, পরিচালনা, তত্ত্বাবধান ভোগদখল এবং বিলিবন্টনের ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সমানাধিকার।

০২. নাবালক সন্তানের বাগদান ও বিবাহ আইনসিদ্ধ বলে বিবেচিত হবে না, আইন প্রণয়ন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে বিবাহের ক্ষেত্রে একটি সর্বনিম্ন বয়ঃসীমা নির্ধারিত থাকবে এবং সকল বিবাহই সরকারীভাবে রেজিস্ট্রিভুক্ত করা বা হওয়া বাধ্যতামূলক থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা – ১৭ :

০১. নারীসমাজ সম্পর্কে বৈষম্যমূলক আচরণের অবসান ঘটানোর জন্য বিশেষভাবে প্রয়োগযোগ্য বক্ষ্যমান রীতিমালা (কনভেনশন) কার্যকর করার ব্যাপারে কতখানি অগ্রগতি হচ্ছে তা বিচার-বিবেচনা ও মূল্যায়ন করার উদ্দেশ্যে একটি 'বিশেষ কমিটি' প্রতিষ্ঠিত হবে। কনভেনশন বলবৎ হওয়ার প্রাথমিক স্তরে উক্ত কমিটিতে আঠারো জন সদস্য থাকবেন এবং কনভেনশনকে স্বীকৃতিদানকারী রাষ্ট্রের সংখ্যা পঁয়ত্রিশে পৌছার পর কমিটির বিশেষজ্ঞ বলে পরিগণিত সদস্যসংখ্যা তেইশ হতে হবে। সদস্যগণ যোগ্যতা ও নৈতিকতার মাপকাঠিতে কনভেনশন অন্ত র্ভুক্ত ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ও উচ্চ গুণের অধিকারী হবেন। বিশেষজ্ঞ সদস্যরা অনুমোদন ও স্বীকৃতিদানকারী রাষ্ট্রসমূহ দ্বারা নির্বাচিত হবেন। প্রতিনিধিত্বমূলক সদস্য নির্বাচনের ব্যাপারে, ভৌগলিক অবস্থানগত সমতার ভিত্তি, বিভিন্ন প্রকৃতির সভ্যতা ও কৃষ্টি এবং আইনঘটিত বিধানসমূহের নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

০২. অনুমোদন ও স্বীকৃতিদানকারী রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্য থেকে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সদস্যগণ নির্বাচিত হবেন। প্রতিটি অনুমোদন ও স্বীকৃতিদানকারী রাষ্ট্র তাদের নাগরিকদের মধ্য থেকে একজনকে মনোনয়ন দিতে পারবে।

০৩. বক্ষমান 'কনভেনশন' বলবৎ হওয়ার ছয় মাসকাল পরে, প্রাথমিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেক নির্বাচনের ক্ষেত্রে, জাতিসংঘের মহাপরিচালক, নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্ধারিত তারিখের অন্তত তিন মাসকাল সময়ের পূর্বে, প্রতিটি অনুমোদন ও স্বীকৃতিদানকারী রাষ্ট্রকে দুই মাসকাল সময়ের মধ্যে নিজ নিজ মনোনয়ন দাখিল করার জন্য পত্র দ্বারা আহ্বান জ্ঞাপন করবেন। মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বর্ণানুক্রমিক তালিকা প্রস্তুত এবং যে সমস্ত রাষ্ট্র কর্তৃক তারা মনোনীত হয়েছেন তার বর্ণনা ও বিবরণসহ আনুষ্ঠানিক তালিকা জাতিসংঘের মহাসচিব অনুমোদন ও স্বীকৃতিদানকারী সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের বরাবরে পাঠাবেন।

০৪. জাতিসংঘের সদর দপ্তরে মহাসচিব কর্তৃক আয়োজিত সংশ্লিষ্ট ও অনুমোদনকারী রাষ্ট্রসমূহের সভাতে কমিটির সদস্যগণ নির্বাচিত হবেন। কথিত সভার জন্য দুই-তৃতীয়াংশ সভ্য রাষ্ট্র দ্বারা কোরাম গঠিত হবে। সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে কমিটির সদস্যগণ নির্বাচিত হবেন। অনুমোদন ও স্বীকৃতিদানকারী রাষ্ট্রসমূহের উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠের অংশগ্রহণ ও ভোটদানের ফলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

০৫. কমিটির সদস্যরা চার বছরকাল মেয়াদে নির্বাচিত হবেন, তবে সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কৃতকার্য নয়জন সদস্যের কার্যকালের মেয়াদ দুই বছরে সীমাবদ্ধ থাকবে, প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথেই কমিটির চেয়ারম্যান উক্ত নয়জন সদস্যের নাম লটারির মাধ্যমে নির্ধারণ করে ঘোষণা করবেন।

০৬. প্রাথমিক পর্যায়ের মোট আঠারোজন সদস্যের পরবর্তী অতিরিক্ত পাঁচ সদস্যের নির্বাচন বর্তমান বিধানের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। পঁয়ত্রিশতম রাষ্ট্র কর্তৃক বক্ষ্যমান কনভেনশন আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত ও তার প্রতি স্বীকৃতিদানের পর অতিরিক্ত পাঁচজন সদস্যের নির্বাচনের প্রশ্ন দাঁড়াবে। নির্বাচিত অতিরিক্ত পাঁচজন সদস্যের মধ্যে দুজনের কার্যকালের মেয়াদ দুই বছরকাল শেষে সমাপ্ত হবে। কথিত দুজন সদস্যের নাম লটারির মাধ্যমে কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

০৭. প্রতিনিধিত্বমূলক কমিটিতে শূন্যপদ পূরণের প্রয়োজন হলে, অনুমোদন ও স্বীকৃতিদানকারী রাষ্ট্র থেকে যে দক্ষ সদস্য হিসেবে নিয়োগ করা বিধিসম্মত হবে।

০৮. কমিটির দায় দায়িত্বের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ স্বকীয় সঙ্গতি ও সম্বল বিবেচনা করে কমিটির সদস্যদের জন্য যে হারে বেতনভাতা ইত্যাদি নির্ধারণ করবে, সদস্যবৃন্দ সেই অনুযায়ী তাদের বেতনভাতা গ্রহণ করতে পারবেন।

০৯. বক্ষ্যমান 'কনভেনশন' অনুযায়ী কমিটি কর্তৃক ফলপ্রসূ পদ্ধতিতে সঠিক কাজকর্ম পরিচালনার জন্য জাতিসংঘের মহাপরিচালক পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করবেন।

ধারা – ১৮ :

০১. বক্ষ্যমান কনভেনশন দ্বারা আয়োজিত ব্যবস্থাপনা ও তার অগ্রগতি সম্পর্কে কার্যকরী পন্থা হিসেবে গৃহীত আইন প্রণয়ন ও আদালত সম্বন্ধীয় কার্যধারা প্রশাসনিক ও অন্যান্য উদ্যোগের ব্যাপারে অনুমোদন ও স্বীকৃতিদানকারী সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহ, কমিটির বিবেচনার জন্যে জাতিসংঘের মহাপরিচালক সমীপে :

(ক) সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের হিসাবে বা নিরিখে, কনভেনশন কার্যকর ও বলবৎ হওয়ার এক বছরকাল সময়ের মধ্যে এবং;

Dhaka University Institutional Repository

(খ) তারপর প্রতি চার বছর পর এবং কমিটির অনুরোধক্রমে আরও বেশি হারে ও স্বল্প সময়ের ব্যবধানে, একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণী পেশ করতে হবে।

০২. বক্ষমান কনভেনশনকে আংশিক অথবা পূর্ণমাত্রায় কার্যকর করার ব্যাপারে বিভিন্ন প্রকৃতির যে সমস্ত কারণ, বাধা-বিপত্তি ও অসুবিধা দেখা দিয়েছে, প্রস্তাবিত রিপোর্ট তার উল্লেখ ও আলোচনা থাকা প্রয়োজন।

ধারা – ১৯ :

০১. কমিটি নিজস্ব কর্মপদ্ধতি ও বিধি-বিধান নির্ণয় করবে।

০২. কমিটি দুই বছরকাল মেয়াদের জন্যে স্বকীয় কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা নির্বাচন করবে।

ধারা – ২০ :

০১. বক্ষ্যমান 'কনভেনশন'-এর লিপিবদ্ধ অষ্টাদশ ধারা অনুযায়ী পেশকৃত রিপোর্টসমূহ বিবেচনার জন্য কমিটি প্রতি বছর অনুর্ধ দুই সপ্তাহকাল সময়ের জন্যে অধিবেশনে মিলিত হবেন।

০২. কমিটির অধিবেশন সাধারণতঃ জাতিসংঘের সদর দপ্তরে, অথবা কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জন্য কোনো সুবিধাজনক স্থানে অনুষ্ঠিত হবে।

ধারা – ২১ :

০১. সংশ্লিষ্ট অনুমোদন ও স্বীকৃতিদানকারী রাষ্ট্রসমূহ থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট ও তথ্যাদিকে ভিত্তি করে কমিটি প্রতি বছর জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন-এর মাধ্যমে সাধারণ পরিষদে তাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে রিপোর্ট পেশ করবে। কমিটির কথিত বার্ষিক রিপোর্ট বিবেচনার জন্যে প্রস্তাবনা ও সুপারিশ সম্পর্কে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের কোনরূপ মন্তব্য থাকলে কমিটির রিপোর্ট সে সকল সংযোজিত থাকবে।

০২. কমিটির রিপোর্টসমূহ জাতিসংঘের মহাপরিচালক নারীসমাজের মান মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কিত কমিশনের অবগতির জন্যে, কমিশনের বরাবরে পাঠাবেন।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা – ২২ :

বক্ষমান কনভেনশন-এর যে সকল বিধান ও ব্যবস্থা (জাতিসংঘের) বিশেষজ্ঞ সংগঠনের আওতার মধ্যে পড়ে, সে সকল কার্যকর করার পন্থা বিচার বিবেচনার জন্য বিশেষজ্ঞ সংগঠনের প্রতিনিধি থাকবেন। বিশেষজ্ঞ সংগঠনের আওতাভুক্ত ব্যাপারে 'কনভেনশন'-এ প্রস্তাবিত ব্যবস্থাসমূহ কার্যকর করা সম্পর্কে কমিটি সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ সংগঠনকে রিপোর্ট পেশ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

ধারা – ২৩ :

(ক) কোনও অনুমোদন ও স্বীকৃতিদানকারী রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনকানুনের মধ্যে অথবা,

(খ) সেই রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত অন্য কোনো কার্যকর আন্তর্জাতিক কনভেনশন, সম্পাদিত সন্ধি ও চুক্তিনামা অনুযায়ী নারী-পুরুষের মধ্যে সমতামূলক ব্যবস্থাদি সহজ ও অধিক সুগম করা হয়ে থাকলে, বক্ষমান কনভেনশন দ্বারা সে সকল প্রভাবিত হবে না।

ধারা – ২৪ :

বক্ষমান 'কনভেনশন'-এ বর্ণিত নারীসমাজের অধিকারসমূহ জাতীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা ও অর্জনের লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্পর্কে অনুমোদন ও স্বীকৃতিদানকারী সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহ অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকবে।

ধারা – ২৫ :

০১. সকল রাষ্ট্র কর্তৃক স্বাক্ষরদানের জন্য বক্ষমান কনভেনশন খোলা থাকবে।

০২. বক্ষমান কনভেনশন-এর 'আমানত রক্ষাকারী' হিসেবে জাতিসংঘের মহাপরিচালক ভূষিত ও বিবেচিত হবেন।

০৩. বক্ষমান কনভেনশন-এর জন্য অনুমোদন গ্রহণ দলিলসমূহ জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে গচ্ছিত।

০৪. বক্ষমান কনভেনশন সকল রাষ্ট্রকর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ ও স্বীকৃতি দানের জন্য খোলা রাখা হবে। গ্রহণ ও স্বীকৃতির নিদর্শনস্বরূপ বিস্তৃত দলিল জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে গচ্ছিত থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা – ২৬ :

০১. জাতিসংঘের মহাসচিবকে লিখিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অনুমোদন ও স্বীকৃতিদানকারী রাষ্ট্র যে কোন ভাবে ও যে কোন স্তরে বক্ষমান কনভেনশনকে পুনর্বিবেচনা ও তাতে পরিবর্তন সাধনের জন্য অনুরোধ জানাতে পারবে।

০২. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ প্রস্তাবিত অনুরোধ বিবেচনা করে সঠিক ব্যবস্থা ও তা কার্যকর করা সম্বন্ধে যথারীতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

ধারা – ২৭ :

০১. রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক অনুমোদন ও স্বীকৃতিদানের নিদর্শনস্বরূপ বিংশতিতম দলিল, জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে গচ্ছিত হওয়ার পর ত্রিংশতিতম দিবস হতে, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বক্ষমান কনভেনশন কার্যকর ও বলবৎ হবে।

০২. গ্রহণ ও স্বীকৃতিদানের বিংশতিতম দলিল জাতিসংঘের মহাসচিবের সমীপে গচ্ছিত হওয়ার পর, যে কোন অনুমোদন ও স্বীকৃতিদানকারী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে, নির্দিষ্ট দলিলে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষরদান ও জাতিসংঘের মহাসচিবের সমীপে দলিল গচ্ছিত রাখার পর ত্রিংশতিতম দিবস থেকে বক্ষ্যমান কনভেনশন কার্যকর ও বলবৎ হবে।

০২. গ্রহণ ও স্বীকৃতিদানের বিংশতিতম দলিল জাতিসংঘের মহাসচিবের সমীপে গচ্ছিত হওয়ার পর, যে কোন অনুমোদন ও স্বীকৃতিদানকারী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে, নির্দিষ্ট দলিলে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষরদান ও জাতিসংঘের মহাসচিবের সমীপে দলিল গচ্ছিত রাখার পর ত্রিংশতিতম দিবস থেকে বক্ষ্যমান কনভেনশন কার্যকর ও বলবৎ হবে।

ধারা – ২৮ :

০১. অনুমোদন ও স্বীকৃতিদানের সময়ে যে কোন সংখ্যক রাষ্ট্র কনভেনশন-এর বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিধানের যৌক্তিকতা সম্পর্কে বিমুখতা, মতানৈক্য বা বিরোধমূলক মন্তব্য প্রকাশ বা শর্ত আরোপ করলে, জাতিসংঘের মহাসচিব সেই সকল গ্রহণপূর্বক তা সব কটি রাষ্ট্রকে জানানোর ব্যবস্থা করবেন।

০২. মতভেদ, দ্বিধা-সংকোচনধর্মী মন্তব্য অথবা শর্ত ও অমত বক্ষ্যমান কনভেনশন-এর মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিপন্থী হলে তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

০৩. জাতিসংঘের মহাসচিবের গোচরীভূত করে যে কোন সময়ে পূর্বে প্রকাশিত অমত ও অনৈক্য প্রত্যাহার করা চলবে। মহাসচিব প্রত্যাহার সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি সব কটি রাষ্ট্রকে জানাবেন। প্রত্যাহার সম্পর্কিত নির্দেশিকা মহাসচিবের দপ্তরে প্রাপ্তির দিন থেকে কার্যকর হবে।

ধারা – ২৯ :

০১. বক্ষ্যমান 'কনভেনশন'এর ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ সম্পর্কে দুই বা ততোধিক অনুমোদন ও স্বীকৃতিদানকারী রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ বা মতানৈক্য দেখা দিলে যদি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মতভেদ নিষ্পত্তি করা সম্ভবপর না হয়, তবে যে কোন বিরোধীপক্ষের অনুরোধে, বিষয়টি সালিশী মধ্যস্থতার জন্য পেশ করা যাবে। যদি সালিশী মধ্যস্থতার অনুরোধজ্ঞাপক প্রস্তাব পেশ করার তারিখ থেকে ছয় মাসকাল সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি সালিশ গঠনের পদ্ধতিও চরিত্র সম্পর্কে ঐকমত্যে পৌছতে না পারে, তবে সংশ্লিষ্ট যে কোন একটি পক্ষ সম্মানিত আন্তর্জাতিক আদালতের বিধি-বিধান মোতাবেক প্রার্থনা ও অনুরোধ জানিয়ে বিরোধীয় বিষয় নিষ্পত্তির জন্য মহামান্য আদালত সীমপে পেশ করতে পারবে।

০২. গ্রহণ, অনুমোদন ও স্বীকৃতিদানের নিদর্শনস্বরূপ, কনভেনশন সম্পর্কিত দলিলে স্বাক্ষরদানকালে যে কোন সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র, বর্তমান বিধানের প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণিত কার্যক্রম সম্পর্কে ব্যাধ্যবাধকতা তদীয় ক্ষেত্রে অবশ্য প্রতিপালনীয় নয় বলে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিতে পারে। যে রাষ্ট্র সেইরূপ শর্ত আরোপ করেছে সেই রাষ্ট্র সম্পর্কে অন্যান্য অনুমোদন ও স্বীকৃতিদানকারী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও প্রথম অনুচ্ছেদের বিধান মেনে চলা বাধ্যতামূলক হবে না।

০৩. পূর্ববর্তী দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ মোতাবেক কোন অনুমোদন ও স্বীকৃতিদানকারী রাষ্ট্র শর্ত আরোপ করে থাকলে জাতিসংঘের মহাসচিবকে যথাযথ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সেই শর্ত যে কোন সময়ে প্রত্যাহার করা চলবে।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা – ৩০ : আরবী, চীনা, ইংরেজী, ফরাসী, রুশ এবং স্পেনীশ এই দেশীয় ছয়টি ভাষায় বিধৃত বক্ষ্যমান কনভেনশন তুল্যভাবে প্রামাণ্য বলে বিবেচিত হবে এবং দলিলখানি জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে গচ্ছিত থাকবে। সাক্ষ্যদানকারী হিসাবে যথাযথ পদ্ধতিতে উদ্দেশ্যানুগ অনুমোদন ও কর্তৃত্বলাভ করে নিম্নোক্ত ব্যক্তি দলিলে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষরদান করেছেন।

'যে কোন দেশের সামগ্রিক ও পূর্ণ বিকাশ সারাবিশ্বের কল্যাণ এবং শান্তির জন্যে প্রয়োজন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে সমতার ভিত্তিতে নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ।' বিশ্বের নারী সমাজের জন্য এ এক তাৎপর্যময় ঘটনা। আমাদের দেশের নারীসমাজও তার সম অংশীদার। নারী সমাজের দাবীর মুখে বিগত স্বৈরাচারী সরকার বাধ্য হয় বিগত ১২ই মে, ১৯৮৪ সনে ৩০টি ধারা ১০০টি উপধারা সম্বলিত ঐতিহাসিক দলিলটির ২নং ধারা ১৬(ক) এবং ১৬(গ) নং ধারা ব্যতীত স্বাক্ষর করতে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশের সংবিধানে প্রদত্ত নারীর সাংবিধানিক অধিকার[২৪০]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় অঙ্গীকার করা হয়েছে যে, এই সংবিধান এমন একটি দেশ ও সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে যেখানে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে। সংবিধানে নাগরিক বলতে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণকারী এবং আইনানুগ নাগরিকত্বপ্রাপ্ত সকল নারী এবং পুরুষকে বুঝানো হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর অধিকার সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ সমূহ বর্ণনা করা হলো।

অনুচ্ছেদ ১০ : জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশগ্রহণ :

জাতীয় জীবনে সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অনুচ্ছেদ ১৫ : মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা :

ঘ. সামাজিক নিরাপত্তা অধিকার অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃ-পিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্থতার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকার।

---

[২৪০] নারীর আইনী অধিকার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, জুন ২০০০। পৃ. ৩–৫।

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদ ১৭ : অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা :

(ক) রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখি ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

অনুচ্ছেদ ১৮ : জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা :

(২) গনিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

অনুচ্ছেদ ১৯ : সুযোগের সমতা :

(১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবেন।

অনুচ্ছেদ ২৭ : আইনের দৃষ্টিতে সমতা :

সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমতা আশ্রয় লাভের অধিকারী।

অনুচ্ছেদ ২৮ : ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য :

(১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবেন না।

(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবেন।

(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্ম স্থানের কারণে জনসাধারণের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না।

(৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না।

Dhaka University Institutional Repository

অনুচ্ছেদ ২৯ : সরকারী নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা

(১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে।

(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হইবে না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না।

নারীর সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় গ্রহণ করেছে উন্নয়নে নারীর সক্রিয় অংশ গ্রহণের পরিকল্পনা – যার অধীনে রয়েছে "জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি", "নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা" প্রভৃতি।

এছাড়া স্থায়ী সরকার শাসন ব্যবস্থায় নারীদের করা হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য। মেধাবী ছাত্রীদের জন্য দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ দেয়া হয়েছে। বিধবা-অসহায় বয়স্ক মহিলাদের দেয়া হচ্ছে বয়স্ক ভাতা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে প্রচলিত পারিবারিক আইনে নারীর আইনী অধিকার

বাংলা দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক হচ্ছে নারী সমাজ। অথচ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তারা কেবল পুরুষদের তুলনায় পিছিয়ে নেই – অর্থনৈতিক সামাজিক ও পারিবারিক কারণে পুরুষের ওপর নির্ভরশীল। নানা রকম নির্যাতন, অত্যাচার, বৈষম্য মুখ বুজে নীরবে সহ্য করে যায় এই দেশের বেশীর ভাগ নারী। যৌতুকের নির্মম অত্যাচারে বিয়ে হচ্ছে না অসংখ্য মেয়ের। আবার বিবাহিত মেয়েরা প্রতিনিয়ত নিহত হচ্ছে। অত্যাচারিত হয়েও অসংখ্য মেয়ে মুখ বুজে স্বামীর সংসার আঁকড়ে আছে কেবল আশ্রয় হারাবার ভয়ে আর সন্তানের মায়ায়। নিজের স্বার্থ, সুখ ও স্বাচ্ছন্দের জন্য পুরুষ অনেক ক্ষেত্রে নারীর প্রতি নির্বিচারে অত্যাচার চালিয়ে যায়।

বাংলাদেশে এ নারী সমাজ এই অবস্থায় কোন রকম প্রতিকার-প্রতিবাদ প্রতিরোধ করতে পারে না। নীরব হয়ে থাকতে হয়। কারণ আইনে কি কি অধিকার পেয়েছে তা সে জানে না। যদি জানেও কিভাবে এই সব অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হয় সে বিষয়ে সে একেবারে অজ্ঞ এবং অসহায়। বাংলাদেশ স্বাধীনতার আগে থেকেই পারিবারিক সামাজিক নির্যতন বন্ধের জন্য এদেশের নারী সমাজ ও নারী সংগঠনগুলো নারীর স্বার্থে পারিবারিক আইন সংশোধনের জন্য সংগ্রাম করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে এদেশের নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল জনগণ অংশ নিয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশের নতুন

Dhaka University Institutional Repository

সংবিধান রচিত হলো ১৯৭২ সালে। অনেক আইনে বাংলাদেশের নতুন রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধিত হয়েছে। আজ পর্যন্ত এদেশের নারী সমাজ যে সকল সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক নির্যাতন ভোগ করছে প্রতিটি ক্ষেত্রেই আন্দোলন সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সেই সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এই আন্দোলন সংগ্রামের ফলে বাংলাদেশ সরকার এদেশের শোষিত,. বঞ্চিত, নির্যাতিত নারীদের কিছু আইন সংশোধন ও প্রণয়নের কথা বলেছেন। বর্তমানে যে সকল আইন নারী সমাজের স্বার্থে রচিত বলে প্রচলিত রয়েছে সেগুলো এখানে তুলে ধরা হলো :

বাংলাদেশে প্রচলিত Personal Law-এর অবস্থান :

এ প্রসঙ্গে বলতে গেলে প্রথমেই Personal Law বা ব্যক্তিগত আইন বলতে কি বোঝায় সে বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। ব্যক্তিগত আইন মূলতঃ সে সকল আইন যার সৃষ্টি কোন সমষ্টির মধ্যে প্রচলিত ধর্মীয় বিধান হতে এবং যা কেবল ঐ ব্যক্তি সমষ্টির জন্য প্রযোজ্য।

সাধারণত দেখা যায় Personal Law-তে ব্যক্তির জীবন যাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় বিধি-বিধান থাকে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি সমষ্টির ব্যক্তিদেরকে ঐ বিধিবিধানের নিয়ন্ত্রণে রেখে ঐ বিশেষ ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্য প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ব্যক্তির জীবনাচার-জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু, সম্পত্তি, অধিকার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা। তাই সাধারণত দেখা যায় ব্যক্তিগত আইনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অন্তর্গত থাকে :

০১. ব্যক্তির একান্ত বিষয় (যেমন বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদি) সম্পর্কিত আইন।

০২. ব্যক্তির সম্পত্তি বিষয়ক আইন (Inheritence)।

০৩. সম্পত্তি রক্ষা দান, উইল, বিক্রয় ইত্যাদি বিষয়ক আইন।

০৪. ব্যক্তি সমষ্টির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কিত আইন (যেমন স্বামী-স্ত্রীর অধিকার পিতা-দত্তকপুত্র সম্পর্ক ইত্যাদি)।

বাংলাদেশে প্রধানতঃ তিন ধরনের ব্যক্তিগত আইন প্রচলিত :

ক. প্রচলিত মুসলিম পারিবারিক আইন Muslim Communityএর জন্য।

খ. প্রচলিত হিন্দু পারিবারিক আইন Hindu Communityএর জন্য।

গ. প্রচলিত খ্রিস্টান পারিবারিক আইন Christian Communityএর জন্য।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের বিভিন্ন উপজাতীয়দের জন্য কোন আইন নেই। । ঐ সকল উপজাতীয় সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে প্রচলিত প্রথা (Custom) অনুযায়ী ব্যক্তিগত বিষয়ে সম্পর্কিত কার্যাদি ও সমস্যাদি সমাধান করে। বাংলাদেশে মোটামুটি ১৫টির মতো উপজাতি সম্প্রদায়ের অবস্থান রয়েছে। এর মধ্যে চাকমা, মগ, মুরং ও খুমী সম্প্রদায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী শাওতাল, রাজবংশী, খাসিয়া, গারো, হাজং, সিন্ধা, হাদি, পালিয়া, মণিপুরী ও ত্রিপুরা সম্প্রদায় মূলত হিন্দু ধর্মাবলম্বী, পরে এদের কেউ কেউ ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন। এই উপজাতিগুলোর কোন বাধা পারিবারিক আই নেই। নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস, প্রথা, সংস্কৃতি ও গোত্র প্রধানের উপর ভিত্তি করেই তাদের পারিবারিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্যও প্রয়োজন লিখিত সংবিধিবদ্ধ আইন।

এই ধরনের আইনগত বৈচিত্র্য একটি আধুনিক রাষ্ট্রের শুধুমাত্র অপ্রয়োজনীয়ই নয় – অপ্রযোজ্য ও অপ্রয়োগযোগ্য। কেননা এ ধরনের আইন সমূহ মানুষকে সাম্প্রদায়িক করে তোলে। ফলে সমাজে বড় ধরনের শ্রেণী বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। ফলে কোন কোন আইনের জন্য একটি সম্প্রদায় সামাজিকভাবে এগিয়ে যায়, আবার অন্যরা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিকভাবে শোষিত হয়।

বাংলাদেশে প্রচলিত মুসলিম পারিবারিক আইন[২৪১]

বিবাহ : মুসলিম আইন অনুযায়ী বিয়ে হল একটি আইনগত বিধান ও দেওয়ানী চুক্তি।

মুসলিম পারিবারিক আইনে পুরুষের ক্ষেত্রে ২১ বৎসর ও মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৮ বৎসর বয়স পূর্ণ হলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।

গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে মুসলিম আইনে বিয়ে তিন প্রকার –

(১) বৈধ বিয়ে,

(২) অবৈধ বিয়ে,

(৩) অনিয়মিত বিয়ে।

বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯

ধারা ২ :

(ক) ঃ "শিশু" বা "নাবালক" বলিতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝাইবে যাহার বয়স পুরুষ হইলে একুশ বৎসরের নীচে এবং স্ত্রী হইলে আঠারো বৎসরের নীচে হইবে।

[২৪১] নারীর আইনী অধিকার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, জুন ২০০০। পৃ. ৯-২১।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা ৪ : শিশু বিবাহকারীর শাস্তি :

একুশ বৎসরের অধিক বয়স্ক কোন পুরুষ বা আঠারো উৎসরের অধিক বয়স্কা কোন মহিলা কোন শিশুর সহিত বিবাহের চুক্তি সম্পাদন করিলে, তাহার এক মাস মেয়াদ পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড কিংবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় প্রকার দণ্ডই হইতে পারে।

ধারা ৫ : বিবাহ সম্পন্নকারীর শাস্তি :

যে কোন ব্যক্তি নাবালকের বিবাহ সম্পন্ন করিলে কিংবা উক্ত বিবাহ পরিচালনা করিলে অথবা উহা অনুষ্ঠানের নির্দেশ প্রদান করিলে, যদি সে ব্যক্তি প্রমাণ করিতে না পারে যে বিবাহটি নাবালকের বিবাহ ছিল না বলিয়া বিশ্বাস করিবার মত তাহার যথেষ্ট কারণ ছিল, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির একমাস মেয়াদ পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড কিংবা জরিমানা যাহার পরিমাণ এক হজার টাকা পর্যন্ত অথবা উভয় প্রকারের শাস্তিই হইতে পারে।

ধারা ৬ : অভিভাবকের শাস্তি :

১) যেখানে কোন নাবালক বাল্য বিবাহ চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে এবং পিতামাতা কিংবা আইনানুগ অথবা বেআইনী যে কোন ক্ষমতাবলেই হউক না কেন, কোন ব্যক্তি ঐ নাবালকের উপর কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা সম্পন্ন হইয়া উক্ত বিবাহ কার্য সম্পন্ন করিবার পথে কোন কার্য করিতে কিংবা সম্পন্ন করিবার ব্যাপারে গাফিলতির দরুণ ব্যর্থ হইয়াছে এমন প্রমাণ পাওয়া গেলে, তাহার একমাস মেয়াদ পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড কিংবা কেবল জরিমানা যাহার পরিমাণ এক হাজার টাকা পর্যন্ত হইতে পারে অথবা উভয় প্রকারের দণ্ডই হইতে পারে। তবে অবশ্য কোন স্ত্রী লোককে কারাদণ্ড দেয়া হইবে না।

২) অত্র ধারার ব্যবস্থাবলী কার্যকরী করিবার নিমিত্ত যেখানে কোন নাবালক বাল্য বিবাহের চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে, সেখানে যতক্ষণ পর্যন্ত বিপরীতটি প্রমাণিত না হয়, উক্ত নাবালকের উপর কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি গাফিলতির কারণে বিবাহটি বন্ধ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা ৭ : অনাদায়ে কারাদণ্ড হইবে না :

১৮৯৭ সালের জেনারেল ক্লজেজ এ্যাক্ট এর ২৫ ধারা কিংবা বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৬৫ ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, অত্র আইনের ৩ ধারা বলে কোন আদালত কোন অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করিলে, এমন কোন নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন না যে, তাহার উপর আরোপিত জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাহাকে যে কোন মেয়াদের কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়।

ধারা ১২ : নিষেধাজ্ঞার ক্ষমতা :

১) অত্র আইনে বিপরীত কোন কিছু থাকিলেও, আদালতের নিকট কোন অভিযোগ কিংবা অন্য কোন উপায়ে এই মর্মে তথ্য পেশ হইলে যে, উক্ত আইনের বিধানের লংঘন কোন নাবালকের বাল্য বিবাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে কিংবা বাল্য বিবাহ অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে তাহা হাইলে আদালত সেক্ষেত্রে উক্ত বিবাহ অনুষ্ঠানটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করত অত্র আইনের ৪, ৫ ও ৬ ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের যে কোন এক জনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করিতে পারেন।

২) পূর্বাহ্ন আদালত ঐ ধরনের ব্যক্তিকে নোটিশ না দিয়া এবং নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর জন্য তাহাকে কোন সুযোগ দান না করিয়া (১) উপধারা অনুযায়ী ঐ জাতীয় কোন ব্যক্তির বিরদ্ধে কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবেন না।

৩) উপধারা (১) অনুযায়ী প্রদত্ত কোন নির্দেশ আদালত স্বীয় উদ্যোগে অথবা কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনে নাকচ কিংবা পরিবর্তন করিতে পারেন।

৪) এই জাতীয় কোন দরখাস্ত পাইলে, আদালত অবেদনকারীকে স্বয়ং অথবা উকিলের মাধ্যমে আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য সুযোগ প্রদান করিবেন এবং আদালত যদি দরখাস্ত খানা সামগ্রিক কিংবা আংশিকভাবে নাকচ করিয়া দেন, তাহা হইলে উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

৫) অত্র ধারা (১) উপধারা বলে কোন ব্যক্তির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত করা হইয়াছে জানিতে পারিয়া যদি সে ব্যক্তি উহা অমান্য করে তাহা হইলে তাহাকে সশ্রম কিংবা বিনাশ্রম যে কোন প্রকারের তিন মাস মেয়াদ পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা কেবল এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় প্রকারের দণ্ডই দেওয়া যাইতে পারে।

তবে অবশ্য কোন মহিলাকে কারাদণ্ড দেওয়া যাইবে না।

যে ব্যক্তি কোন নাবালককে বিবাহ করে তার একমাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা এক হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হতে পারে।

নাবালকের বিবাহ সম্পন্নকারী এবং অভিভাবকের শাস্তি হচ্ছে একমাস মেয়াদ পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা এক হাজার টাকা জরিমানা অথব উভয় প্রকার দণ্ড।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ দণ্ডবিধি, ১৮৬০

ধারা ৩৬৬ :

যে ব্যক্তি কোন নারীকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে বাধ্য করা যাইতে পারে এইরূপ উদ্দেশ্যে বা তাহাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে বাধ্য করার সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া কিংবা তাহাকে অবৈধ যৌন সহবাস করিতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করার উদ্দেশ্যে অথবা তাহাকে অবৈধ যৌন সহবাস করিতে বাধ্য বা প্রলুব্ধ করার সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া অপহরণ বা হরণ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে – যাহার মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে - দণ্ডিত এবং তদুপরি অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

মুসলিম পারিবারিক আইন, ১৯৬১

ধারা ১০ : দেনমোহর

নিকাহ্‌নামায় বা বিবাহের চুক্তিতে দেনমোহর ঋণ পরিশোধের পদ্ধতি নির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত না থাকিলে, দেনমোহরের সমগ্র অর্থ চাহিবামাত্র দেয় বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন, ১৯৭৪

ধারা ৩ : বিবাহ রেজিস্ট্রিকরণ

অন্য যে কোন আইন, রেওয়াজ বা প্রথায় যাহাই থাকুক না কেন, মুসলিম আইন অনুযায়ী সম্পন্ন প্রতিটি বিবাহ এই আইনের বিধান অনুসারে রেজিস্ট্রি করিতে হইবে।

ধারা ৫ : নিকাহ্ রেজিষ্টারগণ কর্তৃক সম্পন্ন হয় নাই এমন প্রতিটি বিবাহ সম্পর্কে তাহাদের নিকট প্রতিবেদন দিতে হইবে :

(১) নিকাহ্ রেজিষ্টার কর্তৃক সম্পন্ন হয় নাই এমন প্রতিটি বিবাহ এই আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রি করার জন্য যিনি বিবাহ সম্পন্ন করিয়াছেন তৎকর্তৃক নিকাহ্ রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রতিবেদন পেশ করিতে হইবে।

(২) উপধারা (১) এর বিধান যে কোন ব্যক্তি লংঘন করিবে, সে তিন মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় প্রকারে দণ্ডনীয় হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

অবৈধ বা বাতিল বিয়ে :

যে ধরনের বিয়ে আইনের দৃষ্টিতে একদমই গ্রহণযোগ্য নয় তাদের বাতিল বা অবৈধ বিয়ে বলে, এমন কিছু সম্পর্ক আছে যাদের মধ্যে বিয়ে মুসলিম আইনে নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ সম্পর্ক আছে এমন কারো সাথে বিয়ে হলে সে বিয়ে অবৈধ এবং বাতিল হবে। যেমন –

(ক) রক্তের সম্পর্ক আছে এমন কাউকে বিয়ে করলে অর্থাৎ ছেলেদের ক্ষেত্রে –

১. মা – নানী – দাদী – সৎমা

২. কন্যা – নিজকন্যা – কন্যার কন্যা – পুত্রের কন্যা (নাতনী)

৩. সহোদর বোন – পিতা বা মাতার দিক দিয়ে সৎ বোন

৪. ভাতিজী বা ভাগ্নী

৫. ফুফু – আপন ফুফু – পিতার সৎ বোন (সৎ ফুফু)। একইভাবে পিতা ও পিতামহের আপন ফুফু ও মাতা ও মাতামহীর আপন ফুফু।

৬. খালা – আপন খালা – সৎ খালা এবং পিতা ও মাতার খালাগণ।

কোন ব্যক্তি দ্বিতীয় বিয়ে করতে গেলে আত্মীয়তর কারণে কিছু সম্পর্কের ব্যক্তিদের বিয়ে করতে পারবে না। এরা হলো –

১. স্ত্রীর কন্যারা বা নাতনীরা যত নিচের দিকেই হোক।

২. পুত্রবধূ, পুত্রের পুত্রবধূ বা কন্যার পুত্রবধূ যত নিচের দিকেই হোক।

৩. পিতা বা মাতা উভয় দিক দিয়েই তাদের পিতা বা পিতামহের স্ত্রীগণ যত উপরের দিকেই হোক [দাদী শ্বাশুড়ি/নানী শ্বাশুড়ি প্রভৃতি]

৪. স্ত্রীর মাতা (শ্বাশুড়ি) ও তার পিতা ও মাতার দিকের মাতামহীগণ [শ্বাশুড়ির দাদী/নানী]

মেয়েদের ক্ষেত্রে একইভাবে বিবাহ নিষিদ্ধ সম্পর্কগুলো হচ্ছে :

১. বাবা-দাদা-নানা-সৎ বাবা

২. পুত্র-নিজপুত্র-পুত্রের পুত্র-কন্যার পুত্র

৩. সহোদর ভাই-পিতা বা মাতার দিক দিয়ে সৎভাই

৪. ভাতিজা বা ভাগিনা

৫. চাচা-আপন চাচা-সৎচাচা-একইভাবে পিতা ও পিতামহের আপন চাচা এবং মাতা ও মাতামহীর আপন চাচা।

৬. মামা-আপন মামা-সৎমামা এবং পিতা ও মার মামাগণ।

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ে বাতিল হওয়ার অন্যান্য কারণ সমূহ :

(খ) অপর কোন ব্যক্তির স্ত্রীকে বিয়ে করলে,

(স্বামীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক থাকা অবস্থায় কোন নারী অন্য কোন পুরুষকে বিয়ে করতে পারে না। হয় তার স্বামী মৃত হতে হবে অথবা তাকে সে স্বামীর কাছ থেকে তালাক নিতে হবে। এর পরই সে নারী আরেকটি বিয়ে করতে পারবে)

(গ) ঘনিষ্ট আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে এমন কাউকে বিয়ে করলে,

(ঘ) পালিত সম্পর্ক আছে এমন কাউকে বিয়ে করলে [পালক পুত্র/কন্যা]

অনিয়মিত বিয়ে :

বৈধ বিয়ের শর্তগুলো সঠিকভাবে পূরণ না করে যে বিয়ে সংঘটিত হয় তাকে অনিয়মিত বিয়ে বলে। এ বিয়েতে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা থাকে। তবে পরবর্তীতে শর্ত পূরণ করে বিয়েটিকে বৈধতা দান করা যায়। বিয়ে অনিয়মিত হওয়ার কারণগুলো হচ্ছে :

(ক) বিয়েতে কোন সাক্ষী না থাকলে :

(কোরআন শরীফ ছুঁয়ে বিয়ে/মাজার সাক্ষী রেখে বিয়ে/চাঁদ/সূর্য/পাহাড়/নদী প্রভৃতিকে সাক্ষী রেখে বিয়ে – কারণ এগুলো আইন অনুমোদিত সাক্ষী নয়। আইনী সাক্ষীরা সংখ্যায় হবে দুইজন এবং অবশ্যই প্রাপ্ত বয়স্ক অর্থাৎ ১৮ বৎসর বা তার অধিক বয়স সম্পন্ন এবং সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী। একটি বৈধ বিয়ের জন্য দুজন পুরুষ অথবা দুজন মহিলা যে কেউ সাক্ষী থাকতে পারেন)

"মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিষ্ট্রিকরণ) আইন, ১৯৭৪" অনুযায়ী মেয়েদের বিয়েতে সাক্ষী হতে আইনগত কোন বাঁধা নেই।

(খ) আইন অনুমোদিত সংখ্যার চাইতে বেশী সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণ করলে।

(গ) একই সাথে এমন দু'জন মহিলাকে বিয়ে করলে যাদের মধ্যে একজন পুরুষ হলে তাদের মধ্যে বিয়ে আইনত নিষিদ্ধ।

অনিয়মিত বিয়ে আইনের চোখে পরিপূর্ণ নয়। তাই বলে একেবারে বাতিলও নয়। এ বিয়ের ফলাফলগুলো হচ্ছে –

Dhaka University Institutional Repository

১. সন্তান বৈধ হবে,

২. স্ত্রী দেনমোহর, খোরপোষ ও ভরণ-পোষণ পাবার অধিকারী হবে,

৩. সন্তান পিতামাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে,

৪. স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হবে।

৫. স্বামী বা স্ত্রী কেউই পরস্পরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে না।

প্রথম স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া স্বামী যদি দ্বিতীয় বিয়ে করে তবে প্রথম স্ত্রী আদালতের শরণাপন্ন হয়ে স্বামীকে শাস্তি দিতে পারে।

স্ত্রীর বিনা অনুমতিতে স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের অভিযোগ প্রমাণিত হলে স্বামীর এক বৎসর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় প্রকার দণ্ড হতে পারে।

আইনগতভাবে একটি মুসলিম বিয়েকে বৈধতা দান করতে হলে উপরের প্রতিটি শর্ত অবশ্যই পালনীয়। কারণ বিয়ের সময় বা বিয়ের পর যে কোন সময় বিয়ে বিচ্ছেদের ফলে / স্বামীর মৃত্যুর পর বিয়ে নিয়ে নানা সমস্যা শুরু হয়। এ সকল সমস্যা সমাধানের জন্যই একটি বৈধ বিয়ের সকল শর্ত পালন করা অবশ্য কর্তব্য।

দেনমোহর[২৪২]

দেনমোহর আদায় : মুসলিম পারিবারিক আইন

ধারা ১০ : দেনমোহর

নিকাহ্‌নামায় বা বিবাহের চুক্তিতে দেনমোহর ঋণ পরিশোধের পদ্ধতি নির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত না থাকিলে, দেনমোহরের সমগ্র অর্থ চাহিবা মাত্র দেয় বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

দেনমোহর দুই অংশে বিভক্ত :

(ক) 'আশু' বা 'তাৎক্ষণিক' দেনমোহর – যা চাওয়ামাত্র পরিশোধ করতে হয়; এবং অপরটি

(খ) বিলম্বিত দেনমোহর – যা মৃত্যু অথবা তালাকের ফলে বিবাহ বিচ্ছেদের পর পরিশোধযোগ্য। বিয়ের চুক্তিতে সাধারণত দেনমোহরের পরিমাণ এবং তাৎক্ষণিক ও বিলম্বিত দেনমোহর নির্ধারিত ও লিখিত থাকে। সাধারণতঃ দেনমোহরের কিছু পরিমাণ বিয়ের সময়ই তাৎক্ষণিক দেনমোহর হিসাবে দেয়া হয় এবং তা কাবিননামায় লিখিত থাকে এবং বাকী অংশ বিলম্বিত দেনমোহর হিসাবে ধরা হয়।

---

[২৪২] নারীর আইনী অধিকার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, জুন ২০০০। পৃ. ২৫–৩০।

Dhaka University Institutional Repository

দেনমোহর প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলির যে কোন একটি অবশ্যই পূরণীয় –

ক) দাম্পত্য মিলন দ্বারা, অথবা

খ) বৈধ অবসর (খালাওয়াত-ই-ছাহিহ্) দ্বারা;

গ) স্বামী অথবা স্ত্রীর মৃত্যু দ্বারা;

স্বামী দাম্পত্য মিলনের পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দিলে দেনমোহরের পরিমাণ অর্ধেক হবে। কিন্তু দাম্পত্য মিলনের আগে মৃত্যু হলে স্ত্রী সম্পূর্ণ দেনমোহর পাওয়ার অধিকারী হবে।

স্ত্রী ইচ্ছা করলে তার স্বামী অথবা স্বামীর উত্তরাধিকারীগণের পক্ষে সমগ্র দেনমোহর অথবা এর অংশবিশেষ মওকুফ করতে পারে। কোন প্রতিদান ছাড়া মওকুফ করলেও তা বৈধ হবে।

মওকুফটি অবশ্যই পূর্ণ সম্মতিতে হবে। স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী যখন দুঃখ ভারাক্রান্ত তখন দেনমোহর মাফ চাইলে তা আইনত অবাধ সম্মতিসূচক ধরা হয় না এবং এতে স্ত্রী বাধ্য হবে না।

স্ত্রী তার দেনমোহরের টাকা না পেলে, সে এবং তার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীগণ এর জন্য মামলা দায়ের করতে পারে।

'আশু' বা 'তাৎক্ষণিক' দেনমোহর আদায়ের জন্য মামলা করার সময়সীমা হলো দেনমোহর দাবি ও তা প্রদানে অস্বীকৃতির তারিখ হতে তিন বৎসর অথবা যেখানে বৈবাহিক সম্পর্ক থাকাকালে এ জাতীয় কোন দাবিই করা হয়নি সেখানে মৃত্যু কিংবা তালাকের ফলে বিবাহ বিচ্ছেদ হলে তখন পর্যন্ত।

'বিলম্বিত' দেনমোহর আদায়ের সময়সীমা হলো মৃত্যু অথবা তালাকের ফলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে ঐ তারিখ হতে তিন বৎসর।

স্বামী কর্তৃক দেনমোহর প্রদান :

স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে দেনমোহর পাওয়ার ন্যায্য দাবীদার। স্বামী জীবিতাবস্থায় স্ত্রীর দেনমোহরের পূর্ণ দাবী পূরণ করতে পারে। এক্ষেত্রে দেনমোহর শোধ বাবদ স্বামী স্ত্রীকে স্থাবর অস্থাবর যে কোন সম্পত্তি দিতে পারে। যেমন নগদ টাকা, গহনা অথবা বাড়ী, জমি প্রভৃতি। তবে এসব ক্ষেত্রে 'দেনমোহর প্রদান করা হচ্ছে' এ কথাটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। তবে এমনিতে বা কোন উপলক্ষ্যে স্বামী স্ত্রীকে কোন উপহার দিলে তা দেনমোহর হিসাবে গণ্য হবে না। এমন কি বিয়ের সময়কার শাড়ী, গহনা প্রভৃতিকে দেনমোহরের আংশিক উসুল হিসাবে দেখানো হয়, যা কিনা আইনত গ্রহণযোগ্য নয়।

Dhaka University Institutional Repository

স্বামী দেনমোহর প্রদান করে না গেলে স্বামীর মৃত্যুর পর দেনমোহর স্ত্রীর কাছে স্বামীর ঋণ হিসাবে ধরা হয়। অন্যান্য ঋণের মতো এই ঋণও পরিশোধ করতে হয়। দাফন-কাফনের খরচ করার অবশিষ্ট সম্পত্তি থেকে দেনমোহর ও অন্যান্য ঋণ শোধ করতে হয়ে। এই দেনমোহর এর জন্য স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি দখলে রাখতে পারবে এমনকি স্বামীর উত্তরাধিকারীদের বিরুদ্ধে মামলাও করতে পারবে।

আর যদি স্বামীর আগে স্ত্রীর মৃত্যু হয় তবুও স্ত্রীর দেনমোহর স্বামীকে প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর উত্তরাধিকারীরা এই দেনমোহর পাওয়ার অধিকারী হয়।

স্বামী-স্ত্রীর তালাক হয়ে গেলে স্ত্রীর সম্পূর্ণ দেনমোহর স্বামীকে পরিশোধ করতে হয়। এবং সেই সঙ্গে ভরণ-পোষণও দিতে হয়। কারণ ভরণ পোষণের সঙ্গে দেনমোহরের কোন সম্পর্ক নেই।

ভরণ-পোষণ[২৪৩]

মুসলিম আইনে ভরণ-পোষণ বলতে জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থানকে বুঝায়। বিয়ের ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরস্পরিক যেসব আইনগত অধিকার ও দায়িত্বের সৃষ্টি হয়, তার মধ্যে ভরণ পোষণ অন্যতম। একজন সক্ষম ও উপার্জনশীল ব্যক্তির তার স্ত্রী ছাড়াও সন্তান-সন্ত নি ও উত্তরসূরী, বাবা-মা ও পূর্বসূরী ও অন্যান্য দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণ দেয়া কর্তব্য। অতএব আইনত যারা ভরণ-পোষণ পাওয়ার দাবীদার তারা হচ্ছে :

১. পুত্র সাবালক না হওয়া পর্যন্ত পিতা ভরণ-পোষণ করতে বাধ্য;

২. কন্যাদের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত পিতা তাদের ভরণ-পোষণ দিতে বাধ্য;

৩. একজন মুসলমান স্ত্রী সর্বাবস্থায় তার স্বামীর কাছ হতে ভরণ-পোষণ পওয়ার বিশেষ অধিকারিণী।

ভরণ-পোষণে স্ত্রীর অধিকার : বিবাহিত জীবনের সব সময় স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে ভরণ-পোষণের দাবীদার। শরীয়া আইন, ১৯৩৭ এর ২৭৭ ধারা মতে ভরণ-পোষণ পেতে হলে স্ত্রীকে অবশ্যই স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে এবং স্বামীর যুক্তিসঙ্গত নির্দেশসমূহ পালন করতে হবে এবং যতদিন এরূপ থাকবে ততদিন স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করতে স্বামী বাধ্য। তবে স্ত্রী যদি স্বামীর সাথে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া বসবাস করতে অস্বীকৃতি জানায় অথবা অন্যভাবে স্বামীর অবাধ্য হয় তবে স্বামী ভরণ পোষণ দিতে বাধ্য নয়। যুক্তি সঙ্গত কারণ হচ্ছে :

---

[২৪৩] নারীর আইনী অধিকার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, জুন ২০০০। পৃ. ৪১-৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

১. স্ত্রীর আশু দেনমোহর প্রদানে অস্বীকৃতি,

২. স্ত্রীর প্রতি স্বামীর নিষ্ঠুর আচরণ;

৩. স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ;

৪. স্বামীর চারিত্রিক অধঃপতন, ব্যভিচার বা বহুগামিতা।

আইন সঙ্গত কারণ ছাড়া স্বামী স্ত্রীকে অবহেলা করলে অথবা স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দিতে অস্বীকার করলে স্ত্রী নিজ ভরণ-পোষণ আদায়ের জন্য আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট ঐ ব্যক্তিকে তার স্ত্রীর ভরণ-পোষণের জন্য নির্দিষ্ট হারে মাসিক অর্থ দেওয়ার আদেশ দিতে পারেন। এরূপ কেন নির্দেশ দেয়া হলে আদেশের তারিখ থেকে ঐ অর্থ দিতে হয়।

ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৯০৮

ধারা ৪৮৮ :

স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণ-পোষণের আদেশ :

(১) পর্যাপ্ত সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি যদি তাহার স্ত্রীকে বা তাহার বৈধ বা অবৈধ সন্তান, যে নিজের ভরণ-পোষণে অক্ষম, তাহাকে ভরণ-পোষণ করিতে অবহেলা বা অস্বীকার করে তাহা হইলে জিলা ম্যাজিস্ট্রেট, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট বা কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এইরূপ অবহেলা বা অস্বীকৃতি প্রমাণিত হওয়ার পর যেইরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপ মাসিক সর্বমোট অনধিক চার শত টাকা উক্ত স্ত্রী বা উক্ত সন্তানকে মাসিক ভাতা দেওয়ার এবং তিনি বিভিন্ন সময়ে যে ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করিয়া দেন সেই ব্যক্তির নিকট উহা প্রদানের জন্য উক্ত ব্যক্তিকে আদেশ দিতে পারিবেন।

(২) আদেশের তারিখ হইতে অথবা সেইরূপ আদেশ দেওয়া হইলে খোরপোষের জন্য কৃত আবেদন পত্রের তারিখ হইতে এরূপ ভাতা প্রদানযোগ্য হইবে।

(৩) উক্তরূপে আদিষ্ট কোন ব্যক্তি যদি পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত আদেশ অনুসারে কাজ করিতে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে উপরোক্ত যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট আদেশের প্রত্যেকটি লংঘনের জন্য ইতিপূর্বে বর্ণিত জরিমানা আদায়ের পদ্ধতিতে প্রাপ্য অর্থ আদায়ের জন্য ওয়ারেন্ট প্রদান করিতে পারিবেন এবং ওয়ারেন্ট কার্যকরী হওয়ার পর প্রত্যেক মাসের ভাতার সম্পূর্ণ বা কেন অংশ অপরিশোধিত থাকিলে তাহার জন্য উক্ত ব্যক্তিকে একমাস পর্যন্ত অথবা তৎপূর্বে পরিশোধ করা হইলে পরিশোধ না করা পর্যন্ত কারাদণ্ড দিতে পারিবেন :

Dhaka University Institutional Repository

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যক্তি যদি তাহার স্ত্রীকে তাহার সহিত বসবাসের শর্তে তাহাকে ভরণপোষণের প্রস্তাব দেয় এবং তাহার সহিত বসবাস করিতে অস্বীকার করে তাহা হইলে ম্যাজিস্ট্রেট তাহার অস্বীকৃতির বিবৃত সঙ্গত কারণ রহিয়াছে তাহা হইলে উক্ত প্রস্তাব সত্ত্বেও এই ধারা অনুসারে আদেশ দিতে পারিবেন।

আরও শর্ত থাকে যে, এই ধারা অনুসারে কোন অর্থ অপরিশোধিত থাকিলে এবং যে তারিখে উহা প্রাপ্য হইয়াছে সেই তারিখ হইতে এক বৎসর সময়ের মধ্যে ইহা আদায়ের জন্য আদালতে আবেদন না করা হইলে উহা আদায়ের জন্য কোন ওয়ারেন্ট প্রদান করা হইবে না।

(৪) স্ত্রী যদি ব্যভিচারিণীর জীবন যাপন করে, অথবা পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত স্বামীর সহিত বসবাস করিতে অস্বীকার করে অথবা উভয়ে যদি পরস্পরিক সম্মতিক্রমে স্বতন্ত্রভাবে বসবাস করে তাহা হইলে স্ত্রী এই ধারা অনুসারে স্বামীর নিকট হইতে কোন ভাতা পাওয়ার অধিকারী হইবেন না।

(৫) যে স্ত্রীর পক্ষে এই ধারা অনুসারে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেই স্ত্রী ব্যভিচারিণীর জীবন যাপন করিতেছে অথবা পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত স্বামীর সহিত বসবাস করিতে অস্বীকার করিতেছে, অথবা উভয়েই পারস্পরিক সম্মতিক্রমে স্বতন্ত্রভাবে বসবাস করিতেছে বলিয়া প্রমাণিত হইলে ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত আদেশ বাতিল করিবেন।

(৬) এই অধ্যায় অনুসারে সমস্ত সাক্ষ্য স্বামী বা পিতার যেখানে যেরূপ প্রযোজ্য, উপস্থিতিতে অথবা তাহাকে ব্যক্তিগত উপস্থিত হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইলে তাহার উকিলের উপস্থিতিতে গ্রহণ করিতে হইবে এবং মামলার জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

তবে ম্যাজিস্ট্রেট যদি সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত স্বামী বা পিতা ইচ্ছাকৃতভাবে সমন এড়াইয়া চলিতেছে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে আদালতে হাজির হইতে অবহেলা করিতেছে তাহা হইলে ম্যাজিস্ট্রেট মামলাটি একতরফা শ্রবণ করিতে ও রায় দিতে পারিবেন। এরূপভাবে প্রদত্ত কোন আদেশ উহার তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে উপযুক্ত কারণ প্রদর্শন করিয়া আবেদন করিতে বাতিল করা যাইবে।

(৭) এই ধারা অনুসারে পেশকৃত আবেদনপত্র সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের সময় মোকাদ্দমার ব্যয় সম্পর্কে ন্যায়সঙ্গত আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা আদালতের থাকিবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৮) যে জিলার উক্ত ব্যক্তি তাহার স্ত্রী বা তাহার অবৈধ সন্তানের মাতার সহিত বসবাস করে বা করিতেছে বা সর্বশেষ বসবাস করিয়াছে, সেই জিলায় তাহার বিরুদ্ধে এই ধারা অনুসারে কার্যক্রম রুজু করা যাইবে।

ম্যাজিস্ট্রেট নির্দেশিত ভরণ-পোষণ না দিলে অথবা ব্যর্থ হলে কারাদণ্ড দেয়া যায়। এক মাসের খোরপোষের জন্য ১ মাসের কারাদণ্ড সশ্রম বা বিনাশ্রম যে কোন একটি হতে পারে।

১৯৮৫ সালের পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ আইনের ৪(গ) ধারার অধীনে একজন মুসলিম স্ত্রী তার ভরণ-পোষণ আদায়ের জন্য সরাসরি পারিবারিক আদালতে মামলা দায়ের করতে পারে।

স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী আর ভরণপোষণ পাবে না। স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে স্ত্রী শুধু ইদ্দত চলাকালীন সময় পর্যন্ত ভরণ-পোষণ পাবে।

১৯৩৯ সালের মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন-এর ২(খ) ধারা অনুযায়ী কোন স্বামী দুই বৎসর যাবৎ ভরণ-পোষণ দানে অবহেলা প্রদর্শন করলে অথবা ব্যর্থ হলে স্ত্রী আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করতে পারে এবং একই ভাবে স্বামীকে ভরণপোষণ প্রদানে বাধ্য করতে পারে।

অভিভাবকত্ব[২৪৪]

অভিভাবকত্ব হচ্ছে এমন ব্যক্তির দেখাশুনা বা পরিচালনা করা যে নিজের তত্ত্বাবধান করতে অক্ষম।

গার্ডিয়ানস্ এন্ড ওয়ার্ডস অ্যাক্ট, ১৮৯০

ধারা ৪ :

(১) "নাবালক অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি যাহার বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ হয় নাই।

মুসলিম আইন অনুযায়ী পিতা হলেন তার নাবালক সন্তানের দেহ ও সম্পদের স্বাভাবিক অভিভাবক, সন্তানের যে কোন প্রকার স্বার্থ সংরক্ষণে পিতা আইনানুগভাবে তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।

পিতা নাবালক সন্তানের অভিভাবক হলেও মুসলিম আইনে বৈবাহিক সম্পর্ক চালু থাকাবস্থায় এবং বিবাহ বিচ্ছেদের পরেও তত্ত্বাবধানের সর্বোত্তম অধিকারিণী হলেন মা। কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে বয়োঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং ছেলে সন্তানের ক্ষেত্রে ৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত মা তত্ত্বাবধান করার অধিকারী, এ ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তালাক হলেও মা এই অধিকার ভোগ করবে।

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী দ্বিতীয় বিয়ে করলে সন্তানের তত্ত্বাবধান বা জিম্মাদারিত্বের অধিকার হারায়।

---

[২৪৪] নারীর আইনী অধিকার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, জুন ২০০০। পৃ. ৫১-৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

সন্তানের স্বাভাবিক অভিভাবক হচ্ছে তার পিতা। পিতার মৃত্যুতে বা অভিভাবকত্বের অধিকার নিয়ে মা-বাবা/মা-দাদা/নানী-বাবা প্রভৃতির মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হলে, ও সন্তানের অভিভাবকত্ব দাবী করে একাধিক আবেদনপত্র জমা হলে আদালত সবকিছু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে নাবালকের কল্যাণের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত ব্যক্তিকে অভিভাবক হিসাবে নিয়োগ করবে।

কোন নাবালকের শরীর অথবা সম্পত্তি অথবা উভয়ের হেফাজতের জন্য অভিভাবক নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় দরখাস্ত বা আবেদনপত্র ১৮৯০ সালের গার্ডিয়ানস্ এন্ড ওয়ার্ডস অ্যাক্ট অনুযায়ী পেশ করতে হবে।

মায়ের অবর্তমানে মহিলা জ্ঞাতির অধিকার :

মায়ের অনুপস্থিতিতে সাত বৎসরের কম বয়সের ছেলে এবং বয়ঃসন্ধিতে পদার্পণ করেনি এমন মেয়ের হেফাজতের অধিকার নিম্নে প্রদত্ত ক্রমানুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতির উপর ন্যস্ত রয়েছে :

১. মায়ের মা-ক্রম যতই উর্ধ্বগামী হোক;

২. পিতার মা-ক্রম যতই উর্ধ্বগামী হোক;

৩. পূর্ণ ভগিনী;

৪. বৈপিত্রের ভগিনী;

৫. স্বগোত্রীয় বা বৈমাত্রেয় ভগিনী;

৬. পূর্ণ ভগিনীর কন্যা;

৭. বৈপিত্রেয় ভগিনীর কন্যা;

৮. স্বগোত্রীয় ভগিনীর কন্যা;

৯. খালা, ভগিনীর ন্যায় একই ক্রমানুসারে এবং

১০. ফুফু, ভগিনীর ন্যায় ক্রমানুসারে।

নাবালক মা যদি পুনরায় বিয়ে করে এবং তার হেফাজতের অধিকার হারায় তা হলে পিতার মা অপেক্ষা মাতার মা অভিভাবকত্বের অধিকারটি অগ্রাধিকার লাভ করবে। নাবালকের পিতার সৎমা অপেক্ষা উক্ত নাবালকের হেফাজতের প্রশ্নে খালার অধিকার প্রাধান্য পাবে।

Dhaka University Institutional Repository

গার্ডিয়ানস্ এন্ড ওয়ার্ডস অ্যাক্ট, ১৮৯০

ধারা ৭ : নাবালকের মঙ্গলের জন্য একটি নির্দেশ জারি করা দরকার এই মর্মে আদালত সন্তুষ্ট হইলে, আদালত (১) নাবালকের শরীর অথবা সম্পত্তি অথবা উভয়ই হেফাজতের জন্য একজন অভিভাবক ঘোষণা করিতে পারেন এবং আদালত সেই অনুযায়ী একটি নির্দেশ জারী করিতে পারেন।

উত্তরাধিকার[২৪৫]

উত্তরাধিকার হচ্ছে কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে তার জীবিত আত্মীয়-স্বজনদের অধিকার। মুসলিম উত্তরাধিকার আইন আল-কোরআন, হাদীস (সুন্নাহ), ইজমা ও কিয়াস অবলম্বনে পরিচালিত।

উত্তরাধিকার বন্টনের নীতি : উত্তরাধিকারীরা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির ওয়ারিশ হিসেবে সম্পত্তিপ্রাপ্ত হওয়ার আগে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো দেখতে হয়:

(ক) মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফনের খরচ;

(খ) মৃত ব্যক্তির কোন ঋণ বা দেনা থাকলে তা পরিশোধ করা;

(গ) স্ত্রীর দেনমোহর পরিশোধ করা হয়েছে কি না;

(ঘ) মৃত ব্যক্তি কর্তৃক কোনো উইল করা থাকলে সেই উইলে উল্লিখিত সম্পত্তি প্রদানের পর যে সম্পত্তি থাকবে তা ওয়ারিশদের মধ্যে ভাগ হবে।

প্রধান উত্তরাধিকারীগণ : মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি মূলতঃ পাঁচজন উত্তরাধিকারীর মাঝে ভাগ হয়;

(ক) পিতা

(খ) মাতা

(গ) স্ত্রী/স্বামী

(ঘ) মেয়ে

(ঙ) ছেলে

স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রী ও স্ত্রীর অবর্তমানে স্বামী সম্পত্তি পাবে, বাকী চারজন সব সময়ই পাবে।

---

[২৪৫] নারীর আইনী অধিকার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, জুন ২০০০। পৃ. ৭৯-৮২।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পত্তিতে নারীর অংশ :

(ক) স্ত্রী পাবে = ৮ ভাগের ১ অংশ (যখন এক সন্তান বা সন্তানের সন্তান থাকে যত নিম্নগামী হোক)। ৪ ভাগের ১ অংশ (যখন কোন সন্তান বা সন্তানের সন্তান থাকে না)। স্ত্রীরা সমষ্টিগতভাবে গ্রহণ করে ৮ ভাগের ১ অংশ (একই শর্তাবলীর অধীন)।

(খ) কন্যা পাবে = ২ ভাগের ১ অংশ (যখন কোন ছেলে থাকে না)। ৩ ভাগের ২ অংশ (দুই বা ততোধিক কন্যা থাকলে এবং পুত্র না থাকলে)। পুত্র থাকলে কন্যা ২ ঃ ১ অনুপাতে সম্পত্তি পাবে, অর্থাৎ কন্যা এক পুত্রের অর্ধেক সম্পত্তি পাবে।

(গ) মা পাবে = ৬ ভাগের ১ অংশ (যখন একটি সন্তান, সন্তানের সন্তান যথ নিম্নগামী হোক বা দুই বা ততোধিক ভাই বা বোন বা এক ভাই বোন থাকে)। ৩ ভাগের ১ অংশ (যখন তেমন কোন আত্মীয় থাকে না)।

(ঘ) পূর্ণ বোন পাবে (আপন বোন) = ২ ভাগের ১ অংশ ও সমষ্টিগতভাবে ৩ ভাগের ১ অংশ (যখন ছেলে, ছেলের ছেলে, পিতা, পিতামহ বা পূর্ণ ভ্রাতা না থাকে)।

(ঙ) রক্ত সম্পর্কের বোন পাবে (সৎ বোন) = ২ ভাগের ১ অংশ ও সমষ্টিগতভাবে ৩ ভাগের ২ অংশ (যখন কোন ছেলে, ছেলের ছেলে, পিতা, পিতামহ, পূর্ণ ভ্রাতা, ভগ্নি বা রক্ত সম্পর্কের কোন ভাই না থাকে)।

(চ) ছেলের মেয়ে পাবে (ছেলের ঘরের নাতনী) = ২ ভাগের ১ অংশ (যখন কোন ছেলে, মেয়ে বা সমমানের ছেলের ছেলে না থাকে), যখন শুধুমাত্র এক কন্যা থাকে তখন সে সমগ্রটাই গ্রহণ করে অর্থাৎ ছেলে পিতার সম্পত্তির যে অংশ পেত ছেলের মেয়ে সেই পরিমাণ অংশই পাবে।

তালাক[২৪৬]

মুসলিম আইনে বিবাহ বিচ্ছেদ একটি বৈধ ও স্বীকৃত অধিকার। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক যদি এমন পর্যায়ে পৌছায় যে, একত্রে বসবাস করা উভয়ের পক্ষেই বা যে কোন এক পক্ষের সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে তারা নির্দিষ্ট কিছু উপায়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন।

---

[২৪৬] নারীর আইনী অধিকার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, জুন ২০০০। পৃ. ৩৩-৪০।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম আইনে বিবাহ বিচ্ছেদের বিভিন্ন পদ্ধতি :

১. স্বামীর পক্ষ থেকে তালাক;

২. স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তালাক-ই-তৌফিজ ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে;

৩. খুলার মাধ্যমে;

৪. মুবারাতের মাধ্যমে;

৫. আদালতের মাধ্যমে।

মুসললিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১

ধারা ৭ : তালাক

(১) কোন ব্যক্তি স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে তাহাকে যে কোন পদ্ধতির তালাক ঘোষণার পর যথাশীঘ্র সম্ভব চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে তালাকের নোটিশ দিতে হইবে এবং স্ত্রীকে উক্ত নোটিশের নকল প্রদান করতে হইবে।

(২) যে ব্যক্তি (১) উপধারার ব্যবস্থাবলী লঙ্ঘন করিবে, তাহাকে এক বৎসর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় প্রকার শাস্তি প্রদান করা যাইতে পারে।

(৩) নিম্নের (৫) উপধারার ব্যবস্থাবলীর মাধ্যম ব্যতীত প্রকাশ্য অথবা অন্যভাবে প্রদত্ত কোন তালাক, পূর্বাহ্নেই বাতিল না হইলে, (১) উপধারা অনুযায়ী চেয়ারম্যানের নিকট নোটিশ প্রদানের তারিখ হইতে নব্বই দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ হইবে না।

(৪) উপরোক্ত (১) উপধারা অনুযায়ী নোটিশ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যানের সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের মধ্যে আপোষ বা সমঝোতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সালিশ পরিষদ গঠন করিবেন এবং উক্ত সালিশ পরিষদ এই জাতীয় সমঝোতা (পুনর্মিলনের) জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থাই অবলম্বন করিবেন।

(৫) তালাক ঘোষণাকালে স্ত্রী গর্ভবতী বা অন্তঃসত্ত্বা থাকিলে উপরের (২) উপধারায় উল্লেখিত সময় অথবা গর্ভাবস্থা – এই দুইটির মধ্যে দীর্ঘতরটি অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তালাক বলবৎ হইবে না।

Dhaka University Institutional Repository

(৬) অত্র ধারা অনুযায়ী কার্যকরী তালাক দ্বারা যাহার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, সেই স্ত্রী, এই জাতীয় তালাক তিনবার কার্যকরী না হইলে কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে বিবাহ না করিয়া পুনরায় একই স্বামীকে বিবাহ করিতে পারিবে।

তালাকের নোটিশ না দেয়ার শাস্তি হচ্ছে এক বৎসর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় প্রকার শাস্তি।

তালাক-ই-তৌফিজ : স্বামী কাবিননামার ১৮নং ঘরে সম্মতি প্রদানের মাধ্যমে স্ত্রীকে তালাক প্রদানের যে ক্ষমতা দান করে তাকে তালাক-ই-তৌফিজ বলে। কাবিননামার ১৮নং ঘরে লিখা থাকে "স্বামী স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করেছে কিনা? করে থাকলে কি শর্তে?" যদি এ ঘরে উত্তর 'হাঁ' লিখা থাকে তবেই স্ত্রী তালাক-ই-তৌফিজ এর ক্ষমতা পায়।

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৮ ধারা মোতাবেক তালাকের অর্পিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্ত্রী (তালাক-ই-তৌফিজ), স্বামীর ন্যায় তালাকদানে বিবাহ বিচ্ছেদ করিতে পারে এবং ৭ ধারায় উল্লেখিত সমস্ত বিধান উক্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, ১৯৩৯

ধারা ২ : বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রির হেতুবাদ

নিম্নলিখিত যে কোন এক বা একাধিক হেতুবাদে মুসলিম আইন অনুযায়ী বিবাহিত কোন মহিলা তার বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য ডিক্রিলাভের অধিকারিণী হইবেন। যথা :

১. চার বৎসর যাবৎ স্বামী নিরুদ্দেশ হইলে;

২. স্বামী দুই বৎসর যাবৎ স্ত্রীর ভরন পোষণ দানে অবহেলা প্রদর্শন করিলে অথবা ব্যর্থ হইলে;

(২-ক) স্বামী ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ব্যবস্থা লংঘন করিয়া অতিরিক্ত স্ত্রী গ্রহণ করিলে;

৩. স্বামী সাত বৎসর বা তদুর্ধ্ব সময়ের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলে;

৪. স্বামী কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ ব্যতীত তিন বৎসর যাবৎ তাহার দাম্পত্য দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইলে;

৫. বিবাহকালে স্বামীর পুরুষত্বহীনতা থাকিলে এবং উহা বর্তমানেও চলিতে থাকিলে;

Dhaka University Institutional Repository

৬. ২ বৎসর স্বামী পাগল হইয়া থাকিলে অথবা কুষ্ঠ ব্যাধিতে কিংবা ভয়ানক ধরনের উপদংশ রোগে ভুগিতে থাকিলে;

৭. ষোল বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্বে তাহাকে তাহার পিতা অথবা অন্য অভিভাবক বিবাহ করাইয়া থাকিলে এবং আঠারো বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্বেই সে উক্ত বিবাহ অস্বীকার করিয়া থাকিলে; তবে, অবশ্যই ঐ সময়ের মধ্যে যদি দাম্পত্য মিলন অনুষ্ঠিত না হইয়া থাকে;

৮. স্বামী তাহার (স্ত্রী) সহিত নিষ্ঠুর আচরণ করিলে, অর্থাৎ –

(ক) অভ্যাসগতভাবে তাহাকে আঘাত করিলে বা নিষ্ঠুর আচরণদ্বারা, উক্ত আচরণ দৈহিক পীড়নের পর্যায়ে না পড়িলেও, তাহার জীবন শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছে এমন হইলে;

(খ) স্বামীর দুর্নাম রহিয়াছে বা কলঙ্কিত জীবন যাপন করে এমন স্ত্রীলোকের সহিত মেলামেশা করিলে, অথবা

(গ) তাহাকে দুর্নীতি জীবন-যাপনে বাধ্য করিবার চেষ্টা করিলে;

(ঘ) তাহার সম্পত্তি হস্তান্তর করিলে অথবা উহার উপর তাহার বৈধ অধিকার প্রয়োগে বাধা প্রদান করিলে, অথবা

(ঙ) তাহার ধর্মীয় কর্তব্য পালনে বাধা সৃষ্টি করিলে, অথবা

(চ) একাধিক স্ত্রী থাকিলে, সে কোরআনের নির্দেশ অনুযায়ী ন্যায়পরায়ণতার সহিত তাহার সঙ্গে আচরণ না করিলে;

৯. মুসলিম আইন অনুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য বৈধ হেতু হিসাবে স্বীকৃত অন্য যে কোন কারণে; তবে, অবশ্য

(ক) কারাদণ্ডাদেশ চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত ৩নং হেতুবাদে কোন ডিক্রি প্রদান করা যাইবে না;

(খ) ১নং হেতুবাদে প্রদত্ত ডিক্রিটি উহার প্রদানের তারিখ হইতে ৬ মাস পর্যন্ত কার্যকরী হইবে না এবং স্বামী উক্ত সময়ের মধ্যে স্বয়ং অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন এজেন্টের মাধ্যমে উপস্থিত হইয়া এই মর্মে যদি আদালতকে খুশি করিতে পারে যে, সে দাম্পত্য কর্তব্য পালনে প্রস্তুত রহিয়াছে, তাহা হইলে আদালত ডিক্রিটি রদ করিবেন, এবং

(গ) ৫নং হেতুবাদে ডিক্রি প্রদানের পূর্বে, স্বামীর আবেদনক্রমে আদালতের আদেশের এক বৎসরের মধ্যে সে পুরুষত্বহীনতা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে বা তাহার পুরুষত্বহীনতার অবসান ঘটিয়াছে এই মর্মে আদালতকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আদালত তাহাকে আদেশ দান করিতে পারেন এবং যদি সে উক্ত সময়ের মধ্যে আদালতকে এই মর্মে সন্তুষ্ট করিতে পারে, তাহা হইলে উক্ত হেতুবাদ কোন ডিক্রি প্রদান করা যাইবে না।

Dhaka University Institutional Repository

খুলা : "*খুলা* হইল স্ত্রীর পক্ষ হইতে স্বামীর দাম্পত্য অধিকার হইতে মুক্তি পাওয়ার প্রস্তাবে, চুক্তি দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ" – অর্থাৎ যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার পারস্পরিক বনিবনা ভালো না থাকে, তবে স্ত্রী অর্থ বা সম্পত্তির বিনিময়ে স্বামীকে বিচ্ছেদ ঘটাতে রাজি করাতে পারে। এক্ষেত্রে স্ত্রী মোহরানা বা মোহরানার অংশবিশেষ প্রদান করে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। এ জাতীয় বিচ্ছেদের প্রধান শর্তই হচ্ছে বিচ্ছেদের ইচ্ছাটি স্ত্রীর পক্ষ থেকে আসতে হবে।

মুবারাত : "স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরিক চুক্তি দ্বারা সম্পন্নকৃত বিবাহ বিচ্ছেদকে মুবারাত বলা হয়।" যেখানে বিতৃষ্ণা ও বিচ্ছেদের ইচ্ছাটি পারস্পরিক অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই একে অন্যের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে এবং তারা চুক্তির মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটায়। খুলা ও মুবারাতের পার্থক্য হচ্ছে খুলা বিচ্ছেদে বিচ্ছেদের ইচ্ছাটি আসে স্ত্রীর পক্ষ থেকে এবং স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে পৃথক হওয়ার জন্য প্রতিদান প্রদান করে, অপর পক্ষে মুবারাত – এ বিচ্ছেদের ইচ্ছাটি উভয়ের পক্ষ থেকে আসে এবং কোন দান প্রতিদান থাকে না।

'হিল্লা' নিকাহ্ : '*স্বামী* স্বীয় স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়া থাকিলে, স্ত্রী অপর একজন পুরুষকে বিবাহ না করা পর্যন্ত এবং তাহার সহিত বিবাহের পর প্রকৃত দাম্পত্য মিলন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এবং ঐ ব্যক্তি তালাক না দেওয়া পর্যন্ত অথবা মারা না যাওয়া পর্যন্ত ঐ স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করা প্রথমোক্ত স্বামীর পক্ষে আইনসঙ্গত নহে।"

কিন্তু ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৭(৬) ধারা মোতাবেক 'তালাকে কোন বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিলে এবং উক্তরূপ বিবাহ বিচ্ছেদে তিনবার কার্যকরী না হইলে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে বিবাহ না করিয়া পুনরায় একই স্বামীকে বিবাহ করিতে পারিবে,' অর্থাৎ এ আইনে 'হিল্লা নিকাহ্' নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং তা দুইবার তালাক হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে, তৃতীয়বার তালাক হলে পূর্ববর্তী নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী 'হিল্লা নিকাহ্' বা মধ্যবর্তী বিয়ে নিষ্প্রয়োজন এবং উহা দুইবার পর্যন্ত বৈধ করা হয়েছে।

গর্ভবতী অবস্থায় তালাক দিলে সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তালাক কার্যকর হবে না। সন্তানের বৈধতা বা পিতৃত্ব নির্ধারণের জন্যই এ আইন রচিত/প্রণীত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

খ. বাংলাদেশে প্রচলিত হিন্দু পারিবারিক আইন[২৪৭]

বাংলাদেশ প্রচলিত হিন্দু আইনের কথা যখন ভাবা যায় তখন উক্ত আইনের আওতায় আমরা বিভিন্ন জনগোষ্ঠী লক্ষ্য করি, হিন্দু আইনে প্রধানতঃ দু'টি বিধান ও গোষ্ঠী আছে।

(ক) দায়ভাগ

(খ) মিতক্ষরা।

অবশ্য আমাদের দেশের হিন্দুদের অধিকাংশই দায়ভাগ গোষ্ঠী এবং দায়ভাগ বিধানের আওতাভুক্ত। মিতক্ষরা এক্তিয়ারেও কিছু হিন্দু অধিবাসী রয়েছে তাছাড়া বাংলাদেশ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সর্ববৃহৎ অংশ দায়ভাগের বিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শ্রুতি, স্মৃতি ও উপনিষদ, বেদ-মনু-সংহিতা ইত্যাদি হিন্দু আইনের মূল উৎস। পরবর্তীতে আধুনিক যুগে বিধিবদ্ধ আইন ও আদালতের সিদ্ধান্তসমূহ হিন্দু আইনের সংস্কার সাধন করে। বলা যায়, ওয়ারেন হেস্টিং ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং এ্যাক্ট পাস করে হিন্দু আইনকে আধুনিকীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এরপর ১৮৫৬ সালে হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন, ১৮৬৬ সালে ধর্মচ্যুত হিন্দুর বিবাহ রদ আইন, ১৯২৮ সালে শিশু বিবাহ নিরোধ আইন, ১৯৩৭ সালে সম্পত্তিতে হিন্দু নারীর অধিকার সংক্রান্ত আইন উল্লেখযোগ্য আইন হিসাবে স্বীকৃতি পায়। ভারত বিভাগের পর ভারতে হিন্দু আইনকে সংস্কার ও সংশোধন করে বিশেষ করে ১৯৫৬ সালে যুগোপযোগী আইন পাস হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দুদের ক্ষেত্রে সনাতন ও গতানুগতিক আইন এখনো প্রযোজ্য। বাংলাদেশে এর কোন সংস্কার বা সংশোধন হয়নি।

সমাজতত্ত্ববিদদের সৃষ্টি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যদি ইতিহাসের পটভূমিতে আমাদের দেশের হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার আলোচনা করি তবে দেখা যাবে যুগে যুগে তার পরিবর্তন ঘটেছে কালোপযোগী প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে। আমাদের দেশের পরিবর্তনশীল সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে হিন্দু আইনেরও পরিবর্তন আজ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

হিন্দু বিবাহ : প্রথমেই বাংলাদেশের হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত বিবাহ বিধির উল্লেখ করতে হয়। হিন্দু পুরুষের বহু বিবাহ নিষিদ্ধ না থাকায় হিন্দু নারী সমাজে মধ্যযুগীয় বর্বরতা, নিপীড়ন ও পারিবারিক বিশৃঙ্খলার বহু কাহিনী এবং নির্মম ঘটনা ঘটে আসছে। বর্তমান সামাজিক অবস্থার বহু বিবাহ প্রথম সচল, অব্যাহত অথবা সংরক্ষণের পক্ষে কোন নৈতিক বা সামাজিক যৌক্তিকতা নেই। এমতাবস্থায় এক বিবাহ (মনোগামী) বাধ্যতামূলক সামাজিক আচরণের আইন এবং বিধান একান্তই অপরিহার্য।

---

[২৪৭] ইউনিফরম ফ্যামিলি কোড, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ১০/বি, সেগুন বাগিচা, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৯৩। পৃ. ৭১-৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

অসবর্ণ বিবাহ : বিবর্তনমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার জন্য পুরাতন বর্ণনাভুক্ত সমাজের রূপ অনেকখানি পাল্টে গেছে। আমাদের অধিকাংশের জীবিকা বা জীবন বৃত্তি জন্মগত পারিবারিক অবস্থানের ওপর নির্ভর করছে না। তা মূলতঃ নির্ভর করছে একটি বিশেষ পরিবারের আর্থিক অবস্থা, শিক্ষাগত মান এবং পরিবেশগত বিশেষ সুযোগের উপর। বিবাহ সম্পর্ক কার্যত অনেকক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে স্ববর্ণ বৃত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। অথচ আইনগত দিক থেকে এরূপ বিবাহ আমাদের এখানকার প্রচলিত হিন্দু আইন বিরোধী এবং অসিদ্ধ। তাই বিবেচনার প্রয়োজনে স্ববর্ণ বিবাহের গণ্ডি ছাড়িয়ে অস্ববর্ণ বিবাহের যে আইনগত বাঁধা আমাদের এখানে বর্তমান তার অপসারণের ব্যবস্থার কথা।

বিবাহের রেজিস্ট্রেশন : বিবাহ সম্পর্কে আর একটি অত্যাবশ্যকীয় বিধান হচ্ছে বিবাহের রেজিস্ট্রেশন। আমাদের দেশের হিন্দু বিবাহের ক্ষেত্রে বিবাহের রেজিস্ট্রেশনের কোন বিধান বা আইন না থাকার কারণে এক্ষেত্রেও সমাজের অন্যান্য নারীর সঙ্গে হিন্দু নারীর নির্যাতনের কোনই তারতম্য নাই বিধায় হিন্দু নারীর বৈবাহিক নির্যাতন বৃদ্ধি লক্ষণীয়। শাস্ত্রীয় মতে বিবাহ অনুষ্ঠান সত্ত্বেও প্রত্যেক হিন্দু বিবাহ অবশ্য অবশ্যই নিবন্ধীকরণার্থে রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক হওয়ার আইন এবং বিধান প্রয়োজন। হিন্দু বিবাহের রেজিস্ট্রেশন-এর মাধ্যমে বাল্য বিবাহ, অবৈধ যৌতুক গ্রহণ, একাধিক বিবাহ ইত্যাদি নারী নির্যাতনমূলক অসামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে বলে মনে হয়। ১৯৭২ সালে বিশেষ বিবাহ আইনে হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে করা যাবে বলে আইন পাস হয়েছে। এই আইন হিন্দু, শিখ, জৈন ধর্মের লোকদের উপর বলবৎ হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ১৮৭২ সালের বিশেষ বিবাহ আইনের রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি স্বীকৃতি পায়নি।

পৃথক বসবাসের বা বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার : আমাদের দেশে হিন্দু বিবাহ অবিচ্ছেদ্য হিসাবে গণ্য করা হয়। কোন কারণে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করা সম্ভব না হলেও বিচ্ছেদের কোন সহজতর ব্যবস্থা প্রচলিত হিন্দু আইনে নাই। যেমন মুসলিম আইনে আছে। এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের হিন্দুদের জন্যও আছে। সিভিল কোর্টে বিবাহ বিচ্ছেদের যে ব্যবস্থা আছে তা খুবই জটিল সাধারণ ইচ্ছা এমনকি স্বেচ্ছায় উভয়পক্ষের সম্মতিতে যদি তেমন কারণ ঘটে। ছাড়াছাড়ির আইনত কোন ব্যবস্থা নেই। প্রবাদ আছে, 'প্রয়োজন আইন মানে না'। এখানে হয়ও তাই। এ ব্যাপারে সহজ বিচ্ছেদ প্রথা চালু করা প্রয়োজন।

ভরণ-পোষণ ও অভিভাবকত্ব : বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে স্ত্রীর স্বতন্ত্র বসবাসের এবং ভরণপোষণের দায় ও অধিকার এবং সন্তানাদির অভিভাবকত্ব সম্পর্কে উপযুক্ত বিধান প্রণয়ন আবশ্যক।

Dhaka University Institutional Repository

নির্ভরশীলদের ভরণপোষণ : স্ত্রী, শিশু, সন্তান, বৃদ্ধ পিতামাতা, বিধবা পুত্র বউ ইত্যাদির ভরণপোষণের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে উপযুক্ত বিধানের অভাব আছে। সেই সম্পর্কে উপযুক্ত বিধান প্রণয়নের প্রয়োজন আছে।

মেয়েদের উত্তরাধিকার : দাম্পত্য জীবন সংক্রান্ত বিধি-বিধানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সম্পত্তিতে মেয়েদের উত্তরাধিকার। হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে নারীদের অবস্থা আরও নাজুক। কোন হিন্দু নারী তার পিতা বা স্বামীর সম্পত্তিতে একচ্ছত্র আধিপত্য নাই। যা আছে তা হল জীবন স্বত্ব। জীবিত অবস্থায় ভোগ দখল করতে .পারবে কিন্তু বিক্রি বা হস্তান্তর করতে পারবে না। স্ত্রী ধনের ওপর কেবল হিন্দু নারীর একচ্ছত্র অধিকার আছে। হিন্দু নারীগণ কেবলমাত্র এই সম্পত্তি তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী ভোগ, দখল, বিক্রয়, দান, উইল ইত্যাদির যে কোন পদ্ধতিতে হস্তান্তর করতে পারে এবং কেউ এতে কোন আইনগত বাধা দিতে পারে না। ভারতে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের সংশোধন হয়েছে। আজ তাই প্রয়োজন প্রচলিত আইন বিধির নব মূল্যায়ন এবং সমাজ বাস্তবতায় কালের চাহিদা অনুযায়ী তার আশু পরিবর্তন এবং সংশোধন।

জীবনস্বত্ব পূর্ণ স্বত্ব রূপান্তর : (নারী/পুরুষ) কন্যা-পুত্রের সমাধিকার

নারীদের উত্তরাধিকার স্বত্বের এই প্রচলিত বিধান সম্পর্কে প্রথম বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য নারীর জীবন স্বত্বকে পুরুষ উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য পূর্ণ স্বত্বে মানে উন্নীত করা কিনা? আর দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় উত্তরাধিকার স্বত্বের উল্লেখিত ক্রমবিন্যাসে কন্যাকে পুত্রের সম পর্যায়ভুক্ত করা কিনা? হিন্দু সমাজে নারীর স্থান সনাতন ধর্মের মূলতত্ত্ব ও নীতি অনুসারে অতি উচ্চ ও সম্মানিত পর্যায়ের হলেও বহু শতাব্দীর সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে বাস্তব ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত অবনমিত অবস্থায় নেমে এসেছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাম মোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ প্রগতিশীল দেশ-নেতার প্রচেষ্টার ফলে সতীদাহ প্রথা রহিত এবং বিধবা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে নারীদের সমাজে ন্যায্য অধিকারের দাবী ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়েছে। আমাদের সমাজের প্রাচীন ইতিহাসের পটভূমিতে এবং সাম্প্রতিক বিশ্ব ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে নারীদের সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত বিধানাবলীর প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পর্কে যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ খুবই আবশ্যক বলে মনে হচ্ছে।

দত্তক গ্রহণ ব্যবস্থা : দত্তক সন্তান গ্রহণে বর্তমান বিধি ব্যবস্থার পূর্ণ মূল্যায়ন প্রয়োজন বলে মনে করি। বর্তমান প্রচলিত হিন্দু আইনে পুত্রহীন পিতা দত্তক পুত্র গ্রহণ করতে পারে এবং দত্তক পুত্র ঔরসজাত সন্তানের সমানাধিকার প্রাপ্য হয়। পরিবর্তিত সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে দত্তক পুত্র গ্রহণের মত দত্তক কন্যা

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণের এবং কোন অবিবাহিতা বা মৃত ভর্তৃকা বা স্বামী সাহচর্যবিহীনা নারীর দত্তক পুত্র বা কন্যা গ্রহণের অধিকার সম্পর্কে উপযুক্ত বিধান প্রণয়নের আবশ্যকতা আছে বলে মনে হয়। পরিশেষে বলা যায় শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণ দেখিয়ে এবং এগুলি অলঙ্ঘনীয় হিসাবে প্রচার করে অনেক হিন্দু বুদ্ধিজীবী আইন সংশোধনের পক্ষপাতী নন। কিন্তু এই আইনশাস্ত্রটি বিশ্লেষণ করলে এবং বিভিন্ন উচ্চ আদালতের নজিরগুলো থেকে এই কথাই বেরিয়ে আসে যে, ধর্ম আগে সৃষ্টি হয়নি। মানুষ তার মঙ্গলের জন্য ধর্মীয় অনুশাসনগুলো তৈরী করেছে। কখনো কখনো আইন দ্বারা রদ করে কোন অনুশাসন বাদ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ঐতিহাসিক একটা কাল সেখানে নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। মানুষ প্রয়োজনে অনেক কিছু বাদ দিয়ে নতুন মঙ্গলকর নিয়ম-নীতিগুলি গ্রহণ করেছে। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ – সতীদাহ প্রথা, গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন ইত্যাদি। আরো পুরোকালে নরবলি প্রথা, স্ত্রী স্বামীর অনুমতিতে পর পুরুষ দ্বারা সন্তানবতী হওয়া প্রভৃতি। সবই শাস্ত্রীয় মতে সত্য আবার এও সত্য যে, এর কোনটিই আর এখন আমরা পালন করি না বা ধর্মীয় ব্যাপার বা পরলৌকিক মঙ্গল হবে এই আশাও পোষণ করি না। তাই ইহিহাসের প্রেক্ষাপটে শাস্ত্রীয় আইনের অনেককিছু আজ পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। এই আইন সর্বজনগ্রাহ্য, আধুনিক ও যুগোপযোগী হওয়া আবশ্যক।

গ. বাংলাদেশে প্রচলিত খ্রিস্টান পারিবারিক আইন[২৪৮]

বৃটিশ রাজত্বকাল থেকে যে আইন ভারতবর্ষে খ্রিস্টান আইন হিসাবে প্রচলিত ছিল সেই আইনই এখনও বাংলাদেশের খ্রিস্টান আইন হিসেবে চালু রয়েছে। এইসব আইন-কানুন এক শতাব্দীরও বেশী পুরাতন, এবং অনেক ক্ষেত্রেই সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন।

বিবাহ :

১. দেশের আইন খ্রিস্টান ম্যারেজ অ্যাক্ট ১৮৭২ অনুসারে গীর্জায় সম্পাদিত, সমস্ত খ্রিস্টান বিবাহ আইন সঙ্গত। কেবলমাত্র সরকারী লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই খ্রিস্টান বিবাহ সম্পাদন করতে পারে।

২. বিবাহ সম্পাদনের সাথে সাথেই বিবাহটি চার্চের রেজিস্টার বই-এ রেজিস্ট্রি করা হয়। সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহের সার্টিফিকেট নব বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীকে দেওয়া হয়। এই খাতায় যিনি বিবাহ সম্পাদন করলেন, তার বিবাহিত ব্যক্তিগণের এবং দুই জন সাক্ষীর সই থাকে। এই খাতার একটি কপি চার্চের প্রধান অফিসে থাকে। সমস্ত বিবাহের রেকর্ড হয়, নিয়মিত সরকারী অফিসে পাঠানো হয়।

---

[২৪৮] ইউনিফরম ফ্যামিলি কোড, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ১০/বি, সেগুন বাগিচা, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৯৩। পৃ. ৭৬-৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

৩. বিবাহের পূর্বে, দুই পরিবারের সম্মতি প্রদান তো সাধারণতঃ সব বিবাহেই হয়, কিন্তু খ্রিস্টান বিবাহের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। বেশীর ভাগ সময় ছেলে ও মেয়ে দুইটি ভিন্ন চার্চের সদস্য বিবাহের পূর্বে, ছেলের চার্চ এবং মেয়ের চার্চ পরস্পরের কাছে সম্মতিপত্র দিলেই সেই বিবাহ সম্পাদিত হতে পারে, অন্যথায় নয়।

৪. কেবল সম্মতি পত্রই যথেষ্ট নয়, বিবাহের পূর্বে, তিন সপ্তাহে তিন বার, গীর্জায় উপসনালয়ে যখন সকলে একত্রিত হন, তখন এই বিবাহের নোটিস দেওয়া হয়। সকলের কাছে আবেদন করা হয়, যদি কারও এই বিবাহের প্রতিবন্ধকতা জানা থাকে, তবে তিনি যেন তা গীর্জায় পরিচালকের কাছে জানান। অনেকক্ষেত্রে, এই সময়ই বিশেষ গোপনীয় তথ্য প্রকাশ পেয়ে যায় এবং অনেক নারী-পুরুষের ভুল বিয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়।

৫. বিবাহের দিন গীর্জায় সকলে উপস্থিত হলে, আবার ছেলে-মেয়েকে এবং সমবেত সকলকে এই অনুরোধ করা হয়, কারও যদি এই বিবাহের কোন প্রতিবন্ধকতা জানা থাকে তা যেন তারা বিবাহের পূর্বের এই শেষ মুহূর্তে প্রকাশ করেন।

৬. বিয়ের সময় সকলের সামনে, গীর্জায় পুরোহিতদের সামনে এবং ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে ছেলে ও মেয়ে দু'জনে পরস্পরের কাছে এই রকম প্রতিজ্ঞা করে 'আমি তপন, মিতু তোমাকে আমার পত্নীরূপে গ্রহণ করেছি'। আমি এই প্রতিজ্ঞা করছি যে, আজ থেকে সুখে-দুঃখে, ধনে-দারিদ্র্যে, স্বাস্থ্যে-অস্বাস্থ্যে আমি আজীবন তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকব, তোমাকে ভালবাসব ও সম্মান করে চলব।

তারপর মেয়ে বলবে, 'আমি মিতু, তোমাকে তপন, আমার পতিরূপে গ্রহণ করছি। আমি এই প্রতিজ্ঞা করছি যে, আজ থেকে সুখে-দুঃখে, ধনে-দারিদ্র্যে, স্বাস্থ্যে-অস্বাস্থ্যে আমি আজীবন তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকব, তোমাকে ভালবাসব ও সম্মান করে চলব'।

এরপর আংটি আদান-প্রদানের মাধ্যমে পরস্পর-পরস্পরকে পার্থীব সম্পত্তির সমানাধিকার দান করে। এই সময় অনেকে মালাবদলও করে।

৭. সরকার প্রদত্ত বিবাহের বয়সসীমা সাধারণত চার্চের বিবাহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

৮. বিবাহ দিনের আলোতে সম্পাদিত হয়। সকাল ৬টা থেকে বিকাল ৭টার মধ্যে। এই সকল আইন-কানুন বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, খ্রিস্টান বিবাহ জীবনে একবার হবার কথা, নারী ও পুরুষ পরস্পরের কাছে প্রতিজ্ঞা করে পরস্পরকে বিবাহ করে। চার্চের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ সমান-না নারী না পুরুষ নিচে, এই বিষয়ে কিছু মত পার্থক্য লক্ষিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহ বিচ্ছেদ : আগেই বলেছি, খ্রিস্টান বিবাহে বিবাহ-বিচ্ছেদ নেই। পরস্পরের কাছে আজীবন বিশ্বস্ত থাকার প্রতিজ্ঞা করা হয়। কিন্তু খ্রিস্টান বিবাহ-বিচ্ছেদের নজির সকলেই দেখিয়ে দিতে পারবেন। পাশ্চাত্য আইনে আছে। 'দি ইণ্ডিয়ান ডিভোর্স এ্যাক্ট ১৮৬৯'। এই এ্যাক্ট-এর ১০ নং অনুচ্ছেদ সম্পূর্ণ নারী স্বার্থ পরিপন্থী।

বিবাহ ভেঙ্গে দেবার জন্য স্বামী কোন ক্ষেত্রে আবেদন করতে পারে :

যে-কোন স্বামী ডিষ্ট্রিক্ট কোর্ট বা হাইকোর্টে, বিবাহ ভেঙ্গে দেবার জন্য এই মর্মে আবেদন করতে পারেন যে, বিবাহের পর তার স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে।

বিবাহ ভেঙ্গে দেবার জন্য স্ত্রী কোন ক্ষেত্রে আবেদন করতে পারেন : লক্ষ্য করবার বিষয়, স্বামী কেবলমাত্র একটি কারণ স্ত্রীর ব্যভিচার, প্রদর্শন করতে পারলেই বিবাহ ভেঙ্গে দেবার জন্য আবেদন করতে পারে। স্ত্রীর ক্ষেত্রে, স্বামীর ব্যভিচার এই একটি কারণ যথেষ্ট নয়। ব্যভিচারের সাথে আরও অভিযোগ করতে হবে।

ভরণ-পোষণ : ডিভোর্সের কেস চলাকালীন এবং ডিক্রি পাবার পর, স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে খোরপোষ পাবে। স্বামীর আয় ইত্যাদি সম্পর্কে বিবেচনার পর, কোর্ট সিদ্ধান্ত নেবে, স্ত্রী খোরপোষের জন্য কি পরিমাণ অর্থ পাবে।

ব্যভিচারের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী : ডিভোর্স এ্যাক্ট ১৮৬৯এর ৩৪ অনুচ্ছেদের পরিবর্তন প্রয়োজন।

স্বামী ব্যভিচারীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারে :

স্ত্রীর সাথে যে ব্যভিচার করেছে, স্বামী তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারে। স্ত্রী কিন্তু স্বামীর ব্যভিচারের কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারে না।

বিবাহ বাতিল 'নাল এ্যাণ্ড ভয়েড' : আগেই উল্লেখ করেছি বিবাহের প্রতিবন্ধকতা থাকলে বিবাহ সম্পাদিত হয় না। কোন বিবাহ যদি এই প্রতিবন্ধকতাগুলি গোপন রেখে সম্পাদিত হয়ে যায় এবং পরে প্রকাশ পায় তবে সেই বিবাহ, বিবাহ হিসাবে গণ্য হয় না।

ডিভোর্স এ্যাক্ট ১৮৬৯এর ১৯ অনুচ্ছেদে এই বাতিলের শর্তগুলি দেওয়া আছে :

১. যদি স্বামী বা স্ত্রী, শারীরিক কারণে যৌন সঙ্গমে অক্ষম হয়।

২. যদি পুরুষ নারীর মধ্যে এমন একটি নিকট আত্মীয়তার সম্পর্ক অবিষ্কার হয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

উদাহরণ :

রক্তের সম্পর্ক কোন পুরুষ তার ভাই-এর মেয়েকে বা কোন নারী তার ভাইয়ের ছেলেকে বিবাহ করতে পারে না। বৈবাহিক সম্পর্কে কোন পুরুষ তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর, স্ত্রীর মাকে বা কোন নারী তার স্বামীর মৃত্যুর পর তার স্বামীর বাবাকে বিবাহ করতে পারে না।

৩. মস্তিষ্ক বিকৃত ব্যক্তি বিবাহ করতে পারে না, করলে বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে।

৪. একজনের প্রথম স্ত্রী বা জীবিত স্ত্রী থাকাকালীন লুকিয়ে অন্য বিবাহ বেআইনী প্রথম বিবাহ প্রধান করতে পারলে দ্বিতীয় বিবাহ বাতিল হবে।

ঘ. বাংলাদেশে প্রচলিত নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আইন[২৪৯]

নারীর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, তার প্রতি অন্যায় অত্যাচার সকল সময়ই বিরাজমান। তবে সম্প্রতিককালে নারীর উপর নির্যাতন যথা – নারী পাচার, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, যৌন হয়রানি, অপহরণ, হত্যা ইত্যাদি অপরাধ সীমাহীন বেড়ে গেছে। ফলে এ সম্পর্কিত আইন সমূহের সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ অতি জরুরী হয়ে পড়েছে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০

ধারা ২ :

সংজ্ঞা :

(খ) 'অপহরণ' অর্থ বলপ্রয়োগ বা প্রলুব্ধ করিয়া বা ফুসলাইয়া বা ভুল বুঝাইয়া বা ভীতি প্রদর্শন করিয়া কোন স্থান হইতে কোন ব্যক্তিকে অন্যত্র যাইতে বাধ্য করা;

(গ) 'আটক' অর্থ কোন ব্যক্তিকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন স্থানে আটকাইয়া রাখা;

(ঙ) 'ধর্ষণ' অর্থ ধারা ৯ এর বিধান সাপেক্ষে, Penal Code. 1860 (Act XLV of 1860) এর Section 375 এ সংজ্ঞায়িত`rape'

[বাংলাদেশ দন্ডবিধি, ১৮৬০

ধারা ৩৭৫ : যে ব্যক্তি, অতঃপর ব্যতিক্রান্ত ক্ষেত্র ব্যতিরেকে নিম্নোক্ত পাঁচ প্রকার বর্ণনাধীন যে কোন অবস্থায় কোন নারীর সহিত যৌন সহবাস করে, সেই ব্যক্তি 'নারী ধর্ষণ' করে বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রথমত : তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

[২৪৯] নারীর আইনী অধিকার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, জুন ২০০০। পৃ. ৬৩-৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ত : তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে।

তৃতীয়ত : তাহার ব্যতিক্রমে যে ক্ষেত্রে তাহাকে মৃত্যু বা আঘাতের ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহার সম্মতি আদায় করা হয়।

চতুর্থত : তাহার সম্মতিক্রমে যে ক্ষেত্রে লোকটি জানে যে সে তাহার স্বামী নহে এবং সে (নারীটি) এই বিশ্বাসে সম্মতি দান করে যে, সে (পুরুষটি) অন্য কোন লোক যাহার সহিত সে আইনানুগভাবে বিবাহিত অথবা সে নিজেকে তাহার সহিত আইনানুগভাবে বিবাহিত বলিয়া বিশ্বাস করে।

পঞ্চমত : তাহার সম্মতি সহকারে বা ব্যতিরেকে যে ক্ষেত্রে সে ১৪ (চৌদ্দ) বৎসরের কম বয়স্কা হয়।

ব্যাখ্যা : অনুপ্রবেশই নারী ধর্ষণের অপরাধরূপে গণ্য হওয়ার যোগ্য, যৌন সহবাস অনুষ্ঠানের নিমিত্তে যথেষ্ট বিবেচিত হইবে।

ব্যতিক্রম : কোন পুরুষ কর্তৃক তাহার স্ত্রীর সহিত যৌন-সহবাস-স্ত্রীর বয়স (তের) বৎসরের কম না হইলে নারী ধর্ষণ বলিয়া গণ্য হইবে না।]

(ছ) 'নারী' অর্থ যে কোন বয়সের নারী,

(জ) 'মুক্তিপণ' অর্থ আর্থিক সুবিধা বা অন্য যে কোন প্রকারের সুবিধা;

ধারা ৪ : দহনকারী ইত্যাদি পদার্থ দ্বারা সংঘটিত অপরাধের শাস্তি :

(১) যদি কোন ব্যক্তি দহনকারী, ক্ষয়কারী অথবা বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা কোন শিশু বা নারীর মৃত্যু ঘটান বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি কোন দহনকারী, ক্ষয়কারী বা বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা কোন শিশু বা নারীকে এমনভাবে আহত করেন যাহার ফলে উক্ত শিশু বা নারীর দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি নষ্ট হয় বা শীররের কোন অঙ্গ, গ্রন্থি বা অংশ বিকৃত বা নষ্ট হয় বা তাহার শরীরের অন্য কোন স্থান আহত হয়, তাহা হইলে উক্ত শিশুর বা নারীর –

(ক) দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি নষ্ট বা মুখমণ্ডল, স্তন বা যৌনাঙ্গ বিকৃত বা নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন;

Dhaka University Institutional Repository

(খ) শরীরের অন্য কোন অঙ্গ, গ্রন্থি বা অংশ বিকৃত বা নষ্ট হওয়ার বা শরীরের কোন স্থানে আঘাত পাওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি অনধিক চৌদ্দ বৎসর কিন্তু অন্যূন সাত বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি কোন দহনকারী, ক্ষয়কারী অথবা বিষাক্ত পদার্থ কোন শিশু বা নারীর উপর নিক্ষেপ করেন বা করার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি, তাহার উক্তরূপ কার্যের দরুণ সংশ্লিষ্ট শিশু বা নারীর শারীরিক, মানসিক বা অন্য কোনভাবে কোন ক্ষতি না হইলেও, অনধিক সাত বৎসর কিন্তু অন্যূন তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(৪) এই ধারার অধীনে অর্থদণ্ডের অর্থ প্রচলিত আইনের বিধান অনুযায়ী দণ্ডিত ব্যক্তির নিকট হইতে বা তাহার বিদ্যমান সম্পদ, বা তাহার মৃত্যুর ক্ষেত্রে মৃত্যুর সময় রাখিয়া যাওয়া সম্পদ হইতে আদায় করিয়া অপরাধের দরুণ যে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়াছে তাহার উত্তরাধিকারীকে বা, ক্ষেত্রমত, যেই ব্যক্তি শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, সেই ব্যক্তিকে বা সেই ব্যক্তির মৃত্যুর ক্ষেত্রে, তাহার উত্তরাধিকারীকে প্রদান করা হইবে।

ধারা ৫ : নারী পাচার ইত্যাদির শাস্তি

(১) যদি কোন ব্যক্তি পতিতাবৃত্তি বা বেআইনী বা নীতিবিগর্হিত কোন কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে কোন নারীকে বিদেশ হইতে আনয়ন করেন বা বিদেশে পাচার বা প্রেরণ করেন অথবা ক্রয় বা বিক্রয় করেন বা কোন নারীকে ভাড়ায় বা অন্য কোনভাবে নির্যাতনের উদ্দেশ্যে হস্তান্তর করেন, বা অনুরূপ কোন উদ্দেশ্যে কোন নারীকে তাহার দখলে, জিম্মায় বা হেফাজতে রাখেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অনধিক বিশ বৎসর কিন্তু অন্যূন দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) যদি কোন নারীকে কোন পতিতার নিকট বা পতিতালয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারী বা ব্যবস্থাপকের নিকট বিক্রয়, ভাড়া বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করা হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি উক্ত নারীকে অনুরূপভাবে হস্তান্তর করিয়াছে তিনি, ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হইলে, উক্ত নারীকে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে বিক্রয় বা হস্তান্তর করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তিনি উপ-ধারা (১)এ উল্লিখিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) যদি কোন পতিতালয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারী বা পতিতালয়ের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কোন ব্যক্তি কোন নারীকে ক্রয় বা ভাড়া করেন বা অন্য কোনভাবে কোন নারীকে দখলে নেন বা জিম্মায় রাখেন, তাহা হইলে তিনি ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হইলে, উক্ত নারীকে পতিতা হিসাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে ক্রয় বা ভাড়া করিয়াছেন বা দখলে বা জিম্মায় রাখিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ধারা ৭ : নারী ও শিশু অপহরণের শাস্তি

যদি কোন ব্যক্তি ধারা ৫-এ উল্লেখিত কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোন নারী বা শিশুকে অপহরণ করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অন্যূন চৌদ্দ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

ধারা ৮ : মুক্তিপণ আদায়ের শাস্তি

যদি কোন ব্যক্তি মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন নারী বা শিশুকে আটক করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

ধারা ৯ : ধর্ষণ, ধর্ষণজনিত কারণে মৃত্যু ইত্যাদির শাস্তি

(১) যদি কোন পুরুষ কোন নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করেন, তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

ব্যাখা : যদি কোন পুরুষ বিবাহ বন্ধন ব্যতীত চৌদ্দ বৎসরের অধিক বয়সের কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে বা ভীতি প্রদর্শন বা প্রতারণামূলকভাবে তাহার সম্মতি আদায় করিয়া, অথবা চৌদ্দ বৎসরের কম বয়সের কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতিসহ বা সম্মতি ব্যতিরেকে যৌন সঙ্গম করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত নারীকে ধর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি কর্তৃক ধর্ষণ বা উক্ত ধর্ষণ পরবর্তী তাহার অন্যবিধ কার্যকলাপের ফলে ধর্ষিতা নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) যদি একাধিক ব্যক্তি দলবদ্ধভাবে কোন নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করেন এবং ধর্ষণের ফলে উক্ত নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটে বা তিনি আহত হন, তাহা হইলে ঐ দলের প্রত্যেক ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৪) যদি কোন ব্যক্তি কোন নারী বা শিশুকে –

(ক) ধর্ষণ করিয়া মৃত্যু ঘটানোর বা আহত করার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন;

(খ) ধর্ষণের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(৪) যদি পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন সময়ে কোন নারী ধর্ষিতা হন, তাহা হইলে যাহাদের হেফাজতে থাকাকালীন উক্তরূপ ধর্ষণ সংঘটিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ধর্ষিতা নারীর হেফাজতের জন্য সরাসরিভাবে দায়ী ছিলেন, তিনি বা তাহারা প্রত্যেকে, ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হইলে হেফাজতের ব্যর্থতার জন্য, অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অন্যূন দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

ধারা ১০ : যৌন পীড়ন ইত্যাদির দণ্ড

(১) কোন পুরুষ অবৈধভাবে তাহার যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তাহার শরীরের যে কোন অঙ্গ বা কোন বস্তু দ্বারা কোন নারী বা শিশুর যৌন অঙ্গ বা অন্য কোন অঙ্গ স্পর্শ করেন তাহা হইলে তাহার এই কাজ হইবে যৌন পীড়ন বা তজ্জন্য উক্ত পুরুষ অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন তিনি বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) কোন পুরুষ অবৈধভাবে তাহার যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে কোন নারীর শ্লীলতাহানি করিলে বা অশোভন অঙ্গভঙ্গি করিলে তাহার এই কাজ যৌন হয়রানি এবং তজ্জন্য উক্ত পুরুষ অনধিক সাত বৎসর কিন্তু অন্যূন দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

ধারা ১৩ : ধর্ষণের ফলশ্রুতিতে জন্মলাভকারী শিশু সংক্রান্ত বিধান

অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধর্ষণের কারণে কোন সন্তান জন্মলাভ করিলে –

(ক) উক্ত সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব ধর্ষণকারী পালন করিবেন;

Dhaka University Institutional Repository

(খ) উক্ত সন্তান জন্মলাভের পর সন্তানটি কাহার তত্ত্বাবধানে থাকিবে এবং তাহার ভরণপোষণ বাবদ ধর্ষণকারী কি পরিমাণ খরচ তত্ত্বাবধানকারীকে প্রদান করিবে তাহা ট্রাইব্যুনাল নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে;

(গ) উক্ত সন্তান পঙ্গু না হইলে, এই খরচ পুত্র সন্তানের ক্ষেত্রে ২১ বৎসর পর্যন্ত এবং কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে তাহার বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত এবং পঙ্গু সন্তানের ক্ষেত্রে তিনি স্বীয় ভরণপোষণের যোগ্যতা অর্জন না করা পর্যন্ত প্রদেয় হইবে।

ধারা ১৪ : সংবাদ মাধ্যমে নির্যাতিতা নারী ও শিশুর পরিচয় প্রকাশের ব্যাপারে বাধা-নিষেধ

(১) এই আইনে বর্ণিত অপরাধের শিকার হইয়াছেন এইরূপ নারী বা শিশুর ব্যাপারে সংঘটিত অপরাধ বা তৎসম্পর্কিত আইনগত কার্যধারার সংবাদ বা তথ্য বা নাম-ঠিকানা বা অন্যবিধ তথ্য কোন সংবাদ পত্রে বা অন্য কোন সংবাদ মাধ্যমে এমনভাবে প্রকাশ বা পরিবেশন করা যাইবে যাহাতে উক্ত নারী বা শিশুর পরিচয় প্রকাশ না পায়।

(২) উপ-ধারা (১)এর বিধান লংঘন করা হইলে উক্ত লংঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকে অনধিক দুই বৎসর কারাদণ্ডে বা অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ধারা ৩২ : ধর্ষিতা নারী ও শিশুর মেডিক্যাল পরীক্ষা

(১) ধর্ষিতা নারী ও শিশুর মেডিক্যাল পরীক্ষার ক্ষেত্রে, ধর্ষণ সংঘটিত হইবার পর যতশীঘ্র সম্ভব তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে মেডিক্যাল পরীক্ষা যথাশীঘ্র না করা হইলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার জন্য তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ট্রাইব্যুনাল নির্দেশ দিতে পারিবে।

সংবাদ মাধ্যমে নির্যাতিত নারী ও শিশুর পরিচয় প্রকাশ করলে দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকের অনধিক দুই বৎসর কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড হবে।

Dhaka University Institutional Repository

দহনকারী, ক্ষয়কারী অথবা বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা কোন শিশু বা নারীর মৃত্যু ঘটলে বা ঘটানোর চেষ্টা করলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং এছাড়া অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড হবে।

নারী পাচার, জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ নারী ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতি অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অনধিক বিশ বৎসর কিন্তু অন্যূন দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ড।

নারী বা শিশু অপহরণের শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অন্যূন চৌদ্দ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং সেই সাথে অর্থদণ্ড।

ধর্ষণের শাস্তি হচ্ছে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ডও। ধর্ষণের চেষ্টা করার শাস্তি অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং সেই সাথে অতিরিক্ত অর্থদণ্ড।

ধর্ষণের ফলে জন্মলাভকারী শিশুর ভরণপোষণের দায়িত্ব ধর্ষণকারী পালন করবে। সন্তান পঙ্গু না হলে, এই খরচ পুত্র সন্তানের ক্ষেত্রে ২১ বৎসর পর্যন্ত এবং কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত।

যৌন পীড়নের শাস্তি অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও অতিরিক্ত অর্থদণ্ড। শ্লীলতাহানি বা অশোভন অঙ্গভঙ্গির শাস্তি অনধিক সাত বৎসর কিন্তু অন্যূন দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর সাথে অতিরিক্ত অর্থদণ্ড।

বাংলাদেশ দণ্ডবিধি, ১৮৬০

ধারা ৫০৯ :

যে ব্যক্তি নারীর শালীনতার অমর্যাদা করার অভিপ্রায়ে এই উদ্দেশ্যে কোন মন্তব্য করে, কোন শব্দ বা অঙ্গভঙ্গি করে বা কোন বস্তু প্রদর্শন করে যে উক্ত নারী অনুরূপ মন্তব্য বা শব্দ শুনিতে পায় অথবা অনুরূপ অঙ্গভঙ্গি বা বস্তু দেখিতে পায়, কিংবা উক্ত নারীর নির্জনবাসে অনধিকার প্রবেশ করে, সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে – যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

যৌতুক[২৫০]

সাধারণ অর্থে যৌতুক বলতে পাত্রপক্ষ কর্তৃক কনে পক্ষের কাছে কৃত দাবী-দাওয়া আদায়কে বুঝায় অর্থাৎ পাত্রপক্ষ কনেপক্ষ থেকে দাবী জানিয়ে যে সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আদায় করে তাই যৌতুক।

যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০

ধারা ২ :

সংজ্ঞা :

বিষয়বস্তু বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী না হইলে এই আইনে 'যৌতুক' বলিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রদত্ত যে কোন সম্পত্তি বা 'মূল্যবান জামানত' কে বুঝাইবে, যাহা –

ক) বিবাহের একপক্ষ অপর পক্ষকে, অথবা

খ) বিবাহের কোন এক পক্ষের পিতামাতা বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক বিবাহের যে কোন পক্ষকে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে বিবাহ মজলিশে অথবা বিবাহের পূর্বে বা পরে, বিবাহের পণরূপে প্রদান করে বা প্রদান করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয় তবে, যৌতুক বলিতে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (শরিয়ত) মোতাবেক ব্যবস্থিত দেনমোহর বা মোহরানা বুঝাইবে না।

ব্যাখ্যা : ১ – সন্দেহ নিরসনকল্পে এতদ্বারা জ্ঞাত হইল যে, বিবাহের সহিত সরাসরি সম্পর্কিত নহেন এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বামী বা স্ত্রী, যে কোন পক্ষকে অনধিক পাঁচশত টাকা মূল্যবানের জিনিস, বিবাহের পণ হিসাবে নহে, উপঢৌকনরূপে প্রদান করিলে, অনুরূপ উপঢৌকন এই ধারামতে যৌতুক হিসাবে গণ্য হইবে না।

ব্যাখ্যা : ২ – দণ্ডবিধির (ইং ১৯৮০ সালের ৪৫ নম্বর আইনের) ৩০ ধারায় 'মূল্যবান জামানত' যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এই আইনেও ঐ শব্দাবলী একই অর্থ বুঝাইবে।

ধারা ৩ : **যৌতুক প্রদান বা গ্রহণের দণ্ড**

এই আইন বলবৎ হওয়ার পর, কোন ব্যক্তি যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ করিলে যৌতুক প্রদান বা গ্রহণে সাহয়তা করিলে, সে সর্বাধিক এক বৎসর মেয়াদের কারাদণ্ড বা সর্বাধিক পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় বিধ প্রকারে দণ্ডনীয় হইবে।

---

[২৫০] নারীর আইনী অধিকার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, জুন ২০০০। পৃ. ৫৭-৬১।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা ৪ :

যৌতুক দাবী করার দণ্ড : এই আইন কার্যকরী হওয়ার পর কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কনে বা বরের পিতামাতা বা অভিভাবকের নিকট যৌতুক দাবী করিলে সে সর্বাধিক এক বৎসরের কারাদণ্ড বা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয়বিধ প্রকারে দণ্ডনীয় হইবে।

যৌতুক দাবী করা, গ্রহণ করা এবং প্রদান করা এমনকি এ সমস্ত কাজে সহায়তা করার শাস্তি হচ্ছে সর্বাধিক এক বৎসর মেয়াদের কারাদণ্ড বা সর্বাধিক পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় প্রকার দণ্ড।

যৌতুক-এর জন্য অত্যাচার : নারীর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজে সচেতনতার অভাব, মূল্যবোধের অবক্ষয়, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, শিক্ষার অভাব প্রভৃতি যৌতুকের দাবীর মূল কারণ। আর দাবী পূরণ না হলে অসহায় নারীদের উপর অত্যাচার, যার মাত্রা মৃত্যু পর্যন্ত গড়ায়।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০

ধারা ২ :

(ঞ) 'যৌতুক' অর্থ কোন বিবাহের কনে পক্ষ কর্তৃক বিবাহের বর বা বরের পিতা বা মাতা বা বর পরে অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, উক্ত বিবাহের সময় বা তৎপূর্বে বৈবাহিক সম্পর্কে বিদ্যমান থাকাকালে, বিবাহ স্থির থাকার শর্তে, বা বিবাহের পণ হিসাবে, প্রদত্ত অথবা প্রদানে সম্মত অর্থ, সামগ্রী বা অন্যবিধ সম্পদ এবং উক্ত শর্ত বা পণ হিসাবে উক্ত বর বা বরের পিতা, মাতা বা বর পক্ষের অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক কনে বা কনে পক্ষের নিকট দাবীকৃত অর্থ, সামগ্রী বা অন্যবিধ সম্পদ।

ধারা ১১ : যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানো ইত্যাদির শাস্তি

যদি কোন নারীর স্বামী অথবা পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা স্বামীর পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি যৌতুকের জন্য উক্ত নারীর মৃত্যু ঘটান বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করেন, উক্ত নারীকে আহত করেন বা আহত করার চেষ্টা করেন, তাহলে উক্ত স্বামী, স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা ব্যক্তি :

ক) মৃত্যু ঘটানোর জন্য মৃত্যুদণ্ডে বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উভয় ক্ষেত্রে উক্ত দণ্ডের অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

Dhaka University Institutional Repository

খ) আহত করার জন্য যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে বা আহত করার চেষ্টা করার জন্য অনধিক চৌদ্দ বৎসর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উভয় ক্ষেত্রে উক্ত দণ্ডের অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

ঙ. বিভিন্ন দেশের মুসলিম পারিবারিক আইনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা[১৫১]

মুসলিম পারিবারিক আইনের আলোচনার সাথে সাথে বিবাহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে ইসলামী আইনের যে পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে তার উপর সামান্য আলোকপাত করতে চাই। আমাদের দেশে ১৯৬১ সনের মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী বহু বিবাহকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। কিন্তু সেই নিয়ন্ত্রণ খুব দৃঢ় নয়।

(ক) তিউনিসিয়ায় ১৯৫৭ সালে ল অফ পারসোনাল স্ট্যাটাস অনুযায়ী বহু বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সে দেশের ইসলামী চিন্তাবিদদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই পরিবর্তন আনা হয়। একই আইন-এর ৩০ নম্বর ধারায় 'আদালতের বাইরে যে কোন তালাককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে'।

(খ) ১৯৫৯ সনে আলজেরিয়ায় তালাক সংক্রান্ত নতুন আইন জারি করা হয়। এই আইন অনুযায়ী আদালত যুক্তিসঙ্গত কারণে স্বামীর অনুকূলে তালাকের অনুমতি প্রদান করতে পারেন, অন্যদিকে স্ত্রী যদি তালাক চায় তাহলে তাকে উপযুক্ত কারণ দর্শাতে হবে। অর্থাৎ তালাকের ক্ষেত্রে উভয়ের সমান অধিকার।

(গ) ১৯৫৮ সনে মরক্কোয় বহু বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যদি আদালত মনে করে যে, বহু বিবাহের ফলে স্বামী তার স্ত্রীদের প্রতি সৎ আচরণ করতে পারবে না তাহলে সে ক্ষেত্রে আদালত দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি প্রদান নাও করতে পারে।

(ঘ) ১৯৫৯ সনে ইরাকে ল অফ পারসোনাল স্ট্যাটাস জারি করা হয়। এই আইন অনুযায়ী একজন কাজী কোন ব্যক্তিকে দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি প্রদান করবেন না যদি না তিনিই এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, (১) দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের ক্ষেত্রে তার আর্থিক সঙ্গতি রয়েছে। (২) এক্ষেত্রে তার আইনসঙ্গত উপকার লাভের সম্ভাবনা আছে। (৩) স্ত্রীদের মধ্যে কোন বৈষম্য হবে না।

(ঙ) ১৮৬৫ সালে পার্সী (পারস্য) বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ আইন-এ বহু বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। উক্ত আইনে বলা হয়েছে কোন স্বামী অথবা স্ত্রী জীবিত অবস্থায় কোন স্বামী অপর কোন নারীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। অনুরূপভাবে স্ত্রীও বর্তমান বিবাহ বৈধ থাকাকালে এবং বর্তমান স্বামী জীবিত থাকাকালে কোনভাবেই কোন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না।

---

[১৫১] ইউনিফরম ফ্যামিলি কোড, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ১০/বি, নেওন বাগিচা, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৯৩। পৃ. ৬৮-৭০।

Dhaka University Institutional Repository

(চ) তুরস্কে সাইপ্রাস সংক্রান্ত আইন বিধিতেও বহু বিবাহের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই বিধি বিধানের মর্ম কথা হলে সেই ধরনের সকল বিবাহ অবশ্যই বাতিল বলে গণ্য হবে। যদিও প্রমাণিত হয় উক্ত বিবাহের দিনও স্বামী বা স্ত্রীর বৈধ বিবাহ অব্যাহত।

(ছ) তুরস্কে সিভিল কোর্ট-এ বলা হয়েছে কোন ব্যক্তি (নারী অথবা পুরুষ) ততক্ষণ পর্যন্ত পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে প্রমাণ করতে সমর্থ হচ্ছে যে :

(১) ইতিপূর্বে বিবাহ বাতিল, মৃত্যুজনিত কারণে অথবা চিরস্থায়ী অবসান হয়েছে।

(২) সমবিবাহ বিচ্ছেদ অধিকারের আওতায় পরস্পর বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করেছে।

(৩) আদালত কর্তৃক বিবাহ বন্ধন অবসান হয়েছে।

(জ) তিউনিসিয়ায় কোর্ট অফ পার্সোনাল স্ট্যাটার্স : একাধিক স্ত্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ। কোন ব্যক্তি বর্তমান বৈধ বিবাহ অব্যাহত থাকাকালে যদি ও কোনভাবে কোন কারণে দ্বিতীয় স্ত্রী অথবা স্বামী গ্রহণ করে তাহলে সে এক বৎসরের কারাদণ্ড অথবা দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার ফ্রাঙ্ক জরিমানা হবে। অথবা অবস্থা অনুসারে প্রয়োজনে উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

(ঝ) সোভিয়েত ইউনিয়ন তাজাকিস্তানসহ সকল মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে এই ধরনের আইন ও বিধি দ্বারা পরিচালিত আইন ও বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে পরিগণিত। বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ এর ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের সমানাধিকারের বিধি বিধান দীর্ঘকাল যাবৎ কার্যকর।

(ঞ) গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে সকল মুসলিম ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের জন্য এক এবং অভিন্ন বিধি বিধানের রেওয়াজ দীর্ঘকাল থেকে কার্যকরী। যেখানে বহু বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বর্তমান বৈধ বিবাহ অব্যাহত থাকাকালে কোনভাবেই একাধিক স্ত্রী বা স্বামী গ্রহণের ব্যবস্থা এ আইনে স্বীকৃত নয়।

(ট) ১৯৭৫ সনের ইন্দোনেশিয়ায় বিবাহ আইন : ১৯৭৫ সনের ১লা অক্টোবর থেকে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমমর্যাদা ও সমানাধিকার এর ভিত্তিতে এই আইন প্রচলন করা হয়। এই আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সকল বিবাহ রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। নীতিগতভাবে পুরুষ ও নারী এক স্ত্রী বা এক স্বামী গ্রহণ করবে অর্থাৎ বহু বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হলো।

মোটামুটভাবে এই হচ্ছে বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ইসলামী আইনে বিবাহ বিচ্ছেদ এবং শত শত বৎসরের পশ্চাদপদ ধ্যান-ধারণা বহু বিবাহের রেওয়াজ বিলোপের কার্যকরী বিধি বিধান যা বিবাহ বিচ্ছেদ-এর ক্ষেত্রে নারী সমাজের বৈষম্যের অবসান এবং নারী সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্রতিবাদ প্রতিরোধ আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এসেছে। তা অবশ্যই বাংলাদেশ মুসলিম নারী সমাজে অধিকারকে আরও অর্থবহ করে তুলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

নারীর অবস্থান : সমকালীন বিশ্বব্যবস্থা ও ইসলাম

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইসলাম ও সমকালীন বিশ্বে নারীর তুলনা

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিত্য-নতুন আবিষ্কার চিন্তা-চেতনা ও মননশীলতার দিক থেকে যতই অগ্রসর হচ্ছে, ততই তার দুটো দিক আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। এক. মানবতার কল্যাণ প্রচেষ্টা। দুই. এরই ছদ্মাবরণে ইসলামী বিধান বিলুপ্ত করার সুগভীর ষড়যন্ত্র। পাশ্চাত্য বিশ্ব তার নিজের তৈরী করা অবাধ তথ্য প্রবাহ, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, সমকামীতা, বিকৃত যৌনাচার পরিপূর্ণ আকাশ সংস্কৃতির কারণে তাদের শান্তির নীড় পারিবারিক প্রথা বিলুপ্ত প্রায়। ইসলাম কোনো অসম্পূর্ণ জীবন বিধানের নাম নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ভারসাম্যমূলক ইসলামী জীবন বিধানে নারীনীতি, শ্রমনীতি, শিশু-কিশোর নীতি, তরুণ-যুবনীতি, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সম্মান-মর্যাদা ও নিরাপত্তা নীতি, খাদ্যনীতি, কৃষিনীতি, ভূমিনীতি, শিল্পনীতি, মালিক-শ্রমিক নীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা নীতি, রাজনীতি, শিক্ষানীতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি নীতি, উত্তরাধিকার নীতিসহ মানব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় যত নীতিমালা প্রয়োজন, সে সকল নীতিমালা দিয়ে ইসলাম পরিপূর্ণ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। ইসলামী জীবন বিধানের মোকাবেলায় প্রাচ্য-প্রতীচ্যের অতীত ও বর্তমানের সকল মতবাদ-মতাদর্শ ও সভ্যতা-সংস্কৃতি একেবারেই নিঃস্ব সর্বহারা। বৈষয়িক উপায়-উপকরণ, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, সমরশক্তি ও অর্থনৈতিক শক্তির দিক থেকে যারা বলিয়ান হয় বিশ্বনেতৃত্বের আসনে তারাই আসীন হয় এবং তাদেরই সভ্যতা-সংস্কৃতি সারা দুনিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে, আর এটাই হলো প্রাকৃতিক নিয়ম। এসব দিক থেকে মুসলমানরা বিগত শতাব্দীসমূহের যে যুগ পর্যন্ত অগ্রগামী ছিলো, ঠিক সে যুগ পর্যন্তই মুসলমানরাই বিশ্বনেতৃত্বের আসনে আসীন ছিলো এবং ইসলামী সভ্যতাই পৃথিবীতে বিজয়ীর আসনে আসীন ছিলো। এ সময় পর্যন্ত গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নারী অধিকারের সাথে পাশ্চাত্য জগৎ ছিলো সম্পূর্ণ অপরিচিত। কারণ পৃথিবীতে প্রচলিত ধর্মের নামে যেসব মত ও মানব রচিত মতবাদ রয়েছে, এসব ধর্ম এবং মতবাদ নারীকে তাঁর প্রাপ্য অধিকার না দিয়ে ঘৃণা ও লাঞ্ছনার অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করেছে। অপরদিকে একমাত্র ইসলামই নারীকে ঘৃণা ও লাঞ্ছনার অতল গহ্বর থেকে টেনে উঠিয়ে সম্মানের আসনে আসীন করেছে। বিশ্বনেতৃত্বের আসন থেকে মুসলমানদের দুঃখজনক পতনের পরে পাশ্চাত্য গ্রিক প্রভাবিত নাস্তিক্যবাদী জীবন দর্শনের ওপরে

Dhaka University Institutional Repository

ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সভ্যতা-সংস্কৃতি বিজয়ীর আসনে আসীন হয়। অবাধ বিকৃত যৌনাচার নির্ভর এই সভ্যতা পৃথিবীর জীবনকেই একমাত্র জীবন হিসেবে গণ্য করেছে। ফলে এ সভ্যতায় বিশ্বাসী ও প্রভাবিত লোকজন জীবন-যৌবনকে কানায় কানায় ভোগ করার লক্ষ্যে তথাকথিত নারী উন্নয়নের নামে নারীকে ব্যবসার পণ্য এবং যৌনদাসীতে পরিণত করেছে। নারী উন্নয়নের নামে যে সকল সম্মেলনের আয়োজন করা হয়, এসব সম্মেলনে দেহপসারিণীদেরকেও নারী প্রতিনিধি হিসেবে শুধু আমন্ত্রণই জানানো হয় না, তাদের সকল ব্যয়ভারও সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ বহন করে। অবশ্য বর্তমানে তারা এ পর্যায়ের নারীদেরকে নির্লজ্জভাবে যৌনকর্মী বা সেক্স ওয়ার্কার হিসেবে দুনিয়াব্যাপী পরিচিত করানোর অপচেষ্টা করছে। যে ইউরোপ-আমেরিকা নারী অধিকারের ঠিকাদারী গ্রহণ করেছে, সেসব দেশের অধিকাংশ অধিবাসী বিকৃত খ্রিষ্টীয় আদর্শে বিশ্বাসী। বিকৃত খ্রিষ্টীয় আদর্শের অনুসারী পোপ-পাদ্রীগণ নারী সম্পর্কে বেশ কয়েকবার সম্মেলন করেও 'নারী মানুষ কি না' এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি।

ইসলাম নারীকে শুধু মানুষই নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় তিনগুণ বেশী অধিকার দিয়েছে, নারীর সতীত্ব-সম্ভ্রম নিরাপদ করার লক্ষে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করে, নারীর যৌবনকে পরম সম্মান-মর্যাদার বিষয় হিসেবে গণ্য করে এবং নারীর প্রতি সামান্যতম অপবাদ আরোপকারীর প্রতিও দণ্ড আরোপের বিধান করেছে। ইসলামী জীবন বিধানে নারীকে পণ্য-দ্রব্যের লেবেলে পরিণত করে ব্যবসায়িক ফায়দা লুটা যাবে না, যথেচ্ছভাবে তার যৌবনকে ভোগ করা যাবে না, পূর্ণমাত্রায় তাঁর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে, এসব বিষয় পাশ্চাত্যের ভোগবাদী সভ্যতার অনুসারী ও পূজারীদের জন্য বড়ই পীড়াদায়ক। আর ঠিক এ কারণেই একদিকে তারা ইসলামী নীতিমালার বিপরীত নীতিমালা প্রণয়ন করে তাদের সহযোগীদের মাধ্যমে কৌশলে বা শক্তি প্রয়োগ করে মুসলিম দেশসমূহে চালু করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। অপরদিকে ইসলামী জীবন বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ মুসলিম নারী-পুরুষকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে 'ইসলাম নারীকে পুরুষের তুলনায় কম মর্যাদা দিয়েছে, ইসলাম নারীকে ঠকিয়েছে, পিতার সম্পত্তিতে সমধিকার দেয়নি, স্বাধীনতা থেকে নারীকে বঞ্চিত করেছে, ইসলাম নারীকে পিতা, স্বামী ও সন্তানের দাসীতে পরিণত করেছে, ইসলাম নারীকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বা আত্মনির্ভরশীল হতে দেয় না ইত্যাদি ধরণের ঘৃণ্য প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

একথা সর্বজন বিদিত যে, ইতিহাসের যে পর্যায়ে আল্লাহর কুরআন অবতীর্ণ হচ্ছিলো, সে সময় কন্যা সন্তান ছিল অসম্মান ও অমর্যাদার প্রতীক। এ জন্য কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তারা নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে হত্যা করত। তেমনিভাবে পৌরাণিক হিন্দু ধর্মেও নারীর কোনো সম্মান ও মর্যাদাই প্রদান করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়নি। পুরুষ একাধিক বিয়ে বা স্ত্রী বিয়োগের পরে পুনরায় বিয়ে করার অধিকার লাভ করবে কিন্তু নারীর সে অধিকার নেই। সতীদাহ তথা স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে স্ত্রীকেও জীবন্ত পুড়িয়ে মারার অমানবিক ব্যবস্থা চালু ছিল হিন্দু ধর্মে। বর্তমানে অবশ্য আইন করে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই পৃথিবীতে পুরুষ পাপ করলে পরজন্মে নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করে। নারী জাতি হীন, পাপমূর্তি এবং বিশ্বাসের অযোগ্য। নারী দাস সম্প্রদায়ভুক্ত। ধন-সম্পদে নারীর কোনো অধিকার নেই। ঋণে ডুবে থাকা ব্যক্তি পর জন্মে নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করে।

অহিংসা পরম ধর্ম, জীব হত্যা মহাপাপ – এটা হলো বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতি। সেই বৌদ্ধ ধর্ম নারী সম্পর্কে বলছে – নারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়া মানবীয় পবিত্রতার পরিপন্থী। নারীর সাথে কোনরূপ মেলামেশা বা তাদের প্রতি কোনো অনুরাগ রেখোনা। তাদের সাথে কোনো ধরনের কথা বলবে না। পুরুষদের জন্য নারী ভয়ঙ্কর বিপদ স্বরূপ। নারী তার মনোহর কমনীয় ভঙ্গীদ্বারা পুরুষের বিশ্বাস নামক সম্পদ লুটে নেয়। নারী এক ছলনা বৈ কিছুই নয়। নারী থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করো। নারীর সাথে একত্রে থাকা অপেক্ষা বাঘের মুখে তার খাদ্য হিসাবে যাওয়া বা ঘাতকের তরবারীর নীচে মাথা পেতে দেওয়া অতি উত্তম।

নারী সম্পর্কে ইহুদী ধর্মের বক্তব্য হলো – নারী পাপের প্রসবন। কোনো ভালো কাজ করার যোগ্যতা নারীর নেই। এ কারণে সে সম্মান পেতে পারে না। নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে শুধুমাত্র ভোগ করার জন্যে। নারী জাতি সৃষ্টির আদি থেকেই পাপের উস্কানি দিয়ে আসছে। নারীকে সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত করা যাবে না। কোনো নারীর স্বামীর সাথে যদি অন্য পুরুষের ঝগড়া শুরু হয়, আর নারী যদি তাঁর স্বামীকে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়ায়, এটা তাঁর ক্ষমাহীন অপরাধ। এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে নারীর উভয় হাত কেটে দিতে হবে। নারীকে যে কোনো সময় যে কোনো কারণে বা কারণ ব্যতীতই তালাক দেয়া যেতে পারে।

পারসিক ধর্মেও নারীর কোনো মর্যাদা রাখা হয়নি। যেসব বিধান রাখা হয়েছে তা নারীর জন্য চরম অমানবিক। যরথুষ্ট্র নারী সম্পর্কে বলেছেন, যে নারীর সন্তান নেই সে নারী পুলসিরাত পার হয়ে বেহেশতে যেতে পারবে না।

খ্রিষ্ট ধর্মে নারীর অবস্থা আরো শোচনীয়। নারী মানুষ কিনা বা নারীর আত্মা বলে কিছু আছে কিনা তাই নিয়েই এ ধর্ম সন্দেহ পোষণ করে। নারী হলো সকল পাপের প্রতীক, নারীর রক্ত অপবিত্র, নারী ছলনার প্রতীক, নারী থেকে দূরে থাকো, নারী শয়তানের শক্তি, নারী অজগর সাপের মতো রক্ত পিপাসু, নারীর মধ্যে বিষ আছে, চরিত্র ধ্বংসের মূল শক্তি নারী, সে শয়তানের বাদ্যযন্ত্র।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানেও তথাকথিত সভ্য মানুষের মন থেকে নারী সম্পর্কে আপত্তিকর ধারণা বিদায় নেয়নি। নারীমুক্তি নামে নারীকে কৌশলে নির্যাতন করা হচ্ছে। অন্ধকার যুগে নারীর ওপরে চলতো বিভিন্ন কায়দায় নির্যাতন আর আধুনিক যুগে নারী স্বাধীনতার নামে, নারী মুক্তির নামে নারীদেরকে তাদের স্বীয় মান সম্মান ও উচ্চ আসন থেকে টেনে নিচে নামিয়ে আনা হয়েছে। তাদের মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে।

১৯১৯ সনের পূর্বে অষ্ট্রেলিয়ার নারী সমাজ কোনো প্রকার সম্পদের অধিকারী হয়নি। ১৯০৭ সন পর্যন্ত সুইজারল্যান্ডেও ঐ একই অবস্থা ছিল নারীর ক্ষেত্রে। বৃটেনে ১৮৭০ সনে ও জার্মানে ১৯০০ সনের পূর্ব পর্যন্ত নারীর কোনো অধিকার ছিল না। আর বিশ্ব-মোড়ল আমেরিকা নারীকে সীমিত আকারে অধিকার দেয়া শুরু করেছে ১৮৮১ সাল থেকে। ১৮৩৫ সালে আমেরিকার মেয়েরা সর্বপ্রথম স্কুলে যাবার তথা লেখাপড়া করার সুযোগ পায়। অন্যদিকে ইসলাম ১৪শ' বছর পূর্বেই মেয়েদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে। ১৮৮৪ সালে আমেরিকার মেয়েরা সম্পত্তি ভোগের অধিকার লাভ করে। আর ইসলাম ১৪শ' বছর পূর্বেই পিতা, স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয়ের সম্পত্তিতে নারীর অধিকার সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। আমেরিকার মেয়েরা ১৯২০ সাল ভোটের অধিকার লাভ করে। অপরদিকে মুসলিম নারীরা তাদের এই রাজনৈতিক অধিকার পুরুষদের সাথে সাথেই পেয়েছে। আমেরিকায় নারীদেরকেই সর্বাধিক দাসী হিসেবে ব্যবহার করা হতো। সেখানে দাস প্রথা বন্ধ হয় ১৮৬৩ সালে এবং এ দাস প্রথা বন্ধ করতে গিয়ে আমেরিকায় যে গৃহযুদ্ধ হয়েছিলো, তাতে প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ মানুষ নিহত হয়। অথচ ইসলাম ১৪শ' বছর পূর্বেই দাস প্রথা বিলুপ্ত করার ঘোষণা দিয়েছিলো, একজন দাস মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তার আহার ও পরিদেয় বস্ত্র ইত্যাদি সংক্রান্ত অধিকার তার মালিকের সমপর্যায়ে হবে। অথচ আমেরিকা তথা পাশ্চাত্যের নগ্ন সভ্যতার পূজারীরাই আজ মুসলমানদেরকে নারীর অধিকার শেখাতে চায়।

বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতা নারী ও পুরুষের মধ্যে মানবীয় সম্পর্কে শেষ বন্ধনটুকু নিঃশেষ করে দিয়ে মানুষকে নিতান্তই পাশবিক স্তরে উপনীত করার লক্ষ্যে নারী সম্পর্কে নানা ধরনের নীতিমালা দেশে দেশে তাদের বংশধরদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করছে। কারণ পাশ্চাত্য সভ্যতায় পাশবিক উত্তেজনা ও যৌন লালসার পরিতৃপ্তিই হচ্ছে সাধারণ নারী-পুরুষের সম্পর্কের একমাত্র ভিত্তি। আর ঠিক এ কারণেই পশ্চিমা দেশসমূহে নারী একজন পুরুষকে স্বামী হিসেবে বরণ করে প্রেম-ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত যেমন একত্রে বসবাস করা কল্পনাও করে না, তেমনি একজন পুরুষও একজন নারীকে স্ত্রী হিসেবে সুখ-দুঃখ তথা সমব্যথার সঙ্গিনী বানিয়ে জীবন অতিবাহিত করার কথা

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তাও করে না। ফলে পশ্চিমা দেশসমূহে পারিবারিক প্রথা ও বিয়ে প্রথা বিলুপ্ত প্রায়। বিয়ের বন্ধনে যারা আবদ্ধ হয়, স্বল্প দিনের মধ্যেই দাম্পত্য জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে তালাক তথা বিচ্ছেদের মাধ্যমে। ফলে পাশ্চাত্য দেশসমূহে জারজ সন্তানের জন্মহার বর্তমানে সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। কারণ নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি গড়ে ওঠে যে প্রেম-ভালবাসাকে কেন্দ্র করে, এর পরিবর্তে তারা নারী-পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তি রচিত করেছে যৌন-লালসা তথা পাশবিকতার ওপরে। এ কারণেই তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে লিভ-টুগেদার প্রথা তথা বিয়ে ব্যতীতই নারী-পুরুষের একত্রে বসবাস এবং যে কোনো মুহূর্তে তারা প্রয়োজনে যৌনসঙ্গী পরিবর্তন করতে পারে।

অপরদিকে ইসলাম নারী-পুরুষের সম্পর্ক মাটির গভীরে প্রোথিত শক্তিশালী বৃক্ষের সাথে তুলনা করছে। অর্থাৎ নারী এবং পুরুষ যেন একটি বৃক্ষমূল থেকে উদ্ভূত দুটি শাখা বিশেষ। আর এ সম্পর্কের ভিত্তি রচিত হয়েছে প্রেম-ভালবাসার ও মায়া-মমতার ওপরে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের কারণে। আর ঠিক এ কারণেই মানুষ হিসেবে ইসলাম নারী ও পুরুষে কোনো ব্যবধান করেনি, উভয়কেই সমমর্যাদার আসনে আসীন করেছে। আল্লাহ তা'য়ালা এই পৃথিবী সৃষ্টি করে এর মধ্যে মানুষের প্রয়োজনে যে সকল উপকরণ দান করেছেন, তা মানুষ হিসেবে শুধুমাত্র পুরুষকেই ভোগ করার অধিকার দেননি। বরং মানুষ হিসেবে নারী-পুরুষ উভয়কেই এ ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার দিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনের জ্ঞান বিবর্জিত কুসংস্কারে বিশ্বাসী বর্তমানে অধিকাংশ লোকদের ধারণা, উচ্চ শিক্ষিত, ধনী ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী লোকজনই প্রকৃত সম্মান-মর্যাদার অধিকারী। যারা প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধন-সম্পদ অর্জন করতে পারেনি, তারা সম্মান ও মর্যাদার পাত্র নয় এবং এই ঘৃণিত ধারণার আবর্তেই বর্তমান পৃথিবীতে মানবতা আবর্তিত হচ্ছে। উন্নত চরিত্র, উচ্চ পর্যায়ের নৈতিকমান, সততা, মহানুভবতা, ন্যায় পরায়ণতা, জ্ঞান-বিবেক বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য এসবের কোনো মূল্য দেয়া হয় না। এসব দুর্লভ গুণ ও বৈশিষ্ট্য যে সব দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে নিহিত রয়েছে, মানব সমাজে এরা অপাংক্তেয়। এরা সমাজের কোনো একটি স্তরেও নেতৃত্বের আসন লাভের যোগ্য নয়। প্রকৃত সম্মান-মর্যাদা লাভের মানদণ্ড কি এবং নারী-পুরুষের মধ্যে কোন্ নারী বা পুরুষ প্রকৃত সম্মান মর্যাদার অধিকারী তা মহান আল্লাহ তা'য়ালা নিরূপণ করে দিয়েছেন। এ সম্মান-মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের পার্থক্য করা হয়নি, ধনী-গরীব, সুন্দর-কুৎসিত, সাদা-কালো, বংশ ইত্যাদির কোনো পার্থক্য করা হয়নি। মহান আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে পৃথিবীর সকল মানুষই সমান, কেউ ছোট বা কেউ বড় অথবা কেউ উচ্চ বা নীচুও নয়। সৃষ্টিগতভাবেও কেউ উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট নয়। দুনিয়ার সকল নারী-পুরুষই একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। পৃথিবীতে এমন কোনো পুরুষ নেই যার সৃষ্টি ও জন্মের ক্ষেত্রে কোনো নারীর প্রত্যক্ষ অবদান নেই। অপরদিকে দুনিয়ার এমন কোনো নারী নেই, যার জন্মের ক্ষেত্রে কোনো পুরুষের প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই। ঠিক এ কারণেই নারী-পুরুষ কেউ কারো উপর কোনো ধরনের মৌলিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে না এবং কেউ কাউকে জন্মগত কারণে নীচ, হীন, ক্ষুদ্র ও নগণ্য বলেও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে পারে না এবং এসব বিষয় ইসলাম ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে ঘোষণা করেছে, 'মানব সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে যেসব নারী বা পুরুষ তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান এনে এবং ঈমানের দাবী অনুসারে জীবন পরিচালিত করে, তারাই দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান-মর্যাদার অধিকারী।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারী-পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তি গড়ে ওঠে যৌনতাকে কেন্দ্র করে এবং এই পাশবিক প্রবৃত্তিকে কেন্দ্র করেই তাদের মধ্যে সম্পর্কের ভাঙ্গা-গড়া চলতে থাকে। যৌবনকে কানায় কানায় ভোগ করার লক্ষ্যে তারা নানাবিধ উপায়-উপকরণ অবিষ্কার করেছে এবং ভোগের ক্ষেত্রে যেন অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে সন্তানের আগমন না ঘটে, এ লক্ষে তারা জন্ম নিরোধক সামগ্রীর উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিই করে চলেছে। অপরদিকে ইসলাম নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রশান্তি লাভের মাধ্যম হিসেবে গণ্য করে। সৃষ্টিগতভাবে পুরুষকে নারীর এবং নারীকে পুরুষের জুড়ি বানানো হয়েছে এবং ইসলাম ঘোষণা করেছে, এই জুড়ি একে অপরের কাছ থেকে পরম প্রশান্তি লাভ করবে। একে অপরের প্রতি প্রবল আকর্ষণবোধ, প্রেম-ভালবাসা ও গভীর মায়া-মমতা না থাকলে সেখানে পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে প্রশান্তি লাভের প্রশ্নই আসে না। নারীর প্রতি পুরুষ সঙ্গীর এবং পুরুষের প্রতি নারী সঙ্গীর হৃদয়ে প্রেম-প্রীতি ভালোবাসা ও মায়া-মমতা তথা প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এটিই হলো নারী-পুরুষের স্থায়ী সম্পর্কের মূলভিত্তি। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের দাম্পত্য জীবনের দর্শনই হচ্ছে প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও হৃদ্যতা। পোশাক যেমন মানবদেহের সাথে মিশে থাকে, দেহকে আবৃত করে রাখে এবং রোদ, আলো-বাতাসের মধ্যে যা কিছু ক্ষতিকর বস্তু রয়েছে তা থেকে রক্ষা করে, ঠিক তেমনি একজন নারী ও পুরুষের এবং পুরুষও নারীর প্রতি পোশাকের ভূমিকা পালন করে নানাবিধ ক্ষতিকর অবস্থা থেকে পরস্পরকে রক্ষা করে। অর্থাৎ নারী-পুরুষ দাম্পত্য জীবনে তাদের হৃদয় ও আত্মা একে অপরের সাথে যুক্ত থাকবে। একে অপরের সম্মান-মর্যাদা, স্বাস্থ্য, মন-মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখবে, পরস্পরের গোপনীয়তা ও সম্পদ রক্ষা করবে এবং পরস্পরের চরিত্র ও সম্ভ্রমকে কলঙ্কের কালিমা থেকে হেফাজত করবে। এসবই হলো নারী-পুরুষের সম্পর্কের প্রাণবস্তু এবং এই প্রাণবস্তু যৌনতা নির্ভর সম্পর্কের মাধ্যমে কোনোক্রমেই সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয় বিধায় পাশ্চাত্য পরিবার প্রথা প্রায়

Dhaka University Institutional Repository

বিলুপ্ত হতে চলেছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম-ভালবাসার সম্পর্ক নেই, সন্তানের সাথে পিতা-মাতার সম্পর্কের ইতি ঘটেছে, পারিবারিক জীবনের শান্তি ও স্বস্তির শেষ রেশটুকুও বিদায় গ্রহণ করেছে। এর স্বাভাবিক পরিণতিতে পাশ্চাত্যের অধিকাংশ নাগরিকের মন-মানসিকতা হয়েছে বহির্মুখী। কর্মক্লান্ত দেহে বাড়িতে ফিরে পারিবারিক পরিবেশে শান্তির আশা নেই জেনে তারা মানসিক শান্তির অন্বেষা ছুটে যায় ক্লাব, পার্ক, বার, লটারী-জুয়া, নৃত্য ও পানশালায়। সময়ের ব্যবধানে চিত্তবিনোদনের এসব মাধ্যমও তাদের কাছে মহাবিরক্তির উপকরণে পরিণত হয়। নিজের কাছে পৃথিবীকে তখন মনে হয় বন্দীশালা, অশান্তির অনলে পরিপূর্ণ এই বন্দীশালা থেকে মুক্তি লাভের আশায় তখন তারা বাধ্য হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

ইউরোপ এবং আমেরিকায় আত্মহত্যার বর্তমান পরিসংখ্যান দেখে সেখানের চিন্তাবিদগণ শিউরে উঠেছেন। প্রতিকারের পথ খুঁজতে গিয়ে তারা পুনরায় পূর্বের তুলনায় অধিক ভুল পথেই অগ্রসর হচ্ছেন, ফলে অশান্তির দাবানল পূর্বের তুলনায় বিস্তৃতিই লাভ করছে। বস্তুবাদ ও নাস্তিক্যবাদী জীবন দর্শন এবং যৌনাচার নির্ভর সভ্যতা-সংস্কৃতি এভাবেই মানুষের মধ্য থেকে মানবীয় সুকুমার বৃত্তিসমূহ নিঃশেষ করে দেয়। ফলে মানুষ বাহ্যিক আকার-আকৃতিতে মানুষের মত থাকলেও মননশীলতার দিকে তারা সম্পূর্ণ পাশবিকতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে যায়। বর্তমানে পুজিবাদী দুনিয়ায় নারীর যৌবনকে যেমন ব্যবসার পণ্যে পরিণত করা হয়েছে, তেমনি সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় নারীকে 'জনগণের সম্পদ'এ পরিণত করা হয়োছিলো। ইসলাম নারীকে তাঁর প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে যথাযথ অধিকার প্রদান করে উচ্চসম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন করেছে। মানব জাতির অর্ধেক ও গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হলো নারী। তাকে অবহেলা ও উপেক্ষা করে মানব সভ্যতার উন্নতি ও অগ্রগতি সম্ভব নয়। ইসলামের ইতিহাস ও মুসলমানদের ইতিহাসে যেমন আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে তেমনি ব্যবধান রয়েছে নারীকে মুসলমানদের ও ইসলামের দেয়া অধিকারে। ইসলামী রাষ্ট্র সমাজ এবং পারিবারিক ব্যবস্থায় নারীর মর্যাদা পুরুষের তুলনায় অনেকগুণ বেশী। প্রাচীন আরবে কন্যা সন্তান হত্যার নির্মম নিষ্ঠুর প্রথা ইসলামই উৎখাত করেছে। সেখানে কন্যা সন্তানের হাত চুম্বন করা ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হতো, কন্যা সন্তান ছিল অকল্যাণ ও অগৌরবের প্রতীক। নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং এসব ব্যবস্থা উৎখাত করলেন। কন্যার হাত তিনি চুম্বন করতেন। ইসলাম ছেলেদেরকে উপার্জনে যেমন বাধ্য করেছে কন্যাদেরকে তা করেনি। ইসলাম বলেছে, কন্যাকে লালন-পালন, তার যাবতীয় ব্যয়ভার বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত সন্তুষ্টির সাথে বহন করবে পিতা। পিতার অবর্তমানে করবে পরিবারের অভিভাবক।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক বর্তমানে সভ্যতার দাবীদার, তারাও শুধু ছেলেই কামনা করেন – কন্যা নয়। শুধু তাই নয়, বার বার কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে বলে স্ত্রীর ওপরে চালায় অত্যাচার এবং তালাক দিতেও দেখা যায়। কিন্তু বিজ্ঞান তো বলছে পুত্র সন্তান হোক বা কন্যা সন্তানই হোক – জন্মদানের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা নেই। পুরুষের নিকট হতেই নারীর গর্ভে কন্যা বা পুত্র সন্তানের ভ্রূণ প্রবেশ করে। কন্যা সন্তানের অধিকারী কে হবে আর কে পুত্র সন্তানের অধিকারী হবে এ ফায়সালা একমাত্র আল্লাহর কুদরতী হাতে। মুসলিম পরিবারে কন্যা অথবা পুত্র সন্তান যা-ই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, মুসলিম পরিবারে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। মুসলিম পরিবারে কন্যা সন্তানের জন্ম মোটেও অমর্যাদাকর নয় বরং কন্যা সৌভাগ্যের প্রতীক। তথাকথিত কিছু মুসলিম পরিবার রয়েছে, যে পরিবারে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে পরিবারে যেন শোকের ছায়া নেমে আসে। সন্তান সুন্দর বা কুৎসিত, কন্যা বা পুত্র হবে এটা সম্পূর্ণ মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। মাতা-পিতার অন্তরে সন্তানের ব্যাপারে কামনা-বাসনা যা-ই থাক, সেই কামনা-বাসনা অনুযায়ী আল্লাহর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয় না। কাকে কন্যা দান করলে তার কল্যাণ হবে। অথবা অকল্যাণ হবে, আর কাকে পুত্র দান করলে কল্যাণ অথবা অকল্যাণ হবে এটা মহান আল্লাহই ভালো জানেন। মুসলিম মাতা-পিতা অবশ্যই আল্লাহর কাছে পুত্র বা কন্যা কামনা করে দোয়া করতে পারেন। কিন্তু দোয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এটা ঠিক নয়। বান্দার জন্যে যেটা কল্যাণের আল্লাহ তাই করেন। কে সন্তানের মাতা-পিতা হবে আর কে হবে না, কে পুত্র সন্তান লাভ করবে আর কে কন্যা সন্তান লাভ করবে, এ ব্যাপারে মানুষের কোনো ক্ষমতা নেই এবং এ ক্ষেত্রে মানুষ একেবারে অসহায়। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও (Medical Science) ক্ষমতা নেই। মানুষের ভাণ্ডারে এমন জ্ঞান নেই, যে জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করে সে জানতে পারবে, 'পুত্র সন্তান তার জন্যে কল্যাণ বয়ে আনবে নাকি কন্যা সন্তান তার জন্যে ক্ষতিকর হবে। এ জ্ঞান মানুষের নেই। আল্লাহর ফায়সালা থাকলে, পুত্র হোক বা কন্যা হোক যে কোনো সন্তানই কল্যাণকর হতে পারে অথবা অকল্যাণকরও হতে পারে। পুত্র বা কন্যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য পুরস্কার। পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাজ হলো সে দানের মূল্য দেবে এবং দানকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। আল্লাহর দানের মূল্য না দেয়া এবং অকৃতজ্ঞ হওয়া কখনই মানুষের পক্ষে শোভা পায় না। আল্লাহই ভালো জানেন, কাকে কোন্ নিয়ামত দিতে হবে এবং তিনিই জ্ঞান ও কুদরতের অধীন বিজ্ঞতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। তাঁর সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাকেই নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করা মানুষের কর্তব্য।

Dhaka University Institutional Repository

শুধু কন্যা সন্তান নয়, বধূ এবং মা তথা সকল স্তরের নারীই বর্তমান বিশ্বে চরম নির্যাতনের শিকার। জাহেলী সমাজে বধূরও সম্মান-মর্যাদা বা কোনো প্রকার অধিকার স্বীকৃত ছিলো না। বধূ হিসেবে একজন নারীকে চরম অমর্যাদা ও অপমান ভোগ করতে হতো এবং তার সাথে নিতান্তই দাসী-বাঁদীর ন্যায় আচরণ করা হতো। মানুষ হিসেবে স্বামী জীবন ধারণের জন্যে যেসব উপকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতো, স্ত্রীর জন্যেও তা প্রয়োজন – এ কথা স্বামী চিন্তাও করতো না।

এ পৃথিবীতে কেবলমাত্র ইসলামই নারীকে তাঁর প্রকৃতি অনুযায়ী সঠিক প্রাপ্য ও মর্যাদা দান করেছে। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে অধিকার রয়েছে, স্বামীর প্রতি স্ত্রীরও সমপর্যায়ের অধিকার রয়েছে। স্ত্রীর সাথে যদি বনিবনা না হয়, তাহলে সুন্দর পদ্ধতি অবলম্বনে তার কাছ থেকে পৃথক হয়ে যেতে হবে। বনিবনা হচ্ছে না, এই ছুতোয় তার ওপরে কোনো ধরনের নির্যাতন করা যাবে না, তাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না, তার প্রাপ্য তাকে বুঝিয়ে দিয়ে পৃথক হতে হবে।

ইউরোপ-আমেরিকা তথা পাশ্চাত্য দেশসমূহে সন্তান তার পিতামাতার প্রতি কোনো দায়িত্ব অনুভব করে না। ১৮ বছর পূর্ণ হলে বা তার পূর্বেই সন্তান-সন্ততি বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে পৃথকভাবে বসবাস করতে থকে। বৃদ্ধ বয়সে পিতামাতা আশ্রয় গ্রহণ করে ওল্ডহোম তথা বৃদ্ধাশ্রমে। পিতা-মতার জন্মদিনে বছরে একবার মন চাইলে সন্তান তাদেরকে দেখতে যায় অথবা কার্ড পাঠায়। হতাশার সাগরে নিমজ্জিত পিতা-মাতার পক্ষে সন্তানের পাঠানো কার্ডটির প্রতি অশ্রুসজল নয়নে তাকিয়ে থাকা ছাড়া তাদের আর কোনোই উপায় থাকে না। পক্ষান্তরে যে কোন বিচার বিশ্লেষণে, মানদণ্ডে অথবা যুক্তিতে একজন মানুষের কাছে সবচেয়ে সম্মান-মর্যাদার ব্যক্তিত্ব হলেন তার জন্মদাতা পিতামাতা। মহান আল্লাহ্‌র পরেই মাতাপিতার স্থান। সন্তানের পক্ষে পিতামাতার ত্যাগ তীতিক্ষার বিনিময় দেয়া কখনো সম্ভব নয়। পৃথিবীতে এমন কোন আমল নেই, যে আমল করলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অত্যন্ত দ্রুত অর্জন করা যায়। কিন্তু একমাত্র মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার এবং প্রাণভরে তার খেদমত করলে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি দ্রুত অর্জন করা যায়। পিতা-মাতা তাদের কষ্টার্জিত অর্থ-সম্পদ সন্তানের জন্যে ব্যয় করেছেন। এখন সন্তান বড় হয়ে যে অর্থ সম্পদ উপার্জন করেছে, সে সম্পদ প্রয়োজনে অবশ্যই মাতাপিতার জন্যে ব্যয় করতে হবে।

পিতা ও মাতা এ উভয়ের মাধ্যমেই মহান আল্লাহ পৃথিবীতে সন্তান প্রেরণ করেন। পিতা ব্যতীত যেমন সন্তানের কল্পনা করা যায় না তেমনি মাতা ব্যতীতও সন্তানের আশা করা যায় না। সন্তানের জন্যে সব থেকে বেশী কষ্ট স্বীকার করে মা। এ কারণেই মায়ের কষ্টের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে ইসলাম পিতার তুলনায়

Dhaka University Institutional Repository

মায়ের অধিকার বেশী প্রদান করেছে। মায়ের মর্যদার কারণে মায়ের বোন খালার মর্যাদাও মহান আল্লাহ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। মায়ের সম্মান-মর্যাদা সম্পর্কে পবিত্র কোরআন-হাদীস যত কথা বলেছে, তা একত্রিত করতে গেলে বড় ধরনের গ্রন্থ রচনা প্রয়োজন। কারণ নারী মায়ের জাতি, তাদের সম্মান-মর্যাদা সর্বাধিক। তাদের উচ্চ মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি দিয়েই ইসলাম ঘোষণা করেছে, মায়ের পায়ের নীচেই জান্নাত।

ইসলাম নারীকে পরাধীনতার অন্ধকার গহ্বর থেকে বের করে দাসত্বের নাগপাশ থেকে মুক্তি দিয়ে স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদন করিয়েছে। কন্যা হিসেবে, বধূ হিসেবে এবং মা হিসেবে নারীকে সম্মান-মর্যাদার কত উচ্চ সোপানে আসীন করেছে তা নারী জীবনের সকল স্তরের কোন একটি স্তরেও নারীকে পরাধীন করা হয়নি, করা হয়নি কারো দয়া-দাক্ষিণ্যের মুখাপেক্ষী। প্রত্যেক স্তরেই নারীকে তাঁর প্রাপ্য অধিকার বুঝিয়ে দেয়ার জন্য পুরুষদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কন্যা সন্তানের জন্মের বিষয়টিকে 'সুসংবাদ, সুখবর, ফেরেস্তাদের দোয়া, কন্যা সন্তান সৌভাগ্যের প্রতীক' ইত্যাদি কথা বলে নারীকে পুরুষদের কাছে মূলতঃ সম্মান-মর্যদার প্রতীক হিসেবেই উপস্থাপন করা হয়েছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার পূজারীদের সুরে সুর মিলিয়ে যারা নারী স্বাধীনতার জিগির তুলে ইসলামের বিরোধিতা করছেন তাদের জানা উচিত, নারী স্বাধীনতার উদ্দেশ্য প্রণোদিত আওয়াজ সেই সমাজ থেকেই সর্বপ্রথম উঠেছে, যে সমাজে নারীকে পরিণত করা হয়েছে পুরুষের দাসী, ভোগের সামগ্রী, চিত্তবিনোদন ও যৌন কামনা পূরণের উপকরণ হিসেবে। শয়তানের সহচরী হিসেবে আখ্যায়িত করে নারীর আত্মা বলে কিছুই নেই – এ রায় নারী সম্পর্কে তারাই দিয়েছিলো। নারীর মৌলিক অধিকার হরণ করে তাকে খেল-তামাসার সামগ্রীতে তারাই পরিণত করেছিলো। নারীকে সম্মানজনক স্বাধীনতা ইসলাম দিয়েছে, তাঁর সকল অধিকার ইসলামই সংরক্ষণ করে তাকে তাঁর ইজ্জত-আব্রুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পুরুষকে বাধ্য করেছে। 'নারী যৌন উপকরণের সামগ্রী নয় বরং নারীই আদর্শ ও সুনাগরিক গড়ার কারিগর' – এ কথা সর্বপ্রথম ইসলামই ঘোষণা করে তাকে স্বামী তথা পুরুষের কর্মে সহযোগিতা, তাকে উৎসাহ-উদ্দীপনা, সাহস দান, পরামর্শ দোয়া এবং সন্তানকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ার দায়িত্ব ও অধিকার দিয়েছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ পূজারীদের কাছে নারী সমাজ যৌন উপকরণের সামগ্রী হলেও ইসলামের দৃষ্টিতে তাঁরা মানবমণ্ডলীর সম্মানিতা মর্যাদার অধিকারিণী মায়ের জাতি। এ জন্যেই ইসলাম পুরুষদের পাশাপশি নারীকেও চিন্তাবিদ, গবেষক, শিক্ষাবিদ, সমাজবিদ, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক ইত্যাদি হয়ে মানব সভ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার কাজে উৎসাহিত করেছে। ইসলামের বিধানে নারী-পুরুষ

Dhaka University Institutional Repository

সকলের জন্যেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের দায়িত্বও সকল শ্রেণীর মানুষের। ইসলাম নারীকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখার অধিকার দিয়েছে। জীবন সাথী নির্বাচনে নারীকে মতামত জ্ঞাপনের অধিকার ইসলামই দিয়েছে এবং তাদের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ এবং স্বাধীন মত প্রকাশের স্বাধীনতাও ইসলাম দিয়েছে। নারীর অমতে তাকে জোরপূর্বক কারো সাথে বিয়ে দেয়া ইসলামী জীবন বিধানে বৈধ নয়।

তবে ইসলাম বিয়ে পূর্ব প্রেমকেও নিষিদ্ধ করেছে। প্রেমের নামে যথেচ্ছাচার, পার্কে, ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে বা প্রকাশ্যে ঘনিষ্ঠভাবে বসে আপত্তিকর আচরণ করা, প্রেমিকার সাথে ঘোরাঘুরি করা, ফোনে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করা এসব ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। আগুন এবং জমাটবাঁধা ঘী পাশাপাশি থাকলে আগুনের উত্তাপে যেমন ঘী গলবেই, তেমনি তরুণ-তরুণী বা যুবক-যুবতী পাশাপাশি অবস্থান করলে নৈতিক স্খলন ঘটবেই। বেগানা একজন নারী এবং একজন পুরুষ একত্রিত হলে শয়তানকে দিয়ে সেখানে তিনজন হয়। বলাবাহুল্য, শয়তানের কাজই হলো পরস্পরের মনে কুচিন্তা সৃষ্টি করা। প্রেমের নামে বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে লাগামহীনভাবে তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী মেলামেশা করছে। এর অনিবার্য পরিণতি হিসেবে রাস্তা-পথে, ডাস্টবিনে নবজাতক সন্তান পাওয়া যাচ্ছে এবং নার্সিং হোমগুলোয় গিয়ে গর্ভপাত ঘটাচ্ছে। গর্ভপাত ঘটাতে গিয়ে অনেক মেয়েই মৃত্যুবরণ করছে। অনেক মেয়ে লজ্জা ও ভয়ে আত্মহত্যা করতেও বাধ্য হচ্ছে এবং এসব সংবাদ প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে। ইসলাম মোহ্‌রানা ব্যতীত কোনো নারীকে বিয়ে করা পুরুষদের জন্য হারাম ঘোষণা করেছে। মোহরানা কম বেশী যাই হোক, তাতে যদি পাত্রী রাজি থাকে তাহলে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে – নতুবা নয়। কারণ মোহরানা নারীর অধিকার এবং এ অধিকার সামর্থ্য অনুযায়ী পুরুষদেরকে অবশ্যই নারীকে বুঝিয়ে দিতে হবে। মোহরানা নারীর নিরাপত্তার প্রতীক – ভবিষ্যতের আশ্রয়স্থল। কোনো কারণে স্বামী যদি তাঁর স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটায় তাহলে তালাকপ্রাপ্তা নারী মোহরানার অর্থ-সম্পদ দিয়ে নিজের জীবন ধারণের খরচ যোগাতে পারে। ইসলাম মোহরানা আদায়ের নির্দেশ দিয়ে নারীকে স্বায়ংসম্পূর্ণ করেছে এবং অন্যের মুখাপেক্ষীতা ও পরাধীনতার অভিশাপ থেকে মুক্তি দিয়েছে। মোহরানার অর্থ-সম্পদ একান্ত ভাবেই নারী তথা পাত্রীর। এতে অন্য কারো কোনো অংশ নেই। পাত্রীকে গড়ে তুলতে তার পেছনে অনেক খরচ হয়েছে, এ কথা বলে অভিভাবক পাত্রীর কাছ থেকে প্রাপ্ত মোহরানার অর্থ-সম্পদ দাবী করতে পারবে না। তবে পাত্রী যদি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রাপ্ত মোহরানার অর্থ-সম্পদ কাউকে সম্পূর্ণ অংশ বা কিছু অংশ দেয়, তাহলে তা ভিন্ন কথা। স্ত্রী মোহরানার অর্থ-সম্পদ হালাল পন্থায় স্বাধীনভাবে ব্যবহার

Dhaka University Institutional Repository

করতে পারবে। এ ব্যাপারে কেউ-ই হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। নারী ইচ্ছে করলে উক্ত অর্থ-সম্পদ দিয়ে ব্যবসাও করতে পারে অথবা নিজের কাছে গচ্ছিতও রাখতে পারে বা ব্যাংকেও গচ্ছিত রাখতে পারে। স্ত্রীর মোহরানার অর্থ-সম্পদে স্বামীর কোনো অধিকার নেই। এ অর্থ-সম্পদ কাজে লাগিয়ে স্ত্রী যদি বিশাল বিপুল অর্থ-সম্পদের মালিকও হয়, তবু এতে স্বামীর কোনো অংশ ধার্য্য হবে না।

সামজ, সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ার ক্ষেত্রে এককভাবে পুরুষকে ক্ষমতা দেয়া হয়নি। মুমিন পুরুষ ও নারী পরস্পরের যৌথ প্রচেষ্টায়, শ্রম ও মেধায় পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সভ্যতা-সংস্কৃতি বিনির্মাণ করবে। দেশ ও জাতিকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং এ কাজ করতে গিয়ে যা কিছু শুভ সুন্দর তা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে উভয়ে যৌথভাবে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করবে। আর যা কিছু অশুভ অসুন্দর তা সমাজ ও দেশ থেকে মূলোৎপাটন করার কাজেও অনুরূপ ভূমিকা পালন করবে।

সুতরাং ইসলাম নারীকে ঠকিয়েছে এ কথা বলে যারা সমানাধিকারের নামে মুসলিম পারিবারিক ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিতে চায়, বিয়ে প্রথা বিলুপ্ত করে সমগ্র জাতিকে ব্যভিচারে লিপ্ত করতে চায়, অবাধ যেনা-ব্যভিচার ও গর্ভপাতের অধিকার চায় তারা মানবতার দুশমন। এদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে সকলের উচিত ইসলাম যাকে যে অধিকার দিয়েছে তার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টা চালানো। নর-নারী উভয়ের প্রত্যক্ষ অবদানে এই পৃথিবীর মানব সভ্যতা সচল রয়েছে। মানব বংশবৃদ্ধি করণে একা নর বা নারী কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে উভয়েরই অবদান রয়েছে এবং সর্বাধিক ত্যাগ-তিতীক্ষা বরণ করে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে নারী। বিশ্বের সকল নামী-দামী ব্যক্তিত্ব নারীর গর্ভেই অস্তিত্ব লাভ করেছে, নারীই তাকে প্রসব করেছে এবং নারীর কোমল কোলেই সে লালিত পালিত হয়েছে। নারী বৃদ্ধি করেছে মানব সম্প্রদায়ের সম্মান-মর্যাদা। এ জন্যে সমগ্র মানবতাই নারীর কাছে চিরকালের জন্য ঋণী। নারীকে ঘৃণা করে বা তাকে অবহেলিত দৃষ্টিতে দেখে কোনো সমাজ উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারেনি। দেশ ও জাতির উন্নয়নের নামে নারীকে তাঁর যোগ্যস্থান থেকে বের করে এনে পুরুষদের কামনা-বাসনা পূরণের উপকরণে পরিণত করার পথও ইসলাম রুদ্ধ করে দিয়েছে। ইসলাম পর্দার ব্যবস্থা করে নারীকে তাঁর যোগ্যস্থানে রেখে তাঁর কাছ থেকে খেদমত গ্রহণ করেছে। ইসলামের সোনালী যুগে মহিলা সাহাবীগণ সমাজ ও জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। নারী তার অর্জিত জ্ঞান ও যোগ্যতা কোন্ কাজে লাগিয়েছে, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে তা কিভাবে ব্যবহার করেছে সর্বোপরি আদর্শ নাগরিক গড়ার ব্যাপারে তারা কি ভূমিকা পালন করেছে, এ ব্যাপারে তাদেরকে অবশ্যই আদালতে আখিরাতে জবাবদিহি করতে হবে। তবে নারী তার নিরাপদ স্থানে থেকে ভূমিকা পালন করবে এবং পুরুষও তার জন্য নির্ধারিত স্থানে থেকে ভূমিকা পালন করবে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলাম ও হিন্দু আইনে নারীর তুলনা[১৫২]

ইসলামী উত্তরাধিকার আইন ও হিন্দু আইনে নারীর অধিকারের তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. ইসলামী আইন : ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে কন্যা সন্তান সর্বাবস্থায় মৃত ব্যক্তির অর্থাৎ পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। মৃত ব্যক্তির অন্য কোন ওয়ারিশ থাকুক বা না থাকুক, কন্যা তার অংশ পাবেই।

হিন্দু আইন : হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে কন্যা সন্তান সর্বাবস্থায় উত্তরাধিকারী হতে পারে না। মিতাক্ষরা এবং দায়ভাগ উভয় আইনেই মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, মৃতের বিধবা স্ত্রী, পুত্রের বিধবা স্ত্রী এবং পৌত্রের বিধবা স্ত্রী জীবিত থাকলে কন্যা সন্তান সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়। উপরোক্ত ৬ জনের কেউ জীবিত না থাকলে কন্যা উত্তরাধিকারী হবে।

২. ইসলামী আইন : মৃত ব্যক্তির পিতা কিংবা পুত্র জীবিত থাকলেও কন্যা উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে। পিতা জীবিত থাকলে কন্যা পায় $\frac{১}{২}$ অংশ আর পুত্র জীবিত থাকলে কন্যা পুত্রের অর্ধেক সম্পত্তি পেয়ে থাকে।

হিন্দু আইন : হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে মৃত ব্যক্তির পুত্র জীবত থাকলে কন্যা সন্তান কোন অংশ পাবে না।

৩. ইসলামী আইন : মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হবার জন্যে মৃত ব্যক্তির আত্মার মাগফেরাত কামনা করা শর্ত নয়। অর্থাৎ কোন উত্তরাধিকারী যদি মৃত ব্যক্তির পরলৌকিক শান্তির জন্যে দোয়া নাও করে তথাপি ওয়ারিশ স্বত্ব থেকে বঞ্চিত হবে না। তবে মৃত ব্যক্তির আত্মার মাগফেরাতের জন্যে আল্লাহ পাকের নিকট প্রার্থনা করা ওয়ারিশগণের কর্তব্য।

হিন্দু আইন : দায়ভাগ আইনে উত্তরাধিকারী হবার জন্যে পিণ্ডদান করা শর্ত। যারা শাস্ত্র অনুসারে মৃত ব্যক্তির আত্মার কল্যাণের উদ্দেশ্যে তার পার্বনা শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করবে এবং পিণ্ডদানের অধিকারী তারাই সপিণ্ড। সপিণ্ডই মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী।

---

[১৫২] মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান, ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ, আর.আই.এস. পাবলিকেশন্স, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৯৫। পৃ. ১২৮-১৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

৪. ইসলামী আইন : মৃত ব্যক্তির অর্থাৎ পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে কন্যা যে অংশ পেয়ে থাকে, তা সম্পূর্ণ মালিকানা স্বত্বে লাভ করে। অর্থাৎ কন্যা তার প্রাপ্য অংশ স্বীয় ইচ্ছামত ব্যবহার, দান ও বিক্রয় করতে পারবে। তার এ অধিকারের উপর কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কন্যার মৃত্যুর পর এ সম্পত্তি তার অর্থাৎ কন্যার উত্তরাধিকারীগণ পাবে।

হিন্দু আইন : মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে কন্যা যে অংশ পায় তা কেবলমাত্র জীবন স্বত্বে লাভ করে। কন্যার প্রাপ্য অংশের উপর তার পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। অর্থাৎ কন্যা যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন কেবলমাত্র ভোগ দখল করবে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য অংশ কন্যা স্বীয় ইচ্ছামত ব্যবহার, দান, বিক্রয়, উইল কিংবা সম্পত্তির কোন প্রকার ক্ষতি করতে পারবে না। কন্যার মৃত্যুর পর এ সম্পত্তি কন্যার কোন উত্তরাধিকারীও পারে না, বরং যার নিকট থেকে সম্পত্তি পেয়েছিল তার নিকটাত্মীয়দের নিকট সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে হবে।

৫. ইসলামী আইন : কন্যা যদি চরিত্রহীনা এবং অসতীও হয়, তথাপি কন্যা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হবে। অসতীর কারণে কেউ তাকে তার প্রাপ্য অংশ হতে বঞ্চিত করতে পারবে না। অবশ্য চরিত্রহীনা এবং অসতীর কারণে যে গুণাহগার হবে। কিন্তু উত্তরাধিকারী হতে বঞ্চিত হবে না।

হিন্দু আইন : দায়ভাগ আইনে অসতীত্বের কারণে কন্যা সন্তান মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীত্ব হতে বঞ্চিত হবে।

৬. ইসলামী আইন : সকল কন্যার সমান অধিকার। কন্যা সন্তান অবিবাহিতা হউক কিংবা বিবাহিতা, পুত্র সন্তানের মা হউক কিংবা কন্যা সন্তানের মা হউক, অথবা বন্ধ্যা হউক ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে সকল কন্যারই সমান অধিকার। অর্থাৎ প্রত্যেক কন্যাই মৃত পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে সমান হারে অংশ পাবে।

হিন্দু আইন : হিন্দু আইনে সকল কন্যার সমান অধিকার নেই। বন্ধ্যা কিংবা যে কন্যা কেবলমাত্র কন্যা সন্তানের মা হয়েছে, সে মৃত পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে কোন অংশ পাবে না। হিন্দু আইনে কুমারী কন্যার দাবী অগ্রগণ্য। অতঃপর পুত্রবতী বা পুত্রসম্ভবা কন্যাদের দাবী। কুমারী কন্যা জীবিত থাকলে বিবাহিতা কন্যারা বঞ্চিত হবে। যে কন্যা কেবলমাত্র কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছে বা বন্ধ্যা সেও বঞ্চিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৭. ইসলামী আইন : মৃত ব্যক্তির স্ত্রী জীবিত থাকলেও কন্যা তার নির্ধারিত অংশ পাবে। যেহেতু কন্যা যাবিল ফুরুজ, সেহেতু সকল অবস্থায়ই কন্যা উত্তরাধিকারিণী হবে। কোন অবস্থাতেই বঞ্চিত হবে না।

হিন্দু আইন : মিতাক্ষরা আইনে মৃত ব্যক্তির সকল বিধবা স্ত্রীর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত কন্যা তার মৃত পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হতে পারবে না।

৮. ইসলামী আইন : কন্যা যদি অন্ধ, বোবা, বধির কিংবা দূরারোগ্য কুষ্ঠ ব্যধিগ্রস্থ হয়, তথাপি সে উত্তরাধিকারীত্ব থেকে বঞ্চিত হবে না। তার নির্ধারিত অংশ সে পাবেই।

হিন্দু আইন : কন্যা অন্ধ, বোবা, বধির কিংবা দূরারোগ্য কুষ্ঠ ব্যধিগ্রস্ত হলে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।

৯. ইসলামী আইন : ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে সহোদর বোন, বৈপিত্রেয়া বোন, বৈমাত্রেয়া বোন সকলেই উত্তরাধিকারিণী। তারা যাবিল ফুরুজের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ বোনদের জন্যে অংশ নির্ধারিত আছে।

হিন্দু আইন : হিন্দু উত্তরাধিকার আইন কোন প্রকার বোনই মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিণী নয়। অর্থাৎ বোনগণ বঞ্চিত হবে।

১০. ইসলামী আইন : নারী হিসেবে পৌত্রীও উত্তরাধিকারিণী। যাবিল ফুরুজের অন্তর্ভুক্ত করে তাদের জন্যেও অংশ নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে।

হিন্দু আইন : পৌত্রীগণ উত্তরাধিকারিণী নয়।

১১. ইসলামী আইন : ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে সকল অবস্থায়ই স্ত্রী মৃত ব্যক্তির অর্থাৎ স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হবে। মৃত ব্যক্তির অন্য কোন ওয়ারিশ জীবিত থাকুক আর নাই থাকুক, কোন অবস্থাতেই স্ত্রী বঞ্চিত হবে না।

হিন্দু আইন : পূর্বে মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্র জীবিত থাকলে বিধবাগণ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিণী হতে পারত না।

১৯৩৭ সালে বিধবা স্ত্রীর অধিকার সংক্রান্ত আইন পাশ হবার পর বর্তমানে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রের সাথে বিধবা উত্তরাধিকারিণী হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

১২. ইসলামী আইন : স্ত্রী যদি অসতী হয়, তথাপি স্ত্রী মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হবে। অবশ্য স্ত্রী অসতী হলে গুণাহগার হবে এবং এর শাস্তির বিধানও ইসলাম দিয়েছে। কিন্তু স্বামীর উত্তরাধিকারিণী হওয়া থেকে কোন অবস্থায়ই বঞ্চিত হবে না।

হিন্দু আইন : স্ত্রী অসতী হলে মৃত স্বামীর উত্তরাধিকারিণী হতে বঞ্চিত হবে।

১৩. ইসলামী আইন : স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী ইচ্ছে করলে দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। ইসলাম নারীকে সে স্বাধীনতা ও অধিকার দিয়েছে। দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার কারণে স্ত্রী মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে বিন্দুমাত্রও বঞ্চিত হবে না। তার প্রাপ্য সে পাবেই।

হিন্দু আইন : হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রী যদি দ্বিতীয় বিবাহ করে, তাহলে সে পূর্ব মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হবে এবং ধরে নেয়া হবে যে, সেই হিন্দু মহিলা তার মৃত স্বামীর বিধবা স্ত্রী হিসেবে আর বেঁচে নেই বরং মৃত্যু হয়েছে।

১৪. ইসলামী আইন : মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে স্ত্রী যে অংশ পায়, তা সম্পূর্ণ মালিকানা স্বত্বে লাভ করে। অর্থাৎ এ সম্পত্তি স্ত্রী স্বীয় ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে দান, উইল এবং বিক্রয় করতে পারবে। এতে কারোর বাঁধা দেবার অধিকার নেই।

হিন্দু আইন : মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে স্ত্রী যে অংশটুকু পায়, তা কেবলমাত্র জীবন স্বত্বে লাভ করে। এ সম্পত্তির উপর বিধবা স্ত্রীর পরিপূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। তিনি কেবলমাত্র ভোগ দখলকারিণী। তিনি এ সম্পত্তির কোন প্রকার ক্ষতিসাধন করতে পারবেন না। অর্থাৎ এ সম্পত্তি তিনি স্বীয় ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে দান, উইল ও বিক্রয় করতে পারবেন না। স্ত্রীর মৃত্যুর পর এ সম্পত্তি স্ত্রীর উত্তরাধিকারীগণ পাবে না বরং যার নিকট থেকে সম্পত্তি লাভ করেছিল তার নিকটবর্তী আত্মীয়দের নিকট সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে হবে।

১৫. ইসলামী আইন : মৃত ব্যক্তি অর্থাৎ মৃত সন্তানদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে মাতা সর্বাবস্থায় উত্তরাধিকারিণী হবে। যাবিল ফুরুজ হিসেবে মাতার অংশ নির্ধারিত আছে। কোন অবস্থাতেই মাতা বঞ্চিত হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু আইন : হিন্দু আইনে মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, বিধবা, কন্যা এবং পিতা জীবিত থাকলে মাতা কোন অংশ পায় না। এছাড়া মিতাক্ষরা আইনে মৃত ব্যক্তির দৌহিত্র অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির কন্যার পুত্র সন্তান জীবিত থাকলেও মাতা উত্তরাধিকারিণী থেকে বঞ্চিত হয়।

১৬. ইসলামী আইন : মাতা যদি অসতী হয়, তাহলে মাতা উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না।

হিন্দু আইন : দায়ভাগ আইনে মাতা যদি অসতী হয়, তাহলে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

১৭. ইসলামী আইন : মৃত ব্যক্তি অর্থাৎ সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে মাতা যে অংশ পায়, তার উপর মাতার পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ মাতা তার প্রাপ্য সম্পত্তির স্বীয় ইচ্ছামত ব্যয়, দান, উইল ও বিক্রয় করতে পারবে মাতার মৃত্যুর পর তার এ সম্পত্তি মাতার উত্তরাধিকারীগণ পাবে।

হিন্দু আইন : হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে মাতা মৃত ব্যক্তির অর্থাৎ সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে যে অংশ পায় তার উপর মাতার পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। মাতা এ সম্পত্তি কেবলমাত্র জীবন স্বত্বে ভোগ দখল পায়। অর্থাৎ মাতা যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন মাতা এ সম্পত্তি কেবলমাত্র ভোগ করতে পারবে। এ সম্পত্তির কোন ক্ষতি অর্থাৎ স্বীয় ইচ্ছামত ব্যয়, বিক্রি, দান বা উইল করতে পারবে না। মাতার মৃত্যুর পর মাতা যার নিকট থেকে সম্পত্তি পেয়েছিল তার নিকটাত্মীয়দের নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

নর-নারী মহান আল্লাহর প্রিয় সৃষ্টি। নর-নারীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা আজকের এই পৃথিবী। প্রতিটি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সাফল্য নির্ভর করে নর-নারীর দায়িত্ব-কর্তব্য, অধিকার ও মর্যাদার উপর। নর-নারীর এ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের সাফল্য নির্ভর করে তাদের গ্রহনীয় আদর্শ ও চিন্তা-মতাদর্শের উপর। চিন্তা-মতাদর্শ অন্তঃসারশূন্য হলে পৃথিবীতে আদর্শিক ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে ওঠে না। মহান আল্লাহ তার সৃষ্টির জন্য এমন এক সমাজ ব্যবস্থা নির্ধারণ করেছেন যা জাতি, ধর্ম, গোত্র নর-নারী নির্বিশেষে সকলের জন্য নেয়ামাত স্বরূপ। আল্লাহর নিকট তার মনোনীত জীবন ব্যবস্থা হলো ইসলাম। ইসলাম এমন চিন্তা-বিশ্বাস ও মতাদর্শ পেশ করে, যা মানুষের উপর সর্বাত্মকভাবে প্রভাব বিস্তার করে, তাকে প্রতিমুহূর্তে নিয়ন্ত্রিত করে। নর-নারী নির্বিশেষে যারাই এই চিন্তা বিশ্বাসকে গ্রহণ করবে তারাই সফলকাম হবে। নর-নারীর মধ্যে জন্মগতভাবেই কিছু পার্থক্য থাকায় ক্ষেত্র বিশেষ ছাড়া ইসলাম নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার দিতে কার্পণ্য করেনি। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের চিন্তা প্রসূত আদর্শ নারীকে স্বাধীনভাবে পুরুষের সমান কর্মক্ষেত্রে টেনে এনেছে এবং উভয়কে ঠিক পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সৃষ্টিগত কারণে নারী-পুরুষের যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা যে এক ও অভিন্ন নয়, সে কথা একবারও চিন্তা ও বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে না। যে সব কাজ পুরুষেরা করতে পারে, সেইসব কাজ যে মেয়েরাও সাধারণত করতে পারে, এমন অকাট্য প্রমাণ আজ পর্যন্ত পেশ করা কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। নারী তার কর্মক্ষেত্রে স্বাধীন পাশাপাশি পুরুষও তার কর্মক্ষেত্রে স্বাধীন।

পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থা মনে করে নারীরা স্বাধীনতার সুউচ্চ পর্যায়ে উপনীত। নারীমুক্তি, নারী আন্দোলন ও নারী স্বাধীনতার নামে নারীকে কৌশলে ভোগ্যপণ্য করে তাদের মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে। বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতা নারী পুরুষের সর্বশেষ বন্ধন বিয়েকে বাদ দিয়ে পাশবিক যৌন লালসাকে পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তি মনে করে। এ কারণে বিয়ে বহির্ভূত একত্রে বসবাস তথা লিভ টুগেদার প্রথা যা তাদের সমাজ ব্যবস্থাকে অস্থিরতার দিকে ধাবিত করছে। বস্তুবাদ ও নাস্তিক্যবাদী জীবন দর্শন এবং যৌনাচার নির্ভর সমাজ ব্যবস্থা মানুষের সুকুমার বৃত্তিসমূহ ধ্বংস করে দিয়েছে। মানব জাতির অর্ধেক ও গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হলো নারী। নারী জাতিকে উপেক্ষা করে মানব সভ্যতার উন্নতি ও অগ্রগতি সম্ভব নয়।

নারীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য তার অধিকারকেই স্বীকৃতি দেয়া জরুরী, যা তার শক্তি সামর্থ ও যোগ্যতার সাথে মানান সই। ইসলাম নারীর জন্য নিরাপদ, শালীন ও পবিত্র পরিবেশের জন্য অবাধ

Dhaka University Institutional Repository

মেলামেশাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। সমঝোতা, ঔদার্য ও মহত্তের দিক দিয়ে বিশ্বের সকল সভ্যতার শীর্ষে ইসলামী সভ্যতার অবস্থান, তার ভিত্তি নারী ও পুরুষের মাঝে এই নৈতিকতা সৃষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলাম নারীকে দিয়েছে সর্বকালের সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ সম্মানজনক অবস্থান, পরিপূর্ণভাবে অধিকার ও মর্যাদা, সকল লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও অপমান থেকে মুক্তি, পূর্ণাঙ্গ মনুষ্য ও মানবসুলভ অধিকারের নিশ্চয়তা এবং পরিবার ও সমাজের উন্নয়নে, নিরাপত্তা বিধান ও ঐক্য সংহতি রক্ষার সক্রিয় ভূমিকা রাখার সুযোগ। এ ছাড়াও ইসলাম নারীকে তার প্রাপ্যতা ও যোগ্যতানুযায়ী যৌক্তিক অধিকারের নিশ্চয়তা দিয়েছে।

প্রথমত : মনুষ্যত্বের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের পরিপূর্ণ সাম্যের কথা এবং সকল প্রকার ভেদাভেদ ও বৈষম্য প্রত্যাখানের কথা ইসলাম সর্বপ্রথম ঘোষণা করে।

দ্বিতীয়ত : পূর্ববর্তী ধর্মমতের অনুসারীরা কন্যা সন্তানকে অভিশাপস্বরূপ এবং সকল পাপের উৎস মনে করত। ইসলাম কন্যা সন্তানকে কল্যাণের প্রতীক হিসেবে ঘোষণা করে।

তৃতীয়ত : পুরুষের মত নারীরা যদি সৎকর্মশীল হয় তারাও জান্নাত লাভ করবে।

চতুর্থত : ইসলাম নারীকে অপয়া ও অশুভ মনে করা এবং কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত হওয়ার মানসিকতাকে প্রতিহত করেছে।

পঞ্চমত : ইসলাম কন্যা সন্তানকে জীবন্ত মাটিতে পুতে দেয়ার ঘৃণ্য প্রথাকে নিষিদ্ধ ও উৎখাত করেছে।

ষষ্ঠত : ইসলাম নারীকে সম্মান করতে ও মর্যাদা দিতে নির্দেশ দিয়েছে।

সপ্তমত : নারীকে শিক্ষাদানে ইসলাম প্রবলভাবে উৎসাহ প্রদান করেছে।

অষ্টমত : ইসলাম নারীকে উত্তরাধিকারের অংশীদার করেছে।

নবমত : ইসলাম স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের জন্য যৌক্তিক সমানাধিকার বিধিবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত করেছে।

দশমত : ইসলাম তালাক ও খুলা সমস্যাকে এমনভাবে বিধিবদ্ধ করেছে যাতে স্বামী ও স্ত্রী কোন রকমের স্বেচ্ছাচারণমূলক আচরণ করতে না পারে।

একাদশত : ইসলাম স্ত্রীর সংখ্যা বিশেষ অবস্থায় চার-এ সীমিত করেছে। সমতা বিধান করতে না পারলে স্ত্রীর সংখ্যা একটিতে সীমাবদ্ধ করেছে।

দ্বাদশত : নারীকে প্রাপ্ত বয়স্কা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্বীয় অভিভাবকের কর্তৃত্বে ন্যস্ত করেছে।

আমাদের মুসলিম জনগণ, সমাজ ও রাষ্ট্র কোন অবস্থায়ই ইসলামের নির্দিষ্ট সীমারেখার বাইরে যেতে পারে না, ইসলামের বিধান ও দর্শন যে ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত, নির্ভুল ও অকাট্য সে ব্যাপারে মুসলমানদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা সংশয় থাকার কথা নয়।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল-কুরআন।

২. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল, সহীহ আল বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

৩. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০১, ঢাকা।

৪. আবূ আবদুর রাহমান আহমদ ইবন শুয়াইব, সুনানে নাসায়ী।

৫. সুলাইমান ইবনুল আশয়াস ইবন ইসহাক, সুনানে আবু দাউদ।

৬. আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইবন ঈসা ইবন সাওরাতা, জামে আত-তিরমিযী।

৭. আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ, সুনানে ইবনে মাজাহ।

৮. আহমাদ ইবন হাম্বল, মুসনাদ আহমাদ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।

৯. ওলীউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ, মিসকাতুল মাসাবীহ, আসাহুল মাতাবি, দেওবন্দ, হিন্দ।

১০. ইমাম হাকিম, আল মুসতাদরাক হাকিম, লাহোর, ১৯৩২।

১১. আবুল ফিদা ইবন কাসীর, তাফসীরে ইবন কাসীর, মাওবাতুল আজহারিয়া প্রেস, মিশর, ১৩০১ হিজরী।

১২. মরিস বুকাইলি (ড.), বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, রূপান্তর – আখতার উল আলম, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ৭ম সংস্করণ, ঢাকা ১৯৯৬।

১৩. মুহাম্মদ তাহের হোসেন, ইসলামে নারী, হৃদ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০০, ঢাকা।

১৪. ফরীদ ওয়াজদী আফেন্দি, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নারী, হিজাজ প্রেস, ঢাকা, ১৯৫৯।

১৫. সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, ইসলামী সমাজে নারী, অনুবাদক : মোহাম্মদ মুজাম্মেল হক, আধুনিক প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ঢাকা-১৯৯৭।

১৬. আল খাওলী (মিশরী), নারী : ইসলামের দৃষ্টিতে, সিন্দাবাদ প্রকাশনী, ২য় খণ্ড, (১৯৮৮, ঢাকা)।

১৭. ইমাম মুনাযির, আত তারগীবু ওয়াত তারহীব, কায়রো, ১৩২২ হিজরী।

Dhaka University Institutional Repository

১৮. মোঃ সাইয়েদ আল সাফাত, মুসলিম নারী প্রসঙ্গ, ভাষান্তর মাহমুদুল হাসান ইউসুফ, কাতার চ্যারিটি, ২য় সংস্করণ (অক্টোবর, ২০০৫, ঢাকা)।

১৯. ইসলামের দৃষ্টিতে নারী, বাংলাদেশ ইনসটিটিউট অব ইসলামিক থট, ঢাকা ১৯৯৬।

২০. আহমাদ শালাবী, হিস্টরী অব মুসলিম এডুকেশন, লন্ডন, ১৮৮৫।

২১. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, নারী, খায়রুন প্রকাশনী, ষষ্ঠ সংস্করণ, নভেম্বর ২০০০।

২২. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান, ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ, আর.আই.এস. পাবলিকেশন্স, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৯৫।

২৩. আবদুল খালেক, নারী, দ্বীনি পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৯।

২৪. মুস্তাফা আস্ সিবায়ী (ড.), ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী, অনুবাদ আকরাম ফারুক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৮।

২৫. আবদুল খালেক, নারী, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৫।

২৬. সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, পর্দা ও ইসলাম, অনুবাদক আব্বাস আলী খান, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা। প্রথম সংস্করণ ১৯৯২।

২৭. আল্লামা শাওকানী, ফাতহুল কাদির, সিন্ধু সেন্ট জনস কলেজ, আগ্রা, হিন্দ।

২৮. মোঃ আবুল হোসাইন, নারী মুক্তি আন্দোলনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২।

২৯. মাহবুবা বেগম, নারীর ভূষণ, আল কুরআন গবেষণা সেন্টার, ঢাকা। জুলাই ১৯৯৯।

৩০. শাহজাহান সিরাজ, আমেরিকায় ইসলাম ও মুসলমান : হাজার বছরের চালচিত্র, ইসলামিক সোসাইটি ইউ.কে. (লন্ডন, ইংল্যান্ড, নভেম্বর ২০০৩)।

৩১. ইউনিফরম ফ্যামিলি কোড, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ঢাকা, এপ্রিল ১৯৯৩।

৩২. নারীর আইনী অধিকার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, জুন ২০০০।

৩৩. আদি পুস্তক, তৃতীয় অধ্যায়।

৩৪. গণনাপুস্তক। বাইবেলের পুরাতন অংশের একখানা পুস্তক। মোসেসকে (মুসা) প্রদত্ত পাঁচটি পুস্তকের মধ্যে ইহা চতুর্থ। এ গ্রন্থে মিসর হতে ইহুদীদের হিজরতের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

৩৫. তীমথিয়ের প্রতি প্রেরিত পলের প্রথম পত্র।

Dhaka University Institutional Repository

৩৬. করিন্থীয়দের নিউ টেস্টামেন্ট সেন্টপল কর্তৃক করিন্থীয় খ্রিষ্টানদের প্রতি লিখিত পত্রাবলী। সম্ভবতঃ ৫৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম করিন্থীয় লিখিত হয়। ইহা বাইবেলে দীর্ঘতম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পত্রাবলীর অন্যতম।

৩৭. মনোস্মৃতি।

৩৮. চানক্য নীতি, লেখক শ্রীসত্য নারায়ণ চক্রবর্তী, কলিকাতা সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৫।

৩৯. বর্ণ-পর্ব।

৪০. উদযোগ পর্ব।

৪১. Report of the commission, Marriage, Divorce and the Church, London 1971.

৪২. Gospeal according to saint Jhon, যিশুর অন্যতম প্রধান শিষ্য জন (যোহন) লিখিত নিউ টেস্টামেন্টের অন্তর্ভুক্ত পুস্তক, নিবন্ধ আকারে লিখিত যিশুর জীবনী।

৪৩. James Hasting (Editor), Dictionary of the Bible, Revised Edition, Charles Scribner's Son, N.Y. 1963.

৪৪. Professor Indra : Statues of Womem in Mahabarat.

৪৫. Nazhat Afza and Khurshid Ahmad, The Position of Woman in Islam, Islamic Book Publishers, Kuwait, 1982.

৪৬. O'leary, Delacy : Arabia Before Muhammad, London, 1927.

৪৭. Ben Lindsey, Revolt of Modern Youth, New York, 1927.

৪৮. Wat Terman, Prostitution in the U.S.A., New York 1932.

৪৯. Rustum and Zurayk, History of the Arabs and Arabian Culture, Beirut, 1940.

৫০. অধ্যাপক জুড, Guide of Modern Weekedness (খ্রিস্টানদের মতে যীশুর বারজন প্রধান শিষ্যের মধ্যে একজন, যাকে যীশুর ভ্রাতা বলা হতো)।

৫১. দৈনিক 'প্রথম আলো', ২৭ অক্টোবর ২০০৮, ঢাকা, বাংলাদেশ।

৫২. দৈনিক ভোরের কাগজ, ১২ জুলাই, ১৯৯৪, ঢাকা (সূত্র : রয়টার)।

৫৩. দৈনিক নয়াদিগন্ত, ৩১ জুলাই, ২০০৫, ঢাকা (সূত্র : এ.এফ.পি.)।

Dhaka University Institutional Repository

৫৪. দৈনিক নয়াদিগন্ত, ঢাকা। ১৫ মে ২০০৫।

৫৫. ইসলাম ও নারীর সামাজিক অধিকার, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১৯ জুলাই ২০০৫, ঢাকা।

৫৬. ইসমাত মৌসুমী, ইইউতে নারী পাচার, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ঢাকা। ২৪ আগস্ট ২০০৫।

৫৭. ফাতিমা সাইজউদ্দীন, মার্কিন সমাজে মুসলিম নারীদের প্রত্যয়ী ভূমিকা, দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, ১৪ নভেম্বর ২০০৬।

৫৮. নারী মুক্তির দিক নির্দেশনা ইসলাম, ড. সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া, দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা। ৪ জুলাই, ২০০৬।

৫৯. উম্মে আইরিন, দেশে দেশে নারী নির্যাতন, দৈনিক সংগ্রাম, ২৩ আগস্ট ২০০৫, ঢাকা।

৬০. মাজাল্লাতু হাযারাতিল ইসলাম, সওগাত পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ফাল্গুন সংখ্যা, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ।

সমাপ্ত